শরৎ রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

রচনাকাল

১৯০১—১৯০৭

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও !

সম্পাদকমণ্ডলী

পীযূষ দাশগুপ্ত

কল্পতরু সেনগুপ্ত

প্রভাস সিংহ

শঙ্কর দাশগুপ্ত

সুদর্শন রায় চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

দীর্ঘ ছ' মাসের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার শেষে স্তালিন রচনাবলীর বঙ্গানুবাদের প্রকাশ খণ্ডাকারে শুরু হ'ল। বস্তুত তারও আগে থেকেই বিভিন্ন স্তরে এ-সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল কারণ এই রচনাবলীর প্রকাশ নিঃসন্দেহে আমাদের প্রকাশনী সংস্থার দুঃসাহসিকতম পদক্ষেপ এবং সেই হিসাবে আমাদের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ঠিক কতখানি ফারাক্ তা বর্তমান প্রকাশনার কাজ হাতে নেওয়ার পূর্বেই খতিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

শেষ পর্যন্ত যে এই রচনাবলীর প্রকাশ শুরু হতে পারল তার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল বাংলা ভাষাভাষী অসংখ্য স্তালিন-অনুরাগীর অকৃত্রিম উৎসাহ যার প্রতিফলন দেখা গেছে প্রতিনিয়ত ক্রমস্ফীতমান গ্রাহকতালিকা থেকে। জানি না এই রচনাবলীর প্রকাশনা সম্পূর্ণ ত্রুটি-হীন, সর্বাঙ্গসুন্দর হবে কি না, কিন্তু অগণিত পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা মনে রেখেই আমাদের চেষ্টা আন্তরিক হবে এই প্রতিশ্রুতি আমরা নিশ্চিতভাবেই দিতে পারি। আশা করব যে প্রথম খণ্ডে যেন সেই চেষ্টাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এই রচনাবলী প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা যাঁদের সহ-যোগিতা সর্বাধিক পেয়েছি তাঁরা হলেন সম্পাদকমণ্ডলীর পাঁচজন সদস্য। অনুবাদকরাও যথেষ্ট দায়িত্ব ও গুরুত্ব সহ-কারে তাঁদের কাজ করেছেন। আমাদের প্রকাশনী সংস্থার তিনজন তরুণ কর্মী বিভিন্নভাবে প্রকাশনার কাজে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের কাছেই আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ, এই অবকাশে তাঁদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই রচনাবলী প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছিলাম তখন থেকেই এ-ব্যাপারে একজনের শুভেচ্ছা আমাদের

অপরিসীম আশ্বাস ও উৎসাহ যুগিয়েছে। এমনকি রোগ-শয্যায় থেকেও তিনি খোঁজ নিয়েছেন: কাজ কতদূর এগুলো, কাজ কেমন হচ্ছে! তিনি হলেন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবীণতম পথিকৃৎ সর্বজনশ্রদ্ধেয় কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ।

আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে ভবিষ্যতেও কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ আমাদের এ-ধরনের সকল প্রচেষ্টাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সার্থক করে তুলবেন। তা-ই হবে আমাদের বড় পাথেয়।

শিল্পী শ্রীখালেদ চৌধুরী বর্তমান খণ্ডের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন। ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলির ক্ষেত্রেও তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রীকালীপদ দাস এবং শ্রীঅধীর পাল বর্তমান খণ্ডের প্রুফ দেখে দিয়েছেন। তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে রচনাবলীর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁদের কাছ থেকে উৎসাহ না পেলে এই দুঃসাহসিক প্রকাশনার কাজে হাত দেওয়ার স্পর্ধা আমার হ'ত না।

মজহারুল ইসলাম

২১শে আগস্ট, ১৯৭৩
নবজাতক প্রকাশন
কলিকাতা

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

১৯৫১ সালের অসুখ থেকে স্তালিন যখন সেরে ওঠেন, তখন দেশে দেশে কোটি কোটি মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন আর তাদের মনের কথাকে ভাষা দিয়ে মাও-সেতুং বলেন, 'স্তালিন ভালো, তাই সব ভালো।'

দু' বছর যেতে না যেতেই ১৯৫৩ সালের ৫ই ঘটল স্তালিনের প্রাণহানির দুঃসহ দুর্ঘটনা আর তার কিছুকাল পরেই শুরু হ'ল তাঁর মানহানির দুঃশীল রটনা। স্তালিন নেই, তাই যা কিছু ভালো, তাও বুঝি নেই—নেই সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নেই আন্তর্জাতিক দায়িত্ববোধ, নেই এমনকি মানবিক মর্যাদা বোধও!

পশুর পশুত্বেরও হয়তো সীমা আছে কিন্তু সীমা নেই বুঝি মানবিকের পাশবিকতার!··রাতের অন্ধকারে কবর খুঁড়ে বের করে আনা স্তালিনের দেহাবশেষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হ'ল! ফতোয়া জারী হ'ল, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দাও তাঁর সমস্ত কৃতি, সমস্ত স্মৃতি!

···সে আজ ক'বছরই বা হ'ল! নিঃস্তালিনীকরণের সেই উন্মত্ত তাণ্ডবের মধ্যে থেকেও উইলিয়াম গ্যালাকারের মতো অনেকেই সেদিন দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'একদিন আসবে যখন থেমে যাবে এই ধূলিঝড় আর সেদিন মানুষ আবার সানন্দে প্রত্যক্ষ করবে স্তালিন দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর পরিপূর্ণ মহিমায়।'

···হ্যাঁ, সেই ধূলিঝড় এখন থেমে গেছে, তবে তার আঁধি এখনো কেটে যায়নি। অবশ্য, তাও যে একদিন নিঃশেষে কেটে যাবে, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়। আর সেই নব প্রভাতের শুভ আগমনকে ত্বরান্বিত করার প্রত্যাশাতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস—বাংলা ভাষায়

স্তালিনের রচনাবলী এবং সেই সঙ্গে তাঁর একখানা রাজনৈতিক জীবনীর প্রকাশনা।

বাংলা ভাষায় স্তালিনের এই রচনাবলী প্রকাশনায় আমরা প্রধানতঃ অনুসরণ করেছি স্তালিনের জীবিতকালে প্রকাশিত ১৯৪৬ সালের ইংরেজী সংস্করণটিকে। সেই সংস্করণটির ভূমিকায় যদিও ঘোষণা করা হয়েছিল যে মোট ষোলটি খণ্ডে তা সম্পূর্ণ হবে, কিন্তু স্তালিনের মৃত্যুর পরেই ঐ সংস্করণের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ায় মোট তেরটি খণ্ডের পরে আর কোনো খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। আমরা স্থির করেছি যে এক থেকে তের খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদে আমরা উক্ত সংস্করণটিকেই অনুসরণ করব এবং চতুর্দশ খণ্ডের বেলায় নির্ভর করব ইতস্ততঃ প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা, বিবৃতি ও ভাষণের উপরে।

ঐ ইংরেজী সংস্করণের মতো বাংলা সংস্করণেও রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডকে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রথম খণ্ড, ১৯০৭-এর মে থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯১৭ থেকে ১৯১৭-র অক্টোবর পর্যন্ত তৃতীয় খণ্ড, ১৯১৭-র নভেম্বর থেকে ১৯২০ পর্যন্ত চতুর্থ খণ্ড, ১৯২১ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড, ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত অষ্টম নবম দশম একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড এবং ১৯৩৪ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত চতুর্দশ খণ্ড। এই চোদ্দটি খণ্ড ছাড়াও এই সঙ্গে প্রকাশিত হবে স্তালিনের একখানি রাজনৈতিক জীবনী।

এর আগে বাংলা ভাষায় স্তালিনের কিছু কিছু রচনা এবং সেই সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধেও কিছু কিছু রচনা বিভিন্ন প্রকাশনা-ভবন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রাপ্তব্য সমস্ত রচনাবলী এবং সেই সঙ্গেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একখানি তথ্যনিষ্ঠ বিবরণী বাংলা ভাষায় প্রকাশনার প্রচেষ্টা এই প্রথম।

বলা বাহুল্য, স্তালিন দেবতা ছিলেন, কি দানব ছিলেন—তার কোনোটাই সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করার দায়িত্ব আমাদের নয়। আমাদের মতে, তিনি ছিলেন একজন মানুষ, তবে অনন্যসাধারণ মানুষ। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রচার ও প্রয়োগে, প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষায় এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার ও প্রগতিসাধনে তাঁর অবদান অসাধারণ। তাই আমরা মনে করি, ইতিহাসের সৃষ্টি ও ইতিহাসের স্রষ্টা এই মানুষটির সমগ্র কর্মকৃতি অনুশীলনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর এই প্রয়োজনবোধ থেকেই প্রকাশকের এই প্রয়াস এবং সম্পাদকের এই প্রযত্ন।

প্রথম খণ্ডের রচনাগুলি যে সময়কালে লেখা তখন স্তালিনের বৈপ্লবিক কর্মস্থল ছিল তিফলিস। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা তখন সারা রাশিয়ায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির, তার ভাবাদর্শ ও সংগঠনের ভিত্তি রচনায় ব্রতী ছিলেন। আর সে-সময়ে স্তালিন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী সমস্ত মতবাদ ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গোটা ট্রানসককেশিয়া জুড়ে গড়ে তুলছিলেন বলশেভিক সংস্থা ও সংগঠনের শাখা-প্রশাখা এবং পরিচালনা করছিলেন তাদের সকলকে। এই সময়কার লেখাগুলিতে প্রতিপক্ষের বিচ্যুতি ও বিবৃতির বিরুদ্ধে তিনি সরল ভাষায় অথচ শাণিত ভঙ্গিতে তুলে ধরেছিলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূলনীতিগুলিকে, তুলে ধরেছিলেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব গ্রহণের ঐতিহাসিক অবশ্যিকতাকে।

এই সময়কার লেখাগুলি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্তালিন বলেছেন যে এগুলি তাঁর তরুণ বয়সের রচনা, যখনো পর্যন্ত তিনি 'একজন পূর্ণ পরিণত মার্কসবাদী হয়ে ওঠেননি।' সুতরাং কিছু কিছু ভুলত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। তিনি নিজেই এমন দুটি ভুলের কথা উল্লেখ করেছেন—একটি

কৃষি-সংক্রান্ত কর্মসূচীর প্রশ্নে, অন্যটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়লাভের শর্ত সম্পর্কিত প্রশ্নে। দুটি প্রশ্নই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা পাঠকদের অনুরোধ করব, তাঁরা যেন শুরুতেই স্তালিনের নিজের লেখা 'মুখবন্ধ'টি পড়ে নেন (এই সংস্করণের ১৭ পৃঃ থেকে ২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

আরো একটি কথা। এই জাতীয় রচনাবলী ভালোভাবে বুঝতে হলে চাই তৎকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে অন্ততঃ মোটামুটি একটা ধারণা। আমরা আশা করি, অধিকাংশ পাঠকের তা আছে। যাঁদের নেই তাঁদের অনুরোধ করি, তাঁরা যেন এই 'রচনাবলী' পড়ার সময়ে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস' নামক বইখানি হাতের কাছে রাখেন; বর্তমান খণ্ডটি পড়ার আগে যেন অবশ্যই উক্ত ইতিহাসের প্রথম তিনটি অধ্যায় কিংবা ঐ অধ্যায়গুলির প্রত্যেকটির শেষে দেওয়া 'সংক্ষিপ্তসার'টি পড়ে ফেলেন।

শেষ করবার আগে শেষের কথাটি বলে নিই। কথাটি অনুবাদ প্রসঙ্গে। শুনেছি, ফরাসী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, অনুবাদ নাকি মেয়েদের মতো—সুন্দর হয় তো বিশ্বস্ত হয় না, বিশ্বস্ত হয় তো সুন্দর হয় না। বলা বাহুল্য, কি মেয়েদের সম্পর্কে, কি অনুবাদ সম্পর্কে—কোনো সম্পর্কেই আমরা এই প্রবাদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই। আমরা বিশ্বাস করি, সুন্দর হলেও বিশ্বস্ত হতে পারে এবং হয়; আবার বিশ্বস্ত হলেও সুন্দর হতে পারে এবং হয়। বর্তমান অনুবাদে আমরা ভাবগত বিশ্বস্ততা এবং ভাষাগত সুন্দরতার মধ্যে সমন্বয়সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যদি পেরে থাকি আমাদের চেষ্টা সার্থক; আর যদি না পেরে থাকি আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ, কিন্তু তা বলে এই কৈফিয়ৎ দেব না যে বিশ্বস্ততা ও সুন্দরতা বিপরীতধর্মী।

অভিনন্দনসহ!

২১শে আগস্ট, ১৯৭৩ সম্পাদকমণ্ডলী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

স্তালিন রচনাবলী

И. Сталин.

প্রথম খণ্ডে লেখকের মুখবন্ধ

প্রথম খণ্ডে যে লেখাগুলো অন্তর্ভুক্ত, তা লেখকের কাজকর্মের একেবারে সেই প্রাথমিক পর্যায়ে (১৯০১-১৯০৭) লিখিত, লেনিনবাদের মতাদর্শ ও কর্মনীতির বিশদ উপস্থাপনা যখনও সম্পূর্ণ হয়নি। রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ক্ষেত্রেও অংশতঃ কথাটা খাটে।

এই লেখাগুলোকে অনুধাবন এবং যথাযথ মূল্যায়নের সময় সেগুলোকে এমন একজন তরুণ মার্কসবাদীর রচনা বলেই গণ্য করতে হবে, যিনি তখনও পর্যন্ত একজন পূর্ণ-পরিণত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে গড়ে ওঠেননি। এটা তাই স্বাভাবিক যে এইসব লেখায় পুরানো মার্কসবাদীদের এমন কোনো কোনো বক্তব্যের ছাপ থেকে গিয়েছে যা পরে অচল হয়ে পড়েছে এবং পার্টি কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে। দু'টি প্রশ্ন মনে রেখেই কথাটা বলছি:—একটি হ'ল কৃষিসংক্রান্ত কর্মসূচীর প্রশ্ন এবং অন্যটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়লাভের শর্ত সম্পর্কিত প্রশ্ন।

প্রথম খণ্ড থেকে এটা পরিষ্কার ('কৃষিসংক্রান্ত প্রশ্ন' শীর্ষক প্রবন্ধগুলো দেখুন), ঐ সময়ে লেখকের বক্তব্য ছিল জমিদারদের জমি কৃষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিতে হবে। পার্টির 'ঐক্য কংগ্রেসে' যেখানে কৃষিসংক্রান্ত প্রশ্নটি আলোচিত হয় সেখানে পার্টির ব্যবহারিক কাজে নিযুক্ত বলশেভিক প্রতিনিধিদের সংখ্যাগুরু অংশ জমি বিলি করে দেবার এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সমর্থন করেন, মেনশেভিকদের সংখ্যাগুরু অংশ পঞ্চায়েতীকরণের (municipalization) পক্ষে দাঁড়ান, লেনিন এবং বাকি বলশেভিক প্রতিনিধিরা দাঁড়ান জমি জাতীয়করণের সপক্ষে। এই তিনটি প্রস্তাব প্রসঙ্গে বিতর্ককালে যখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এই কংগ্রেসে জাতীয়করণ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হবার কোনো আশাই নেই, লেনিন এবং অন্যান্য জাতীয়করণের প্রবক্তারা তখন কংগ্রেসে জমি বিলি করে দেবার পক্ষেই ভোট দেন।

জমি বিলির প্রস্তাবকেরা জমি জাতীয়করণের বিরুদ্ধে তিনটি যুক্তি উত্থাপন করেন: (ক) কৃষকেরা জমিদারদের জমি জাতীয়করণ করাটা মেনে নেবেন না॰কারণ তারা ঐ জমি নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেই পেতে চান;

(খ) কৃষকেরা জাতীয়করণ প্রতিরোধ করবেন কারণ তাদের কাছে এই ব্যবস্থাটা জমিতে তাদের যে ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে তার অবলুপ্তি বলেই গণ্য হবে; (গ) এমনকি জাতীয়করণের ব্যাপারে কৃষকদের প্রতিবাদ যদি ঠেকানোও যায়, মার্কসবাদী হিসাবে আমাদের জাতীয়করণের ওকালতি করা উচিত হবে না কারণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর রাশিয়ার রাষ্ট্রটি সমাজতান্ত্রিক হবে না, হবে একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র। আর জাতীয়করণ-করা জমির এই বিরাট ভাণ্ডারটি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের হানি করে বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিকে নিদারুণভাবে বাড়িয়ে তুলবে।

এক্ষেত্রে জমি বিলির প্রস্তাবকেরা বলশেভিকগণসহ রুশ মার্কসবাদীদের স্বীকৃত এই যুক্তি থেকেই অগ্রসর হয়েছিলেন যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর বিপ্লবের গতিপথে মোটামুটি একটি দীর্ঘ বিরতি দেখা দেবে; বিজয়ী বুর্জোয়া বিপ্লব এবং ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে এমন একটি অবকাশ থাকবে যখন ধনতন্ত্র আরো অবাধ, আরো প্রবল বিকাশের সুযোগ পাবে এবং কৃষিতেও ছড়িয়ে পড়বে; শ্রেণীসংগ্রাম হয়ে উঠবে তীব্রতর এবং বিস্তৃততর, শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যাগতভাবে বেড়ে উঠবে, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতনা ও সংগঠন উপযুক্ত স্তরে সমুন্নীত হবে এবং এসবের পরই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অধ্যায়টির সূত্রপাত হবে।

এটা লক্ষ্য করতেই হয় যে দুই বিপ্লবের মধ্যবর্তী একটি দীর্ঘ বিরতির এই যুক্তিটিকে কংগ্রেসের কেউই বিরোধিতা করেননি। একদিকে জাতীয়করণ ও বিলিকরণ এই দু'টি মতের প্রবক্তারা এবং অন্যদিকে পঞ্চায়েতীকরণের প্রস্তাবকেরা—এই উভয়পক্ষই এই অভিমত পোষণ করতেন যে, রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কৃষিসংক্রান্ত কর্মসূচী রাশিয়াতে ধনতন্ত্রের অধিকতর এবং প্রবলতর বিকাশের সহায়ক হওয়াই উচিত।

ব্যবহারিক কাজে নিযুক্ত বলশেভিকরা অর্থাৎ আমরা কি জানতাম যে লেনিন ঐ সময়েই এই অভিমত পোষণ করতেন যে রাশিয়াতে বুর্জোয়া বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকশিত হয়ে উঠবে, তিনি তখনই নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের অভিমতটি পোষণ করতেন? হ্যাঁ, আমরা তা জানতাম। আমরা তা জেনেছিলাম 'দুই কৌশল' (১৯০৫) নামক তাঁর পুস্তিকা থেকে এবং ১৯০৫ সালে লেখা 'কৃষক আন্দোলনের প্রতি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মনোভাব' নামক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ থেকে, যাতে তিনি লিখেছিলেন 'আমরা নিরবচ্ছিন্ন

বিপ্লবেরই পক্ষপাতী' এবং 'মধ্যপথে থেমে আমরা যাব না'। কিন্তু আমাদের তত্ত্বগত শিক্ষাদীক্ষার স্বল্পতার জন্ত এবং তত্ত্বগত প্রশ্নে যে অবহেলা ব্যবহারিক কর্মীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সেই অবহেলার জন্ত আমরা যথেষ্ট গভীর-ভাবে প্রশ্নটি অধ্যয়ন করিনি এবং তার বিরাট তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। আমরা জানি, কিছু কারণের জন্ত লেনিন ঐ সময়ে এবং ঐ কংগ্রেসে 'বুর্জোয়া বিপ্লব অবশুই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকাশলাভ করবে' —এই তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত যুক্তিগুলি জাতীয়করণের সপক্ষে উত্থাপন করেননি। তা কি এইজন্তই তিনি করেননি যে তিনি বিশ্বাস করতেন প্রশ্নটি তখনও সময়োচিত হয়ে উঠেনি; এবং যেহেতু এটা আশা করেননি যে কংগ্রেসে সমবেত ব্যবহারিক কাজে নিযুক্ত বলশেভিকদের অধিকাংশই তখনও বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকাশের তত্ত্বটি উপলব্ধি করার ও তাকে গ্রহণ করার মতো যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছেন সেই জন্তই কী তিনি এই যুক্তিগুলো উত্থাপন করা থেকে বিরত হয়েছিলেন ?

একমাত্র কিছুকাল পরেই যখন বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকশিত হওয়া সম্পর্কিত লেনিনের তত্ত্বটি বলশেভিক পার্টির পথ-নির্দেশক নীতি হয়ে উঠল, তখনই কৃষিসংক্রান্ত প্রশ্নে পার্টি থেকে সমস্ত মতভেদ একেবারে দূর হয়ে যায়। কারণ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে রাশিয়ার মতো একটা দেশে যেখানে বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকশিত হয়ে ওঠার ভিত্তি বাস্তব অবস্থার বিকাশের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে—সেখানে মার্কসবাদী পার্টির পক্ষে জমি জাতীয়করণ ছাড়া অন্ত কোনো কৃষিসংক্রান্ত কর্মসূচী হতেই পারে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের সমস্যা নিয়ে। প্রথম খণ্ড থেকে এটা পরিষ্কার ('নৈরাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্র ?' শীর্ষক প্রবন্ধগুলো দেখুন), ঐ সময়ে লেখক মার্কসবাদীদের মধ্যে তৎকালে প্রচলিত এই তত্ত্বটি অনুসরণ করতেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে এই যে শ্রমিকশ্রেণীকে জনসাধারণের মধ্যে সংখ্যাগুরু হতেই হবে এবং স্বভাবতঃই যেসব দেশে শ্রমিকশ্রেণী এখনও পুঁজিবাদের বিকাশের স্বল্পতার জন্ত জনসাধারণের মধ্যে সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠেনি, সেসব দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব।

বলশেভিকগণসহ রাশিয়ান মার্কসবাদীদের মধ্যে এবং অন্যান্ত দেশের

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিসমূহের মধ্যেও এই তত্ত্বটি সাধারণভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ইউরোপ ও আমেরিকায় ধনতন্ত্রের পরবর্তী বিকাশ, প্রাক-সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রে রূপান্তর এবং সর্বশেষে বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসম বিকাশের যে সূত্র লেনিন আবিষ্কার করেন—তা থেকে দেখা গেল এই তত্ত্বটি বিকাশের পরিস্থিতির সঙ্গে আর সুসঙ্গত নয়: এবং এককভাবে একটি দেশে যেখানে ধনতন্ত্রের বিকাশ সর্বোচ্চ বিন্দুতে উপনীত হয়নি এবং শ্রমিকশ্রেণী জনসাধারণের মধ্যে সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠেনি—কিন্তু যেখানে পুঁজিবাদী ফ্রন্ট শ্রমিকশ্রেণীর তরফ থেকে ফাটল ধরিয়ে দেবার মতো যথেষ্ট দুর্বল—এককভাবে এমন একটি দেশেও সমাজ-তন্ত্রের বিজয় সম্পূর্ণ সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই লেনিনবাদী তত্ত্বটি এইভাবে ১৯১৫-১৬ সালে রূপ পরিগ্রহ করে। এটা খুব ভাল করেই জানা যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বটি অগ্রসর হয়েছে এই সাধারণ সূত্র থেকে যে ধনতন্ত্র যেসব দেশে সবচেয়ে বেশী বিকশিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সেসব দেশেই বিজয়ী হবে এমন কোনো আবশ্যকতা নেই বরং যেসব দেশে পুঁজিবাদী পক্ষ (front) দুর্বল, যেখানে ঐ পক্ষে ফাটল ধরিয়ে দেওয়া শ্রমিক-শ্রেণীর পক্ষে সহজতর, যেখানে ধনতন্ত্রের, বলতে কি শুধু মাঝামাঝি স্তরের বিকাশই সাধিত হয়েছে, সেই সব দেশেই মুখ্যতঃ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী হবে।

রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সংকলিত লেখাগুলি সম্পর্কে লেখকের এইটুকুই মন্তব্য।

জানুয়ারি,
১৯৪৬

জে. স্তালিন

১৯০১—১৯০৭

সম্পাদকবৃন্দের নিবেদন*

জর্জিয়ার সচেতন পাঠকদের জন্য একটি স্বাধীন সাময়িকপত্রের প্রকাশনা যে একটি জরুরী প্রশ্ন সে বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হয়ে; এই প্রশ্নটির যে আজই একটি সুরাহা হওয়া দরকার এবং এক্ষেত্রে কালক্ষেপণ যে কেবল সাধারণ লক্ষ্যকে ক্ষুণ্ণ করবে সে বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হয়ে; এ ধরণের একটি প্রকাশনাকে প্রতিটি সচেতন পাঠক যে স্বাগত জানাবেন এবং সর্বপ্রকারে সহায়তা করবেন সে বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হয়ে—আমরা জর্জিয়ার বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের একটি গোষ্ঠী পাঠকদের ইচ্ছাকে আমাদের সাধ্যমত পূর্ণ করার এই প্রয়াসে ব্রতী হয়েছি। জর্জিয়ার প্রথম স্বাধীন সংবাদপত্র 'সংগ্রাম'[১] (বর্দজোলা)-এর প্রথম সংখ্যাটি আমরা প্রকাশ করছি।

এই পত্রিকা সম্পর্কে এবং বিশেষ করে আমাদের সম্পর্কে পাঠকেরা যাতে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা করতে পারেন তার জন্য আমরা ক'টি কথা নিবেদন করছি।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলন দেশের কোনো একটি প্রান্তকেও স্পর্শ না করে থাকেনি। রাশিয়ার যে অংশকে আমরা ককেশাস বলে থাকি তাও বাদ পড়েনি এবং ককেশাসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জর্জিয়াও তা থেকে বাদ পড়েনি। জর্জিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলন একটি সাম্প্রতিক ব্যাপার, মাত্র ক'বছরের ব্যাপার এটি এবং সঠিকভাবে বলতে গেলে এই আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ১৮৯৬ সালে মাত্র। অন্য সব জায়গার মতো আমাদের এখানেও আমাদের কার্যকলাপ প্রথমদিকে গোপনীয়তার চৌহদ্দি পেরোয়নি। বিক্ষোভ প্রকাশ ও ব্যাপক প্রচার কার্যের এই রূপ—যা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, তা ছিল অসম্ভব এবং বিক্ষিপ্ত; কয়েকটি গণ্ডীর মধ্যেই তা ছিল সীমাবদ্ধ। সে অধ্যায় এখন শেষ হয়েছে। শ্রমিক সাধারণের মধ্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ভাবধারা প্রসারিত হয়েছে, গোপনীয়তার সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছে শ্রমিকদের এক বিরাট অংশের মধ্যে। শুরু হয়েছে প্রকাশ্য সংগ্রাম। এতদিন যে ধরণের বহু প্রশ্ন আড়ালে পড়ে ছিল, যেগুলির ব্যাখ্যা জরুরী হয়ে দেখা দেয়নি—এই সংগ্রাম সেই সব প্রশ্নকে

*বেআইনী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পত্রিকা 'সংগ্রাম' (বর্দজোলা)-এর প্রধান প্রবন্ধ।

এখন পুরোগামী পার্টি-কর্মীদের সামনে তুলে ধরেছে। সামগ্রিক গুরুত্ব নিয়ে প্রথমে যে প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে—সংগ্রামের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার জন্য কী কী পদ্ধতি আমাদের আয়ত্তে রয়েছে? কথার কথা হিসাবে এই প্রশ্নের জবাবটা খুবই সহজ ও সরল; কিন্তু বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

একথা না বললেও চলে যে সংগঠিত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনের পক্ষে প্রধান পদ্ধতি হল বিপ্লবী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচার ও তার সপক্ষে বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলা। অথচ যেসব অবস্থার মধ্যে বিপ্লবীরা কাজ করতে বাধ্য হন তা এমনই বৈপরীত্যময়, এমনই কঠিন এবং তাতে এত বেশী ক্ষয়ক্ষতি স্বীকারের প্রয়োজন হয় যে আন্দোলনের প্রারম্ভিক স্তরে যে ধরনের প্রচার ও বিক্ষোভ প্রয়োজন তার আয়োজন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

বইপত্র নিয়ে নানা চক্রে পঠন-পাঠনের আয়োজন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় প্রথমতঃ পুলিশী নিপীড়নের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ, কাজটি ঠিক যেভাবে সংগঠিত হয় তারই জন্য। গোড়ার দিকের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভে ভাঁটা পড়ে। কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং নিয়ত তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু কর্মীরা তো প্রতিদিনের বহু প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রত্যাশায় থাকেন। তাদের চারদিকে চলে ভয়াবহ সংগ্রাম, সরকারের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয় তাদের বিরুদ্ধে অথচ উপস্থিত পরিস্থিতির পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণের কোনো উপায় তাদের থাকে না। সঠিক অবস্থার কোনো সংবাদ থাকে না তাদের কাছে এবং পার্শ্ববর্তী একটা কারখানায় সামান্য পিছু হঠার ঘটনাই বিপ্লবী মানসিকতাসম্পন্ন কর্মীদেরও ঠাণ্ডা করে দেয়; ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাকে শিথিল করে এবং নেতৃত্ব তখন আবার তাদের টেনে আনবার জন্য নতুন করে কাজে লাগাতে বাধ্য হন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, পুস্তিকার মাধ্যমে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব দিয়ে বিক্ষোভ গড়ে তোলা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। সমসাময়িক প্রশ্নের জবাব দেবে এমন ধরনের পত্র-পত্রিকা প্রকাশ তাই আবশ্যিক হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে সকলের জানা এই সত্যটি প্রমাণের আমরা কোনো প্রয়োজন দেখি না। জর্জিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে এমন একটি সময় এর মধ্যেই এসে পড়েছে যখন একটি সাময়িক পত্র বিপ্লবী কার্যকলাপের অন্যতম একটি প্রধান উপকরণ হয়ে উঠেছে।

আমাদের নবাগত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আইনানুগভাবে মুদ্রিত

সংবাদপত্রগুলো সম্পর্কে ক'টি কথা বলা আমরা প্রয়োজন বোধ করছি। আমাদের মতে এ ধরনের একটি পত্রিকাকে—যে অবস্থাধীনেই তা প্রকাশিত হোক না কেন বা যে কোনো ভাবধারাই তা ব্যক্ত করুক না কেন—তাকে তার অর্থাৎ কর্মীটির স্বার্থের মুখপত্র বলে গণ্য করা হবে একটি বিরাট ভুল। শ্রমিকদের 'দেখাশোনার' দায় রয়েছে যে সরকার বাহাদুরের হাতে, এইসব সংবাদপত্রের ব্যাপারে তাদের চমৎকার একটা সুযোগ রয়েছে। তাদের অধীনে 'সেন্সর' নামধারী কর্মচারীদের বিরাট একটি সম্পূর্ণ বাহিনী রয়েছে এগুলোর ওপর বিশেষভাবে নজর রাখার জন্ম এবং সত্যের একটি আলোক রেখাও যদি দেখা যায় তবে তাতে লালকালি বুলিয়ে দিয়ে বা কাঁচি দিয়ে কেটেকুটে ফেলাই হল তাদের বিশেষ কাজ। 'শ্রমিকদের ব্যাপারে কিছুই পাশ করে দিও না, অমুক অমুক ঘটনার কিছুই প্রকাশিত হতে দিও না, অমুক অমুক ব্যাপারে কোনো আলোচনাই হতে দিও না,' ইত্যাকারের সব নির্দেশ নিয়ে সেন্সরের কমিটিতে, ঝাঁকে ঝাঁকে সার্কুলারের পর সার্কুলার আসতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে, একটি সংবাদপত্রকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা একান্তই অসম্ভব; এইসব পত্রিকার পাতায় আভাসে-ইঙ্গিতেও কোনো খবরের অনুসন্ধান বা শ্রমিকদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ের একটি সঠিক মূল্যায়ন খুঁজতে গেলে একজন কর্মীকে হতাশই হতে হবে। যদি কেউ এটা বিশ্বাস করেন যে একান্ত মাঝে-মধ্যে কোনো না কোনো আইনানুগভাবে মুদ্রিত পত্র-পত্রিকায় কথাপ্রসঙ্গে তাদের প্রশ্নের উল্লেখমাত্র করে দু'এক লাইন বের হয়, প্রতিক্রিয়াশীল সেন্সরের ভুলের জন্মই যা ছাড়া পেয়েছে তা দিয়ে একজন কর্মীর কোনো উপকার হবে, তাহলে আমাদের বলতেই হয় যিনি এরকম টুকরোর উপরই ভরসা করতে চান এবং এ ধরনের খণ্ডছিন্নের উপর একটি প্রচার ব্যবস্থা দাঁড় করাতে চান—তিনি ব্যাপারটি অনুধাবনই করতে পারেননি।

আমরা আবার বলছি যে এ কথা বলছি শুধু কিছু নবাগত পাঠকদের জানাবার জন্মই।

তাহলে জর্জিয়ায় একটি স্বাধীন সাময়িকপত্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। এখন একমাত্র প্রশ্ন হল কিভাবে এই প্রকাশনার কাজটা চালানো হবে, কী দিয়ে তা পরিচালিত হবে এবং জর্জিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদেরই বা তা কী দেবে।

• একজন দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে, সাধারণভাবে একটি জর্জিয়ান সংবাদ-

পত্রের টিঁকে থাকার প্রশ্ন, বিশেষ করে তার বিষয়বস্তু ও ভাবধারার প্রশ্নের খুবই স্বাভাবিক ও সরল সমাধান রয়েছে মনে হতে পারে। জর্জিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনটা স্বতন্ত্র, নির্ভেজাল জর্জিয়ান শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব স্বতন্ত্র একটা কর্মসূচী ভিত্তিক আন্দোলন নয়। সমগ্র রাশিয়ার আন্দোলনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তা এগিয়ে চলবে এবং স্বভাবতই রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির কর্তৃত্বই তা মেনে নেবে। সুতরাং স্পষ্টতঃই জর্জিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক মুখপত্র হবে একটি আঞ্চলিক মুখপত্র যা মুখ্যতঃ আলোচনা করবে আঞ্চলিক সমস্যাবলী নিয়ে এবং আঞ্চলিক আন্দোলনকেই প্রতিফলিত করবে। কিন্তু এই জবাবের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে এমন একটি অসুবিধা যাকে আমরা অবহেলা করতে পারি না এবং অনিবার্যভাবে যা আমাদের সামনে দেখা দেবেই। আমরা বলছি ভাষার অসুবিধার কথা। রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির সর্বোচ্চ মুখপত্রের মাধ্যমে সমস্ত সাধারণ সমস্যার ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে সমর্থ এবং আঞ্চলিক কমিটিগুলোকে যদি শুধু আঞ্চলিক সমস্যা নিয়েই আলোচনা করতে হয়—তাহলে জর্জিয়ার পত্রিকায় বিষয়বস্তুর সমস্যা দেখা দেবে। জর্জিয়ার পত্রিকাকে তাই একই সঙ্গে পার্টির সর্বোচ্চ মুখপত্র এবং একটি আঞ্চলিক ও স্থানীয় মুখপত্রের ভূমিকা পালন করতে হবে। যেহেতু জর্জিয়ার শ্রমিক পাঠকদের অধিকাংশই স্বচ্ছন্দভাবে রুশভাষার পত্রিকা পড়তে পারে না তাই জর্জিয়ার সংবাদপত্রের সম্পাদকদের পক্ষে যেসব প্রশ্ন রুশভাষার সর্বোচ্চ পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হচ্ছে, তা এড়িয়ে যাবার কোনো অধিকারই নেই ; সেগুলো নিয়ে আলোচনা করাই উচিত। তাই জর্জিয়ান পত্রিকাকে তত্ত্ব ও কৌশলের মূলনীতিসংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের ব্যাপারেই তার পাঠকদের ওয়াকিবহাল রাখতে হবে। একই সঙ্গে আঞ্চলিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে তাকে, প্রত্যেকটি ঘটনার উপর যথোচিত আলোকপাত করতে হবে, একটি তথ্যকেও এড়িয়ে গেলে চলবে না এবং আঞ্চলিক শ্রমিকদের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে এমন সমস্ত প্রশ্নেরই সদুত্তর উপস্থাপিত করতে হবে। জর্জিয়ার সংবাদপত্রকে জর্জিয়ান ও রাশিয়ান জঙ্গী শ্রমিকদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে, ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এই পত্রিকা নিজদেশে, রাশিয়ায় এবং বিদেশে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট যা কিছু ঘটছে তার সবকিছু সম্পর্কেই তার পাঠকদের ওয়াকিবহাল রাখবে।

সাধারণভাবে আমাদের বিচারে একটি জঙ্গিয়ান পত্রিকাকে এমনটিই হতে হবে।

এখন পত্রিকাটির বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারা সম্পর্কে ক'টি কথা।

একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পত্রিকা হিসাবে তাকে প্রধানতঃ জঙ্গী কর্মীদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এই হল আমাদের দাবি। রাশিয়ায় এবং সর্বত্র একমাত্র বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীই যে ইতিহাসের বিধান অনুসারে মানবজাতিকে মুক্ত করবে ও সুখী দুনিয়া গড়ে তুলবে—একথা বলা বাহুল্য বলেই আমরা মনে করি। স্পষ্টতঃ একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনই শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং একমাত্র তা-ই সকল প্রকার কল্পনাবিলাস ও রূপকথার স্পর্শ থেকে মুক্ত। ফলে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মুখপত্র হিসাবে পত্রিকাটি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে পরিচালনা করবে, তাকে পথ-প্রদর্শন করবে এবং তাকে ভুল-ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পত্রিকাটির প্রাথমিক কর্তব্য হল শ্রমিকসাধারণের যথাসম্ভব নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে তাদের অবিরাম প্রভাবিত করা এবং তাদের সচেতন একটি পরিচালন কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে চলা।

কিন্তু রাশিয়াতে আজ যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে শ্রমিকশ্রেণী ছাড়াও সমাজের অন্যান্যদের পক্ষ থেকে 'স্বাধীনতার' সপক্ষে এগিয়ে আসা সম্ভব এবং যেহেতু এই স্বাধীনতা রাশিয়ার জঙ্গী শ্রমিকদের আশু লক্ষ্য, তাই সংবাদপত্রটির কর্তব্য হল প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকেই ঠাঁই দেওয়ার চেষ্টা করা—হোক না তা শ্রমিক আন্দোলনের বাইরের ব্যাপার। আমরা শুধু বিচ্ছিন্ন সংবাদের বা নিছক খবরের 'ঠাঁই দেওয়ার চেষ্টা করার' কথা বলছি না। নিশ্চয়ই নয়। সমাজের অন্যান্য অংশের মধ্যে যে বিপ্লবী আন্দোলন চলছে, বা যা দেখা দেবে, সংবাদপত্রটি নিশ্চয়ই তার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেবে। প্রতিটি সামাজিক ঘটনা ব্যাখ্যা করতে হবে এবং স্বাধীনতার জন্য যে কেউ লড়ছেন এই ভাবেই তাকে প্রভাবিত করতে হবে। সুতরাং রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পত্রিকাটি নিশ্চয়ই দেবে, এই অবস্থার যাবতীয় দিকগুলোকে যাচাই করবে, ব্যাপকতম সম্ভব ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটি সামনে তুলে ধরবে।

আমরা সুনিশ্চিত যে আমাদের এই কথাগুলোকে কেউ বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সংযোগস্থাপন ও আপসরক্ষার ওকালতির প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরবেন না।

বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনের এমনকি যদি বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেই তা জেগে ওঠে তবে তার সঠিক মূল্যায়ন এবং তার দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তির উদঘাটন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের উপর সুবিধাবাদের কালিমা লেপন করবে না। এখানে একমাত্র বিষয় হল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক মূলনীতিগুলো এবং সংগ্রামের বিপ্লবী পদ্ধতিগুলো বিস্মৃত না হওয়া।

যদি এই মানদণ্ডে আমরা প্রতিটি আন্দোলনকে বিচার করে দেখি, তাহলে বার্ণস্টাইনবাদের তাবৎ অর্থহীন বাচালতার হাত থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারব।

তাই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রশ্নেরই সহজ সরল উত্তর দিতে হবে জর্জিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পত্রিকাটিকে, নীতিগত প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করতে হবে, এই সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী যে ভূমিকা নেবে তার তত্ত্বগত ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে এবং কর্মীদের সামনে উপস্থিত প্রতিটি ব্যাপারের উপরই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আলোকসম্পাত করতে হবে। একই সঙ্গে পত্রিকাটিকে হতে হবে রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির মুখপত্র এবং রাশিয়ান বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির গৃহীত রণকৌশলগত সমস্ত বক্তব্য সম্পর্কেই পাঠকদের সময়োচিত সংবাদ দিতে হবে পত্রিকাটিকে। অন্যান্য দেশে শ্রমিকেরা কিভাবে জীবনযাপন করছে, তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য তারা কি করছে এবং কেমন করে করছে তার খোঁজ পাঠকদের পৌছিয়ে দিতে হবে ও যথাসময়ে জর্জিয়ান শ্রমিকদের সংগ্রামের ময়দানে সমবেত হবার জন্য ডাক দিতে হবে। তা ছাড়া, কোনো সামাজিক আন্দোলনকেই পত্রিকাটি উপেক্ষা করবে না, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সমালোচনার বাইরে সরিয়ে রাখবে না।

জর্জিয়ান সংবাদপত্রটি কেমন হওয়া উচিত সেই বিষয়ে এই হল আমাদের অভিমত।

আমরা নিজেদের বা আমাদের পাঠকদের বর্তমানে আমাদের যা সহায়-সম্বল রয়েছে তা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে তাদের এই কাজগুলো সম্পাদন করতে পারব এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রবঞ্চিত করতে চাই না। পত্রিকাটি যেভাবে আসলে পরিচালিত হওয়া উচিত, সেভাবে তাকে চালাতে হলে আমাদের পাঠক ও দরদীদের সাহায্য-সহায়তা আমরা চাই। পাঠক লক্ষ্য করবেন 'সংগ্রাম'-এর প্রথম সংখ্যাটির নানা ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে, এমন সব ত্রুটিবিচ্যুতি যা আমাদের পাঠকদের সহায়তা পেলে দূর করা যাবে। বিশেষ করে আমরা তুলে ধরছে

চাই আভ্যন্তরীণ সংবাদের স্বল্পতার দিকটি। দেশ থেকে বহু দূরে থাকার জন্য জর্জিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনকে লক্ষ্য করা এবং ঐ আন্দোলনের সামনেকার সমস্যাবলীর সময়োচিত সংবাদ ও ব্যাখ্যা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না। তাই জর্জিয়া থেকে আমরা অবশ্যই সহায়তা চাই। যিনিই আমাদের রচনা ও লেখা দিয়ে সাহায্য করতে ইচ্ছুক তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'সংগ্রামের' (বর্দজোলা) সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পথ নিঃসন্দেহে খুঁজে বের করবেন।

জর্জিয়ার সকল সংগ্রামী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি 'সংগ্রামের' ভবিষ্যতের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ নেবার জন্য, তার প্রকাশ ও বিলি-ব্যবস্থা করার ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য করার জন্য এবং এভাবে জর্জিয়ার প্রথম স্বাধীন সংবাদপত্র 'সংগ্রাম'কে বিপ্লবী সংগ্রামের একটি হাতিয়ারে পরিণত করার জন্য।

বর্দজোলা (সংগ্রাম), প্রথম সংখ্যা,
সেপ্টেম্বর, ১৯০১,
স্বাক্ষরহীন

রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি এবং তার আশু করণীয় কাজ

বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত সমাজবাদে উপনীত হবার পূর্বে মানুষের চিন্তা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, দুঃখ-যন্ত্রণা ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নিজেদের জন্ত পথ কেটে এগিয়ে যাবার আগে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমাজজীবনের নিয়মাবলীকে তথা সমাজতন্ত্রের জন্ত মানুষের প্রয়োজনকে প্রতিষ্ঠা করার আগে বহুদিন ধরে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীরা কাল্পনিক (অসম্ভব, অকার্যকর) সমাজবাদের ঊষর বিজন প্রান্তরে অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। গত শতাব্দীর সূচনা থেকে ইউরোপ বহুসংখ্যক সাহসী আত্মত্যাগী ও সৎ বৈজ্ঞানিক কর্মীর জন্ম দিয়েছে, যাঁরা বাণিজ্য ও শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত দুর্গতি ক্রমেই আরো তীব্র ও তীক্ষ্ণ হচ্ছে, তা থেকে কিভাবে মানবজাতিকে মুক্ত করা যায় সেই প্রশ্ন ব্যাখ্যা করা এবং সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের অত্যাচারের অবসান করবার সংগ্রামে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা, বহু রক্তস্রোত পশ্চিম ইউরোপের উপর দিয়ে বয়ে গেল, কিন্তু দুঃখকষ্টের উপশম হল না, ক্ষত হল না নিরাময়, এবং যতই দিন যেতে লাগল ততই যন্ত্রণা বেশি বেশি করে অসহ্য হয়ে উঠল। আমাদের বিবেচনায় এর অন্ততম প্রধান কারণ এই যে কল্পনাচারী সমাজবাদ সমাজজীবনের নিয়মগুলি অনুধাবনে সচেষ্ট হয়নি, জীবনের স্পর্শ ছাড়িয়ে তা ক্রমেই উঁচু থেকে আরো উঁচুতে ভেসে বেড়িয়েছে, অথচ যা প্রয়োজন ছিল তা হল জীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ। যে সময় বাস্তব জীবনে সমাজতন্ত্রের জন্ত ক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত, সে সময়ে কল্পনাচারী সমাজবাদীরা তৎপর হলেন আশু লক্ষ্য হিসেবে সমাজতন্ত্র অর্জন করতে—এবং ফলাফলের দিক থেকে যা আরও বেশি শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল তা হল এই যে, এই স্বপ্নচারীরা আশা করতেন, এই জগতের শক্তিমানদের দ্বারাই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব বাস্তবায়িত হবে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঠিকত্ব সম্পর্কে যাঁরা নিশ্চিতপ্রত্যয় তেমন সব শক্তিমানদের দ্বারা (রবার্ট আওয়েন, লুই ব্ল্যাঙ্ক, ফুরিয়ের এবং অন্তান্তেরা) এই দৃষ্টিভঙ্গি খাটি শ্রমিক আন্দোলন এবং ব্যাপক শ্রমিকসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে

দৃষ্টির আড়ালে ঠেলে দিল অথচ এরাই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের একমাত্র স্বাভাবিক বাহন। স্বপ্নচারীরা এটা উপলব্ধি করতে পারলেন না। জনগণের (শ্রমিকদের) সাহায্য ব্যতিরেকেই, তাঁরা আইনকানুনের দ্বারা, ঘোষণার দ্বারা এই পৃথিবীতে সুখ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি বিশেষ কোন মনোযোগ দিলেন না, এবং প্রায় সময়েই এমনকি এর গুরুত্বকে অস্বীকার করলেন। ফলে, তাঁদের তত্ত্বসমূহ শুধু তত্ত্বই থেকে গেল এবং ব্যাপক শ্রমিক সাধারণকে তাঁদের তত্ত্বসমূহ হিসাবের বাইরেই রেখে দিল; এই সমস্ত তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে, ব্যাপক শ্রমিক সাধারণের মধ্যে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই প্রতিভাধর ব্যক্তি, কার্ল মার্কস দ্বারা ঘোষিত এই মহান্ ভাব পূর্ণতাপ্রাপ্ত হল: **'শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি অবশ্যই হবে শ্রমিকশ্রেণীর নিজেরই কাজ……সমস্ত দেশের শ্রমিক, এক হও।'**

অন্ধের কাছেও যা এখন স্পষ্ট এই কথাগুলো সেই সত্যই প্রকাশ করল যে সমাজতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়িত করতে যা প্রয়োজন তা হল শ্রমিকদের স্বাধীন কর্মতৎপরতা এবং, জাতি ও দেশ নির্বিশেষে, তাদের একটি সংগঠিত শক্তিতে একত্রিত হওয়া। শক্তিধর সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করার জন্য যে পার্টি এখন ইউরোপীয় বুর্জোয়া ব্যবস্থার উপর অমোঘ ভবিতব্যের মত বিরাজ করছে এবং তার ধ্বংস সাধনের এবং সেই ধ্বংসস্তূপের উপরে সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা সংস্থাপনের বিভীষিকা সৃষ্টি করছে—এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এর প্রয়োজন ছিল—এবং তা চমৎকারভাবে সম্পাদন করেছিলেন মার্কস ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস্।

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার ক্রমবিকাশ পশ্চিম ইউরোপে যে পথে ঘটেছিল প্রায় সেই একই পথ অনুসরণ করল। রাশিয়াতেও সোশ্যালিস্টরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সচেতনতায় তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে পৌঁছিবার পূর্বে অন্ধভাবে লক্ষ্যহীন হয়ে বহুদিন ধরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিল। এখানেও সোশ্যালিস্টরা ছিল, ছিল একটি শ্রমিক আন্দোলন, কিন্তু তারা পরস্পর-নিরপেক্ষ হয়ে, পৃথক পৃথক পথে অগ্রসর হয়েছিল: সোশ্যালিস্টরা—কল্পলোকের স্বপ্নের দিকে (জেমলিয়া ই ভলিয়া, নারদনাইয়া ভলিয়া*) এবং শ্রমিক আন্দোলন—স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের দিকে। পরস্পরের সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে উভয়েই

*জেমলিয়া ই ভলিয়া—জমি ও স্বাধীনতা; নারদনাইয়া ভলিয়া—জনগণের ইচ্ছা—অনুবাদক।

একই সময়পটে (৭০-এর দশক—৮০-এর দশক) সক্রিয় ছিল। মেহনতী জনগণের মধ্যে সোশ্যালিষ্টদের কোন শিকড় ছিল না, এবং তার ফলে, তাদের কার্যকলাপ ছিল অমূর্ত ও অকার্যকর। পক্ষান্তরে, শ্রমিকদের ছিল নেতার এবং সংগঠকের অভাব, এবং তার ফলে, তাদের আন্দোলন শৃঙ্খলাহীন বিদ্রোহের রূপ নেয়। এটা-ই হল প্রধান কারণ, যার ফলে সমাজতন্ত্রের জন্য সোশ্যালিষ্টরা যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে তা নিষ্ফল থেকে যায় এবং স্বৈরতন্ত্রের নিরেট দেওয়ালে ঘা খেয়ে তাদের রূপকথাসুলভ বীরত্ব চূর্ণ হয়ে যায়। কেবলমাত্র নব্বই-এর দশকের প্রারম্ভে রাশিয়ার সোশ্যালিষ্টরা ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের সঙ্গেই সংযোগ স্থাপন করে। তারা উপলব্ধি করে, শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীরমাধ্যমে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নিহিত আছে এবং একমাত্র এই শ্রেণীই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়িত করবে। তখন রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সে সময়ে যে আন্দোলন চলছিল, তার উপর রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি তার সমস্ত তৎপরতা এবং মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। তখনও পর্যন্ত পর্যাপ্তভাবে শ্রেণী-সচেতন নয় এবং সংগ্রামের জন্য মন্দভাবে-সজ্জিত রাশিয়ার শ্রমিকেরা তাদের হতাশ অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে এবং কোনোভাবে তাদের অদৃষ্টের উন্নতি বিধান করতে ক্রমশঃ সচেষ্ট হল। অবশ্য, সে সময়ে সেই আন্দোলনে কোন সুসংবদ্ধ সাংগঠনিক কাজের ধারা ছিল না; আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

এবং সেজন্য, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি এই সচেতনতাহীন, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অসংগঠিত আন্দোলনের ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করল। তা শ্রমিকদের শ্রেণী-সচেতনতা বিকশিত করবার চেষ্টা করল, চেষ্টা করল স্বতন্ত্র মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত সংগ্রামগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে, তাদের একটি সর্বজনীন শ্রেণী-সংগ্রামে সংযুক্ত করতে, যাতে তা রাশিয়ার অত্যাচারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম হয়ে উঠতে পারে; এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি চেষ্টা করল এই সংগ্রামকে একটি সংগঠিত চরিত্র দান করতে।

প্রারম্ভিক স্তরে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের মধ্যে তার কর্মতৎপরতা বাড়াতে অসমর্থ হয় এবং, সেজন্য, প্রচার ও আন্দোলন চক্রগুলির মধ্যে এর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে। সে সময়ে একমাত্র যে-ধরনের কার্যকলাপে তা প্রবৃত্ত হয়, তা হল পাঠচক্র পরিচালনা করা। এই চক্রগুলির উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যেই এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা

যা পরবর্তীকালে আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। সেজন্ত, এই চক্রগুলি অগ্রণী শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত হয়—কেবলমাত্র বাছাই-করা শ্রমিকরা এই পাঠচক্রগুলিতে উপস্থিত থাকতে পারত।

কিন্তু শীঘ্রই এই পাঠচক্রের সময়-পর্বের অবসান হল। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি শীঘ্রই এই চক্রগুলির সংকীর্ণ চৌহদ্দি ত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল, অনুভব করল বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক শ্রমিকদের মধ্যে তার প্রভাব বিস্তৃত করার প্রয়োজনীয়তা। বাইরের ঘটনাসমূহ একে সহজতর করল। সেই সময়ে শ্রমিকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন একটি অসাধারণ উচ্চতায় উঠেছিল। আপনাদের মধ্যে সে বছরের কথা কার স্মরণে নেই যখন প্রায় সমগ্র তিফলিস এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে জড়িত হয়েছিল? তামাকের কারখানা এবং রেলওয়ে কর্মশালাগুলিতে একের পর এক অসংগঠিত ধর্মঘট ঘটল। এখানে ঘটল ১৮৯৭-৯৮ সালে; রাশিয়ায় ঘটেছিল এর কিছুটা পূর্বে। সময়মত সাহায্যের প্রয়োজন ছিল এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি সেই সাহায্যদান ত্বরান্বিত করল। অপেক্ষাকৃত ছোট কাজের দিন, জরিমানার বিলোপ, অধিকতর মজুরি ইত্যাদির জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হল। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি ভালভাবেই জানত, শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাবিতে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না, জানত যে এই সমস্ত দাবি আন্দোলনের লক্ষ্য নয়, পরন্তু সেগুলি লক্ষ্য অর্জনের উপায়মাত্র। এমনকি এই সমস্ত দাবি সামান্য হলেও, ভিন্ন ভিন্ন শহরে ও জেলায় যদিও শ্রমিকেরা নিজেরাই এখন বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করছে, এই সংগ্রামই তাদের শেখাবে যে, যখন সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী একটি ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী এবং সংগঠিত শক্তি হিসাবে শত্রুর উপর আক্রমণ চালাবে, একমাত্র তখনই পরিপূর্ণ বিজয়লাভ সম্ভব। এই সংগ্রাম শ্রমিকদের এটাও দেখিয়ে দেবে তাদের প্রত্যক্ষ শত্রু যে পুঁজিপতি সে ছাড়াও তাদের আরও বেশি সতর্ক আরও একটি শত্রু আছে—সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীর সংগঠিত শক্তি, তার সশস্ত্র শক্তিপুঞ্জ, তার কোর্ট, পুলিশ এবং প্রহরীবাহিনী সহ বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এমনকি যদি পশ্চিম ইউরোপেও তাদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য শ্রমিকদের সামান্যতম প্রচেষ্টাকে বুর্জোয়া শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হয়, যদি পশ্চিম ইউরোপও—যেখানে মানবিক অধিকার আগেই অর্জিত হয়েছে—সেখানেও শ্রমিকদের আজও কর্তৃপক্ষের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে বাধ্য হতে হয়, তা হলে তার তুলনায় আরও ঢের বেশিভাবে রাশিয়ায় শ্রমিকদের তাদের

আন্দোলনে স্বৈরতন্ত্রী শক্তির সঙ্গে অনিবার্যভাবেই সংঘর্ষে আসতে হবে—যে শক্র প্রতিটি শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধেই সতর্ক প্রহরারত ; কারণ এই শক্র শুধু পুঁজিপতিদের রক্ষা করে না ; এই শক্তি, একটি স্বৈরতন্ত্রী শক্তি হিসাবে সামাজিক শ্রেণীগুলির স্বাধীন কার্যকলাপে, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর, যা অন্যান্য শ্রেণীগুলির তুলনায় অধিকতর নিপীড়িত ও পদদলিত—তার স্বাধীন কার্যকলাপে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। রাশিয়ায় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি এই দৃষ্টিতেই আন্দোলনের গতিকে বিচার করে এবং শ্রমিকদের মধ্যে এই সমস্ত ধ্যানধারণা প্রচার করতে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে। এখানেই নিহিত রয়েছে তার শক্তি, এবং এটাই একেবারে প্রথম থেকেই তার বিপুল ও বিজয়ী অগ্রগতির কারণ, ১৮৯৬ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বয়নশিল্পের মিলগুলিতে শ্রমিকদের বিরাট ধর্মঘট যার প্রমাণ।

কিন্তু প্রথম জয়গুলি কিছু কিছু দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিকে বিপথে চালিত করে এবং তাদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। ঠিক যেমন কল্পলোকের স্বপ্নচারীরা তাঁদের সময়ে একমাত্র চরম লক্ষ্যের উপর তাঁদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন এবং, এর দ্বারা তাঁদের চোখ ঝলসে যাওয়ায়, তাঁদের একেবারে চোখের সামনে যে খাঁটি শ্রমিক আন্দোলন বিকশিত হচ্ছিল তাকে দেখতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিলেন, বা তাকে অস্বীকার করেছিলেন, তেমনি কিছু কিছু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট একমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনের উপরেই তাঁদের সমস্ত মনোযোগ একান্তভাবে নিয়োজিত করেন, মনোযোগ নিয়োজিত করেন এই আন্দোলনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের উপর। সে সময়ে (৫ বৎসর পূর্বে) রাশিয়ার শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনা ছিল অত্যন্ত নিচু। রাশিয়ার শ্রমিকেরা তখন তাদের দীর্ঘকালীন নিদ্রা থেকে সবেমাত্র জেগে উঠছিল, এবং অন্ধকারে অভ্যস্ত তাদের চোখ, তাদের নিকট এই প্রথম উন্মোচিত জগতে যা কিছু ঘটছিল, যথাযথভাবে সেসব প্রণিধান করতে ব্যর্থ হয়। তাদের প্রয়োজনও গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না, তাই তাদের দাবিও ছিল না বিরাট কিছু। রাশিয়ার শ্রমিকেরা তখনও অল্প কিছু মজুরি বাড়ানো অথবা কাজের দিনের সময় কমানোর দাবির বাইরে যায়নি। প্রচলিত ব্যবস্থা যে পরিবর্তন করা প্রয়োজন, প্রয়োজন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত করা, প্রয়োজন একটি সামাজিক ব্যবস্থা সংগঠিত করা—রাশিয়ার ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের এসবের সামান্য ধারণাও ছিল না। স্বৈরতন্ত্রী শাসনের অধীনে রাশিয়ার সমগ্র জনসাধারণ যে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল তা ভেঙ্গে ফেলা,

জনগণের জন্ম স্বাধীনতা, দেশের শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ—এসব চিন্তা করতেও তারা সাহস করত না। এবং এইজন্ত, যেখানে রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির একটি অংশ শ্রমিক আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা নিয়ে যাওয়া তাদের কর্তব্য মনে করল, সেখানে অন্ত অংশ, যারা নিবিষ্ট ছিল অর্থনৈতিক সংগ্রামে তথা শ্রমিকদের অবস্থার আংশিক উন্নতির সংগ্রামে (উদাহরণস্বরূপ, কাজের দিনের সময় কমানো এবং মজুরি বাড়ানো), তারা তাদের মহান্ কর্তব্য এবং মহান্ আদর্শ সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে বসেছিল।

পশ্চিম ইউরোপে তাদের সমমনা বন্ধুদের (বার্ণস্টাইনপন্থী বলে আখ্যাত) কথা প্রতিধ্বনিত করে তারা বলে: 'আমাদের নিকট আন্দোলনই সব কিছু—চরম লক্ষ্য বলে কিছু নেই।' এতদিন ধরে শ্রমিকশ্রেণী যার জন্ত সংগ্রাম করে আসছিল তাতে তারা এতটুকুও আগ্রহী ছিল না। তথাকথিত টাকা-আনা-পাই-এর নীতির বাড়বাড়ন্ত হল। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছাল যে, এক চমৎকার দিনে, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সংবাদপত্র 'রাবোচায়া মিসল'[2] ঘোষণা করল, আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী হল দশ ঘণ্টার কাজের দিন এবং ২রা জুনের আইনে যে সমস্ত ছুটির দিন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা'[3] (!!!)।*

স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া, ব্যাপক জনসাধারণের মনে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আদর্শের ধারণা জন্মানো এবং আমাদের চরম লক্ষ্য অর্জনের দিকে তাদের পরিচালিত করার পরিবর্তে রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের এই অংশ আন্দোলনের উদ্দেশ্যহীন হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল; এই অংশ অনুপযুক্তভাবে শিক্ষিত শ্রমিকদের পায়ে পায়ে অন্ধভাবে অনুসরণ করল এবং যে-সমস্ত অভাব ও প্রয়োজন সম্পর্কে সে সময়ে ব্যাপক শ্রমিকসাধারণ সচেতন, সেগুলি সূত্রায়িত করার কাজেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখল। সংক্ষেপে, এই অংশ খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে দরজায় করাঘাত করল, ঘরের ভিতর ঢুকতে সাহস করল না। ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের নিকট কি চরম লক্ষ্য—সমাজতন্ত্র অথবা এমনকি আশু লক্ষ্য—স্বৈরতন্ত্রের উৎখাত করা—কোন কিছুই ব্যাখ্যা করতে তারা যে অক্ষম, তা তারা প্রতিপন্ন করল; এবং যা, আরও বেশি

---

*এটা অবশ্যই বলতে হবে যে সম্প্রতি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ লীগ অব্ স্ট্রাগল এবং তার সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বোর্ড, তাদের পূর্বেকার একেবারে অর্থনৈতিক ঝোঁক পরিত্যাগ করেছে এবং তাদের কার্যকলাপে রাজনৈতিক সংগ্রামের ধ্যানধারণা প্রবর্তন করতে এখন চেষ্টা করছে।

শোচনীয় তা হল যে, এই অংশ এই সমস্তকে নিরর্থক এবং এমনকি ক্ষতিকর বলেও মনে করল। তারা রাশিয়ার শ্রমিকদের শিশু হিসাবে গণ্য করল এবং এ ধরনের সাহসিক ধ্যানধারণা দিয়ে তাদের আতঙ্কিত করতে ভয় পেল। এটাই সব নয়; সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কোন একটি অংশের মতে সমাজতন্ত্র আনবার জন্য কোন বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজন নেই; তাদের মতে যা কিছু প্রয়োজন তা হল অর্থনৈতিক সংগ্রাম—ধর্মঘট এবং ট্রেড ইউনিয়ন, ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারী এবং উৎপাদকদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি; তাহলেই সমাজতন্ত্র এসে যাবে। যে পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণীর করায়ত্ত না হয় (শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব), সে পর্যন্ত প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং শ্রমিকদের সম্পূর্ণ মুক্তি অসম্ভব—পুরানো আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির এই যে মতবাদ তা এই অংশ ভুল বলে গণ্য করল। তাদের মতে সমাজতন্ত্রে নতুন কিছু নেই এবং, যথাযথভাবে বলতে গেলে, সমাজতন্ত্র প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে পৃথক কিছু নয়: প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে একে সহজেই খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, প্রত্যেকটি ট্রেড ইউনিয়ন এবং এমনকি প্রতিটি কো-অপারেটিভ ভাণ্ডার অথবা উৎপাদকদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি ইতিমধ্যেই 'কিছুটা সমাজতন্ত্র' হয়ে গেছে—তারা বলল। তারা কল্পনা করল, পুরানো কাপড়চোপড়ে তালি মেরে তারা দুঃখ-যন্ত্রণাভোগী মানবজাতির জন্য নতুন পোশাক তৈরী করতে পারবে! কিন্তু সব চেয়ে শোচনীয় হল, এবং যা স্পষ্টতঃই বিপ্লবীদের নিকট দুর্বোধ্য, তা হল এই যে রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের এই অংশ তাদের পশ্চিম ইউরোপীয় শিক্ষকদের (বার্ণস্টাইন অ্যাণ্ড কোম্পানী) মতবাদ এমন মাত্রায় বিস্তৃত করেছে যে তারা বেহায়ার মত বলে বেড়ায় যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা (ধর্মঘট করার স্বাধীনতা, সমিতি গড়ার স্বাধীনতা, বক্তৃতা দেবার স্বাধীনতা ইত্যাদি) জারতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং, সেজন্য, রাজনৈতিক সংগ্রাম, স্বৈরতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার সংগ্রাম সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কেননা,—আপনার যদি পছন্দ হয়—অর্থনৈতিক সংগ্রামই এককভাবে লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট, সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ধর্মঘট আরও ঘনঘন ঘটানোই ধর্মঘটীদের শাস্তি দেবার ব্যাপারে সরকারকে ক্লান্ত করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, এবং এইভাবে ধর্মঘট করার, সভা করার স্বাধীনতা আপনা থেকেই এসে যাবে!

এইভাবে, এই তথাকথিত 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা' যুক্তি দিল যে,

রাশিয়ার শ্রমিকদের তাদের সমস্ত শক্তি ও উদ্যম সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক সংগ্রামে একান্তভাবে নিয়োজিত করা উচিত, তাদের উচিত সমস্ত রকম 'উচ্চ আদর্শ' অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকা। বাস্তবক্ষেত্রে, তাদের কার্যকলাপ এই মতের ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হল যে, তাদের কর্তব্য হল এই বা সেই শহরে কেবল স্থানীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করা। রাশিয়াতে একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির সংগঠনে তারা কোন আগ্রহ দেখাল না; অন্যপক্ষে তারা একটি পার্টির সংগঠনকে একটি হাস্যকর ও কৌতুকপ্রদ খেলা বলে গণ্য করল, যা তাদের প্রত্যক্ষ 'কর্তব্য' সম্পাদনে অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনায় বাধা জন্মাবে। ধর্মঘট এবং আরো ধর্মঘট এবং ধর্মঘট তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ—এরূপই ছিল তাদের আত্যন্ত কার্যকলাপ।

নিঃসন্দেহে আপনারা ভাববেন যে, যেহেতু তারা তাদের করণীয় কাজকে এই মাত্রায় কমিয়েছে, যেহেতু তারা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক মতবাদকে বর্জন করেছে, সেহেতু তাঁরা অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত 'আন্দোলনের' ভক্তরা অন্ততঃ এই আন্দোলনের জন্য অনেক কিছু করে থাকবে। কিন্তু এখানেও আমরা প্রতারিত হয়েছি। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের আন্দোলন এ বিষয়ে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ১৮৯৫-৯৭ সালের প্রথম স্তরগুলিতে এর চমৎকার বিকাশ এবং সাহসিকতাপূর্ণ অগ্রগতির পরেই এল অন্ধভাবে ঘুরে বেড়ানো এবং সর্বশেষে, আন্দোলন থেমে গেল। এটা বিস্ময়কর নয়: অর্থনৈতিক সংগ্রামের জন্য একটি সুস্থির সংগঠন গড়ে তোলার কাজে 'অর্থনীতিবাদীদের' সমস্ত প্রচেষ্টা নিশ্চিতরূপে সরকারের নিরেট দেওয়ালে এসে ধাক্কা খেয়ে সর্বত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হল। পুলিশী নির্যাতনের ভয়ঙ্কর শাসন যেকোন রকমের শিল্পগত সংগঠন গড়ার সমস্ত সম্ভাবনা বিনষ্ট করল। ধর্মঘটগুলিও সফলতা লাভ করল না, কেননা প্রতি ১০০টি ধর্মঘটের মধ্যে ৯৯টিকে পুলিশ দৃঢ়মুষ্টিতে টুঁটি টিপে মারল; নির্মমভাবে শ্রমিকদের সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে বিতাড়িত করা হল এবং তাদের বৈপ্লবিক কর্মশক্তি জেলের প্রাচীর এবং সাইবেরিয়ার তুষারের দাপটে নিঃশেষিত হল। আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে আন্দোলনের এই বিরতি (অবশ্য আপেক্ষিক) কেবলমাত্র বাইরের অবস্থার জন্য, পুলিশী শাসনের জন্য ঘটেনি; সঠিক ধ্যানধারণার বিকাশে, শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনার বিকাশে বাধা এবং, সেজন্য, তাদের বৈপ্লবিক কর্মশক্তিতে ক্ষয়িষ্ণুতাও এরজন্য কম দায়ী নয়।

যদিও আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটছিল, শ্রমিকেরা কিন্তু সংগ্রামের মহৎ

লক্ষ্য ও অন্তর্বস্তু উপলব্ধি করতে পারল না, কেননা যে পতাকার তলে রাশিয়ার শ্রমিকদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তা তখনও ছিল অর্থনৈতিক সংগ্রামের আনি-দু' আনির বাণীখচিত পুরানো রংচটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ; এর ফলে শ্রমিকেরা হ্রাসপ্রাপ্ত কর্মশক্তি, হ্রাসপ্রাপ্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা, হ্রাসপ্রাপ্ত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা নিয়ে এই সংগ্রাম চালাতে বাধ্য হল, কেননা কেবলমাত্র একটি মহৎ লক্ষ্যের জন্যই মহতী কর্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে।

কিন্তু এর ফলে এই আন্দোলন যে বিপদের মুখে পড়েছিল তা আরও বেশি হত, যদি না আমাদের জীবন-জীবিকার অবস্থা, দিনের পর দিন ক্রমাগত অব্যাহত গতিতে রাশিয়ার শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে ঠেলে নিয়ে যেত। এমনকি, একটি সামান্য মামুলী ধর্মঘটও শ্রমিকদের সামনে তুলে ধরত আমাদের রাজনৈতিক অধিকারহীনতার প্রশ্নটিকে, তাদের ঠেলে দিত সরকার আর তার সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে এবং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত যে নিছক অর্থনৈতিক সংগ্রাম কত অকিঞ্চিৎকর। এর ফলে, এই সব 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের' ইচ্ছা সত্ত্বেও, সংগ্রাম, দিনের পর দিন, বেশি বেশি করে স্পষ্টভাবে একটি রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করল। যেসব বর্তমান অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার চাপে পড়ে রাশিয়ার শ্রমিকেরা আজ আর্তনাদ করছে, তার বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করার চেতনায় সমৃদ্ধ শ্রমিকদের প্রতিটি প্রচেষ্টা, এই জোয়াল থেকে নিজেদের মুক্ত করবার প্রতিটি প্রচেষ্টা এমন এক ধরনের বিক্ষোভ আন্দোলনের পথে এগুতে শ্রমিকদের প্রণোদিত করল যা থেকে সংগ্রামের অর্থনৈতিক দিকটা বেশি বেশি করে মিলিয়ে যেতে লাগল। রাশিয়ায় ১লা মে'র উৎসব-অনুষ্ঠান রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক বিক্ষোভ-মিছিলের রাস্তা তৈরি করে দিল। এবং অতীতে তাদের সংগ্রামে তাদের যা ছিল একমাত্র হাতিয়ার সেই ধর্মঘট রূপ হাতিয়ারের সঙ্গে এবারে রাশিয়ার শ্রমিকেরা যোগ করল একটি নতুন ও শক্তিশালী হাতিয়ার—রাজনৈতিক বিক্ষোভ-মিছিল ; ১৯০০ সালে খারকভের মে দিবসের বিরাট সমাবেশের সময় সর্বপ্রথম এর মহড়া হল।

এইভাবে, অভ্যন্তরীণ বিকাশের কল্যাণে, রাশিয়ার শ্রমিক-আন্দোলন পাঠচক্রসমূহের মাধ্যমে প্রচারকার্য এবং ধর্মঘটের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা থেকে রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং আন্দোলনে পা বাড়াল।

এই যে উত্তরণ তা আরো ত্বরান্বিত হল যখন শ্রমিকশ্রেণী দেখতে পেল যে

রাশিয়ার অন্যান্য সামাজিক শ্রেণী থেকে আগত শক্তিসমূহও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আঙিনায় এসে সামিল হচ্ছে।

২

শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র শ্রেণী নয় যা জার শাসনের জোয়ালের তলে পড়ে আর্তনাদ করছে। স্বৈরতন্ত্রের ভারী মুষ্টির আঘাত অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীকেও পিষ্ট করছে। এই জোয়ালের তলে আর্তনাদ করছে রাশিয়ার কৃষকেরা, যারা নিয়ত অনাহারে জীর্ণ, করের অসহনীয় বোঝায় যারা সর্বস্বান্ত এবং লুণ্ঠনপর বুর্জোয়া ব্যবসায়ী ও 'সদাশয়' জমিদারদের দাক্ষিণ্যের কাছে যারা আত্মনিবেদনে বাধ্য। এই জোয়ালের তলে আর্তনাদ করছে শহরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকেরা, সরকারী ও বেসরকারী অফিসের নিম্নপদস্থ কর্মচারী ও আমলারা—সাধারণ-ভাবে, শহরের অধিবাসীদের সেই সংখ্যাবহুল নিম্নতর শ্রেণী, যার অস্তিত্ব শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বের মতই নিরাপত্তাহীন, এবং যার নিজের সামাজিক অবস্থায় অসন্তুষ্ট হওয়ার প্রতিটি কারণ বর্তমান। এই জোয়ালের তলে আর্তনাদ করছে পাতি-বুর্জোয়া এবং এমনকি মাঝারি বুর্জোয়াদের সেই অংশ যারা জারের চাবুক ও বেত্রাঘাতের কাছে আত্মনিবেদনে অপারগ; এটা বিশেষ করে প্রযোজ্য বুর্জোয়াদের শিক্ষিত অংশের ক্ষেত্রে—তথাকথিত স্বাতন্ত্র্যভোগী পেশা সমূহের প্রতিনিধিদের (শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই জোয়ালের তলে আর্তনাদ করছে, পোল্যাণ্ডের অধিবাসিগণসহ রাশিয়ার নিপীড়িত জাতি এবং ধর্মগত সম্প্রদায়-সমূহ, যারা তাদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে এবং যাদের পবিত্রতম বৃত্তি-সমূহের উপরে বলাৎকার করা হচ্ছে; আর্তনাদ করছে ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসীরা, যাদের ইতিহাসপ্রদত্ত স্বাধিকার ও স্বাধীনতাসমূহকে স্বৈরতন্ত্র উদ্ধতভাবে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিচ্ছে। এই জোয়ালের তলে আর্তনাদ করছে চিরকাল-ধরে নির্যাতিত এবং অপমানিত ইহুদীরা, রাশিয়ার অন্যান্য প্রজারা শোচনীয়-ভাবে অল্প যে কয়েকটি অধিকার ভোগ করে, সেগুলিও যাদের নেই—দেশের যে কোন মনোমত অংশে বাস করার অধিকার, স্কুলে পড়ার অধিকার, সরকারী চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্তির অধিকার ইত্যাদি। আর্তনাদ করছে জর্জিয়ার অধিবাসীরা, আর্মেনিয়ার অধিবাসীরা এবং অন্যান্য জাতিসত্তাগুলি, যারা

নিজেদের স্কুল প্রতিষ্ঠার এবং সরকারী অফিসে চাকরি পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং স্বৈরতন্ত্র কর্তৃক এত উৎসাহ সহকারে অনুসৃত রুশীকরণের (রাশি-ফিকেশন) নির্লজ্জ ও নিপীড়নমূলক নীতির নিকট বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। আর্তনাদ করছে রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ সরকার-অনুমোদিত গির্জাকে না-মানা লোক, যারা তাদের বিবেকের প্রেরণা অনুযায়ী বিশ্বাস ও আরাধনা করতে চায়, চায় না গোঁড়া পুরোহিতদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিশ্বাস ও আরাধনা করতে। আর্তনাদ করছে...... কিন্তু সমস্ত অত্যাচারিতদের, রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা যারা নিপীড়িত হচ্ছে, তাদের সকলের বিশদ বর্ণনা করা অসম্ভব। দুর্ভাগ্যক্রমে রাশিয়ার কৃষকসমাজ যুগযুগব্যাপী দাসত্ব, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার দ্বারা এখনও নিপীড়িত; এই সমাজ এখন সবেমাত্র জেগে উঠছে ; এ এখনও জানে না কে এর শত্রু। যে পর্যন্ত একমাত্র রাশিয়ার সরকার নয়, এমনকি রাশিয়ার জনসাধারণও —যারা এখনো উপলব্ধি করেনি যে স্বৈরতন্ত্র হল তাদের সাধারণ শত্রু—তারা রাশিয়ার নিপীড়িত জাতিসমূহের বিরোধিতা করবে, ততদিন এই জাতিগুলি তাদের নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের মুক্ত করার কথা এমনকি স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। আর রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী, যারা হল শহরের অধিবাসিগণের মধ্যে ক্ষুদ্রসংখ্যক, এবং রয়েছে বুর্জোয়াদের মধ্যে শিক্ষিত অংশ।

কিন্তু সমস্ত দেশ ও জাতির বুর্জোয়ারা অন্যের অর্জিত জয়ের ফসল আত্মসাৎ করতে অত্যন্ত দক্ষ, অত্যন্ত দক্ষ তারা অন্যকে দিয়ে বিপজ্জনক অবস্থা থেকে নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে। শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা তাদের আপেক্ষিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থাকে কখনও বিপদ্‌গ্রস্ত করতে চায় না—যে সংগ্রামে জয়লাভ করা, এখনও তত সহজ নয়। যদিও তারা অসন্তুষ্ট, তবু তাদের জীবন-জীবিকার অবস্থা সহনীয় এবং সেজন্য, কশাকদের কশাঘাত আর সৈন্যদের বুলেটের নিকট পিঠ বাড়িয়ে দেবার, ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার অধিকার তারা আনন্দের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী এবং ব্যাপক জনসাধারণের হাতে অর্পণ করে। অবশ্য, তারা সংগ্রামে 'সহানুভূতি দেখায়' এবং বর্বর শত্রু জনগণের আন্দোলনকে যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করছে বড়জোর তাতে 'ক্রোধ' (চুপি চুপি) প্রকাশ করে। তারা বৈপ্লবিক কাজে ভয় পায় এবং একমাত্র সংগ্রামের শেষতম মুহূর্তে, যখন শত্রুর শক্তিহীনতা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়, তখনই তারা বৈপ্লবিক উপায় অবলম্বন করে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয়......। কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণী এবং সাধারণভাবে জনগণ,

সংগ্রামে যাদের শিকল ছাড়া হারাবার আর কিছু নেই, তারাই, একমাত্র তারাই, একটি প্রকৃত বিপ্লবী শক্তি গঠন করে। এবং রাশিয়ার অভিজ্ঞতা, যদিও এখনও তা অল্প, এই প্রাচীন সত্যটি অনুমোদন করে ; এই সত্যটি হল সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনেরই শিক্ষা।

সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মধ্যে কেবল ছাত্রদের একটি অংশ তাদের দাবি পূরণের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করার দৃঢ় সংকল্প দেখিয়েছে। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে ছাত্রদের এই অংশ অত্যাচারিত নাগরিকদের ছেলেদের নিয়ে গঠিত এবং যে পর্যন্ত না তারা জীবনযুদ্ধে প্রবেশ করে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদার স্থান লাভ করছে, সে পর্যন্ত ছাত্রেরা—যেহেতু তারা তরুণ বুদ্ধিজীবী সেহেতু—অন্য যে কোন শ্রেণীর তুলনায় আদর্শের জন্য সংগ্রামে অধিকতর নিষ্ঠাবান—এই আদর্শনিষ্ঠাই তাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে প্রেরণা দেয়।

সে যা হোক, বর্তমান সময়ে ছাত্রেরা প্রায় নেতা হিসাবে, অগ্রণী হিসাবে 'সামাজিক' আন্দোলনে বেরিয়ে আসছে। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর অসন্তুষ্ট অংশসমূহ অধুনা তাদের চারপাশে সমবেত হচ্ছে। প্রথমে ছাত্রেরা শ্রমিকদের নিকট থেকে ধার-করা একটি অস্ত্র—ধর্মঘট—নিয়ে লড়াই করতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন সরকার তাদের ধর্মঘটের প্রতিশোধগ্রহণে বর্বর আইন ('অস্থায়ী কানুন'[৪]) বিধিবদ্ধ করে, যার বলে ধর্মঘটী ছাত্রদের জোর করে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করে নেওয়া হল, তখন ছাত্রদের নিকট মাত্র একটি অধিকার বজায় থাকল—রাশিয়ার জনসাধারণের নিকট থেকে সহায়তা দাবি করা এবং ধর্মঘট থেকে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ-মিছিলে সামিল হওয়া। এবং ছাত্রেরা তাই-ই করল। তারা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করল না ; পক্ষান্তরে তারা আরও বেশী সাহসের সঙ্গে এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে লড়াই করল। তাদের চারপাশে জমায়েত হল অত্যাচারিত নাগরিকবৃন্দ,শ্রমিকশ্রেণী তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল এবং আন্দোলন আরও জোরদার হল এবং তা সরকারের নিকট ভয়াবহ বিপদ হয়ে দাঁড়াল। এর মাঝেই দু'বছর হয়ে গেছে—রাশিয়ার সরকার তার বহু সংখ্যক সৈন্য, পুলিশ ও প্রহরী সেনাদলের সাহায্যে বিদ্রোহী নাগরিকদের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড কিন্তু নিষ্ফল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

গত কয়েকদিনের ঘটনা প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক বিক্ষোভ-আন্দোলনকে পরাস্ত করা যায় না। ডিসেম্বরের গোড়ার দিনগুলিতে খারকভ, মস্কো, নিজনি-

নভ্‌গরদ, রিগা এবং অন্যান্য স্থানের ঘটনাগুলি দেখিয়ে দেয়, জনসাধারণের অসন্তোষ এখন সচেতনভাবে আত্মপ্রকাশ করছে, এবং অসন্তুষ্ট জনগণ এখন নীরব প্রতিবাদ থেকে বিপ্লবী কাজে পা বাড়াতে প্রস্তুত। কিন্তু শিক্ষার স্বাধীনতার জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ জীবনে হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য ছাত্রদের যে দাবি তা ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এই আন্দোলনে সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের ঐক্যবদ্ধ করতে এমন একটি পতাকার প্রয়োজন যে পতাকাকে সকলেই বুঝতে পারবে এবং সাগ্রহে তুলে ধরবে, যে পতাকা সমস্ত দাবিকে সম্মিলিত করবে। **এমন পতাকা মাত্র একটিই হতে পারে যাতে খচিত থাকবেঃ স্বৈরতন্ত্রকে উৎখাত কর।** কেবল স্বৈরতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপরই একটি সামাজিক ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব হবে, যা জনগণের দ্বারা গঠিত সরকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, যা নিশ্চিত করবে শিক্ষার স্বাধীনতা, ধর্মঘট করার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, জাতিসত্তা সমূহের স্বাধীনতা ইত্যাদি, ইত্যাদি। একমাত্র এমন একটি ব্যবস্থাই সমস্ত নিপীড়কদের হাত থেকে, অর্থলিপ্সু ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে, যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের হাত থেকে জনগণকে নিজেদের রক্ষা করবার উপায় যুগিয়ে দেবে ; কেবল এমন একটি ব্যবস্থাই একটি উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অব্যাহত সংগ্রামের জন্য একটি অবাধ রাস্তা উন্মুক্ত করে দেবে।

অবশ্য ছাত্রেরা একমাত্র তাদের নিজেদের চেষ্টায় এই বিশাল সংগ্রাম চালাতে পারে না ; তাদের দুর্বল হাত এই ভারী পতাকা আঁকড়িয়ে ধরে রাখতে পারে না। এই পতাকা ধরে রাখবার জন্য অধিকতর সবল হাতের প্রয়োজন, এবং বর্তমান অবস্থায় এই শক্তি একমাত্র মেহনতী জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিসমূহের মধ্যেই রয়েছে। সেইহেতু, ছাত্রদের দুর্বল হাত থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে সারা-রাশিয়ার পতাকা অবশ্যই নিয়ে নিতে হবে এবং এই পতাকার উপর 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক! গণতান্ত্রিক সংবিধান দীর্ঘজীবী হোক!' এই শ্লোগান খচিত করে তারা রাশিয়ার জনগণকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করবে। ছাত্রেরা আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে তার জন্য তাদের নিকট আমাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে : তারা দেখিয়েছে বৈপ্লবিক সংগ্রামে রাজনৈতিক বিক্ষোভ-মিছিল কত প্রভূতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

রাস্তার বিক্ষোভ-মিছিল বিরাট ব্যাপক জনসাধারণকে দ্রুত আন্দোলনের

মধ্যে টেনে আনে, অবিলম্বে আমাদের দাবিগুলির সঙ্গে তাদের পরিচিত করে এবং এক ব্যাপক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে আমরা সাহসের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার বীজ বপন করতে পারি, তাই রাস্তায় রাস্তায় এই বিক্ষোভ-মিছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তায় বিক্ষোভ-মিছিল রাস্তার আন্দোলনকে সংঘটিত করে, যার প্রভাবের নিকট সমাজের পশ্চাৎপদ ও ভীরু অংশ আত্মসমর্পণ না করে পারে না।* একটি বিক্ষোভ-মিছিল চলাকালীন কোন মানুষ রাস্তায় বের হলেই সাহসী সংগ্রামীদের দেখতে পারবে, উপলব্ধি করবে তারা কিসের জন্য সংগ্রাম করছে, প্রত্যেককেই সংগ্রামে আহ্বান করার অবাধ কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে, শুনতে পাবে বর্তমান ব্যবস্থাকে ধিক্কার জানিয়ে এবং আমাদের সামাজিক অভিশাপগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করে চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী সঙ্গীত। এর জন্যই সরকার অন্য সব কিছুর চেয়ে রাস্তার বিক্ষোভ-মিছিলকে ভয় করে। এই জন্যই সরকার কেবল মিছিলে সামিল মানুষদেরই নয়, 'কৌতূহলী দর্শকদের'ও ভয়াবহ শাস্তির ভয় দেখায়। জনগণের জানবার এই উদ্‌গ্রীবতার মাঝে গোপন রয়েছে প্রধান বিপদ যা সরকারকে আতঙ্কগ্রস্ত করে। আজকের 'কৌতূহলী দর্শক' আগামীকাল বিক্ষোভ-শোভাযাত্রাকারীতে পরিণত হবে এবং তার নিজের চারপাশে 'কৌতূহলী দর্শকদের' নতুন নতুন গোষ্ঠী সমবেত করবে। এবং আজ প্রতিটি বড় শহরে এমন হাজার হাজার 'কৌতূহলী দর্শক' রয়েছে। এখানে বা ওখানে গণ্ডগোল ঘটছে শুনে রাশিয়ার লোকেরা আগে যেমন পালিয়ে যেত এখন আর সেরকম পালায় না ('যদি আমি বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ি, তাই আমি বরং রাস্তা থেকে সরে যাই,' তারা বলত); আজ তারা গণ্ডগোলের ঘটনাস্থলে ভিড় করে এবং 'জানবার উদ্‌গ্রীবতা' দেখায়; তারা জানতে আগ্রহী হয় কেন এই সব বিশৃঙ্খলা ঘটছে, কেন এত সংখ্যক লোক কশাকদের বেত্রাঘাতের সামনে পিঠ পেতে দিচ্ছে।

এইসব অবস্থায় 'কৌতূহলী দর্শকেরা' চাবুক ও তরবারির শাঁ শাঁ শব্দ শুনে আর নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। 'কৌতূহলী দর্শকেরা' দেখে,

* বর্তমানে রাশিয়ায় যে অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তাতে বে-আইনীভাবে মুদ্রিত পুস্তক এবং আন্দোলনের প্রচার-পত্র প্রচুর অসুবিধার মধ্যে প্রতিটি অধিবাসীর নিকট পৌছায়। যদিও এরূপ মুদ্রিত রচনাদির বণ্টনের ফল গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ জনসংখ্যার মাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের নিকট পৌছায়।

বিক্ষোভকারীরা তাদেরই ইচ্ছা ও দাবি প্রকাশ করতে রাস্তায় জড় হয়েছে; দেখে, সরকার মারধর করে এবং পাশবিকভাবে দমন করে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে। চাবুকের শাঁ শাঁ শব্দ শুনে 'কৌতূহলী দর্শকেরা' আর দূরে পালিয়ে যায় না; বরং, তারা আরও কাছে চলে আসে। তখন চাবুকধারীরা আর 'কৌতূহলী দর্শক' এবং 'হাঙ্গামাকারীর' মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না। তখন 'পুরোপুরি গণতান্ত্রিক সাম্য' অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষ, বয়স এবং এমনকি শ্রেণী নির্বিশেষে চাবুকগুলি সকলের পিঠেই পড়ে। ফলে এই কশাঘাত আমাদের এক বিরাট উপকার করে, কেননা তা 'কৌতূহলী দর্শকদের' বিপ্লবীকরণের প্রতিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। পোষ মানাবার হাতিয়ার থেকে তা জনগণকে জাগিয়ে তুলবার হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়।

এই কারণে, এমনকি যদি রাস্তার বিক্ষোভ-মিছিল আমাদের জন্ম প্রত্যক্ষ ফলাফল সৃষ্টি নাও করে, এমনকি যদি আজ বিক্ষোভকারীরা এত দুর্বল হয় যে অচিরে জনগণের দাবি মেনে নিতে সরকারকে বাধ্য করতে নাও পারে—রাস্তার বিক্ষোভ-মিছিলে আমরা আজ যে ত্যাগ বরণ করছি তার শতগুণ ক্ষতিপূরণ হবে। প্রত্যেকটি সংগ্রামী, যে সংগ্রামে নিহত হচ্ছে, বা যাকে আমাদের কর্মী-বৃন্দের মাঝ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, সে নতুন নতুন শত শত সংগ্রামীকে জাগিয়ে তুলছে। আপাততঃ আমরা রাস্তায় বহুবার মার খাব: রাস্তার লড়াই থেকে সরকার বারবার বিজয়ী হয়ে ক্রমাগত বেরিয়ে আসবে; কিন্তু এগুলি হবে তার বহুমূল্যে অর্জিত জয়। এগুলির মত আরো কতকগুলি জয় তার হবে—এবং তারপর স্বৈরতন্ত্রের পরাজয় হবে অনিবার্য। আজ তা যে সব বিজয় অর্জন করছে তা তার পরাজয়ের পথই প্রস্তুত করছে। সেই দিন আসবে এবং সেই দিনটি যে আর বেশি দূরে নয় সে সম্পর্কে দৃঢ়-প্রত্যয়িত হয়েই আমরা রাজনৈতিক বিক্ষোভ-আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রের বীজ বপন করার উদ্দেশ্যে কশাঘাত বরণ করার ঝুঁকি নিই।

সরকার আমাদের চেয়ে কম অবহিত নয় যে, রাস্তার বিক্ষোভ-আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী ফল হল তার মৃত্যুর পরওয়ানা, যে, আর দুই বা তিন বৎসরের মধ্যে একটি জনগণের বিপ্লবের প্রত্যক্ষ বিভীষিকা তার সম্মুখে আসন্ন হয়ে উঠবে। সেদিন সরকার ইয়েকাতেরিনাস্লাভ গুবের্নিয়ার গভর্ণরের মুখ দিয়ে ঘোষণা করেছে, এই সরকার 'রাস্তায় বিক্ষোভ-মিছিলের ক্ষুদ্রতম চেষ্টাও চূর্ণ করবার জন্ত চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ইতস্ততঃ করবে না'। আপনারা

দেখছেন, এই বিবৃতি বুলেট, এবং সম্ভবতঃ কামানের গোলাবর্ষণ, আভাসিত করছে, কিন্তু আমরা মনে করি, অসন্তোষ জাগিয়ে তুলবার উপায় হিসাবে বুলেট কশাঘাতের চেয়ে কম কার্যকর নয়। আমরা মনে করি না, এই সব 'চরম ব্যবস্থার' সাহায্য নিয়েও সরকার দীর্ঘকালের জন্য রাজনৈতিক বিক্ষোভ-আন্দোলন দমন করতে বা তার অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে সক্ষম হবে। আমরা আশা করি যে, এই সমস্ত 'চরম ব্যবস্থা' অবলম্বন করে সরকার যে নতুন নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে, বিক্ষোভ-আন্দোলনকে তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি সাফল্য অর্জন করবে। যাই ঘটুক না কেন, ঘটনাগুলির উপর সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে, এই সমস্ত ঘটনা যে সমস্ত শিক্ষা দেবে তাকে সেসব দ্রুত প্রয়োগ করতে হবে এবং অবস্থা যেমন যেমন পরিবর্তিত হবে তার কার্যকলাপকে দক্ষতার সঙ্গে তেমন তেমন ভাবে তাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

কিন্তু এ সব সফলভাবে করতে হলে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির অবশ্যই একটি শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় সংগঠন থাকতে হবে—স্পষ্টভাবে বলতে গেলে—একটি **পার্টি সংগঠন**, যা শুধু নামেই ঐক্যবদ্ধ হবে না, ঐক্যবদ্ধ হবে তার মূলগত নীতিসমূহে, তার রণকৌশল সংক্রান্ত মতামতে। আমাদের করণীয় কাজ হল এই শক্তিশালী পার্টি সৃষ্টি করার জন্য কাজ করা, যে পার্টি সুদৃঢ় নীতি এবং অভেদ্য গোপনীয়তার দ্বারা সজ্জিত হবে।

রাস্তায় যে নতুন বিক্ষোভ-আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে **সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাটিক পার্টি** অবশ্যই তার সুযোগ গ্রহণ করবে, এই পার্টি **রাশিয়ার গণতন্ত্রের পতাকা নিশ্চয়ই তার নিজের হাতে গ্রহণ করবে এবং তাকে সকলের বাঞ্ছিত বিজয়ের পথে নেতৃত্ব দেবে!**

অতএব আমাদের সামনে **প্রধানতঃ রাজনৈতিক সংগ্রামের** এক অধ্যায় উন্মুক্ত হচ্ছে। এই ধরণের সংগ্রাম আমাদের পক্ষে অপরিহার্য, কেননা বর্তমানের রাজনৈতিক অবস্থায় অর্থনৈতিক সংগ্রাম (ধর্মঘট) বড়রকমের ফল উৎপন্ন করতে পারে না। এমনকি স্বাধীন দেশগুলিতেও ধর্মঘট একটি দু'দিকে ধারওয়ালা তরবারি: এমনকি সেসব জায়গাতেও, যদিও সংগ্রাম করার উপায় —রাজনৈতিক স্বাধীনতা, দৃঢ়ভাবে শ্রমিক সংগঠিত ইউনিয়ন এবং বিরাট তহবিল শ্রমিকদের অধিকারে রয়েছে—তবু ধর্মঘট অনেক সময় পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। যা হোক, আমাদের দেশে, যেখানে ধর্মঘট করা হল একটি অপরাধ যা

গ্রেপ্তারের দ্বারা দণ্ডনীয় এবং যাকে সশস্ত্র বাহিনী দমন করে, যেখানে সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়ন নিষিদ্ধ, সেখানে ধর্মঘট শুধুমাত্র একটি প্রতিবাদের তাৎপর্য অর্জন করে। প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে, অবশ্য, বিক্ষোভ-মিছিল আরও অনেক বেশি শক্তিশালী হাতিয়ার। ধর্মঘটের সময়, শ্রমিকদের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করা হয়; কেবল একটি কারখানা, অথবা কয়েকটি কারখানা, এবং বড়জোর, একটি শিল্পের, শ্রমিকেরা অংশগ্রহণ করে; এমনকি পশ্চিম ইউরোপেও একটি সাধারণ ধর্মঘটের সংগঠন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু আমাদের দেশে তো তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অবশ্য রাস্তার বিক্ষোভ-মিছিলে শ্রমিকেরা দ্রুত বেগে তাদের শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে।

যে সমস্ত 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট' শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং শিল্পগত সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়; রাজনৈতিক সংগ্রাম 'বুদ্ধিজীবী', ছাত্র এবং সমাজের হাতে ছেড়ে দিতে চায়, চায় শ্রমিকদের জন্ম শুধু সহায়ক শক্তির ভূমিকা নির্দেশ করে দিতে, তারা যে কত সংকীর্ণ মত পোষণ করে—এ থেকে তা বোঝা যায়। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে শ্রমিকেরা যদি কেবল এই ভূমিকাই পালন করে তা হল তারা শুধু বুর্জোয়াদেরই স্বার্থ উদ্ধারে সাহায্য করবে। বুর্জোয়ারা, সচরাচর, স্বৈরতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আনন্দের সঙ্গে শ্রমিকদের পেশল বাহুকে কাজে লাগায়, এবং যখন বিজয় অর্জিত হয়, তখন তারা তার ফল ভোগ করে আর শ্রমিকেরা থেকে যায় শূন্যহস্ত। আমাদের দেশে যদি এটা ঘটে, তাহলে শ্রমিকেরা এই সংগ্রাম থেকে কিছুই লাভ করবে না। ছাত্র এবং জনসাধারণের মধ্যে ভিন্নমতাবলম্বীদের সম্পর্কে বলতে গেলে—তারা, মোটের উপর, বুর্জোয়াদেরই অংশ স্বরূপ। একটি নিরীহ 'এখান থেকে ওখান থেকে কুড়িয়ে এনে জোড়াতালি দেওয়া সংবিধান' যা জনগণকে দেবে কেবল নগণ্যতম অধিকার তা পেলেই এই ভিন্নমতের লোকেরা নতুন সুরে গান গাইতে শুরু করবে। তারা 'নতুন' শাসনতন্ত্রকে প্রশংসা করতে আরম্ভ করবে। বুর্জোয়ারা সাম্যবাদের 'রক্তবর্ণ ছায়ামূর্তির' ভয়ে প্রতিনিয়ত শঙ্কিত হয়ে বাস করে এবং সমস্ত বিপ্লবে, ঘটনাগুলি যখন সবেমাত্র ঘটতে আরম্ভ করে, তখনই তারা সেগুলি বন্ধ করতে চেষ্টা করে। তাদের অনুকূলে অতি সামান্য সুযোগ-সুবিধা পেয়ে তারা, শ্রমিকদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে, সরকারের দিকে সমঝোতার প্রসারিত হাত করে এবং নির্লজ্জভাবে স্বাধীনতার স্বার্থের প্রতি

বিশ্বাসঘাতকতা করে।*

একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই প্রকৃত গণতন্ত্রের নির্ভরযোগ্য প্রাকার। একমাত্র এই শ্রেণীই কোন বিশেষ সুবিধার জন্ত স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে আপস করা অসম্ভব মনে করে এবং সাংবিধানিক বীণার তালে গাওয়া মধুর গানে এ নিজেকে আচ্ছন্ন হতে দেয় না।

এই কারণে, সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণে শ্রমিকশ্রেণী সফল হবে না, 'বুদ্ধিজীবী' অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর সহায়ক শক্তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের লেজুড় হয়ে অনুসরণ করবে—এই প্রশ্নটি রাশিয়ায় গণতন্ত্রের স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ক্ষেত্রে, স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদের ফলে একটি ব্যাপক গণতান্ত্রিক সংবিধানের উদ্ভব হবে; এই সংবিধান শ্রমিকদের, নিপীড়িত কৃষক সমাজকে এবং পুঁজিপতিদের সমান অধিকার অর্পণ করবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, আমরা পাব এমন একটি 'ইতস্ততঃ সংকলিত' সংবিধান যা শ্রমিকদের দাবিদাওয়াকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিতে স্বৈরতন্ত্রের তুলনায় কম দক্ষতা দেখাবে না, যা জনগণকে দেবে মাত্র স্বাধীনতার ছায়াটুকু।

কিন্তু নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে হলে শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্যই একটি স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টিতে সংগঠিত হতে হবে। যদি শ্রমিকশ্রেণী তা করে, তাহলে এর সাময়িক মিত্র—'সমাজ'-এর পক্ষ থেকে কোন বেইমানী বা বিশ্বাসঘাতকতা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এর পক্ষে কোনরূপ ভীতিজনক হবে না। যে মুহূর্তে এই 'সমাজ' গণতন্ত্রের স্বার্থের প্রতি বেইমানী করবে, সেই মুহূর্তেই শ্রমিকশ্রেণী নিজেই তার নিজস্ব প্রচেষ্টায় সেই স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবে—তা করবার পক্ষে স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টি একে প্রয়োজনীয় শক্তি জোগাবে।

বর্দজোলা (সংগ্রাম) নং ২-৩

নভেম্বর—ডিসেম্বর, ১৯০১

অস্বাক্ষরিত

* অবশ্য এখানে আমরা বুদ্ধিজীবীদের সেই অংশের কথা বলছি না যে অংশ ইতিমধ্যেই তার শ্রেণী পরিত্যাগ করে সাধারণ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক কর্মী হয়ে সংগ্রাম করছে। কিন্তু এরকম বুদ্ধিজীবীরা কেবলমাত্র ব্যতিক্রম, তারা হল 'সাদা দাঁড়কাক'।

জাতিগত প্রশ্নে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের অভিমত

১

সব কিছুই বদলায়......সামাজিক জীবন-বদলায় এবং তার সাথে বদলায় 'জাতিগত প্রশ্নও'। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং 'জাতিগত প্রশ্ন' সম্পর্কে প্রত্যেকটি শ্রেণীর নিজস্ব মত থাকে। সুতরাং কোন্ শ্রেণী 'জাতিগত প্রশ্ন' উত্থাপন করে এবং কখন করে, তদনুযায়ী বিভিন্ন সময়কালে 'জাতিগত প্রশ্ন' বিভিন্ন স্বার্থের সেবা করে এবং বিভিন্ন বৈচিত্র্য ধারণ করে।

উদাহরণ স্বরূপ, আমরা অভিজাত সম্প্রদায়ের তথাকথিত 'জাতিগত প্রশ্নের' পরিচয় পেলাম, যখন—'জর্জিয়া রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবার' পর—জর্জিয়ার অভিজাত সম্প্রদায় উপলব্ধি করল যে, জর্জিয়ার রাজাদের অধীনে অতীতে তারা যে সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে, সেসব হারানো তাদের পক্ষে কত অসুবিধাজনক এবং মনে করল, 'কেবলমাত্র প্রজা' হবার অবস্থা তাদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর, তখন তারা 'জর্জিয়ার মুক্তি' চাইল। তাদের লক্ষ্য হল, জর্জিয়ার রাজাদের এবং জর্জিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়কে 'জর্জিয়ার' শাসনকর্তৃত্বে রেখে তাদের হাতে জর্জিয়ার জনগণের ভাগ্য ছেড়ে দেওয়া! সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক 'জাতীয়তাবাদ' ছিল এই। এই 'আন্দোলন' জর্জিয়াবাসীদের জীবনে কোন লক্ষণীয় নিদর্শন রাখেনি; এবং যদি ককেশাসে রাশিয়ার শাসকদের বিরুদ্ধে জর্জিয়ার অভিজাত সম্প্রদায় যেসব বিচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল, সেগুলি বিবেচনার বিষয়ীভূত না করি, তাহলে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যা এই আন্দোলনকে মহিমামণ্ডিত করে। এই আগে থেকেই দুর্বল 'আন্দোলনের' উপর সামাজিক জীবনের ঘটনাগুলির সামান্য স্পর্শ এর আমূল পতন ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট হল। প্রকৃতপক্ষে, পণ্য উৎপাদনের বিকাশলাভ, ভূমিদাস ব্যবস্থার বিলোপ, নোবলস ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা, শহরে ও গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-বিরোধিতার তীব্রতাবৃদ্ধি, গরীব কৃষকদের আন্দোলনের উদ্ভব প্রভৃতি—এই সমস্ত ঘটনা জর্জিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়, এবং তার সাথে 'সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ'-এর উপর মারাত্মক

আঘাত হানল। জর্জিয়ার অভিজাত সম্প্রদায় দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হল। একটি গোষ্ঠী সমস্ত 'জাতীয়তাবাদ' বর্জন করল এবং সম্ভ্রান্ত চাকরি, সস্তা ধার-কর্জ এবং কৃষির যন্ত্রপাতি, গ্রামীণ 'বিদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে সরকারের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি পাবার জন্য রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রের দিকে হাত বাড়াল। অন্যটি—এরা হল জর্জিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়ের দুর্বলতর অংশ—জর্জিয়ার বিশপ ও গীর্জা প্রধানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করল এবং যাজক সম্প্রদায়ের অযৌক্তিক প্রভাবের ছত্রছায়ায় 'জাতীয়তাবাদের' জন্য একটি আশ্রয়স্থল খুঁজে পেল—বাস্তব ঘটনাসমূহ তখন এই 'জাতীয়তাবাদকে' নাস্তানাবুদ করছে। এই গোষ্ঠী জর্জিয়ার ধ্বংসপ্রাপ্ত গির্জাগুলিকে—যেগুলি হল 'অস্তমিত মহিমার স্মৃতিসৌধ'—পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎসাহ-উদ্যম নিয়ে পরিশ্রম করছে (তাদের 'কর্মসূচীর' এই-ই হল প্রধান দফা) এবং এমন একটি অলৌকিক ঘটনার জন্য সশ্রদ্ধভাবে অপেক্ষা করছে যা তাদের **সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক** 'আশা-আকাঙ্খা' পূরণে সক্ষম করবে।

এইভাবে এর অস্তিত্বের শেষ মুহূর্তগুলিতে সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ একটি যাজকসুলভ রূপ ধারণ করেছে।

ইতিমধ্যে আমাদের সমসাময়িক সামাজিক জীবন **বুর্জোয়াদের জাতিগত প্রশ্ন** সামনে তুলে ধরেছে। জর্জিয়ার অর্বাচীন বুর্জোয়া সম্প্রদায় যখন উপলব্ধি করল, 'বিদেশী' পুঁজিপতিদের সঙ্গে লড়াই করা কত দুরূহ, তখন তারা জর্জিয়ার **জাতীয় ডিমোক্র্যাটদের** মাধ্যমে একটি **স্বাধীন জর্জিয়া** সম্পর্কে আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করল। জর্জিয়ার বুর্জোয়ারা জর্জিয়ার বাজারের চারপাশে শুল্ক-প্রাচীর বেষ্টনী দিতে চাইল, চাইল এই বাজার থেকে 'বিদেশী' বুর্জোয়াদের বলপ্রয়োগে তাড়িয়ে দিতে ও কৃত্রিমভাবে দরদাম বাড়াতে এবং চাইল এই ধরনের 'দেশপ্রেমিক' ছলচাতুরীর দ্বারা অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে।

এটাই ছিল জর্জীয় বুর্জোয়াদের জাতিয়তাবাদের লক্ষ্য এবং আজও তাই আছে। বলা বাহুল্য, এই লক্ষ্য সাধনে শক্তির প্রয়োজন—কিন্তু একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীরই ছিল এই শক্তি। শুধু তারাই পারত বুর্জোয়াদের অশক্ত 'দেশপ্রেমে' শক্তি সঞ্চার করতে। শ্রমিকশ্রেণীকে জয় করে আনবার প্রয়োজন দেখা দিল—সুতরাং 'জাতীয় ডিমোক্র্যাটরা' রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় তারা বিপুল গোলা-বারুদ খরচ করল,

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের দোষারোপ করে তারা তাদের ত্যাগ করতে জর্জিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে উপদেশ দিল এবং 'শ্রমিকদের নিজেদেরই স্বার্থে' জর্জিয়ার বুর্জোয়াদের যে কোন উপায়ে শক্তিশালী করতে তাদের আহ্বান করল! জর্জিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সামনে তারা অবিরাম আবেদন জানাল: 'জর্জিয়াকে' (অর্থাৎ জর্জিয়ার বুর্জোয়াদের) ধ্বংস কোরো না, 'অভ্যন্তরীণ বিবাদ' ভুলে যাও, জর্জিয়ার বুর্জোয়াদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন কোরো ইত্যাদি। কিন্তু সব কিছুই নিরর্থক হল! বুর্জোয়া প্রচারকদের মধুমাখানো কথা জর্জিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে শান্ত করতে ব্যর্থ হল! জর্জিয়ার মার্কসবাদীদের নিষ্করুণ আক্রমণ, এবং, বিশেষ করে, শক্তিশালী শ্রেণী-সংগ্রামগুলি রুশ, আর্মেনীয়, জর্জীয় এবং অন্যান্য জায়গার শ্রমিকদের একটি অখণ্ড সমাজতান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করল এবং আমাদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের উপর বিধ্বংসী আঘাত হেনে তাদের রণক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করল।

আমাদের দ্রুত পলায়নপর দেশপ্রেমিকরা যেহেতু সমাজতান্ত্রিক মতামত হজম করতে অক্ষম, সেহেতু 'তাদের কলংকিত নামকে পুনর্বাসিত করার জন্য' তারা বাধ্য হল, 'অন্ততঃ তাদের রং বদলাতে', অন্ততঃ সমাজতান্ত্রিক বেশভূষায় নিজেদের সজ্জিত করতে। এবং, প্রকৃতপক্ষে, একটি বে-আইনী···বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী—আপনি ইচ্ছা করলে তাকে 'সমাজতান্ত্রিক'ও বলতে পারেন—মুখপত্র আকস্মিকভাবে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল। মুখপত্রটির নাম হল—**সাকার্তভেলো**[৫]! এই টোপ ফেলেই তারা জর্জিয়ার শ্রমিকদের প্রলুব্ধ করতে চাইল! কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল! তার আগেই জর্জিয়ার শ্রমিকেরা কালো এবং সাদার মধ্যে পার্থক্য চিনে ফেলেছে, তারা সহজেই ধরে ফেলল যে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা, তাদের মতের সারবস্তু নয়, 'কেবলমাত্র তার রং বদল করেছে'; তারা বুঝে ফেলল, **সাকার্তভেলো কেবল নামেই সমাজতান্ত্রিক**। আর যখন তারা এটা বুঝল, তখন তারা জর্জিয়ার এই সমস্ত 'পরিত্রাতাদের' পরিহাসের পাত্র করে তুলল। **সাকার্তভেলোর** ডন কুইকজোটদের দুরাশা ধূলিসাৎ হল।

অন্যদিকে, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন জর্জিয়ার বুর্জোয়াদের অগ্রসর অংশ এবং 'রাশিয়ার' মধ্যে ক্রমশই একটি সেতু গড়ে তুলছে; এই সেতু 'রাশিয়ার' সঙ্গে এই সমস্ত অংশকে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উভয়ভাবেই সংযুক্ত করছে, ফলে আগে থেকেই টলটলায়মান বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের

পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের উপর এটা আর একটি আঘাত!

একটি নতুন শ্রেণী রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে—**শ্রমিকশ্রেণী**—এবং এর সাথে একটি নতুন 'জাতিগত প্রশ্ন' উত্থিত হয়েছে—**'শ্রমিকশ্রেণীর জাতিগত প্রশ্ন'**। এবং যে মাত্রায় শ্রমিকশ্রেণী অভিজাত সম্প্রদায় এবং বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে পৃথক, ঠিক সেই মাত্রায় শ্রমিকশ্রেণীর উত্থাপিত 'জাতিগত প্রশ্ন' অভিজাত সম্প্রদায় এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর 'জাতিগত প্রশ্ন' থেকে ভিন্নরূপ।

এখন এই 'জাতীয়তাবাদকে' আলোচনা করা যাক।

'জাতিগত প্রশ্নে' সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মত কী?

সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী বহু পূর্ব থেকেই সংগ্রামের কথা বলে এসেছে। আমরা জানি, প্রত্যেকটি সংগ্রামের লক্ষ্য হল বিজয়লাভ। কিন্তু শ্রমিক-শ্রেণীকে যদি জয় অর্জন করতে হয়, তাহলে **জাতিসত্তা নির্বিশেষে**, সমস্ত শ্রমিককেই অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। স্পষ্টতঃ, বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে বেড়া ভেঙ্গে ফেলা এবং রুশ, জর্জীয়, আর্মেনীয়, পোলিশ, ইহুদী ও অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভের পক্ষে একটি আবশ্যিক শর্ত।

এটাই হল সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে। কিন্তু সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর তিক্ততম শত্রু—রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্র—প্রতিনিয়ত শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় প্রতিকূলতা করছে। এই স্বৈরতন্ত্র রাশিয়ার 'বিদেশী' জাতিসত্তাগুলির জাতীয় সংস্কৃতি, ভাষা, রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে দমন করছে। এই স্বৈরতন্ত্র তাদের মৌল নাগরিক অধিকারসমূহ থেকে তাদের বঞ্চিত করছে। সর্বরকমে তাদের নিপীড়ন করছে, সুকৌশলে তাদের মধ্যে অবিশ্বাস ও শত্রুতার বীজ বপন করছে এবং তাদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষে তাদের উত্তেজিত করছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, রাশিয়ায় যে সমস্ত জাতিসত্তা বাস করে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা, তাদের মধ্যে জাতীয় কলহ তীব্র করে তোলা, জাতিসত্তাসমূহের মধ্যকার প্রতিবন্ধকগুলিকে আরো জোরদার করা, যাতে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আরো সফলভাবে অনৈক্য সৃষ্টি করা যায়, যাতে রাশিয়ার সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে আরো সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় সত্তায় টুকরো টুকরো করে বিভক্ত করা যায় এবং এইভাবে শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণী-ঐক্যের

কবর রচনা করা যায়। এটাই হল রাশিয়ার প্রতিক্রিয়ার স্বার্থে, রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রের এই হল নীতি।

স্পষ্টতঃই, ত্বরায় হোক বা বিলম্বে হোক, সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ অনিবার্যভাবেই জার স্বৈরতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ামূলক নীতির সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে বাধ্য। বাস্তবক্ষেত্রে এটাই ঘটল এবং এটাই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনে 'জাতিগত প্রশ্নকে' সামনে এনে হাজির করল।

যেসব জাতিগত প্রতিবন্ধক বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে খাড়া করা হয়েছে সেগুলি কিভাবে চূর্ণ করতে হবে? সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাছাকাছি টানবার জন্য এবং তাদের আরো দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জাতীয় বিচ্ছিন্নতা কিভাবে নির্মূল করতে হবে?

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনে 'জাতিগত প্রশ্নের' এই হল সারবস্তু।

পৃথক পৃথক জাতিগত পার্টিতে বিভক্ত হও এবং-এই সমস্ত পার্টির একটি 'শিথিল ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠা করো—এই হল ফেডারেলিষ্ট সোশ্যাল-ডিমোক্র্যাটদের জবাব।

আর্মেনিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রম সংগঠন[৬] সব সময়ে এই কথাটিই বলে আসছে।

আপনারা দেখছেন, একটিমাত্র পরিচালক কেন্দ্রসহ একটি সারা-রাশিয়া পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ হতে আমাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে না, আমাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন পরিচালক কেন্দ্রসহ পৃথক পৃথক পার্টিতে বিভক্ত হতে —এ সমস্ত কিছুই নাকি শ্রমিক ঐক্য জোরদার করার জন্য! আমরা বিভিন্ন জাতিসত্তার শ্রমিকদের কাছাকাছি টানতে চাই। এরজন্য আমাদের কি করতে হবে? না, শ্রমিকদের এক থেকে অন্যকে বিচ্ছিন্ন কর, তা হলেই তুমি তোমার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে! ফেডারেলিষ্ট সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট-দের এই হল জবাব। আমরা শ্রমিকশ্রেণীকে একটি পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই। এরজন্য কি করতে হবে? না, সারা রাশিয়ার শ্রমিকদের বিভিন্ন পার্টিতে বিভক্ত কর, তাহলেই তুমি তোমার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে! ফেডারেলিষ্ট সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা এই জবাব দিল। আমরা বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যকার প্রতিবন্ধকগুলি চূর্ণ করতে চাই। এরজন্য আমাদের কি উপায় গ্রহণ করতে হবে? না, সাংগঠনিক প্রাচীর তুলে বিভিন্ন জাতিসত্তার

মধ্যকার প্রতিবন্ধকগুলি জোরদার কর, তা হলেই তুমি তোমার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। এবং আমাদের—সারা রাশিয়ার শ্রমিকদের, যারা অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে সংগ্রাম করছে, তাদের এই সমস্ত উপদেশ দেওয়া হচ্ছে! সংক্ষেপে আমাদের বলা হচ্ছে: এমন কাজ কর যাতে শত্রু খুশী হয় এবং নিজেরা তোমাদের অভিন্ন লক্ষ্যকে কবর দাও!

আচ্ছা, এক মুহূর্তের জন্য কেডারেলিষ্ট সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সাথে একমত হওয়া যাক, তাদের অনুসরণ করে দেখি তারা কোথায় আমাদের চালিয়ে নিয়ে যায়। কথিত আছে: 'মিথ্যাবাদীকে মিথ্যার চৌকাঠ পর্যন্ত অনুসরণ কর।'

ধরে নেওয়া যাক, আমরা আমাদের কেডারেলিষ্টদের পরামর্শ গ্রহণ করেছি এবং পৃথক পৃথক জাতীয় পার্টি গঠন করেছি। ফলাফল কি হবে?

এটা বোঝা কঠিন কিছু নয়। এ যাবৎ যতদিন আমরা সেণ্ট্রালিষ্ট (কেন্দ্রিকতার সমর্থক—অনুবাদক) ছিলাম, ততদিন পর্যন্ত প্রধানতঃ শ্রমিকশ্রেণীর সর্বজনীন অবস্থার উপর আমরা আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিলাম, কেন্দ্রীভূত করেছিলাম তাদের স্বার্থের ঐক্যের উপর এবং যতদূর পর্যন্ত তাদের সর্বজনীন স্বার্থের পরিপন্থী না হয়, ততদূর পর্যন্ত তাদের 'জাতিগত বৈশিষ্ট্যের' কথা বলেছিলাম; এ যাবৎ আমাদের প্রধান প্রশ্ন ছিল: রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিসত্তার শ্রমিকেরা কীভাবে পরস্পর পরস্পরের অনুরূপ, তাদের মধ্যে অভিন্ন কী আছে—কেননা আমাদের লক্ষ্য ছিল, এই সমস্ত অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে সমগ্র রাশিয়ার একটি একক কেন্দ্রীভূত পার্টি গড়ে তোলা। এখন যখন 'আমরা' কেডারেলিষ্ট হয়েছি, একটি আলাদা প্রধান প্রশ্নের আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, যথা: রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিসত্তার শ্রমিকেরা কীভাবে পরস্পর পরস্পরের থেকে ভিন্নরূপ, তাদের বৈশিষ্ট্য কী কী—কেননা আমাদের লক্ষ্য হল, 'জাতিগত বৈশিষ্ট্যের' ভিত্তিতে পৃথক পৃথক জাতীয় পার্টি গড়ে তোলা। এভাবে, 'জাতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ' যা সেণ্ট্রালিষ্টদের কাছে কেবল গৌণভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলিই কেডারেলিষ্টদের কাছে হয়ে উঠেছে জাতীয় পার্টিগুলির ভিত্তিস্বরূপ।

এই পথে যদি আমরা আরো এগিয়ে যাই তাহলে আজই হোক আর কালই হোক আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হব যে, কোন জাতিসত্তার, ধরা যাক আর্মেনীয় জাতিসত্তার, শ্রমিকদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি—এবং

সম্ভবতঃ আরো কিছু বৈশিষ্ট্য—আর্মেনীয় বুর্জোয়াদের বৈশিষ্ট্যগুলির অনুরূপ; আর্মেনীয় শ্রমিক আর আর্মেনীয় বুর্জোয়াদের রীতিনীতি ও চরিত্র একই; সুতরাং তারা এক ও অবিভাজ্য একটি জাতি*। এখান থেকে 'মিলিত কার্যকলাপের জন্য অভিন্ন ভিত্তির' আওয়াজ খুব বেশি দূরে নয়, যে ভিত্তির উপর বুর্জোয়ারা এবং শ্রমিকেরা অবশ্যই একই 'জাতির' সভ্য হিসাবে হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াবে। এ ধরনের বন্ধুত্বের সমর্থনে স্বৈরতন্ত্রী জারের সুকৌশলী নীতি 'অতিরিক্ত' প্রমাণ হিসাবে প্রতীয়মান হতে পারে। পক্ষান্তরে, শ্রেণীগত বিরোধ সম্পর্কে কথাবার্তা 'ভ্রান্ত মতবাদের প্রতি অন্ধ আসক্তি' বলে মনে হতে পারে। এবং তার পরে কারো কবিসুলভ অঙ্গুলি রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিসত্তার শ্রমিকশ্রেণীর হৃদয়ে যে সঙ্কীর্ণ জাতীয় তারগুলি এখনও বিদ্যমান রয়েছে সেগুলি আরো প্রবলভাবে স্পর্শ করে যথাযথ স্বরগ্রামে ঝঙ্কার তুলবে। উৎকট দেশাসক্তির হামবড়াইকে বাহবা দেওয়া হবে, বন্ধুকে শত্রু এবং শত্রুকে বন্ধু মনে করা হবে—বিভ্রান্তি উদ্ভূত হবে এবং সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতনতা হ্রাস পাবে।

এইভাবে, ফেডারেলিষ্টদের দৌলতে, জাতীয় প্রতিবন্ধকগুলি ভেঙে ফেলবার পরিবর্তে আমরা সাংগঠনিক প্রাচীর দিয়ে সেগুলিকে আরো

* আর্মেনিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রম সংগঠন সবেমাত্র এই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এর 'ইশ্‌তেহারে' এই সংগঠন জোরালোভাবে ঘোষণা করেছে যে, '(আর্মেনিয়ার) শ্রমিকশ্রেণীকে (আর্মেনিয়ার) সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না: ঐক্যবদ্ধ (আর্মেনিয়ার) শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই আর্মেনিয়ার জনগণের সবচেয়ে সচেতন এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অঙ্গ হবে'; ঘোষণা করেছে যে, 'একটি সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ আর্মেনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী আর্মেনিয়ার জনমতকে গঠন করতে অবশ্যই সচেষ্ট হবে; যে, আর্মেনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী তার উপজাতির খাঁটি সন্তান হবে।' ইত্যাদি (আর্মেনিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রম সংগঠনের 'ইশ্‌তেহারের' ৩নং ধারা দেখুন)।

প্রথমতঃ, 'আর্মেনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে আর্মেনিয়ার সমাজ থেকে কেন বিচ্ছিন্ন করা যাবে না', এটা বোঝা কঠিন, যখন বাস্তবক্ষেত্রে প্রতি পদে পদে এই 'বিচ্ছিন্নতা' ঘটছে। আর্মেনিয়ার ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী আর্মেনিয়ার সমাজ থেকে কি 'বিচ্ছিন্ন' হয়েছিল না, যখন ১৯০০ সালে (তিফলিসে) এই শ্রমিকশ্রেণী আর্মেনিয়ার বুর্জোয়াদের এবং বুর্জোয়া-মনোভাবাপন্ন আর্মেনিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল? আর্মেনিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রম সংগঠন নিজেই বা কী, যদি না এ আর্মেনিয়ার সমাজে অন্যান্য শ্রেণী থেকে যারা 'পৃথক' হয়েছে, আর্মেনিয়ার সেই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী সংগঠন না হয়? অথবা, সম্ভবতঃ আর্মেনিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রম সংগঠন হল এমন একটি সংগঠন যা সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে!? এবং আর্মেনিয়ার

মজবুত করব; শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতনতা উদ্দীপিত করার পরিবর্তে আমরা তাকে বিনষ্ট করব এবং তাকে একটি বিপজ্জনক চাপের তলায় ঠেলে দেব। এবং তখন স্বৈরতন্ত্রী জারের 'হৃদয়ে উল্লাস সঞ্চার হবে', কেননা, আমরা তার এমন বিনা-বেতনের সহকারী হব, যেমনটি সে কখনও পেত না।

তাহলে, এর জন্যেই কি আমরা সংগ্রাম করে আসছি?

এবং, সর্বশেষে, যে সময়ে আমাদের একটিমাত্র নমনীয় কেন্দ্রীভূত পার্টির প্রয়োজন, যার কেন্দ্রীয় কমিটি এক মুহূর্তের নোটিশে সমগ্র রাশিয়ার শ্রমিকদের জাগিয়ে তুলে স্বৈরতন্ত্র এবং বুর্জোয়াদের উপর চূড়ান্ত আক্রমণে তাদের পরিচালনা করতে সক্ষম হবে, সে সময়ে আমাদের দিতে চাওয়া হচ্ছে এক বিস্ময়কর 'ফেডারেল লীগ'! একটি ধারালো অস্ত্রের বদলে তারা আমাদের হাতে একটি মরচে-ধরা অস্ত্র দিয়ে আমাদের আশ্বাস দিচ্ছে: এই অস্ত্র দিয়ে তোমরা আরো দ্রুত তোমাদের সাত্যাতিক শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করতে পারবে!

কিন্তু যেহেতু আমাদের লক্ষ্য নয় 'জাতীয় প্রতিবন্ধকগুলিকে মজবুত করা', আমাদের লক্ষ্য হল তাদের ভেঙে ফেলা; যেহেতু বর্তমানের অবিচারের মূলোৎপাটন করতে আমাদের প্রয়োজন একটি ধারালো অস্ত্রের, মরচে-ধরা অস্ত্রের নয়; যেহেতু আমরা শত্রুকে উল্লাস প্রকাশের জন্য সুবিধা দিতে চাই

জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণী কি নিজেকে 'আর্মেনিয়ার জনমতকে গড়ে তোলার' কাজে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে? এই 'জনমত' যা সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং এই জনমতের মধ্যে বিপ্লবী উদ্দীপনা সঞ্চার করা এর কর্তব্য নয় কী? ঘটনাবলী বলে যে এটা করা তার কর্তব্য। এ অবস্থায় এটা স্বতঃসিদ্ধ যে 'ইশ্‌তেহারে' 'জনমত গড়ে তোলার' দিকে এর পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত হয়নি, উচিত ছিল, এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের, একে বিপ্লবীকরণের প্রয়োজনীয়তার দিকে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা—তাই হত 'সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীর' কর্তব্যসমূহের অধিকতর সঠিক বর্ণনা। এবং সর্বশেষে, আর্মেনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী কি 'তার উপজাতির খাঁটি সন্তান' হতে পারে, যদি এই উপজাতির একটি অংশ—আর্মেনিয়ার বুর্জোয়ারা—রক্ত চোষার মত শ্রমিকশ্রেণীর রক্ত চোষে, এবং অন্য অংশ—আর্মেনিয়ার যাজক সম্প্রদায়—শুধু শ্রমিকদের রক্তই চোষে না, তাদের মনকে কলুষিত করার জন্য নিষ্ঠাভরে ব্যাপৃত থাকে? যদি আমরা শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলির দিকে নজর দিই, তাহলে এই সমস্ত প্রশ্ন স্পষ্ট ও অনিবার্য। কিন্তু 'ইশ্‌তেহারের' রচয়িতারা এই সমস্ত প্রশ্ন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, কেননা বন্দ (ইহুদী শ্রমিকদের পার্টি)[৭] থেকে যে ফেডারেলিষ্ট জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বিষয়গুলির দিকে নজর দেয়। সাধারণভাবে, এটা মনে হয়, যে 'ইশ্‌তেহারের' রচয়িতারা সমস্ত বিষয়েই বন্দকে নকল করতে অগ্রসর হয়েছে। তাদের

না, দিতে চাই শোক প্রকাশের জন্য,. এবং চাই তাকে ধূলিলুণ্ঠিত করতে, যেহেতু স্পষ্টতঃই আমাদের কর্তব্য হল ফেডারেলিষ্টদের দিক থেকে মুখ ফেরানো এবং 'জাতিগত প্রশ্নের' সমাধানের উৎকৃষ্টতর উপায় খুঁজে বের করা।

২

যে উপায়ে 'জাতিগত প্রশ্নের' সমাধান হওয়া উচিত নয়, এ পর্যন্ত আমরা তা আলোচনা করেছি। এখন আলোচনা করা যাক, কি উপায়ে এই প্রশ্নের সমাধান করা যেতে পারে, অর্থাৎ যে উপায়ে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির দ্বারা এর সমাধান করা হয়েছে।*

প্রারম্ভে, আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত যে রাশিয়াতে যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি কাজ করে তা নিজেকে বলত **রোশীস্কায়া** (এবং রুশকায়া নয়)।**

স্পষ্টতঃই, এর দ্বারা পার্টি এটাই বিজ্ঞাপিত করতে চেয়েছে যে পার্টি তার পতাকাতলে শুধু রাশিয়ার শ্রমিকদেরই নয়, রাশিয়ার **সবগুলি জাতিসত্তার** শ্রমিকদেরই সমবেত করবে এবং, স্বভাবতঃই, যে **জাতীয় প্রতিবন্ধগুলি** তাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য খাড়া করা হয়েছে সেগুলি ভেঙ্গে ফেলার জন্য পার্টি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে।

আরও, যে কুয়াশা 'জাতিগত প্রশ্নকে' আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এবং একে

'ইশ্‌তেহারে' দ্বারা বন্দের পঞ্চম কংগ্রেসের প্রস্তাবের ২নং ধারা প্রবর্তনও করেছে: 'পার্টিতে বন্দের অবস্থান'। আর্মেনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসমূহের একমাত্র রক্ষক হিসাবে তারা আর্মেনিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রম সংগঠনকে বর্ণনা করে (উপরি লিখিত 'ইশ্‌তেহারের' ৩নং ধারা দেখুন)। 'ইশ্‌তেহার' রচয়িতারা ভুলে গেছে যে, গত কয়েক বছর ধরে আমাদের পার্টির **ককেশিয় কমিটিগুলি**[৮] ককেশাসে আর্মেনিয়ার (এবং অন্যান্য) শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে, তারা ভুলে গেছে যে, আর্মেনিয়ার ভাষায় মৌখিক ও মুদ্রিত প্রচারকার্য আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ভিতর শ্রেণী-সচেতনতা বিকশিত করছে এবং তাদের সংগ্রামে তাদের পরিচালনা করছে ইত্যাদি, অন্যদিকে মাত্র সেদিন আর্মেনিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রম সংগঠনের উৎপত্তি হয়েছে। তারা এ সমস্তই ভুলে গেছে, এবং নিঃসন্দেহে, বন্দের সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক মতামত বিশ্বস্তভাবে নকল করার জন্য তারা আরও অনেক জিনিস ভুলবে।

*এটা দেখিয়ে দেওয়া ভুল হবে না যে, আমাদের আলোচনা পার্টি-কর্মসূচীর যে ধারাগুলি জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করেছে তাদের উপর একটি মন্তব্য নিম্নরূপ।

তার সমস্ত জাতিসত্তাসহ রাশিয়ার সমগ্র ভূভাগ সম্পর্কে **রোশীস্কায়া বিশেষণটির প্রয়োগ করা হত। **রুশকায়া** শব্দটির প্রয়োগ আরো নির্দিষ্টভাবে রাশিয়ার জনগণ সম্পর্কে। ইংরাজী ভাষায় দুটি শব্দই রাশিয়ান শব্দটির দ্বারা অনূদিত।

কুহেলিকাময় করে রেখেছিল, আমাদের পার্টি সেই কুয়াশা সরিয়ে দিয়েছে; পার্টি প্রশ্নটিকে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করেছে, প্রত্যেকটি অংশকে শ্রেণী-দাবির চরিত্র দিয়েছে এবং তার কর্মসূচীতে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে তাদের ব্যাখ্যা করেছে। এর দ্বারা, পার্টি পরিষ্কারভাবে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, **বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে,** তথাকথিত 'জাতীয় স্বার্থ' এবং 'জাতীয় দাবির' বিশেষ কোন মূল্য নেই; দেখিয়ে দিয়েছে যে, এই 'স্বার্থ' ও 'দাবিগুলি' কেবল ততদূর পর্যন্তই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার যোগ্য, যতদূর পর্যন্ত সেগুলি শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতনতা, শ্রেণী-বিকাশ উদ্দীপিত করে বা উদ্দীপিত করতে পারে।

এর দ্বারা রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি 'জাতিগত প্রশ্নের' সমাধানের যে পথ বেছে নিয়েছে এবং যে নীতি ও মনোভাব গ্রহণ করেছে তা স্পষ্টভাবে ছকে দিয়েছে।

'জাতিগত প্রশ্নের' উপাদানগুলি কী কী?

ফেডারেলিষ্ট সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক মশাইরা কী দাবি করেন?

১। "রাশিয়ার জাতিসত্তাগুলির জন্য সমান নাগরিক অধিকার?"

রাশিয়ায় যে নাগরিক অসমতা বিদ্যমান রয়েছে তারজন্য আপনারা বিক্ষুব্ধ? সরকার যেসব নাগরিক অধিকারগুলি কেড়ে নিয়েছে আপনারা রাশিয়ার জাতিসত্তাগুলিতে সেগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং সেজন্য আপনারা এইসব জাতিসত্তাগুলির জন্য সমান নাগরিক অধিকার দাবি করছেন? কিন্তু আমরা কি **এই** দাবির বিরোধী? শ্রমিকশ্রেণীর জন্য নাগরিক অধিকারসমূহের মহান্ গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি। সংগ্রামে নাগরিক অধিকারগুলি একটি হাতিয়ার; নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার অর্থ একটি হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া; এবং কে না জানে যে নিরস্ত্র শ্রমিকেরা সুষ্ঠুভাবে লড়াই করতে পারে না? যা হোক, সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এটা চূড়ান্তরূপে গুরুত্বপূর্ণ যে, রাশিয়ায় বসবাসকারী সমস্ত জাতিসত্তাগুলির শ্রমিকেরাই সুষ্ঠুভাবে লড়াই করবে; কেননা, এই সমস্ত শ্রমিকেরা যত ভালভাবে লড়াই করবে তত বেশি হবে এদের শ্রেণী-সচেতনতা, এবং এদের শ্রেণী-সচেতনতা যত বেশি হবে, সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-ঐক্য তত বেশি নিবিড়তর হবে। হ্যাঁ, আমরা এসব জানি এবং জানি বলেই এর

জন্য সংগ্রাম করছি এবং রাশিয়ার জাতিসত্তাগুলির সমান নাগরিক অধিকারের জন্য আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাব! আমাদের পার্টি কর্মসূচীর ৭নং ধারা পড়ুন, যেখানে পার্টি বলছে, 'স্ত্রী-পুরুষ, ধর্ম, বংশধারা অথবা জাতিসত্তা নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকদের জন্যে সম্পূর্ণ সমান অধিকার' এবং আপনারা দেখবেন, রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার-পার্টি এই সমস্ত দাবি অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে।

ফেডারেলিষ্ট সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা আর কি দাবি করে?

২। "রাশিয়ার জাতিসত্তাগুলির জন্য ভাষার স্বাধীনতা?"

রাশিয়ার 'বিদেশী' জাতিসত্তাসমূহের শ্রমিকেরা তাদের নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষালাভ করতে পারে না, সরকারী সর্বজনিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিজ নিজ ভাষা বলতে পারে না, এই ঘটনায় আপনারা বিক্ষুব্ধ? হ্যাঁ, এটা এমন একটা কিছু যার সম্বন্ধে বিক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক! ভাষা বিকাশ এবং সংগ্রামের একটি হাতিয়ার। বিভিন্ন জাতিসত্তার পৃথক পৃথক ভাষা রয়েছে। সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ দাবি করে যে, রাশিয়ায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিসত্তা সেই ভাষা **ব্যবহার করার** পরিপূর্ণ অধিকার থাকবে, যে ভাষায় তাদের পক্ষে শিক্ষালাভ করা সর্বাধিক সহজ, যে ভাষায় সভা-সমাবেশে বা সরকারী সর্বজনিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে ভালভাবে তারা তাদের শত্রুদের বিরোধিতা করতে পারে। **সেই** ভাষা হল **নিজস্ব ভাষা**। তারা জিজ্ঞাসা করে: আমরা কি নীরব থাকতে পারি, যখন 'বিদেশী' জাতিসত্তাগুলির শ্রমিকেরা তাদের নিজস্ব ভাষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? ভাল কথা, কিন্তু পার্টির কর্মসূচী এ বিষয়ে সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে কি বলে? আমাদের পার্টির কর্মসূচীর ৮নং ধারা পড়ুন, যেখানে পার্টি দাবি করছে, 'নিজেদের নিজস্ব ভাষায় অধিবাসীদের শিক্ষালাভ করার অধিকার এবং এই উদ্দেশ্যে সরকারের এবং স্থানীয় সরকারী সংস্থাসমূহের খরচায় স্কুল প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই অধিকার নিশ্চিত করা, প্রতিটি নাগরিকের নিজস্ব ভাষায় বক্তৃতা করার অধিকার, সমস্ত স্থানীয় সরকারী ও সর্বজনিক প্রতিষ্ঠানে সরকারী রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে স্থানীয় ভাষার সমাবস্থার প্রবর্তন'—এই সমস্ত পড়ুন, তা হলে আপনারা দেখবেন, রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি সমভাবে এই দাবি অর্জনেও সচেষ্ট রয়েছে।

ফেডারেলিষ্ট সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি আর কি দাবি করে?

৩। "রাশিয়ার জাতিসত্তাসমূহের জন্য স্বায়ত্তশাসন ?"

এর দ্বারা আপনারা বলতে চান, রাশিয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলি, যারা অভ্যাসে, রীতিনীতিতে এবং জনসংখ্যায় একে অপর থেকে ভিন্নরূপ, সেগুলিতে একই আইন একইভাবে প্রয়োগ করা যাবে না? আপনারা চান এই অঞ্চলগুলির এমন অধিকার থাকুক যার দ্বারা রাষ্ট্রের সাধারণ আইনগুলি তাদের নিজস্ব নির্দিষ্ট অবস্থার উপযোগী করে নিতে পারবে? ঘটনা যদি তাই হয়, আপনাদের দাবির অর্থ যদি এই-ই হয়, তা হলে আপনাদের যথাযথভাবে একে সূত্রায়িত করতে হবে; জাতি-সম্বন্ধীয় কুয়াশা ও বিভ্রান্তি অপসারণ করে স্পষ্টভাবে আপনাদের বক্তব্য বলতে হবে। এবং আপনারা যদি এই উপদেশ অনুসরণ করেন, তা হলে নিজেরাই দেখবেন যে এরকম দাবিতে আমাদের আপত্তি নেই। আমাদের এ সম্বন্ধে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে. যেহেতু রাশিয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলি অভ্যাস, রীতিনীতি এবং জনসংখ্যায় ভিন্নরূপ, সেহেতু তারা সকলেই রাষ্ট্রের সংবিধানকে একইভাবে প্রয়োগ করতে পারে না, সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের অঞ্চলগুলিকে অধিকার দিতে হবে যাতে তারা সাধারণ রাষ্ট্র-সংবিধানকে এমনভাবে কার্যকর করতে পারে যাতে তাদের সর্বাধিক উপকার সাধিত হবে এবং যা জনগণের রাজনৈতিক শক্তিসমূহের পূর্ণতর বিকাশে সাহায্য করবে। এটা হল সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-স্বার্থে। এবং আপনারা যদি আমাদের পার্টি-কর্মসূচীর ৩নং ধারা আবার পড়েন, যেখানে আমাদের পার্টি দাবি করছে, 'ব্যাপক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন; সেই সমস্ত অঞ্চলগুলির জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন যারা তাদের নির্দিষ্ট অভ্যাস, রীতিনীতি এবং জনসংখ্যার বিষয়ে বিভিন্নভাবে বিশেষিত' তা হলে দেখবেন, জাতি-সম্বন্ধীয় যে কুয়াশা এই দাবিকে আবৃত করে রেখেছিল রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টিই প্রথমে তা দূর করে এবং পরে এই দাবি অর্জনে সচেষ্ট হয়।

৪। যে জার-স্বৈরতন্ত্র রাশিয়ায় 'বিদেশী' জাতিসত্তাসমূহের 'জাতীয় সংস্কৃতি'-কে পাশবিকভাবে দমন করছে, তাদের অভ্যন্তরীণ জীবনে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করছে এবং তাদের সর্বরকমে নিপীড়ন করছে, ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বর্বরভাবে ধ্বংস করেছে ('এবং ধ্বংস করে চলেছে), আর্মেনিয়াকে তার জাতীয় সম্পত্তি থেকে অন্যায়ভাবে এবং বলপূর্বক বঞ্চিত করেছে ইত্যাদি, আপনারা তার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ

করছেন? আপনারা স্বৈরতন্ত্রের দস্যুসুলভ হিংস্রতার বিরুদ্ধে গ্যারান্টি দাবি করেন? কিন্তু জার-স্বৈরতন্ত্র যে হিংস্রতা সাধন করছে, আমরা কি সে বিষয়ে অন্ধ? এবং আমরা কি এই হিংস্রতার বিরুদ্ধে সর্বদা সংগ্রাম করিনি?! আজ প্রত্যেকেই পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে, কেমনভাবে রাশিয়ার বর্তমান সরকার রাশিয়ার অধিবাসী 'বিদেশী' জাতিসত্তাসমূহকে নিপীড়ন ও দমন করছে। এটাও সর্বসন্দেহাতীত যে সরকারের এই নীতি দিনের পর দিন সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতনতাকে কলুষিত করছে এবং একে এক বিপজ্জনক চাপের অধীন করছে। সুতরাং, আমরা সর্বদা এবং সর্বত্র জার সরকারের কলুষ-সংক্রামক নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব। সুতরাং, আমরা সর্বদা এবং সর্বত্র স্বৈরতন্ত্রের পুলিশী হিংস্রতার বিরুদ্ধে এই সমস্ত জাতিসত্তার শুধু কার্যকর নয়, অকার্যকর প্রতিষ্ঠানসমূহকেও রক্ষা করব; কেননা সারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, জাতিসত্তাসমূহের জাতীয় সংস্কৃতির এই দিক বা ওই দিক বিলুপ্ত বা বিকশিত করার অধিকার একমাত্র সেই সেই জাতিসত্তারই আছে। আমাদের কর্মসূচীর ৯নং ধারা পড়ুন। আমাদের পার্টি-কর্মসূচীর ৯নং ধারার সারমর্ম এই-ই নয় কি?—প্রসঙ্গতঃ, যা আমাদের শত্রু ও মিত্র উভয়ের মধ্যেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে?

কিন্তু এখানে ৯নং ধারা সম্পর্কে বলা বন্ধ করার উপদেশ দিয়ে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেন?—আমরা জিজ্ঞাসা করি। 'যেহেতু', আমাদের বলা হচ্ছে, আমাদের কর্মসূচীর এই ধারা এই একই কর্মসূচীর ৩, ৭ ও ৮নং ধারার 'মূলগতভাবে বিরোধী'; যেহেতু, যদি জাতিসত্তগুলিকে নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের সমস্ত জাতীয় বিষয়গুলির ব্যবস্থা করার অধিকার দেওয়া হয় (৯নং ধারা দেখুন), তা হলে এই কর্মসূচীতে ৩, ৭ এবং ৮নং ধারার কোন স্থান থাকা উচিত হবে না; এবং, তদ্বিপরীতে, কর্মসূচীতে যদি এই ধারাগুলি রাখা হয়, তা হলে ৯নং ধারাকে নিশ্চিতভাবে কর্মসূচী থেকে মুছে ফেলতে হবেই। নিঃসন্দেহে **সাকার্তভেলো*** একই ধরনের কিছু বলতে চায় যখন সে তার স্বভাবসুলভ চপলতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে: 'কোন জাতিকে একথা

*৯নং ধারার বিষয়বস্তু আরো ভালভাবে ব্যাখ্যা করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে **সাকার্তভেলো**'র উল্লেখ করছি। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল ফেডারেলিষ্ট সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সমালোচনা করা, **সাকার্তভেলোপন্থীদের** নয়; প্রথমোক্তদের সঙ্গে এদের মূলগত পার্থক্য রয়েছে।

বলার মধ্যে যুক্তিটা কোথায়, যখন তাকে বলা হয়, "তোমাকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হল" এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, সে যেরকম উপযুক্ত মনে করবে সেইভাবেই তার জাতীয় বিষয়গুলির ব্যবস্থা করার অধিকার তার আছে?' (৯নং সাকার্তভেলো দেখুন)। 'স্পষ্টতঃ' একটি যুক্তিগত স্ব-বিরোধিতা কর্মসূচীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে; 'স্পষ্টতঃ' এই স্ব-বিরোধিতা যদি দূর করতে হয়, তাহলে কর্মসূচী থেকে একটি বা কয়েকটি ধারা মুছে ফেলতে হবে! হ্যাঁ, এটা 'নিশ্চিতরূপে' করা হবেই, কেননা—আপনারা দেখছেন—যুক্তিহীন **সাকার্তভেলোর** মাধ্যমে যুক্তি নিজেই প্রতিবাদ করছে।

এতে একটি প্রাচীন নীতিগর্ভ রূপক-কাহিনী মনে পড়ছে। একসময়ে একজন 'অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি' বাস করতেন। 'প্রকৃত' অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদে পারদর্শী ব্যক্তির 'যা কিছু' প্রয়োজন তাঁর তা ছিল: অস্ত্রোপচার করার কক্ষ, যন্ত্রপাতি এবং অত্যধিক আত্মম্ভরিতা। তাঁর মাত্র একটি নগণ্য জিনিসের অভাব ছিল—অঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে জ্ঞান। একদিন তাঁকে একটি কঙ্কালের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্য বলা হল—অংশগুলি তাঁর অঙ্গব্যবচ্ছেদের টেবিলের উপর বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে ছিল। এতে আমাদের 'বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির' পক্ষে তাঁর দক্ষতা জাহির করবার একটা সুযোগ উপস্থিত হল। সমধিক আড়ম্বর এবং গাম্ভীর্য সহকারে তিনি 'কাজে' বসলেন। হায় রে ভাগ্য, 'পণ্ডিত ব্যক্তিটি' অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যার এমনকি অ-আ-ক-খও জানতেন না এবং কিভাবে অংশগুলি একত্রিত করলে একটি পুরো কঙ্কালে দাঁড় করানো যায়, সে সম্পর্কে একেবারে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লেন! বেচারা বহুক্ষণ ধরে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করলেন, তাঁর শরীর থেকে প্রচুর ঘাম ঝরল, কিন্তু সবই বৃথা! অবশেষে, যখন তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছুই হল না এবং তিনি সব কিছু গুলিয়ে ফেললেন, তখন কঙ্কালটির কতকগুলি অংশ তুলে কক্ষটির একটি দূরবর্তী কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি অভিযোগ করে বললেন কোন কোন 'অসৎ ব্যক্তি' তাঁর টেবিলের উপর ঝুটা অংশ রেখে গিয়েছে। এই বলে তাদের উপর তিনি তাঁর দার্শনিক ক্রোধ প্রকাশ করলেন। স্বভাবতঃই, দর্শকেরা এই 'অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি'কে ঠাট্টা-তামাসা করলেন।

সাকার্তভেলোর ভাগ্যেও একটি অনুরূপ 'দুর্ঘটনা' ঘটেছে। পত্রিকাটি ধারণা

করে বসল যে, এ আমাদের পার্টি-কর্মসূচীকে বিশ্লেষণ করবে ; ফলতঃ প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের কর্মসূচীটি কি এবং কিভাবে তাকে বিশ্লেষণ করা উচিত, সে সবের কোন ধারণাই সাকার্তভেলোর নেই ; এই কর্মসূচীর বিভিন্ন ধারার মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে এবং প্রত্যেকটি ধারার তাৎপর্য কী, সে তা উপলব্ধিই করেনি। সুতরাং সে 'দার্শনিকভাবে' আমাদের উপদেশ দিচ্ছে : তোমাদের কর্মসূচীর এই এই ধারা আমি বুঝতে পারছি না, অতএব (?!) সেগুলি অবশ্যই উঠিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু আমি সাকার্তভেলোকে ঠাট্টা-তামাসা করতে চাই না, এ আগেই হাস্যোদ্রেককর বস্তু হয়ে গেছে ; কথায় বলে : লোক যখন ভাগ্যবিপর্যস্ত তখন তাকে আঘাত কোরো না। পক্ষান্তরে, আমি একে সাহায্য করতে এবং এর নিকট আমাদের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করতেও প্রস্তুত, কিন্তু এই শর্তে যে, (১) এর অজ্ঞতা এ স্বীকার করে নেবে, (২) আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং (৩) যুক্তির* সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখবে।

বিষয়টি হল এই। রাজনৈতিক কেন্দ্রিকতার ধারণা থেকে আমাদের কর্মসূচীর ৩, ৭ ও ৮নং ধারা উদ্ভূত হয়েছে। কর্মসূচীতে এই ধারাগুলি সন্নিবেশিত করার সময় রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি এই বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল যে, যতদিন বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী থাকবে, ততদিন যাকে বলে 'জাতিগত প্রশ্ন' তার চূড়ান্ত সমাধান অর্থাৎ রাশিয়ায় 'বিদেশী' জাতিসত্তাসমূহের 'মুক্তি', সাধারণভাবে বলতে গেলে, অসম্ভব। এর দুটি কারণ আছে : প্রথমতঃ, বর্তমানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন 'বিদেশী জাতিসত্তাসমূহ' এবং 'রাশিয়ার' মধ্যে ধীরে ধীরে একটি সেতু গড়ে তুলেছে, এটা তাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ সৃষ্টি করছে এবং এর ফলে এই সমস্ত জাতিসত্তার বুর্জোয়াদের নেতৃস্থানীয় চক্রগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব জন্ম নিচ্ছে এবং এইভাবে তাদের 'জাতীয় মুক্তি'র আশা-আকাঙ্খার ভিত্তি সরিয়ে দিচ্ছে ; দ্বিতীয়তঃ, সাধারণভাবে বলতে গেলে, শ্রমিকশ্রেণী

*পাঠকদের এটা জানানো আমি প্রয়োজনীয় মনে করি যে তার একেবারে প্রথম সংখ্যাগুলি থেকেই সাকার্তভেলো যুক্তির বিরুদ্ধে এই বলে যুদ্ধ ঘোষণা করল যে, যুক্তি হল শৃঙ্খল, তার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। সাকার্তভেলো যে মাঝে মাঝে যুক্তির দোহাই দিয়ে কথা বলে, তার উপর কোন মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই ; এ তা করে কেবলমাত্র এর স্বভাবসুলভ চপলতা ও বিস্মরণশীলতার জন্য।

তথাকথিত 'জাতীয় মুক্তি' আন্দোলন সমর্থন করবে না, কেননা আজ পর্যন্ত এরূপ প্রতিটি আন্দোলন বুর্জোয়াদের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতনতাকে কলুষিত ও খর্ব করেছে। এই সমস্ত বিবেচনা থেকেই রাজনৈতিক কেন্দ্রিকতার উৎপত্তি ঘটেছিল, যার উপর আমাদের পার্টি-কর্মসূচীর ৩, ৭ ও ৮নং ধারা প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এটা হল, যেমন উপরে বলা হয়েছে, সাধারণ মত। এটা কিন্তু এই সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে না যে, এমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, যার আওতায় 'বিদেশী' জাতিসত্তাসমূহের অগ্রসর বুর্জোয়া দলগুলি 'জাতীয় মুক্তি' চাইতে পারে।

এও ঘটতে পারে যে এরূপ একটি আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতনতার বিকাশের পক্ষে অনুকূল বলে প্রমাণিত হবে।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টি কিভাবে কাজ করবে?

ঠিক এই ধরনের সম্ভাব্য পরিস্থিতি দৃষ্টির মধ্যে রেখে ৯নং ধারা আমাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল; ঠিক এইরূপ সম্ভাব্য পরিস্থিতি পূর্বাহ্নেই বিবেচনা করে জাতিসত্তাদের এমন অধিকার দেওয়া হয়েছে যা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের জাতীয় বিষয়গুলির ব্যবস্থা করার জন্য সংগ্রামে তাদের প্রণোদিত করবে (উদাহরণস্বরূপ, সম্পূর্ণরূপে 'নিজেদের মুক্ত করতে', বিচ্ছিন্ন হতে)।

আমাদের পার্টি, যার লক্ষ্য হল সমগ্র রাশিয়ার জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দেওয়া, তাকে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে এ ধরনের অনিশ্চিত সম্ভাবনার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং তদনুযায়ী, আমাদের পার্টিকে তার কর্মসূচীতে এরূপ একটি ধারা সন্নিবেশিত করতে হয়েছে।

এই ভাবেই প্রতিটি বিচক্ষণ, দূরদর্শী পার্টির কাজ করা উচিত।

তবু, এটা মনে হয় ৯নং ধারার এরূপ ব্যাখ্যা **সাকার্তভেলোর** পণ্ডিত ব্যক্তিদের এবং ফেডারেলিষ্ট সোশ্যালিষ্ট ডিমোক্র্যাটদের কিছু কিছু লোককে সন্তুষ্ট করতে অপরাগ। তারা এই প্রশ্নের একটি 'যথাযথ' এবং 'সোজাসুজি' জবাব চায়: 'জাতীয় স্বাধীনতা' শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সুবিধাজনক না অসুবিধাজনক?*

এটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের অধিবিদ্যা-

---

*সাকার্তভেলোর ৯নং সংখ্যার 'প্রাচীন (অর্থাৎ প্রাচীনপন্থী) বিপ্লবী'-র প্রবন্ধ দেখুন

বিদ্‌দের কথা, যারা তখনকার দিনের দ্বন্দ্ববাদী তত্ত্ববিদ্‌দের প্রশ্ন করে ক্রমাগত জ্বালাতন করত—প্রশ্নটি ছিল : ফসলের জন্য বর্ষা-দেবতা ভাল কি মন্দ? এবং তারা একটি 'ঠিকঠিক' জবাব দাবি করত। দ্বন্দ্ববাদী তত্ত্ব-বিদ্‌দের পক্ষে এটা প্রমাণ করা মোটেই শক্ত ছিল না যে, এভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক; শক্ত ছিল না যে, এরূপ প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অবশ্যই দিতে হবে ; যে, খরার সময়ে বৃষ্টি হল লাভজনক, বিপরীতে বর্ষা ঋতুতে বেশি বৃষ্টি হল অপ্রয়োজনীয় এবং এমনকি ক্ষতিকর ; এবং যে, এরজন্য, এ ধরনের প্রশ্নের 'ঠিকঠিক' জবাব দাবি করা স্পষ্টতঃই বোকামি।

কিন্তু **সাকার্তভেলো** এসব উদাহরণ থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেনি।

বার্ণস্টাইনের অনুগামীরা মার্কসবাদীদের নিকট থেকে এই প্রশ্নটির সমভাবে 'ঠিকঠিক' জবাব চাইত : কো-অপারেটিভগুলি (অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারী এবং উৎপাদকদের কো-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহ) শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে উপযোগী অথবা ক্ষতিকর? মার্কসবাদীদের পক্ষে এটা প্রমাণ করা কঠিন হল না যে প্রশ্ন উপস্থিত করার এই ধরন অর্থহীন ; তারা অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাখ্যা করল যে সময় ও স্থানের উপর সব কিছু নির্ভর করে ; তারা বলল যে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতনতা বিকাশের যথাযথ স্তরে উঠেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর একটি একক, শক্তিশালী রাজনৈতিক পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সেখানে সমবায় সমিতিগুলি শ্রমিকশ্রেণীর প্রভূত উপকার সাধন করতে পারে, যদি কিনা পার্টি নিজে সেগুলি সংগঠিত ও পরিচালিত করবার দায়িত্ব নেয়। পক্ষান্তরে, যেখানে এ সমস্ত অবস্থা অনুপস্থিত, সেখানে সমিতিগুলি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর, কেননা তারা ক্ষুদ্র দোকানদারের প্রবণতা এবং পেশাগত সঙ্কীর্ণ-চিত্ততার জন্ম দেয় এবং এর ফলে তাদের শ্রেণী-সচেতনতা কলুষিত হবে।

কিন্তু **সাকার্তভেলোপন্থীরা** এমনকি এই উদাহরণ থেকেও কিছুই শেখেনি। তারা আগের চেয়েও আরও জিদের সঙ্গে দাবি করে : জাতীয় স্বাধীনতা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে উপযোগী অথবা ক্ষতিকর? আমাদের একটা ঠিকঠিক জবাব দাও!

কিন্তু আমরা দেখছি, যে অবস্থাগুলি 'বিদেশী' জাতিসত্তাসমূহের বুর্জোয়াদের মধ্যে 'জাতীয় মুক্তি' আন্দোলনের উৎপত্তি ঘটাতে বা তাকে বিকশিত করতে পারে, সেসব অবস্থা এখনও অবিদ্যমান, তথা ভবিষ্যতে সেসব অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অনিবার্য কিনা তাও নয়—আমরা শুধু সেগুলিকে একটা

সম্ভাবনা হিসাবে ধরে নিয়েছি। অধিকন্তু, সেই বিশেষ মুহূর্তে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতনতা কোন্ স্তরে থাকবে এবং কতদূর পর্যন্ত এই আন্দোলন তখন শ্রমিক-শ্রেণীর পক্ষে উপযোগী বা ক্ষতিকর হবে, তা বর্তমানে বলা অসম্ভব। এজন্য, আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, কোন্ ভিত্তিতে এই প্রশ্নের 'ঠিক ঠিক' জবাব খাড়া করা* যেতে পারে? কোন্ কোন্ প্রতিজ্ঞা থেকে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে? এবং এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি 'ঠিক ঠিক' জবাব দাবি করা বোকামি নয় কি?

স্পষ্টতঃই, এ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত টানার ভার 'বিদেশী' জাতিসত্তাসমূহের নিজেদের হাতেই আমাদের ছেড়ে দিতে হবে; এক্ষেত্রে আমাদের যা করণীয় তা হল, তারা যাতে তা করতে পারে তাদের জন্য সে অধিকার অর্জন করা। যখন তারা এই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, তখন জাতিসত্তাগুলিকে নিজেদেরকেই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হোক যে, 'জাতীয় স্বাধীনতা' তাদের পক্ষে উপযোগী অথবা ক্ষতিকর, এবং যদি তা উপযোগী হয়, তারা কোন্ আকারে তা ব্যবহার করবে। তারা নিজেরাই কেবল পারে এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে।

অতএব, জাতিসত্তাগুলি তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের জাতীয় বিষয়গুলির ব্যবস্থা করে নিক, ৯নং ধারা তাদের এই অধিকারই অর্পণ করছে। এবং সেই একই ধারা আমাদের উপরেও এটা দেখার কর্তব্য চাপিয়ে দিচ্ছে যে, এই সমস্ত জাতিসত্তার ইচ্ছা যেন সত্যসত্যই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক হয় এবং এই সমস্ত ইচ্ছা যেন শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ থেকে উদ্ভূত হয়; এবং এর জন্য এই সমস্ত জাতিসত্তার শ্রমিকদের আমাদের অবশ্যই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক নীতি ও মনোভাবে শিক্ষিত করতে হবে, তাদের কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল 'জাতীয়' অভ্যাস, রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানকে কঠোর সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সমালোচনার বিষয়ীভূত করতে হবে—এই সমালোচনা, কিন্তু, পুলিশী হিংস্রতার বিরুদ্ধে তাদের এই সমস্ত অভ্যাস, রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের ব্যাহত করবে না।

৯নং ধারার অন্তর্নিহিত ভাব হল এই।

......আমাদের কর্মসূচীর এই ধারার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের

---

* সাকার্তভেলোপন্থী মশাইরা সর্বদাই তাদের দাবি বালির উপর খাড়া করে এবং যে ব্যক্তিরা তাদের দাবির জন্য শক্ত জমিন্ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়, তাদের কথা তারা কল্পনাই করতে পারে না।

নীতিসমূহের কী গভীর যুক্তিসম্মত সম্পর্ক রয়েছে তা দেখা সহজ। এবং যেহেতু আমাদের সমগ্র কর্মসূচীই এই সমস্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু ৯নং ধারার সঙ্গে আমাদের পার্টি-কর্মসূচীর অন্যান্য ধারাগুলির যুক্তিসম্মত সম্পর্কও স্বতঃই সুস্পষ্ট।

যেহেতু স্থূলবুদ্ধি **সাকার্তভেলো** এই সহজ ভাবগুলি হজম করতে পারে না, ঠিক সেহেতু একে পত্র-পত্রিকা জগতের অন্যতম 'জ্ঞানগর্ভ' মুখপত্র আখ্যা দেওয়া হয়।

'জাতিগত' প্রশ্নের আর কি বাকি থাকছে?

৫। "জাতীয় ভাবাত্মা ও তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে রক্ষা করা?"

কিন্তু কী এই 'জাতীয় ভাবাত্মা ও তার বৈশিষ্ট্যগুলি'? দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মাধ্যমে বিজ্ঞান বহুদিন পূর্বে প্রমাণ করেছে যে, 'জাতীয় ভাবাত্মা' বলতে কোন কিছু নেই, বা থাকতেও পারে না। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এই মতকে কেউ খণ্ডন করেছে? ইতিহাস আমাদের বলছে, কেউ করেনি। এই কারণে, আমরা বিজ্ঞানের এই মতকে অবশ্যই মেনে নেব, এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে একত্রে, পুনরাবৃত্তি করব যে 'জাতীয় ভাবাত্মা' বলতে কোন কিছু নেই, বা থাকতেও পারে না। এবং যেহেতু এই হল ঘটনা, যেহেতু 'জাতীয় ভাবাত্মা' বলতে কোন কিছু নেই, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যার অস্তিত্বই নেই তাকে রক্ষা করা যুক্তির দিক থেকে একটা অসম্ভব ব্যাপার—যা অনিবার্যভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবে তদনুরূপ ঐতিহাসিক (অবাঞ্ছিত) পরিণতিতে। এমনধারা 'দার্শনিক' অতিকথা বলা মাত্র 'জর্জিয়ার সোশ্যাল ফেডারেলিষ্টদের বিপ্লবী পার্টির মুখপত্র'—**সাকার্তভেলোর** মুখেই সাজে। (৯নং **সাকার্তভেলো** দেখুন)*

---

* যার এমন অদ্ভুত নাম, সেই 'পার্টিটা' কী? **সাকার্তভেলো** আমাদের বলছে যে, (১০নং **সাকার্তভেলোর** ১নং ক্রোড়পত্র দেখুন), 'এই বৎসর বসন্তকালে জর্জিয়ার বিপ্লবীরাঃ জর্জিয়ার নৈরাজ্যবাদীরা, **সাকার্তভেলোর** সমর্থকেরা, জর্জিয়ার সোশ্যাল রেভলিউশনারীরা বিদেশে মিলিত হল এবং......জর্জিয়ার সোশ্যাল ফেডারেলিষ্টদের একটি 'পার্টির' ভিতর...... ঐক্যবদ্ধ হল।......বটে, নৈরাজ্যবাদীরা, যারা সর্বান্তঃকরণে সব রাজনীতিকে ঘৃণা করে, সোশ্যাল রেভলিউশনারীরা, যারা রাজনীতিকে পূজা করে, এবং সাকার্তভেলোপন্থীরা, যারা কোনো সন্ত্রাসবাদী ধরনের নৈরাজ্যবাদী পদ্ধতি অস্বীকার করে—ফলতঃ এই বিবিধ রং-এর পরস্পর

জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে এরূপই হল বক্তব্য।

এটা স্পষ্ট যে, আমাদের পার্টি এই প্রশ্নটিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নিয়ে, এর জীবনরসকে চুইয়ে পরিস্রুত করে নিল, তার কর্মসূচীর শিরায় শিরায় তা ইনজেকশন করল এবং এর দ্বারা দেখিয়ে দিল, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনে 'জাতিগত প্রশ্ন' এমনভাবে সমাধান করতে হবে যাতে নীতিসমূহ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত না হয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধকগুলিকে আমূল ধ্বংস করা যায়।

প্রশ্ন হল : পৃথক পৃথক জাতীয় পার্টিগুলির প্রয়োজন কোথায়? অথবা, কোথায় সেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ভিত্তি যার উপর ফেডারেলিষ্ট সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক মত খাড়া করা হয়েছে বলে ধরা হয়? না, এমন কোন ভিত্তিই পাওয়া যাবে না—এর অস্তিত্বই নেই। ফেডারেলিষ্ট সোশ্যালিষ্ট ডিমোক্র্যাটরা শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে।

এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসবার তাদের দু'টি পথ আছে।

পরস্পরকে প্রত্যাখ্যানকারী জনতা একটি 'পার্টি'……গঠন করতে ঐক্যবদ্ধ হল! মানুষের কল্পনা যতদূর যেতে পারে এ হল তেমন একটি ভাবগত গোঁজামিল! এ এমন একটি জায়গা যেখানে কেউ একঘেয়েমি অনুভব করবে না! যে সমস্ত সংগঠকেরা জোর দিয়ে বলে যে একটি পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ হতে গেলে লোকেদের অবশ্যই নীতি অভিন্ন থাকা প্রয়োজন তারা ভ্রান্ত! এই বিবিধ রং-এর জনতা বলে, অভিন্ন নীতি নয়—কোনরূপ নীতি না থাকাই হল 'পার্টিকে' গড়ে তোলার আবশ্যিক ভিত্তি। তত্ত্ব ও 'নীতি' নিপাত যাক—এগুলি কেবল ক্রীতদাসদের শিকল! যতশীঘ্র আমরা এদের থেকে মুক্ত হব, ততই ভাল—এই বিবিধ রং-এর জনতা দার্শনিকের ভঙ্গিতে এ কথাই বলে। এবং সত্যসত্যই, যে মুহূর্তে এই সব লোক নীতি থেকে নিজেদের মুক্ত করল, তারা সঙ্গে সঙ্গে, একদমেই, একটি তাসের ঘর……তৈরি করে ফেলল—মাফ চাইছি—তৈরি করে ফেলল 'জর্জিয়ার সোশ্যাল ফেডারেলিষ্টদের পার্টি'। সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে যে, যখনই 'সাতজন মানুষ আর একটি বালক' একত্রিত হবে, তখনই তারা যে কোন সময়ে একটি 'পার্টি' গঠন করতে পারে। যখন এই সব নির্বোধ ব্যক্তি, সৈন্যবাহিনী-বিহীন এই সব 'অফিসারগণ' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলে : রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি হল 'সমাজতন্ত্রবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল' ইত্যাদি; বলে, রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা হল 'উগ্র জাতীয়তাবাদী'; বলে, আমাদের পার্টির ককেশিয়ান ইউনিয়ন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট 'গোলামের মতো' বশ্যতা স্বীকার করে,* ইত্যাদি, তখন কেউ কি না

*আমি অবশ্যই মন্তব্য করব যে কিছু কিছু অস্বাভাবিক 'ব্যক্তি' আমাদের পার্টির বিভিন্ন অংশের সমন্বিত কার্যকলাপকে 'দাসসুলভ বশ্যতা' হিসেবে বিবেচনা করে। ডাক্তারেরা বলে, এটা হল দুর্বল স্নায়ুর জন্য।

হয় তারা বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে এবং জাতীয় প্রতিবন্ধকগুলিকে জোরদার করবে (ফেডারেলিজমের আকারে সুবিধাবাদ) ; অথবা পার্টি সংগঠনে তারা তাদের সমস্ত ফেডারেলিজম্ বর্জন করবে, জাতিগত প্রতিবন্ধকগুলি চূর্ণ করার পতাকা সাহসের সঙ্গে তুলে ধরবে এবং রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির ঐক্যবদ্ধ শিবিরে সমবেত হবে।

প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা
(দি প্রলেটারিয়েন স্ট্রাগল), ৭নং
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৪
অস্বাক্ষরিত

হেসে থাকতে পারে ? (জর্জিয়ার বিপ্লবীদের প্রথম সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি দেখুন।) বাকুনিন: যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক জীবাশ্মগুলির কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করা যেতে পারে না ; কোন গাছের ফল সেই গাছেরই বৈশিষ্ট্যমূলক, কোন কারখানার উৎপাদিত জিনিসও সেই কারখানারই বৈশিষ্ট্যমূলক।

কুতাইস[৯] থেকে লেখা চিঠি

আমাদের এখন ৬৩নং সংখ্যা থেকে শুরু করে 'ইসক্রা'র[১০] দরকার। (যদিও এ 'ইসক্রা'র স্ফুলিঙ্গ নেই তবু এর দরকার আছে আমাদের কাছে; আর যাই হোক, তাতে সংবাদ থাকে, সে যাই হোক না কেন, আর শত্রুকে পুরোপুরি আমাদের জানতেই হবে।) আমাদের একান্ত দরকার বনৃচ ব্রুয়েভিচের[১১] প্রকাশনাগুলো: 'কংগ্রেসের জন্য সংগ্রাম', 'পার্টির প্রতি' (এটা সেই বাইশজনের ঘোষণাটি নয় কি?[১২]), 'আমাদের ভুল বোঝাবুঝি', 'সমাজতন্ত্রের সারমর্ম প্রসঙ্গে' ও 'ধর্মঘট' প্রসঙ্গে রিয়াদভোই-এর লেখা (যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে), রোজা ও কাউটস্কির[১৩] বিরুদ্ধে লেখা লেনিনের পুস্তিক 'কংগ্রেস অফ দি লীগ'-এর বিবরণী,[১৪] 'ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড'[১৫] (যদি এখন পাঠাতে না পারেন তবে বাদ দিতে পারেন)। নতুন যা কিছু প্রকাশিত হচ্ছে তা সবই চাই—একেবারে মামুলী ইশ্‌তেহার থেকে বড় বড় পুস্তিকা পর্যন্ত পার্টির অভ্যন্তরে এখন যে সংগ্রাম চলছে সেই প্রসঙ্গে যে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট এমন সব লেখাই চাই।

'বোনাপার্টবাদ ধ্বংস হোক' নামে গ্যালিওরকার পুস্তিকাটি আমি পড়েছি। মন্দ লাগেনি। তবে আরো ভালো হত যদি তিনি তাঁর হাতুড়িটি আরো সজোরে এবং আরো গভীরে চালাতেন। তবে তাঁর লেখায় কৌতুকের সুর আর করুণা দেখানোর জন্য কৈফিয়ৎ তার আঘাতের জোর ও ভারকে হালকা করে দেয় এবং পাঠকের প্রতিক্রিয়াকে নষ্ট করে দেয়।

এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো আরো বেশী করে চোখে পড়ে এই জন্য যে লেখক স্পষ্টতঃই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভাল করে বোঝেন এবং কয়েকটি প্রশ্ন বেশ চমৎকারভাবেই তিনি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। যিনি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন তাঁকে দৃঢ় এবং অবিচলিত কণ্ঠেই কথা বলতে হবে। এদিক থেকে দেখলে লেনিন যথার্থই একজন পার্বত্য ঈগল।

'কী করতে হবে?'[১৬] তা ব্যাখ্যা করে প্লেখানভ যে প্রবন্ধগুলো লিখেছেন তাও আমি পড়েছি। হয় লোকটির মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে আর নয় তো ঘৃণা ও বৈরিতাই তাকে চালনা করেছে। আমার মনে হয় দুটোই কাজ করেছে। মনে হচ্ছে প্লেখানভ 'নতুন সমস্যাগুলোর' পেছনে পড়ে আছেন।

তিনি কল্পনা করে নিয়েছেন যে তাঁর সামনে সেই পুরানো বিরুদ্ধবাদীরাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং তিনি তাঁর সেই পুরানো ভঙ্গিতেই বারবার পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন: 'সামাজিক চেতনা সামাজিক অস্তিত্বের দ্বারাই নির্ধারিত হয়,' 'ভাবাদর্শ আকাশ থেকে ঝরে পড়ে না'। যেন লেনিন বলেছেন যে মার্কসের সমাজতন্ত্র দাস ব্যবস্থা এবং ভূমিদাস ব্যবস্থার অধীনেই সম্ভবপর হবে! স্কুলের বাচ্চারাও জানে যে 'ভাবাদর্শ আকাশ থেকে ঝরে পড়ে না'। যাই হোক, প্রশ্নটা হচ্ছে যে, আমরা এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সমস্যার সম্মুখীন। এই সাধারণ সূত্রটিও আমরা অনেক আগেই হৃদয়ঙ্গম করেছি; এখন সময় এসেছে এই সাধারণ সমস্যাটিকে ব্যাখ্যা করার। এখন আমরা যাতে যাতে আগ্রহী তা হল কিভাবে খণ্ড খণ্ড ভাবগুলিকে একটা অখণ্ড ভাবধারায় (সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে) রূপায়িত করা যায়, কিভাবে খণ্ড খণ্ড ভাবগুলিকে এবং ভাবের ইঙ্গিতগুলিকে সংযোজিত করে একটি সুসমন্বিত ভাবধারায় (সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে) রূপ দেওয়া যায়, আর কে তা করবে, কে সেগুলোকে দেবে সুসমন্বিত রূপ। জনসাধারণ কি তাদের নেতাদের সামনে একটা কর্মসূচী এবং সেই কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত মূল নীতিগুলি এনে দেয়, না, নেতারা সেগুলি দেন জনসাধারণকে? জনসাধারণ নিজেরা এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনই যদি আমাদেরকে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বটি এনে দেয়, তাহলে সংশোধনবাদ, সন্ত্রাসবাদ, জুবাতেভিজম্ এবং নৈরাজ্যবাদের বিষাক্ত প্রভাব থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য ঝামেলা পোহানোর কোনো দরকারই নেই: 'স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন **নিজের থেকেই** সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটায়'। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন যদি নিজের থেকেই সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের উদ্ভব **না** ঘটায় (ভুলে যাবেন না লেনিন আলোচনা করছেন সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের কথা) তাহলে তত্ত্বটির উদ্ভব ঘটছে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের **বাইরে থেকে** অধুনাতন জ্ঞানে সমৃদ্ধ লোকদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের অনুধাবন ও অধ্যয়নের মাধ্যমে। সুতরাং সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব রচিত হয় 'স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের বিকাশের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে', বস্তুতঃ সেই আন্দোলন সত্ত্বেও; এবং তারপর **বাইরে থেকে** ঐ আন্দোলনে তা **প্রবর্তিত হয়**, তার মর্মবস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তা তাকে **ত্রুটিমুক্ত** করে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিধান করে।

এ থেকে যে সিদ্ধান্তে (বাস্তব বক্তব্যে) উপনীত হতে হয় তা হচ্ছে: শ্রমিক-

শ্রেণীকে তার যথার্থ শ্রেণীস্বার্থের চেতনায়, সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শের চেতনায় উন্নীত করতে হবে এবং এই ভাবাদর্শকে খণ্ডে খণ্ডে পর্যবসিত করা বা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া চলবে না। এই বাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত হবার তত্বগত ভিত্তিটি উপস্থিত করেছেন লেনিন। আর এই তত্বগত ভিত্তিটি গ্রহণ করাই যথেষ্ট, তাহলে সুবিধাবাদ আপনার ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না। লেনিনের তত্ত্বের তাৎপর্য রয়েছে এখানেই। আমি এটাকে লেনিনের বলছি, কারণ রুশ সাহিত্যে আর কেউ লেনিনের মতো এত স্বচ্ছভাবে তা তুলে ধরতে পারেননি। প্লেখানভের বিশ্বাস তিনি এখনও নব্বুই-এর দশকেই রয়েছেন এবং যা এর মাঝেই আঠার দফায় চিবানো হয়ে গেছে তাই আবার চিবিয়ে চলেছেন—দুই আর দুই-এ চার হবার মতো। এবং কথা বলতে বলতে তিনি যে মার্তিনভের ধ্যানধারণাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন, তাতে তার লজ্জা করছে না........।

বাইশজনের ঘোষণাটির সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনি পরিচিত......এখানে আপনাদের ওখানকার একজন কমরেড এসেছিলেন যিনি পার্টির বিশেষ কংগ্রেস আহ্বানের সপক্ষে ককেশাস অঞ্চলের কমিটিসমূহের প্রস্তাবগুলো তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেছেন। অবস্থাটা একেবারেই আশাপ্রদ নয় আপনার এ চিন্তা ঠিক নয়—কেবল কুতাইস-এর কমিটিটি দোদুল্যমানতা দেখিয়েছে কিন্তু আমি তাদের বোঝাতে সফল হয়েছি এবং তারপর থেকে তারা বলশেভিকদের পক্ষেই আসতে শুরু করেছেন। তাদের বোঝানো খুব শক্ত কাজ হয়নি: ঘোষণাটির দৌলতে কেন্দ্রীয় কমিটির দুমুখো নীতিটি তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে পড়ে এবং নতুন খবর এসে পৌছার পর, এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। কেন্দ্রীয় কমিটি নিজের ঘাড় নিজেই মটকাবে; আঞ্চলিক এবং রাশিয়ান কমরেডরা তার ব্যবস্থা করবেন। কেন্দ্রীয় কমিটি সকলকেই ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে লিখিত

কুতাইস্ থেকে একটি চিঠি
(একই কমরেডের কাছ থেকে)

চিঠি দিতে দেরি হল, রাগ করবেন না। পুরো সময়টা ব্যস্ত ছিলাম। আপনি যা পাঠিয়েছিলেন (লীগের বিবরণী, গালিওরকার লেখা 'আমাদের ভুল বোঝাবুঝি', 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট'এর প্রথম সংখ্যা, 'ইসক্রা'র পরবর্তী সংখ্যাগুলো) সবই পেয়েছি। 'একটি সিদ্ধান্ত'এ রিয়াদভোই-এর চিন্তাধারা আমার ভাল লেগেছে। রোজা লুক্সেমবার্গ-এর বিরুদ্ধে লেখা প্রবন্ধটিও ভাল লেগেছে। রোজা, কাউটস্কি, প্লেখানভ, আক্সেলরড, ভেরা জাসুলিচ এবং এই ধরনের ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকেরা পুরানো পরিচিত লোক এবং স্পষ্টতঃই নিজেদের মধ্যে একধরনের পারিবারিক ধারা গড়ে তুলেছেন। তারা একজন তো আর-একজনের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতকতা' করতে পারেন না। পিতৃতান্ত্রিক একটা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উপজাতির লোকজনেরা আপনজনের দোষগুণের বিচারের মধ্যে না গিয়ে যেমন পক্ষসমর্থন করে থাকে এরাও তেমনি পরস্পরকে সমর্থন করে থাকেন। একে বলা যায় পারিবারিক মনোভাব এবং এই 'আত্মীয়তার' অনুভূতিই পার্টির মধ্যকার সংকটকে যথাযথ বাস্তবতার আলোকে বিচার করার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে (অবশ্য, অন্য কারণও রয়েছে, যেমন প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, বিদেশী দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি)। প্রসঙ্গতঃ, এ থেকেই প্লেখানভ, কাউটস্কি এবং অন্যান্যদের কৃত কিছু অশোভন কাজের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

'বন্‌চ'-এর প্রকাশনাগুলোকে এখানকার সবাই বলশেভিকদের দৃষ্টিভঙ্গির দক্ষ উপস্থাপনা হিসেবে পছন্দ করেন। গালিওরকা তার লেখায় প্লেখানভের প্রবন্ধগুলোর ('ইসক্রা' ৭০ ও ৭১ সংখ্যা) সারকথা নিয়ে আলোচনা করলে ভাল করতেন। গালিওরকার প্রবন্ধগুলোয় অভিব্যক্ত চিন্তাধারার মূল কথা হল—প্লেখানভ একসময় এক কথা বলেছিলেন, আর এখন বলছেন অন্যকথা এবং এভাবে তিনি নিজের বক্তব্যেরই বিরোধিতা করছেন। কী ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কথা! যেন এটা নতুন! এই প্রথম তিনি স্ববিরোধিতা করছেন না। তিনি এর জন্য গর্বিতই বোধ করতে পারেন এবং নিজেকে 'দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ার' একটি জীবন্ত বিগ্রহ বলে মনে করতে পারেন। একথা না বললেও চলে যে

স্ববিরোধিতা একজন 'নেতার' রাজনৈতিক মুখাবয়বের উপরে একটি জড়ুলের মতো এবং এটা নিশ্চয়ই লক্ষণীয়। কিন্তু (৭০ ও ৭১ সংখ্যায়) তা আমাদের আলোচ্য নয়; আমরা এখানে আলোচনা করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে (সত্তা ও চেতনার মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন) এবং রণকৌশলগত (নেতা ও অনুগামীদের মধ্যকার সম্পর্কের) প্রশ্ন নিয়ে। আমার মনে হয়, গালিওরকার দেখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল লেনিনের বিরুদ্ধে প্লেখানভের তত্ত্বগত লড়াইটা হচ্ছে হাওয়া-কলের বিরুদ্ধে তেড়ে যাবার মতো—পুরোপুরি কুইক্সোটের মতো, কারণ তাঁর পুস্তিকায় লেনিন চেতনার উৎস সম্পর্কে কার্ল মার্কসের বক্তব্যকেই পরম নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করেছেন। রণকৌশলসংক্রান্ত প্রশ্নে প্লেখানভের লড়াইটা চূড়ান্ত বিভ্রান্তির প্রকাশ,—সুবিধাবাদীদের শিবিরে চলে যাচ্ছেন এমন একজন 'ব্যক্তির' বৈশিষ্ট্যই তাতে ফুটে উঠছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় প্লেখানভ যদি পরিষ্কারভাবে নিচের মতো করে প্রশ্নটি উত্থাপন করতেন: 'কর্মসূচী কে রূপ দেবে—নেতারা না অনুগামীরা?' অথবা 'কে কাকে কর্মসূচীর উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করবে—নেতারা অনুগামীদের, না উল্টোটা?' অথবা 'নেতারা জনসাধারণকে কর্মসূচীর উপলব্ধির স্তরে, সংগঠনের রণকৌশল এবং মূলনীতিগুলোর উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করবেন তা অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়?' এই প্রশ্নগুলোর সরলতা এবং কথার পুনরাবৃত্তি থেকে তাদের সমাধানেরই উত্তর মিলছে এবং প্লেখানভ যদি নিজের কাছে এভাবে পরিষ্কার করে প্রশ্নগুলো রাখতেন তাহলে তিনি সম্ভবতঃ তার উদ্দেশ্য থেকে বিরত হতেন এবং লেনিনের বিরুদ্ধে এ-ধরনের অগ্নিস্ফুরণে এগিয়ে আসতেন না। কিন্তু যেহেতু প্লেখানভ তা করলেন না এবং 'বীর ও জনতা' প্রভৃতি কথার আড়ালে সমস্যাকেই ঘোলাটে করে তুললেন, তাই গতি হল তার **কৌশলগত সুবিধাবাদের** দিকে। সুবিধাবাদীদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সমস্যাটাকে ঘোলাটে করে তোলা।

আমার মতে গালিওরকা এইসব এবং এই ধরনের বাকী প্রশ্নগুলোর সারকথা নিয়ে আলোচনা করলে অনেক ভাল করতেন। আপনারা হয়ত বলবেন, এটা হচ্ছে লেনিনের কাজ; আমি কিন্তু এ ব্যাপারে একমত নই কারণ লেনিনের যে অভিমতগুলোর সমালোচনা করা হচ্ছে ঐগুলো লেনিনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় এবং এসবের যে অপব্যাখ্যা হচ্ছে তা লেনিনের চেয়ে পার্টির অন্যান্য সদস্যদেরও কম ভাবনার বিষয় নয়। অবশ্য, লেনিন যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে ভালভাবে কাজটি সম্পাদন করতে পারতেন……।

আমরা এর মাঝেই 'বজ্র'-এর প্রকাশিত বইপত্রের সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। মনে হচ্ছে, টাকাকড়িরও একটা ব্যবস্থা হবে। 'ইসক্রা'র ৭৪ নং সংখ্যায় 'শান্তির সপক্ষে' প্রস্তাবগুলো সম্ভবতঃ পড়েছেন। ইমেরেতিইয়া-মিন্-গ্রেলিইয়া এবং বাকু কমিটির গৃহীত প্রস্তাবগুলোর উল্লেখ করা হয়নি কারণ তাতে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি 'আস্থার' ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। আপনাকে লিখেছি, সেপ্টেম্বর প্রস্তাবসমূহে কংগ্রেস আহ্বানের ব্যাপারে জোর দাবি জানানো হয়েছে। আমরা দেখতে চাই কী ঘটে, দেখতে চাই পার্টি কাউন্সিলের[১৭] সভার ফলাফল কী দাঁড়ায়। ছয়টি রুবল কি পেয়েছেন? আগামী ক'দিনের মধ্যে আরো কিছু পাবেন। ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে 'একজন কমরেডের কাছে চিঠি'খানি[১৮] পাঠাতে ভুলবেন না; এখানে অনেকেই এখনও তা পড়েননি। 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট'এর পরবর্তী সংখ্যাটিও পাঠাবেন।

কস্ত্রভ[১৯] অন্য একখানি চিঠি পাঠিয়েছেন তাতে তিনি আধ্যাত্মিক ও জড়জাগতিক (একজনের মনে হবে ভুলো বিষয়ক ব্যাপারে কথাবার্তা বলছেন) প্রসঙ্গে লিখেছেন। এই গর্দভটি এটা বোঝেন না যে তার শ্রোতারা কৃভলির[২০] পাঠক নন। সাংগঠনিক প্রশ্নাবলী সম্পর্কে তার দুর্ভাবনার কী আছে?

'প্রলেটারিয়েন স্ট্রাগল' (প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা)এর[২১] একটি নতুন সংখ্যা (সাত নম্বর) বের হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, এতে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবাদের[২২] বিরুদ্ধে আমার একটি প্রবন্ধ রয়েছে। যদি পারি, একটা সংখ্যা আপনাকে পাঠাব।

১৯০৪ সালের অক্টোবরে লিখিত

শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি
(পার্টির নিয়মাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে)

'রাশিয়া এক এবং অবিভাজ্য' যখন লোকে জোর গলায় একথা বলতো, সেদিন চলে গেছে। আজ একটি শিশুও জানে 'এক এবং অবিভাজ্য রাশিয়া' বলে কিছু নেই, অনেক আগেই রাশিয়া ভাগ হয়ে গেছে—বুর্জোয়া ও শ্রমিক এই দু'টি বিরোধী শ্রেণীতে। আজ আর এ কথাটি গোপন নেই যে এই দু'টি শ্রেণীর সংঘর্ষকে কেন্দ্র করেই আমাদের বর্তমান জীবন আবর্তিত হচ্ছে।

অবশ্য কিছুদিন আগেও এসব লক্ষ্য করা কঠিন ছিল—কারণ সেদিন পর্যন্তও শুধু আলাদা আলাদা গোষ্ঠীগুলোকেই সংগ্রামের ময়দানে দেখতে পেয়েছি; কেননা বিভিন্ন শহরে ও দেশের বিভিন্ন অংশে শুধু আলাদা আলাদা গোষ্ঠীগুলোই সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে এবং বুর্জোয়া ও শ্রমিকেরা শ্রেণী হিসাবে সহজে স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ত না। কিন্তু এখন শহর ও জেলা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠী হাতে হাত মিলিয়েছে, যুক্ত ধর্মঘট ও বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে, আর আমাদের সামনে ভেসে উঠছে বুর্জোয়া রাশিয়া ও শ্রমিক রাশিয়া এ দুই-এর সংঘাতের অপরূপ দৃশ্যটি। দুইটি বিপুল সেনাবাহিনী—শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর বাহিনী—আজ সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই দুই বাহিনীর সংগ্রাম আমাদের সমগ্র সমাজ-জীবনকে ছেয়ে ফেলেছে।

একটা সেনাবাহিনী যেমন নায়কবিহীনভাবে চলতে পারে না এবং প্রতিটি সেনাবাহিনীর যেমন একটি অগ্রবাহিনী থাকে যারা আগে এগিয়ে পথকে আলোময় করে রাখে, তেমনি এটাও স্পষ্ট যে এই দুইটি সেনাবাহিনীরও দরকার নিজ নিজ উপযুক্ত নেতৃগোষ্ঠী, সাধারণতঃ যাকে বলা হয় 'পার্টি'।

তাহলে ছবিটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম: একদিকে লিবারেল পার্টির নেতৃত্বে বুর্জোয়াশ্রেণীর বাহিনী; অন্যদিকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনী; প্রত্যেকটি বাহিনীই তাদের পরিচালিত শ্রেণী-সংগ্রামে নিজ নিজ পার্টির নেতৃত্বে চলছে।*

* রাশিয়ার অন্যান্য পার্টিগুলোর উল্লেখ আমরা করছি না কারণ আলোচ্য সমস্যাগুলোর বিচারের সময় ওদের নিয়ে আলোচনার কোনো দরকার নেই।

এসবের উল্লেখ আমরা করছি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করার জন্য এবং এভাবে পার্টির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে সামনে তুলে ধরার জন্য।

উপরের এই বক্তব্য থেকে একথা যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে নেতাদের সংগ্রামী গোষ্ঠী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, প্রথমতঃ, সভ্য সংখ্যার দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় অবশ্যই অনেক ছোট হবে; দ্বিতীয়তঃ, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি শ্রমিকশ্রেণী থেকে শ্রেয়ঃ হবেই, আর তৃতীয়তঃ, পার্টি হবে একটি সুসংবদ্ধ সংগঠন।

যা বলা হল, আমাদের মতে তার প্রমাণের কোন দরকার পড়ে না কারণ যতক্ষণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিঁকে থাকবে আর তার অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসাবে জনগণের দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা বহাল থাকবে ততদিন শ্রমিকশ্রেণী সামগ্রিকভাবে শ্রেণীচেতনার বাঞ্ছিত স্তরে উন্নীত হতে পারে না। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনীকে সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্দীপ্ত করে তোলার জন্য, তাকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামে নেতৃত্বদানের জন্য তার একদল শ্রেণীসচেতন নেতা থাকবেনই। এটাও পরিষ্কার, যে পার্টি সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্বদানের পথ গ্রহণ করেছে, তাকে আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠা কতকগুলো ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র হলে চলবে না; তাকে হতে হবে সুসংবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত একটি সংগঠন যাতে একটিমাত্র পরিকল্পনা অনুসারে তার কার্যকলাপ পরিচালনা করা যায়।

সংক্ষেপে, এগুলোই হল আমাদের পার্টির সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

এসব কথা মনে রেখে এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক; কাকে আমরা পার্টিসভ্য আখ্যা দেব? বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় পার্টির নিয়মাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদে ঠিক এই প্রশ্নটি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব এই প্রশ্নটি বিচার করা যাক।

রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সভ্য আমরা কাকে বলতে পারি অর্থাৎ একজন পার্টি সভ্যের কর্তব্য কি কি?

আমাদের পার্টি হল একটা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি। তার অর্থ হল তার একটা নিজস্ব কর্মসূচী (আন্দোলনের আশু এবং চরম লক্ষ্য) রয়েছে, নিজস্ব রণকৌশল (সংগ্রামের কায়দা) রয়েছে এবং নিজস্ব সাংগঠনিক নীতি (সংগঠনের রূপ) রয়েছে। কর্মসূচী, রণকৌশল ও সংগঠনগত ধ্যানধারণার ঐক্যের

ভিত্তিতেই আমাদের পার্টি গড়ে উঠেছে। এই ধ্যানধারণার **ঐক্যই** আমাদের পার্টি সভ্যদের **একটি** কেন্দ্রীভূত পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। ধ্যানধারণার এই ঐক্য যদি চুরমার হয়ে যায়, পার্টিও চুরমার হয়ে যায়। সুতরাং যিনি পার্টির কর্মসূচী, রণকৌশল ও সংগঠনগত নীতিকে পুরোপুরি মেনে নেবেন—তাকেই পার্টিসভ্য বলা চলবে। আমাদের পার্টির কর্মসূচী, রণকৌশল ও সংগঠনগত ধ্যানধারণা যিনি ভালভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন তিনিই পার্টিসভ্যের একজন এবং এভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সেনাবাহিনীর নেতাদের একজন হতে পারবেন।

কিন্তু শুধু পার্টির কর্মসূচী, রণকৌশল ও সংগঠনগত ধ্যানধারণা **গ্রহণ করাই** কি একজন পার্টিসভ্যের পক্ষে যথেষ্ট? এরকম একজন লোককে কি শ্রমিকশ্রেণীর সেনাবাহিনীর একজন যথার্থ নেতা বলে গণ্য করা চলে? নিশ্চয়ই না! প্রথমতঃ, সকলেই জানেন যে দুনিয়ায় এমন অনেক বাক্যবাগীশ আছে যারা পার্টির কর্মসূচী, রণকৌশল এবং সংগঠনগত ধ্যানধারণা বিনা প্রতিবাদেই 'মেনে নেবে'—অথচ যাদের গলাবাজি করা ছাড়া আর কিছুরই ক্ষমতা নেই। এরকম একজন বাক্যবাগীশকে পার্টির সভ্য (অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর সেনাবাহিনীর একজন নেতা) আখ্যা দেওয়ার অর্থ পার্টিকে নষ্ট করে দেওয়া। তাছাড়া, আমাদের পার্টি একটা দার্শনিক সম্প্রদায় অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠীও নয়। আমাদের পার্টি কি একটি **সংগ্রামী পার্টি** নয়? আর সেই জন্যই কি এটা স্বতঃসিদ্ধ নয় যে এর কর্মসূচী, রণকৌশল এবং সংগঠনগত ধ্যানধারণার নিরাসক্ত **স্বীকৃতিতেই** আমাদের পার্টি সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, পার্টির সভ্যরা যা স্বীকার করে নিয়েছেন তা তারা **বাস্তবে প্রয়োগও** করবেন, পার্টি নিঃসন্দেহে এই দাবিও তাদের কাছে করবে? সুতরাং যিনিই আমাদের পার্টির সভ্য হতে ইচ্ছুক তিনি শুধু পার্টির কর্মসূচী, রণকৌশল ও সংগঠনগত ধ্যানধারণা গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ, কার্যক্ষেত্রে সেগুলোর ব্যবহারও তাকে করতেই হবে।

কিন্তু একজন পার্টিসভ্যের পক্ষে পার্টির ধ্যানধারণার বাস্তব প্রয়োগ বলতে কী বোঝায়? কখন তিনি এইসব ধ্যানধারণা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবেন? শুধু তখনই যখন তিনি লড়াই করছেন, যখন তিনি সমগ্র পার্টিকে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলেছেন। সংগ্রাম কি কখনও একক, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে চালানো সম্ভব? নিশ্চয়ই নয়, বরং ঠিক

উল্টো—জনগণ প্রথমে ঐক্যবদ্ধ হন, সংগঠিত হন তারপর তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তা যদি না করা হয়, সমস্ত সংগ্রামই হয় নিষ্ফল। তাহলে এটা পরিষ্কার যে, পার্টির সভ্যরা যদি একটা সুসংবদ্ধ সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হন একমাত্র তাহলেই তারা সংগ্রাম করতে পারবেন এবং তার ফলে পার্টির ধ্যানধারণা বাস্তবে প্রয়োগ করতে অক্ষম হবেন। এটাও পরিষ্কার যে, পার্টিসভ্যেরা যে সংগঠনে সংঘবদ্ধ হবেন তা যত সুসংবদ্ধ হবে, তারা তত ভাল লড়াই করতে পারবেন, পার্টির কর্মসূচী, রণকৌশল এবং সংগঠনগত ধ্যানধারণাকে তত বেশি পূর্ণতরভাবে তারা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবেন। আমাদের পার্টি কতকগুলো ব্যক্তিমাত্রের সমষ্টি নয়, আমাদের পার্টি হল নেতাদের সংগঠন—একথা অকারণে বলা হয় না। এবং যেহেতু পার্টি হল নেতাদের সংগঠন, সেহেতু এটা স্পষ্ট যে একমাত্র তাদেরই এই পার্টির ও সংগঠনের সভ্য বলে গণ্য করা চলে যারা এই সংগঠনে কাজ করেন এবং স্বভাবতঃই পার্টির ইচ্ছার সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে মিলিয়ে দেওয়াকে এবং পার্টির সঙ্গে একাত্মভাবে কাজ করাকে তাদের কর্তব্য বলে মনে করেন।

সুতরাং একজন পার্টিসভ্য হতে হলে, পার্টির কর্মসূচী, রণকৌশল ও সংগঠন-গত ধ্যানধারণার বাস্তব প্রয়োগ করতে হবে; আর তা প্রয়োগ করতে গেলে তারজন্য লড়াই করতে হবে; এইসব মতামতের জন্য লড়াই করতে হলে একটা পার্টি সংগঠনের মধ্যে থেকে এবং পার্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে। স্পষ্টতঃই, পার্টিসভ্য হতে হলে একটা না একটা পার্টি সংগঠনে যুক্ত থাকতেই হবে।* একমাত্র যখন আমরা একটানা একটা পার্টি সংগঠনে যোগ দিই এবং এইভাবে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ পার্টিস্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে দিই—শুধু তখনই আমরা পার্টিসভ্য হতে পারি আর তার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনীর প্রকৃত নেতা হয়ে উঠতে পারি।

---

* যেমন প্রত্যেকটি জটিল জীবদেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল জীবকোষের সমন্বয়ে তৈরি, ঠিক তেমনি আমাদের পার্টি জটিল ও সর্বব্যাপ্ত সংগঠন বলে বহু জেলা ও স্থানীয় সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত— ; ঐগুলোকে বলা হয় পার্টি সংগঠন, অবশ্য পার্টি কংগ্রেস অথবা কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ঐগুলো অনুমোদিত হওয়া চাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধু কমিটিগুলোকেই পার্টি সংগঠন বলে না। এই সমস্ত সংগঠনের কার্যকলাপ একটি পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালনা করার জন্য আছে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ঐ স্থানীয় সংগঠনগুলোর মাধ্যমে গড়ে ওঠে একটি বিরাট কেন্দ্রীভূত সংগঠন।

যদি আমাদের পার্টি জনকয়েক বাক্যবাগীশের একটা সমষ্টিমাত্র না হয়, এটা যদি নেতাদের এমন একটি সংগঠন হয় যা কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে দক্ষতার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে উপরে লিখিত প্রতিটি কথাই স্বতঃসিদ্ধ বোধ হবে।

নীচের কথাগুলোও লক্ষ্য করতে হবে।

এযাবৎকাল আমাদের পার্টির ধরন-ধারণ ছিল অতিথিপরায়ণ কর্তা-শাসিত একটা পরিবারের মতো—সকল দরদীর জন্যই সেখানে ঠাঁই ছিল। কিন্তু এখন পার্টি হয়েছে একটা কেন্দ্রীভূত সংগঠন। গোষ্ঠী-কর্তার শাসনের দিকটা খসে গিয়ে সব দিক থেকে তা হয়ে উঠেছে একটা দুর্গের মতো, যার দরজা একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিদের জন্যই খোলা হয়। এটা আমাদের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। স্বৈরতন্ত্র যখন শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচেতনাকে 'ট্রেড ইউনিয়নবাদ', জাতীয়তাবাদ, ধর্মান্ধতা প্রভৃতির মাধ্যমে কলুষিত করার চেষ্টা করছে, আবার অন্যদিক থেকে উদারনীতিবাগীশ বুদ্ধিজীবীর দল ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট করতে এবং নিজেদের মাতব্বরি শ্রমিকশ্রেণীর উপর চাপিয়ে দিতে—তখন আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে এবং আমাদের ভুললে চলবে না যে আমাদের পার্টি হল একটি দুর্গ; এই দুর্গের দরজা খোলা হবে কেবল তাদেরই জন্য যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন।

পার্টির সভ্যপদের দু'টি আবশ্যিক শর্ত আমরা নির্ধারণ করেছি (পার্টির কর্মসূচী গ্রহণ এবং পার্টির একটি সংগঠনে থেকে কাজ করা)। এর সঙ্গে যদি তৃতীয় একটি শর্ত আমরা যুক্ত করি যে—একজন পার্টিসভ্যকে পার্টিকে অর্থসাহায্য করতেই হবে—তাহলে পার্টির সভ্য আখ্যালাভের প্রয়োজনীয় সমস্ত শর্তই আমরা পেয়ে যাব।

সুতরাং রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সভ্য তিনিই হবেন যিনি এই পার্টির কর্মসূচী গ্রহণ করেন, পার্টিকে আর্থিক সাহায্য দেন এবং পার্টির কোনও একটা সংগঠনে কাজ করেন।

এইভাবেই কমরেড লেনিন* তাঁর রচিত পার্টির নিয়মাবলীর খসড়ার প্রথম অনুচ্ছেদটি প্রস্তুত করেছিলেন।

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পার্টি একটি কেন্দ্রীভূত সংগঠন এবং বিভিন্ন

* বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির অসামান্য তত্ত্বকার এবং বাস্তব সংগ্রামের নেতা হচ্ছেন লেনিন।

ব্যক্তির একটি সমষ্টিমাত্র নয়—এই ধারণা থেকেই এই সূত্রটির সম্পূর্ণ উদ্ভব ঘটেছে।

এখানেই হচ্ছে সূত্রটির সর্বময় শ্রেষ্ঠত্ব।

কিন্তু দেখা গেছে, কিছু কিছু কমরেড লেনিনের এই সূত্রকে 'সংকীর্ণ' এবং 'অসুবিধাজনক' বলে বাতিল করে দেন এবং তাদের নিজস্ব একটি সূত্র এনে হাজির করেন যা নাকি 'সংকীর্ণ' ও 'অসুবিধাজনক' নয়। আমরা মার্তভের* সূত্রের কথাই বলছি এবং তা-ই এখন আমরা বিশ্লেষণ করব।

মার্তভের সূত্র হল,—'রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সভ্য হলেন তিনি যিনি তার কর্মসূচীটি গ্রহণ করেন, পার্টিকে আর্থিক সাহায্য দেন এবং তার কোনও সংগঠনের নির্দেশ অনুসারে তাকে নিয়মিত ব্যক্তিগত সাহায্য করেন।' আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই সূত্রটি পার্টি সভ্যপদের তৃতীয় আবশ্যিক শর্ত—পার্টি সংগঠনগুলির কোনও একটিতে পার্টিসভ্যদের কাজ করার কর্তব্যের কথাটি বাদ দিয়েছে। মনে হয়, মার্তভ এই সুস্পষ্ট ও আবশ্যিক শর্তটিকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন এবং তার সূত্রে তিনি এটির জায়গায় অস্পষ্ট, ভাসাভাসা 'কোনও সংগঠনের নির্দেশ অনুসারে ব্যক্তিগত সাহায্য' কথাটি এনে উপস্থিত করেছেন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে, কোনও পার্টি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও (নিশ্চয়ই বলা যায়, একটা চমৎকার 'পার্টি'ই বটে!) এবং পার্টির ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার বাধ্যবাধকতা না রেখেও (নিশ্চয়ই বলা যায়, চমৎকার 'পার্টি-শৃঙ্খলাই' বটে!)—যে কেউ পার্টির সভ্য হতে পারবেন। বেশ তো, পার্টিইবা কি করে 'নিয়মিত' নির্দেশ দেবে সেইসব লোকদের যারা পার্টির কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নেই এবং যার ফলে পার্টি-শৃঙ্খলার কাছে আদৌ কোন বাধ্যবাধকতাও যাদের নেই?

এই প্রশ্নেই মার্তভ রচিত পার্টির নিয়মাবলীর খসড়ার প্রথম অনুচ্ছেদ সম্পর্কিত সূত্রটি ভেঙে পড়ে কিন্তু লেনিনের সূত্রটিতে এই প্রশ্নটির সুদক্ষ জবাব দেওয়া হয়েছে কারণ তাতে পার্টি সভ্যপদের তৃতীয় ও আবশ্যিক শর্ত হিসাবে পার্টি সংগঠনের মধ্যে থেকে কাজ করার কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে।

আমাদের যেটা করতে হবে তা হল মার্তভের সূত্র থেকে অস্পষ্ট ও অর্থহীন 'একটি পার্টি সংগঠনের নির্দেশ অনুসারে নিয়মিত ব্যক্তিগত সাহায্যের' কথাগুলো বাতিল করে দেওয়া। এই শর্তটি বাদ দিলে মার্তভের সূত্রে দু'টিমাত্র শর্তই

* মার্তভ হলেন 'ইসক্রা'র অন্যতম সম্পাদক।

অবশিষ্ট থাকে (কর্মসূচীকে গ্রহণ করা এবং আর্থিক সাহায্য দেওয়া) যা নিছক শর্ত হিসাবে নিতান্তই মূল্যহীন ; কারণ যেকোনো বাক্যবাগীশ লোকই পার্টির কর্মসূচী 'গ্রহণ করে নিতে পারে' এবং পার্টিকে আর্থিক সাহায্যও দিতে পারে ; কিন্তু এসবের দ্বারা পার্টি সভ্যপদের সামান্যতম যোগ্যতাও তার অর্জিত হয় না।

বলতেই হয়, সূত্রটা খুবই 'সুবিধাজনক' !

আমরা বলি, সাচ্চা পার্টিসভ্যরা পার্টির কর্মসূচীকে শুধু মেনে নিয়েই নিশ্চিন্ত হতে পারেন না, যে কর্মসূচী তাঁরা গ্রহণ করলেন সেটা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা নিশ্চয়ই তাঁরা করবেন। মার্তভ জবাবে বলছেন : তোমরা ভীষণ কড়া ; পার্টিকে আর্থিক সাহায্য করতে রাজী হলে পার্টির গৃহীত কর্মসূচীর বাস্তবে প্রয়োগ করাটা জরুরী কিছু নয়—ইত্যাদি। দেখেশুনে মনে হয় মার্তভের কিছু বাক্যবাগীশ 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের' জন্ম দুঃখের অন্ত নেই আর তাই তিনি পার্টির দ্বার তাদের জন্ম বন্ধ করে দিতে চান না।

আমরা আরও বলছি—কর্মসূচীকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে লড়াই করতে হবে এবং সংহতি ছাড়া লড়াই করা যেহেতু অসম্ভব তাই একজন সম্ভাব্য পার্টিসভ্যকে পার্টির কোনও একটা সংগঠনে যোগ দিতেই হবে, পার্টির ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে মিলিয়ে দিতে হবে, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী বাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে হবে অর্থাৎ তাকে একটা কেন্দ্রীভূত পার্টির সুসংগঠিত বাহিনীর মধ্যে তার স্থান করে নিতে হবে। মার্তভ এর উত্তরে বলছেন, সভ্যদের সুসংগঠিত বাহিনীকে সংহত হবার খুব একটা কিছু প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই সংগঠনে সংঘবদ্ধ হবার ; একক লড়াই-ই যথেষ্ট।

আমাদের প্রশ্ন হ'ল—আমাদের পার্টিটা তাহলে কী ? কতকগুলো ব্যক্তির একটা আকস্মিক জনতা, না নেতাদের সুসংহত সংগঠন ? আর যদি এটা নেতাদেরই সংগঠন হয় তাহলে যে এর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং, যার ফলে, এর শৃঙ্খলা মেনে চলার কোনো বাধ্যবাধকতাও যার নেই এমন লোককে এর সভ্য বলা চলে ? মার্তভ জবাবে বলছেন—পার্টি কোন সংগঠন নয়, বরং পার্টি হল একটা অসংগঠিত সংগঠন (চমৎকার 'কেন্দ্রানুগত্য' সন্দেহ নেই !) !

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মার্তভের মতে পার্টি কোন কেন্দ্রীভূত সংগঠন নয়, পার্টির কর্মসূচী ইত্যাদি মেনে নিয়েছেন এমন 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট' ব্যক্তি-বিশেষদের এবং আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের তা একটা সমষ্টিমাত্র। কিন্তু

আমাদের পার্টি একটি কেন্দ্রীভূত সংগঠন না হলে—তা একটা দুর্গ হতে পারবে না—যে দুর্গের দুয়ার শুধু পরীক্ষিতদের জন্ত উন্মুক্ত থাকবে। বাস্তবিকপক্ষে মার্তভের সূত্র থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাঁর কাছে পার্টি একটা দুর্গ নয়—বরং একটা ভোজসভা বিশেষ—যাতে প্রতিটি সমর্থকেরই প্রবেশাধিকার রয়েছে। খানিকটা জ্ঞান খানিকটা সহানুভূতি, খানিকটা আর্থিক সাহায্য—তাহলেই হ'ল—আপনি পার্টিসভ্য বলে গণ্য হবার সম্পূর্ণ অধিকার পেয়ে গেলেন। আতংকিত 'পার্টিসভ্যদের' উৎসাহ জোগাবার জন্ত মার্তভ চেঁচিয়ে বলছেন—শুনবেন না, কানে নেবেন না সেই লোকদের কথা যারা বলে পার্টিসভ্যকে একটা পার্টি সংগঠনে থাকতেই হবে এবং পার্টির ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিলিয়ে দিতে হবে। তিনি বলছেন—প্রথমতঃ, এসব শর্ত একজন মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়াই কঠিন, পার্টির ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছা বিলিয়ে দেওয়াটা তামাশা নয়! আর দ্বিতীয়তঃ, আমার ব্যাখ্যায় আমি এর আগেই দেখিয়ে দিয়েছি—ঐ লোকগুলোর মতামত নিতান্তই ভ্রান্ত। কাজেই ভদ্রমহোদয়গণ, এই ভোজসভায় ……আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি!

দেখে মনে হচ্ছে, মার্তভ পার্টির ইচ্ছার কাছে আপন ইচ্ছাকে বিলিয়ে দিতে ঘৃণাবোধ করেন এমন কিছু অধ্যাপক এবং হাই-স্কুলের ছাত্রদের জন্ত উদ্বেগে আকুল হয়ে উঠেছেন আর তারই জন্ত আমাদের পার্টির দুর্গপ্রাকারে ফাটল সৃষ্টি করে এইসব সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের চোরাগোপ্তা পথে পার্টিতে ঢুকিয়ে দিতে চাইছেন। সুবিধাবাদকে দরজা খুলে দিচ্ছেন তিনি—আর সেটা করছেন এমন একটা সময়ে যখন শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীসচেতনতার হাজার হাজার শত্রু আক্রমণ হেনে চলেছে!

কিন্তু এইটেই সব নয়। আসল কথা হল, মার্তভের এই সন্দেহজনক সূত্রটি পার্টির অভ্যন্তরেই অন্তদিক থেকে সুবিধাবাদের উদ্ভব ঘটাতে সাহায্য করে।

আমরা জানি, মার্তভের সূত্রে শুধু কর্মসূচী গ্রহণের কথাই আছে; রণকৌশল এবং সংগঠনের ব্যাপারে একটি কথাও তাতে নেই। কিন্তু পার্টির পক্ষে সাংগঠনিক ও রণকৌশলগত ধ্যানধারণার দিক থেকে ঐক্য কর্মসূচীগত মতামতের ঐক্যের চেয়ে মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের তিনি বলতে পারেন যে কমরেড লেনিনের সূত্রেও তো এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। ঠিকই! কিন্তু কমরেড লেনিনের সূত্রে এ সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজনও নেই। এটা কি

স্বতঃসিদ্ধ নয় যে, পার্টি সংগঠনে যে কাজ করে এবং স্বভাবতঃই পার্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যে লড়াই করে, পার্টি শৃঙ্খলাকে যে মাথা পেতে নেয়—সে পার্টির সাংগঠনিক নীতি এবং রণকৌশল ছাড়া অন্ত কোনো সাংগঠনিক নীতি এবং রণকৌশল অনুসরণ করতেই পারে না? কিন্তু পার্টির কর্মসূচী মেনে নিয়েছেন অথচ কোনো পার্টি সংগঠনের যিনি অন্তর্ভুক্ত নন—এমন একজন 'পার্টিসভ্য' সম্পর্কে আপনি কী বলবেন? কী নিশ্চয়তা আছে যে এ ধরনের একজন 'সভ্যের' রণকৌশলগত ও সাংগঠনিক মতামত পার্টির মতামতই হবে, অন্ত কিছু হবে না? মার্তভের সূত্র ঠিক একথাটিই ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। মার্তভের সূত্রের ফলে আমরা পাব একটি অদ্ভুত 'পার্টি' যার 'সভ্যেরা' একই কর্মসূচী মানে (এবং সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই নেই!), অথচ সাংগঠনিক ও রণকৌশলগত ব্যাপারে একমত নয়। কী আদর্শ বৈচিত্র্য! একটি ভোজসভার সঙ্গে আমাদের পার্টির পার্থক্য রইল কোথায়?

আর একটিমাত্র প্রশ্ন আমরা করতে চাই: দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস আমাদের হাতে যে ভাবাদর্শগত এবং কর্মগত কেন্দ্রিকতা তুলে দিয়েছিল আর মার্তভের সূত্রে যার পুরোপুরি বিরোধিতা রয়েছে—তারই বা আমরা কী করব? বেমালুম ছুঁড়ে ফেলে দেব? যদি বেছে নেবার প্রশ্নই আসে তাহলে নিঃসন্দেহে মার্তভের সূত্রকেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া অনেক বেশি সঠিক হবে।

কমরেড লেনিনের সূত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই উদ্ভট সূত্রটিই মার্তভ আমাদের উপহার দিয়েছেন।

আমাদের মত হচ্ছে, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে মার্তভের সূত্রটি গ্রহণ করে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে—সেটা প্রচণ্ড ভুল; এবং আমরা আশা করি যে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস এই ভুল শুধরে নেবে এবং কমরেড লেনিনের সূত্রটিই গ্রহণ করবে।

সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করা যাক: শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। সব সৈন্যবাহিনীরই যেমন একটি অগ্রবাহিনী থাকা আবশ্যক, এই বাহিনীরও চাই একটি অগ্রবাহিনী। সুতরাং সর্বহারার নেতাদের একটা দল—রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির আবির্ভাব ঘটেছে। একটি সেনাবাহিনীর সুনির্দিষ্ট অগ্রবাহিনী বলেই এই পার্টিকে প্রথমতঃ নিজস্ব কর্মসূচী, রণকৌশল আর সাংগঠনিক নীতিতে সুসজ্জিত হতে হবে; দ্বিতীয়তঃ, একে হতে হবে একটা সুসংহত সংগঠন। রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সভ্যপদ কাকে দেওয়া যেতে পারে?—এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তরই

পার্টি দেবে : যিনি পার্টির কর্মসূচী মেনে নেবেন, পার্টিকে আর্থিক সাহায্য দেবেন আর পার্টির কোনও একটি সংগঠনে কাজ করবেন—তাঁকেই।

এই সুস্পষ্ট সত্যই কমরেড লেনিন তাঁর চমৎকার সূত্রটিতে ব্যক্ত করেছেন।

দি প্রলেতারিয়ান স্ট্রাগল—; ৮ম সংখ্যা ;
১লা জানুয়ারী, ১৯০৫ ;
স্বাক্ষরবিহীন

ককেশাসের শ্রমিক ভাইসব,
প্রতিশোধ নেবার দিন এসেছে!

জারের সেনাবাহিনী ভেঙে পড়ছে, জারের নৌবাহিনী ধসে পড়ছে আর এখন ঘটল পোর্ট আর্থারের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ—জারের স্বৈরতন্ত্রের জরাগ্রস্ত জবুথবু চেহারাটাই এভাবে আবার উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ল……

খাদ্যের অভাব এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নামমাত্র ব্যবস্থারও অনুপস্থিতির ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। এই অসহনীয় অবস্থা আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছে বাসস্থান ও পোশাক-আসাকের সামান্য কোনো ভদ্র ব্যবস্থাও না থাকার জন্য। জীর্ণশীর্ণ ও অবসন্ন সৈনিকেরা মশামাছির মতো মরছে। আর এসব ঘটছে শত্রুপক্ষের গুলিতে লক্ষ লক্ষ সৈনিক নিহত হবার পরে!…এসবের ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে অশান্তি আর বিক্ষোভ জেগে উঠছে। জড়তার ঘোর কাটিয়ে সৈনিকেরা জেগে উঠছে, তারা বুঝতে শুরু করেছে যে তারাও মানুষ, তারা আর অন্ধের মতো উপর-ওয়ালাদের হুকুম তামিল করছে না এবং মাঝে-মধ্যেই হামবড়া অফিসারদের শিটি বাজিয়ে ও হুমকি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

দূরপ্রাচ্য থেকে একজন অফিসার এ কথাই আমাদের লিখে জানিয়েছেন:

'আমি একটা বোকামিই করেছি। আমার উপর-ওয়ালা এক অফিসারের পীড়াপীড়িতে রাজী হয়ে সৈনিকদের কাছে একটি বক্তৃতা দিয়েছি। জারের এবং দেশের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শুরু করা মাত্রই চারদিক শিস, অভিশাপ আর হুমকিতে ভরে গেল …..আমি দ্রুত এই ক্ষিপ্ত জনতা থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে পড়লাম…'

এই হ'ল দূরপ্রাচ্যের অবস্থা!

এর সঙ্গে যোগ করুন রাশিয়ায় সংরক্ষিত সৈনিকদের মধ্যে অস্থিরতার কথা, ওদেসা, ইয়াকাতেরিনোস্লাভ, কুর্স্ক, পেনজা এবং অন্যান্য শহরে তাদের বৈপ্লবিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের কথা, এবং গুরিয়া, ইমেরেশিয়া, কারতালিনিইয়া, উত্তর ও দক্ষিণ রাশিয়ায় নতুন সংগৃহীত সৈনিকদের প্রতিবাদের কথা, লক্ষ্য করুন যে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা আর জেল ও গুলির পরোয়া

করছে না (সম্প্রতি পেনজ়াতে বেশ ক'জন বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী গুলিতে মারা গেছে),—তাহলে সহজেই বুঝতে পারবেন রাশিয়ান সৈন্যরা কী ভাবছে…

জারের স্বৈরতন্ত্রের প্রধান খুঁটি—তাদের 'বিশ্বস্ত সৈনিকরাও'—নড়বড়ে হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে প্রতিদিন জারের কোষাগার ফাঁকা হয়ে পড়ছে। পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটছে। জারের সরকার ক্রমে ক্রমে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর আস্থা হারিয়ে ফেলছে। নিজের প্রয়োজনমাফিক টাকাকড়ির সংস্থানও তারা করতে পারছে না এবং সেই সময়টি আর দূরে নয় যখন তার জমার ঘরে কিছুই থাকবে না! 'তোমাদের উচ্ছেদ ঘটার পর আমাদের টাকা-পয়সা কে ফিরিয়ে দেবে আর তোমাদের পতনও তো নিঃসন্দেহে আসন্ন',—এই জবাবই একেবারে হতমান জারের সরকারকে শুনতে হচ্ছে এদিকে জনসাধারণ, হৃতসর্বস্ব, ক্ষুধার্ত মানুষেরা—যাদের দুমুঠো নিজেদের মুখে দেবার নেই তারা জারের সরকারকে কী আর দিতে পারে?!

এবং এভাবে জারের স্বৈরতন্ত্রের দ্বিতীয় প্রধান খুঁটি—সমৃদ্ধ কোষাগার আর যে ক্রেডিটের দৌলতে সেই কোষাগার পূর্ণ হয়, সেই ক্রেডিট—তাও নষ্ট হতে চলেছে!

এদিকে, শিল্পক্ষেত্রে সংকট দিনের পর দিন তীব্র হয়ে উঠছে; কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রুটি ও কাজের দাবি জানাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের অত্যাচারিত দরিদ্র মানুষেরা আরো তীব্রতর ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে মরছে। জনসাধারণের রোষতরঙ্গ ক্রমেই উচ্চতর হচ্ছে এবং প্রবলতর বেগে তা জারের সিংহাসনে আঘাত হানছে, জারের জরাজীর্ণ স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে তুলছে…

অবরোধে রুদ্ধ জার-স্বৈরতন্ত্র সাপের মতো নিজের পুরানো খোলস পাল্টে ফেলছে, আর একদিকে যখন বিক্ষুব্ধ রাশিয়া চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন সে তার চাবুকটাকে একপাশে সরিয়ে রাখছে (সরিয়ে রাখার ভান করছে!) এবং নিরীহ মেষশাবকের পোশাকে ছদ্মবেশ ধারণ করে সমঝোতার নীতি ঘোষণা করছে!

শুনতে পাচ্ছেন, কমরেডরা? চাবুকের শপ্‌শপানি এবং গুলির হিস্‌হিসানি যা আমাদের ভুলে যেতে বলেছে আমাদের শত শত বীর-কমরেডকে—যাঁরা নিহত হয়েছেন, যাঁদের মহিমায় উজ্জ্বল স্মৃতি আমাদের ঘিরে রয়েছে—আর

কানে কানে যাঁরা আমাদের ডেকে বলছেন 'আমাদের হত্যার প্রতিশোধ নেও!'

স্বৈরতন্ত্র নির্লজ্জের মতো আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তার রক্তমাখা হাত আর সমঝওতার পরামর্শ। ওরা একধরনের 'সম্রাটের সনদ'[২৩] জারী করেছে যাতে আমাদের একধরনের 'স্বাধীনতার' প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।… ঘাগী বদমাশ! ওরা ভাবছে রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত সর্বহারা মানুষকে ওরা কথা দিয়ে পেট ভরিয়ে দেবে! তারা আশা করছে কোটি কোটি রিক্ত উৎপীড়িত কৃষককে কথা দিয়ে ভুলিয়ে রাখবে। প্রতিশ্রুতির বারি ছিটিয়ে যুদ্ধের বলি—শোকাকুল ক্রন্দনরত পরিবারগুলোকে শান্ত করতে পারবে। হায়রে হতচ্ছাড়া শয়তানের দল! এ হ'ল ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরে পরিত্রাণের চেষ্টা!…

হ্যাঁ, কমরেডরা, জার সরকারের সিংহাসনের ভিত্তিটাই কেঁপে উঠছে! যে সরকার আমাদের নিঙড়ে আদায়-করা ট্যাক্স্ দিয়ে আমাদের ঘাতকদের—, মন্ত্রী, রাজ্যপাল, নগরপাল, কারাপাল, পুলিশ অফিসার, ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী আর গোয়েন্দাদের—পুষছে; যে সরকার আমাদের মাঝ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদেরই ভাই, আমাদেরই সন্তান—সৈন্যদের বাধ্য করছে আমাদের রক্ত ঝরাবার জন্য; যে সরকার তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে জমিদার ও মালিকদের প্রতিদিনের লড়াইয়ে মদত দিচ্ছে; যে সরকার আমাদের হাত-পা বেঁধে আমাদের সমস্ত অধিকার-বঞ্চিত ক্রীতদাসে পরিণত করেছে; যে সরকার হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায় আমাদের মানবিক মর্যাদাকে—আমাদের পরমতম সম্পদকে—পদদলিত করেছে—আজ সেই সরকারই খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছে, বুঝতে পারছে তার পায়ের তলার মাটিই ফাঁক হয়ে যাচ্ছে!

এই তো হ'ল প্রতিশোধ নেবার সময়! ইয়ারোস্লাভল, দমব্রাউয়া, রিগা, সেন্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, বাতুম, তিফলিস, জ্লাতাউস্ত, তিখোরেতস্কায়া, মিখাইলোভো কিশিনেভ, গোমেল, ইয়াকুৎস্ক, গুরিয়া বাকু এবং অন্য নানা জায়গায় আমাদের যে নির্ভীক কমরেডরা নির্মমভাবে জারের কামানের গোলার মুখে নিহত হয়েছেন—এই তো হ'ল তাদের হত্যার প্রতিশোধ নেবার সময়! দূরপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে যে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ হতভাগ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এই তো হ'ল সেই সরকারের কাছ থেকে কড়ায়-গণ্ডায় তার মূল্য আদায় করার সময়! এই তো হ'ল তাদের স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের চোখের জল মুছে দেবার সময়!

যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা আর শৃংখলের নির্লজ্জ বাঁধনে এতদিন আমাদের বেঁধে রাখার জন্ত এই সরকারের কাছ থেকে জবাব নেবার এই তো সময়! জারের সরকারকে খতম করার এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য পথ পরিষ্কার করার এই তো সময়! এই তো হল জারের সরকারকে ধ্বংস করার সময়!

এবং আমরা তাকে ধ্বংস করবই।

জারের টলটলায়মান সিংহাসনকে রক্ষা করার জন্য লিবারেল মহাশয়রা অনর্থক পণ্ডশ্রম করছে! অনর্থক তারা জারকে সাহায্যের জন্ত হাত বাড়িয়েছে! তারা তার কাছে ভিক্ষা চাইছে, তাদের 'খসড়া সংবিধানের'[২৪] সপক্ষে তার অনুগ্রহলাভের চেষ্টা করছে, যাতে ছোটখাটো সংস্কারের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের পথটি তৈরি করে নেওয়া যায়, জারকে তাদের হাতিয়ারে পরিণত করা যায়, জারের স্বৈরতন্ত্রের জায়গায় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বৈরাচার কায়েম করে তারপর শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকজনতাকে ধারাবাহিকভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া যায়! কিন্তু একেবারে নিরর্থক পণ্ডশ্রম! লিবারেল মহাশয়রা, এর মধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গেছে! চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, জারের সরকার আপনাদের যা দিয়েছে তা একটু খুঁটিয়ে দেখুন, পরখ করে দেখুন 'সম্রাটের সনদটি': একদিকে, 'গ্রাম ও শহরের প্রতিষ্ঠানগুলি'র জন্ত 'স্বাধীনতার' ছিটে-ফোঁটা, 'ব্যক্তিবিশেষের অধিকার সংকোচনের' বিরুদ্ধে নামমাত্র 'গ্যারান্টি', 'ছাপার অক্ষরে' মতামত প্রকাশের 'স্বাধীনতার' যৎকিঞ্চিত এবং অন্তদিকে, 'সাম্রাজ্যের মৌল বিধানগুলির অলঙ্ঘনীয়তাকে অবিচলভাবে সংরক্ষণের', 'স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ যে আইন তার পূর্ণ প্রতাপকে অক্ষত রাখার জন্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের'—একটি জবরদস্ত হুঁশিয়ারী!……তাই না? হাস্তকর জারের হাস্তকর 'আদেশটি' হজম করার সময় পেতে না পেতেই খবরের কাগজগুলোর উপর শিলাবৃষ্টির মতো 'শাসানি' বর্ষণ শুরু হয়েছে, ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ও পুলিশের ধারাবাহিক হামলা শুরু হয়েছে, এমনকি শান্তিপূর্ণ ভোজসভা পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়েছে! জারের সরকার নিজেই একথা প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছে যে কৃপণের মতো দেওয়া প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রেও তারা মুখের কথা ছাড়া একটুও অগ্রসর হতে চায় না।

অন্যদিকে, উৎপীড়িত জনসাধারণ প্রস্তুত হচ্ছে বিপ্লবের জন্ত, জারের সঙ্গে আপসরফার জন্ত নয়। 'কবরে গেলেই শুধু কুঁজোর পিঠ সোজা হবে' এই প্রবাদকেই তারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রয়েছেন। হ্যাঁ, ভদ্রলোকেরা,

আপনাদের চেষ্টা একেবারে নিরর্থক। রাশিয়ার বিপ্লব অনিবার্য। সূর্য ওঠার মতোই তা অবধারিত। সূর্য-ওঠা ঠেকাতে পারবেন আপনারা? **এই বিপ্লবের প্রধান শক্তি হ'ল গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সর্বহারা এবং তার পতাকাবাহী হ'ল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি** :—হে লিবারেল ভদ্রলোকেরা, আপনারা নন। এই সরল 'সাধারণ কথাটি' ভুলে যান কেন?

প্রভাতের বার্তাবহ ঝড় এর মধ্যেই শুরু হয়েছে। গতকাল বা পরশু ককেশাসের শ্রমিকশ্রেণী বাকু থেকে বাতুম পর্যন্ত এককণ্ঠে জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা ব্যক্ত করেছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ককেশাসের শ্রমিকশ্রেণীর এই গৌরবময় প্রয়াস রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের শ্রমিকদেরও কিছু শিক্ষা দেবে। পড়ে দেখুন শ্রমিকদের দ্বারা গৃহীত অসংখ্য প্রস্তাবগুলো যাতে তারা জারের সরকারের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা ব্যক্ত করেছেন, গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলোতে কান পেতে শুনুন চাপা অথচ প্রবল গুঞ্জন—তাহ'লেই বুঝতে পারবেন রাশিয়া হ'ল একটা টোটাভরা বন্দুক সামান্য মাত্র আঘাতেই যার গুলিটি নল থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। হ্যাঁ, কমরেডরা, সে সময় আর খুব দূরে নয় যখন রাশিয়ার বিপ্লব পাল তুলে দেবে এবং 'পৃথিবীর বুক থেকে' ঘৃণ্য জারের ঘৃণ্য সিংহাসনটি ঝেঁটিয়ে দূর করে দেবে!

আমাদের জরুরী কর্তব্য হ'ল সেই মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হওয়া। আসুন, কমরেডরা, আমরা প্রস্তুত হই। সর্বহারাশ্রেণীর বিরাট বিপুল জনগণের মধ্যে আমরা শুভফলদায়ক বীজগুলো ছড়িয়ে দিই। পরস্পরের হাত ধরে আমরা **সবাই পার্টি কমিটিগুলোর পাশে দাঁড়াই!** একটি মুহূর্তের জন্যও যেন আমরা ভুলে না যাই যে একমাত্র **পার্টি কমিটিগুলোই যোগ্যতার সঙ্গে আমাদের নেতৃত্ব দিতে পারে, একমাত্র তারাই** সমাজতন্ত্রের জগৎ বলে পরিচিত 'প্রতিশ্রুত জগতে' আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। যে পার্টি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে, আমাদের শত্রুদের চোখে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দিয়েছে, আমাদের সংগঠিত করেছে এক দুর্দমনীয় বাহিনীতে, শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের পথ দেখিয়েছে, দুঃখ ও আনন্দের মধ্যে সমানে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে—এবং সবসময় আমাদের আগে আগে এগিয়ে গেছে—সেই পার্টিই হ'ল রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি। **এই পার্টি এবং একমাত্র এই পার্টিই** ভবিষ্যতেও আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে!

সর্বজনীন, সমান প্রত্যক্ষ এবং গোপন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত একটি গণপরিষদ—এখন তার জন্যই লড়ব আমরা !

একমাত্র এধরনের একটি পরিষদই আমাদের এনে দেবে একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে যা আমাদের আজ একান্ত জরুরী প্রয়োজন।

এগিয়ে চলুন, কমরেডরা ! জারের স্বৈরতন্ত্র আজ যখন টলমল করছে, আমাদের কর্তব্য হ'ল চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হওয়া ! প্রতিশোধ নেবার এটাই সময় !

জারের স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক্ !
জনগণের গণপরিষদ দীর্ঘজীবী হোক্ !
গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র জিন্দাবাদ !
রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি
—জিন্দাবাদ !

জানুয়ারী, ১৯০৫

১৯০৫ সালের ৮ই জানুয়ারী, রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির ককেশাস ইউনিয়নের গোপন (Avlabar) ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত ইস্তেহার থেকে গৃহীত।

স্বাক্ষর : ইউনিয়ন কমিটি।

আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব দীর্ঘজীবী হোক্!

নাগরিকবৃন্দ, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন বিকশিত হয়ে উঠছে—এবং জাতীয় ব্যবধানগুলো ভেঙে পড়ছে! রাশিয়ার নানা জাতিসত্তার সর্বহারারা একটি আন্তর্জাতিক বাহিনীতে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার মিলনের মধ্য দিয়ে একটি সাধারণ বিপ্লবী প্লাবন সৃষ্টি করেছে। এই প্লাবনের ঢেউগুলো ক্রমেই স্ফীত হয়ে হয়ে বিপুলতর বেগে এসে আছড়ে পড়ছে জারের সিংহাসনের বিরুদ্ধে—জরাগ্রস্ত জারতন্ত্রের সরকারকে টলটলায়মান করে তুলছে। জেলখানা, শাস্তিমূলক নির্বাসন ফাঁসীর মঞ্চ—কিছুতেই শ্রমিকশ্রেণীর এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে পারছে না : তা' একটানা বেড়েই চলেছে!

আর তাই নিজের সিংহাসনকে জোরদার করার জন্য জারের সরকার 'নতুন নতুন' পদ্ধতি আবিষ্কার করছে। তা রাশিয়ার নানা জাতিসত্তার মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করছে, একটির বিরুদ্ধে অন্যটিকে ক্ষেপিয়ে তুলছে; শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ আন্দোলনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্দোলনে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিতে এবং **একটির বিরুদ্ধে অন্যটিকে** ক্ষেপিয়ে তুলতে তা অপচেষ্টা চালাচ্ছে; ইহুদি ও আর্মেনিয়ান প্রভৃতির বিরুদ্ধে জাতিগত হত্যাভিযান সংগঠিত করছে। এ সবকিছুরই লক্ষ্য হচ্ছে,—ভ্রাতৃঘাতী হানাহানির মাধ্যমে রাশিয়ার জাতিসত্তাগুলিকে একটির কাছ থেকে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, এভাবে তাদের হীনবল করে দিয়ে একটি একটি করে অনায়াসে তাদের পরাভূত করা!

বিভেদ সৃষ্টি কর এবং শাসন কর—এটাই জার সরকারের নীতি। রাশিয়ার শহরে শহরে এইটিই তারা করছে (গোমেল, কিশিনেভ এবং অন্যান্য শহরের জাতিগত হত্যাকাণ্ডগুলোর কথা মনে করে দেখুন), ককেশাসেও তারা একই কাণ্ড করছে। কী শয়তানি! নাগরিকদের রক্ত আর মৃতদেহ দিয়ে সে তার ঘৃণ্য সিংহাসনকে জোরদার করতে চাইছে! বাকুতে মৃত্যুপথযাত্রী আর্মেনীয় ও তাতারদের আর্তনাদ; স্ত্রী, মাতা ও শিশু-সন্তানদের চোখের জল; রক্ত—সৎ অথচ পশ্চাৎপদ নিরপরাধ নাগরিকদের রক্ত; মৃত্যুর কবল থেকে পলায়নপর নিঃসহায় মানুষের সন্ত্রস্ত মুখগুলো; বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি, লুণ্ঠিত দোকানপাট এবং গুলি বর্ষণের অবিরাম ভীতিপ্রদ আওয়াজ—এই হচ্ছে সেই

সব যা দিয়ে জার—সৎ নাগরিকদের হত্যাকারী জার—তার সিংহাসনকে মজবুত করছে।

হ্যাঁ, নাগরিক বন্ধুগণ! ওরাই—জার সরকারের দালালেরাই—তাতারদের মধ্যকার অজ্ঞ লোকদের শান্তিপূর্ণ আর্মেনিয়ানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছে! ওরাই, জার সরকারের অনুচরেরাই—তাদের মধ্যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিলি করেছে, ছদ্মবেশী পুলিশ এবং কশাকদের তাতারদের পোশাক পরিয়ে আর্মেনিয়ানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে! দু'মাস ধরে জারের এই সেবাদাসেরা এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের আয়োজন করেছে এবং অবশেষে তারা তাদের ঘৃণ্য মতলবটি হাসিল করেছে। জার সরকারের মাথায় অভিশাপ আর মৃত্যুই নেমে আসুক!

হতচ্ছাড়া জারের এইসব হতচ্ছাড়া ক্রীতদাসেরাই এখন চেষ্টা করছে এই তিফলিসেই আমাদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা-হাঙ্গামা ফেনিয়ে তোলার জন্য! তারা আপনাদের রক্ত চাইছে, তারা চাইছে আপনাদের মধ্যে বিভেদ বাধিয়ে দিয়ে, আপনাদের উপর তাদের শাসন চালিয়ে যেতে! তাই সতর্ক থাকুন আর্মেনিয়ান, তাতার, জর্জিয়ান এবং রাশিয়ানরা! একে অন্যের হাত ধরে আরো ঘনিষ্ঠতর ঐক্য গড়ে তুলুন, আপনাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য সরকারের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে আপনারা এই সম্মিলিত আওয়াজ তুলুন: জার সরকার নিপাত যাক্! বিভিন্ন জাতির ভ্রাতৃত্ব—দীর্ঘজীবী হোক।

একে অন্যের সম্প্রসারিত হাতে হাত দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সমবেত হোন্ শ্রমিকশ্রেণীকে ঘিরে—বাকুতে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের প্রধান অপরাধী জার সরকারের প্রকৃত কবর এই শ্রমিকশ্রেণীই রচনা করবে।

আপনারা আওয়াজ তুলুন:

জাতীয় হানাহানি নিপাত যাক্!

জারের সরকার নিপাত যাক্!

বিভিন্ন জাতির ভ্রাতৃত্ব দীর্ঘজীবী হোক!

গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫

রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির তিফলিস কমিটির ছাপাখানায় মুদ্রিত ইস্তেহার থেকে গৃহীত।

স্বাক্ষর: তিফলিস কমিটি।

নাগরিকদের প্রতি।
লালকাণ্ডা দীর্ঘজীবী হোক!

বিরাট প্রত্যাশা আর তেমনই বিরাট আশাভঙ্গ! জাতিতে জাতিতে শত্রুতার বদলে পারস্পরিক প্রীতি আর আস্থার অভিব্যক্তি! ভ্রাতৃঘাতী জাতিগত হত্যাকাণ্ডের বদলে সেসব হত্যাকাণ্ডের প্রধান অপরাধী জার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল! জার সরকারের সমস্ত আশা ভেঙে খানখান হয়ে পড়েছে: তিফলিসে বিভিন্ন জাতির একটিকে আরেকটির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে!......

জার সরকার বহুকাল ধরে অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে শ্রমিক জনগণকে একে অন্যের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে, বহুকাল ধরে অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে শ্রমিক-শ্রেণীর সাধারণ আন্দোলনকে চুরমার করে দিতে। তারই জন্য তারা গোমেল, কিশিনেভ এবং অন্যান্য নানাস্থানে জাতিগত হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছিল। একই উদ্দেশ্যে বাকুতে তারা একটি ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ খুঁচিয়ে তুলেছিল। তার পর জার সরকারের দৃষ্টি পড়ে তিফলিসের উপর। ককেশাসের এই কেন্দ্রস্থলেও তারা চেয়েছিল একটা রক্তাক্ত নাটকের অনুষ্ঠান ঘটাতে আর তারপর বিভিন্ন প্রদেশে তা ছড়িয়ে দিতে! তুচ্ছ ব্যাপার আদৌ নয়: ককেশাসের নানা জাতিকে একটিকে অন্যটির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে ককেশাসের শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের নিজেদের ভ্রাতৃ-রক্তেই রঞ্জিত করে তোলা! আনন্দে ডগমগ হয়ে জারের সরকার হাত কচলাচ্ছিল। এমনকি তারা একটি প্রচারপত্র ছড়িয়ে আর্মেনিয়ানদের নির্বিচারে হত্যা করার আহ্বানও জানিয়েছিল! সাফল্যের আশাও তারা করে-ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ ১৩ই ফেব্রুয়ারী জার সরকারকে ব্যঙ্গ করেই যেন হাজার হাজার আর্মেনিয়ান, জর্জিয়ান, তাতার আর রাশিয়ান কাতারে কাতারে সমবেত হ'ল ভাস্কু গীর্জার মাঠে এবং 'যে শয়তানটি আমাদের মধ্যে হানাহানির বীজ বপন করছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে' পরস্পরকে সাহায্য করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল তারা। সম্পূর্ণ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। 'ঐক্যের' আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা হল; শ্রোতারা সোল্লাসে বক্তাদের অভিনন্দিত করল। তিন হাজার প্রচারপত্র আমাদের পক্ষ থেকে বিলি করা হ'ল। জনগণ আগ্রহ সহ-

কারে তা গ্রহণ করল। মানুষের মেজাজ চড়তে লাগল। সরকারী নির্দেশের পরোয়া না করে পরের দিনই ঠিক একই জায়গায় তারা আবার মিলিত হয়ে 'একে অন্যের প্রতি ভালবাসার প্রতিজ্ঞা নেবার' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

১৪ই জানুয়ারী গীর্জার পুরো চত্বরটাই আর তার আশে-পাশের রাস্তাঘাট লোকে ভর্তি হয়ে গেল। আমাদের প্রচারপত্র প্রায় খোলাখুলি প্রচারিত হল, তা পড়ল সবাই। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে প্রচারপত্রের বক্তব্য নিয়ে তারা আলোচনা করল। বক্তৃতা হ'ল, জনসাধারণের মেজাজও চড়তে লাগল। তারা সিদ্ধান্ত করল, জিওন গীর্জা এবং মসজিদের সামনে দিয়ে মিছিল করে এগিয়ে যাবে, 'একে অন্যের প্রতি ভালবাসার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবে', পারশিয়ান কবরখানার পাশে থেমে আবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে তারপর ফিরে আসবে। জনগণ তাদের সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করল। পথে যেতে যেতে, মসজিদের পাশে এবং পারশিয়ান কবরখানার পাশে বক্তৃতা হ'ল এবং আমাদের প্রচারপত্র বিলি করা হ'ল (এই দিনটিতেই ১২,০০০ প্রচারপত্র বিলি হ'ল)। জনসাধারণের মেজাজ আরো চড়তে লাগল। অবরুদ্ধ বিপ্লবী প্রাণশক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। জনসাধারণ সিদ্ধান্ত নিল, প্যালেস স্ট্রীট এবং গলভিন্স্কি প্রসপেক্ট দিয়ে তারা মিছিল করে যাবে এবং কেবল তারপরই তারা ফিরে যাবে। আমাদের কমিটি এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করল এবং সেই মুহূর্তেই একটি ছোট পরিচালনকেন্দ্র তৈরি করল, একজন অগ্রণী শ্রমিকের নেতৃত্বে এই কেন্দ্রটি একেবারে পুরোভাগে এসে দাঁড়াল এবং তখনই তৈরি করা একটা লালঝাণ্ডা তুলে ধরল ঠিক রাজপ্রাসাদের সামনেই। পতাকাবাহীকে শোভাযাত্রীরা কাঁধে তুলে নিলে সেখান থেকেই তিনি একটি পুরোদস্তুর রাজনৈতিক বক্তৃতা করলেন যাতে তিনি প্রথমেই বলে নিলেন যে পতাকায় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির বাণী খচিত না থাকার জন্য যেন কমরেডরা ক্ষুব্ধ না হন। শোভাযাত্রীরা চীৎকার করে জানালেন—'না, না; তার কোনো দরকারই নেই; তা আমাদের হৃদয়েই লেখা রয়েছে।' তারপর তিনি লালঝাণ্ডার তাৎপর্য বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্যগুলোকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমালোচনা করলেন, তাদের বক্তব্যের অস্পষ্টতাগুলোকে পরিষ্কার করে দিলেন, জারতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের অবসানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিলেন এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির লালঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে লড়াই করার জন্য শোভাযাত্রীদের আহ্বান

জানালেন। তার উত্তরে জনতা ধ্বনি দিল 'লালঝাণ্ডা দীর্ঘজীবী হোক'। শোভাযাত্রীরা এগিয়ে চলল ভাস্থ গীর্জার দিকে। পথে যেতে যেতে তিনবার তারা থামল সেই পতাকাবাহীর বক্তব্য শোনার জন্য। তিনি আবারও শোভাযাত্রীদের আহ্বান জানালেন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, আর ঠিক যেমন এখন তারা মিছিল করছে তেমনই একমত হয়ে বিদ্রোহ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য তাদের আহ্বান জানালেন। 'আমরা সেই শপথই নিলাম' —জনতা প্রত্যুত্তরে ধ্বনি দিয়ে উঠল। শোভাযাত্রীরা তারপর পৌঁছালো ভাস্থ গীর্জায় এবং ওখানে কশাকদের সঙ্গে ছোটখাট একটা সংঘর্ষের পর ফিরে গেল।

এই হ'ল 'তিফলিসের আট হাজার নাগরিকের শোভাযাত্রা'।

তিফলিসের নাগরিকেরা এইভাবেই জারের সরকারের 'বিভেদ-নীতির (Pharisaical policy) বদলা নিয়েছিল। বাকুর নাগরিকদের রক্তপাতের জন্য দায়ী ঘৃণ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ এভাবেই তারা নিয়েছিল। অভিবাদন জানাই তিফলিসের নাগরিকদের!

তিফলিসের যে হাজার হাজার নাগরিক লালঝাণ্ডার নীচে সমবেত হয়েছিল এবং বার বার জারের সরকারের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিল তাদের মুখোমুখি হয়ে ঘৃণ্য এই সরকারের ঘৃণ্য অনুচরেরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। জাতিগত হত্যাকাণ্ডও তারা বন্ধ করেছে।

কিন্তু নাগরিক বন্ধুগণ, তার অর্থ কি এই যে জারের সরকার ভবিষ্যতে জাতিগত হত্যাকাণ্ড বাধাতে আবার চেষ্টা করবে না? তা মোটেই নয়! যতদিন তা টিঁকে থাকবে, পায়ের তলার তার মাটি যতই ধসে পড়বে,—ততই বেশি বেশি তারা এই জাতিগত হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় নেবে। এই হত্যাকাণ্ডের বিলোপ ঘটাবার একমাত্র পথ হ'ল জারের স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন।

আপনারা আপনাদের নিজেদের এবং আপনার প্রিয়জনদের প্রাণকে নিশ্চয় ভালবাসেন—তাই না? আপনারা আপনাদের বন্ধু ও স্বজনদের ভালবাসেন, আপনারা চান জাতিগত হত্যাকাণ্ড শেষ করে দিতে—তাই না? হে নাগরিক বন্ধুগণ, তাহলে জেনে রাখুন, জাতিগত হত্যাকাণ্ড আর তার সঙ্গে বয়ে চলে যে রক্তস্রোত—একমাত্র জারতন্ত্রের অবসানঘটলেই তার অবসান হবে!

সবার আগে তাই জারের স্বৈরতন্ত্রেরই উচ্ছেদসাধন করতে হবে আপনা-দের

আপনারা চান সকলপ্রকার জাতিগত শত্রুতার অবসান ঘটাতে—তাই না?

আপনারা প্রয়াসী হয়েছেন সকল জাতির জনগণের পরিপূর্ণ সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্ত—তাই না? হে নাগরিক বন্ধুগণ, তাহলে জেনে রাখুন, সকল জাতিগত শত্রুতার অবসান হবে একমাত্র তখনই যখন বৈষম্য আর পুঁজিবাদের অবসান ঘটবে!

আপনাদের সকল প্রয়াসের চূড়ান্ত লক্ষ্য তাই হওয়া চাই—সমাজতন্ত্রের বিজয়!

কিন্তু কারা পৃথিবীর বুক থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেবে দুঃসহ জারতন্ত্রকে, কারা আপনাদের মুক্তি দেবে জাতিগত হত্যাকাণ্ডের কবল থেকে? সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীই তা করবে।

আর কারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেবে, কারা এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবে আন্তর্জাতিক সংহতি? সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নেতৃত্বে শ্রমিক-শ্রেণীই তা করবে।

শ্রমিকশ্রেণী এবং একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই আপনার জন্ত স্বাধীনতা ও শান্তি জয় করে আনবে।

তাই, শ্রমিকশ্রেণীকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হোন আর সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির পতাকাতলে সমবেত হোন!

হে নাগরিক বন্ধুগণ, লালঝাণ্ডার নীচে সমবেত হোন!

স্বৈরাচারী জারতন্ত্র ধ্বংস হোক!

গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

পুঁজিবাদ নিপাত যাক্!

সমাজতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

লালঝাণ্ডা দীর্ঘজীবী হোক!

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫

র‍্যাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির তিফলিস কমিটির ছাপাখানায় মুদ্রিত ইস্তেহার থেকে গৃহীত।

স্বাক্ষর: তিফলিস কমিটি।

পার্টিতে মতভেদ প্রসঙ্গে
সংক্ষিপ্ত বক্তব্য[২৫]

'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্মিলনই হ'ল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি।'

—কার্ল কাউটস্কি

আমাদের 'মেনশেভিকরা' 'বাস্তবিকই বড় ক্লান্তিকর। আমি তিফলিসের 'মেনশেভিক'দের কথা বলছি। তারা শুনেছেন যে পার্টিতে মতপার্থক্য রয়েছে আর অমনি ওরা বকবক করতে শুরু করলেন: আপনারা পছন্দ করুন আর নাই করুন আমরা মতভেদের কথা সব সময়, সর্বত্র বলতেই থাকব; আপনারা পছন্দ করুন আর নাই করুন আমরা 'বলশেভিকদের' যেমন খুশি গালমন্দ দেবই! আর তাই তারা তাদের সাধ মিটিয়ে বিকারগ্রস্তের মতো গালমন্দ দিয়েই চলেছেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, নিজেদের মধ্যে, বাইরের লোকদের মধ্যে—এক কথায় যেখানে তারা রয়েছেন সেখানেই একটি চীৎকার তারা জুড়ে দিচ্ছেন: 'সংখ্যাগুরুদের' সম্পর্কে সাবধান, ওরা আগন্তুক, ওরা নিষ্ঠাহীন! নিজেদের এই 'অভ্যস্ত' গালাগালিতেও তাদের সাধ মিটেনি, তারা তাদের 'বক্তব্য' নিয়ে হাজির হয়েছেন আইনসম্মতভাবে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার দরবারে, এভাবে দুনিয়ার কাছে তারা আবার প্রমাণ করেছেন···তারা কতখানি ক্লান্তিকর।

'সংখ্যাগুরুরা' কী করেছেন? আমাদের 'সংখ্যালঘু' ভদ্রলোকেরাই বা এমন 'চটে আছেন' কেন?

ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক:

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে (১৯০৩) 'সংখ্যাগুরু' ও 'সংখ্যালঘু'দের প্রথম উদ্ভব ঘটে। ঐ কংগ্রেসেই আমাদের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলোকে একটি শক্তিশালী পার্টির মধ্যে একত্রিত করার কথা ছিল। ঐ কংগ্রেসের উপর আমরা পার্টি-কর্মীরা বিরাট প্রত্যাশা করেছিলাম। আমরা সোল্লাসে বলেছিলাম, যাক্ অবশেষে আমরা একই পার্টিতে সংঘবদ্ধ হবো, অবশেষে আমরা একটিমাত্র পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে সমর্থ হব!···এটা না বললেও চলে যে আমরা তার আগেও তৎপর ছিলাম কিন্তু আমাদের কাজকর্ম ছিল বিক্ষিপ্ত এবং অসংগঠিত। এটা না বললেও চলে যে আমরা তার আগেও চেষ্টা করেছিলাম

সংঘবদ্ধ হবার জন্ত ; এই উদ্দেশ্ত নিয়েই প্রথম পার্টি কংগ্রেস (১৮৯৮) আহ্বান করা হয়েছিল এবং মনে হচ্ছিল যেন আমরা 'ঐক্যবদ্ধ' হয়েছি—কিন্তু সে ঐক্য ছিল শুধু নামেই ; পার্টি আলাদা আলাদা গোষ্ঠীতে বিভক্ত থেকে গিয়েছিল, আমাদের শক্তিগুলো রয়ে গিয়েছিল বিক্ষিপ্ত এবং তখনও ঐক্যবদ্ধ হবার অপেক্ষায়। আর তাই দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসেই আমাদের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলোকে একত্রিত করে একটি পার্টিতে সংহত করার কথা ছিল। আমাদের আশা ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি গড়ে তোলার।

প্রকৃত প্রস্তাবে অবশ্ত দেখা গেল যে আমরা অকালে অনেক বেশি আশা করে বসেছিলাম। কংগ্রেসে ঐক্যবদ্ধ ও অবিভাজ্য একটি পার্টি লাভে আমরা ব্যর্থ হলাম, এ ধরনের একটি পার্টি স্থাপনের ভিত্তিই শুধু তা স্থাপন করেছিল। কংগ্রেস অবশ্ত আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দিল যে পার্টির ভিতরে দুইটি ভাবধারা রয়েছে: **ইসক্রার** ভাবধারা (আমি বলছি পুরানো **ইসক্রার** কথা),[২৬] এবং তার বিরোধীদের ভাবধারা। সেভাবে কংগ্রেস একটি 'সংখ্যাগুরু' ও একটি 'সংখ্যালঘু' এই দুই অংশে ভাগ হয়ে পড়ল। প্রথম অংশটি **ইসক্রার** ধারার সঙ্গে যোগ দিল এবং পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে সমবেত হ'ল ; দ্বিতীয় অংশটি যেহেতু **ইসক্রার** বিরোধীপক্ষ—তারা বিরোধী অবস্থানটি গ্রহণ করল।

এভাবে **ইসক্রা** হয়ে দাঁড়াল পার্টির 'সংখ্যাগুরু' অংশের পতাকা এবং **ইসক্রার** অবস্থানটি হয়ে দাঁড়াল 'সংখ্যাগুরু' অংশের অবস্থান।

ইসক্রা কী পথ গ্রহণ করেছিল ? ইসক্রা কী চাইছিল ?

এটা বুঝতে হলে যে অবস্থায় তা ইতিহাসের মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা জানতে হয়।

১৯০০ সালের ডিসেম্বরে **ইসক্রা** প্রকাশিত হতে শুরু করে। ঐ সময়ে রাশিয়ার শিল্পে একটি সংকট শুরু হয়েছিল। শিল্পক্ষেত্রে তেজী ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নানান শিল্পে ধর্মঘট হয় (১৮৯৬-৯৮) এবং ক্রমে ক্রমে তা সংকটের রূপ ধারণ করে। দিনে দিনে সংকট গভীর হয়ে উঠছিল এবং ধর্মঘটের পথে তা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তা সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন নিজের পথ কেটে অগ্রসর হতে লাগল এবং অগ্রগতি লাভ করল, স্বতন্ত্র ধারাগুলো মিলিত হয়ে একটা বিরাট স্রোতে পরিণত হল ; আন্দোলনের শ্রেণীগত দিকটি প্রকট হয়ে উঠল এবং ক্রমশঃ রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ ধরল। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন

বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে উঠতে লাগল…কিন্তু একটি অগ্রবাহিনীর তখনও দেখা নেই, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির* না—যা আন্দোলনে যোগাতে পারত সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে রচনা করতে পারত এর সাযুজ্য আর এইভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে দিতে পারত একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক চরিত্র।

ঐ সময়ের 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা (তাদেরকে 'অর্থনীতিবাদী' বলা হ'ত) কী করছিল? তারা ইন্ধন যোগাচ্ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের পেছনে এবং হালকা চালে বলে বেড়াচ্ছিল : শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক চেতনা এমন কিছু জরুরী নয়, সমাজতান্ত্রিক চেতনা ছাড়াই শ্রমিকশ্রেণী নিজ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে; আসল কথা হ'ল ঐ আন্দোলন। আন্দোলনটাই সব—চেতনাটা একান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। সমাজতন্ত্রবিহীন আন্দোলন—তারই চেষ্টা তারা করছিলেন।

এই অবস্থায়, রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির লক্ষ্যটা কী? তার লক্ষ্য হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের বশংবদ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করা—এ কথা তারা সজোরেই বলত। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চেতনার সঞ্চার করা, এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেওয়া আমাদের কাজ নয়—তা হবে অনর্থক জবরদস্তি; আমাদের কাজ হ'ল আন্দোলনকে শুধু পর্যবেক্ষণ করা, সমাজ-জীবনে যা ঘটছে তা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করা—স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের লেজুড় হয়ে আমাদের তার পেছনে পেছনে অবশ্যই চলতে হবে।** সংক্ষেপে বলা যায় যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে দেখানো হ'ল আন্দোলনের উপর একটা অপ্রয়োজনীয় বোঝা হিসাবে।

*সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী। প্রত্যেক জঙ্গী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট: তা তিনি শিল্প-শ্রমিকই হোন বা বুদ্ধিজীবীই হোন, এই অগ্রবাহিনীরই অংশ।

** আমাদের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট[২৭]এর 'সমালোচনার' অভ্যাস হয়ে উঠেছে (প্রথম সংখ্যার 'সংখ্যাগুরু না সংখ্যালঘু'? দেখুন), কিন্তু আমি দেখছি তা 'অর্থনীতিবাদীদের' এবং **Rabocheye Delo**পন্থীদের সঠিক বর্ণনা দেয়নি (তাদের একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্যও তেমন নেই)। তারা 'রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোকে অবজ্ঞা' করেননি, কিন্তু তারা আন্দোলনের পেছনে লেজুড় হয়ে চলেন এবং আন্দোলনকে তারা কিভাবে দেখেন তার পুনরাবৃত্তিই করেছেন। যে সময় শুধু ধর্মঘটই হ'ত তারা অর্থনৈতিক সংগ্রামের কথাই বলতেন। বিক্ষোভ মিছিলের অধ্যায় (১৯০১) এল, রক্তপাত হ'ল, মোহভঙ্গ শুরু হ'ল এবং শ্রমিকরা এই বিশ্বাস

যিনি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে স্বীকার করতে রাজী নন তাকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিকেই অস্বীকার করতে হয়। ঠিক এইজন্যই 'অর্থনীতিবাদীরা' এত নিরলসভাবে বারবার বলে চলেছে যে রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর একটি রাজনৈতিক পার্টি থাকতেই পারে না। 'লিবারেলরা' রাজনৈতিক সংগ্রাম করুক এবং এ কাজ তাদেরই মানায় এই হ'ল 'অর্থনীতিবাদীদের' বক্তব্য। কিন্তু আমরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা কী করব? আমরা স্বতন্ত্র চক্র হিসাবেই থেকে যাবো, প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাবো।

পার্টি নয়, চাই একটা চক্র! এই হ'ল তাদের কথা।

তাই, একদিকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন বেড়ে ওঠার ফলে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন একটি বাহিনীর, একটি অগ্রসর বাহিনীর, প্রয়োজন দেখা দিল; অন্যদিকে, 'অর্থনীতিবাদীদের' মাধ্যমে যে 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি' তখন চালু ছিল, তা আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের পরিবর্তে আন্দোলনের পেছনে পেছনে লেজুড় হয়ে গড়িয়ে চলল।

তাই সরবে ঘোষণা করার প্রয়োজন দেখা দিল যে সমাজতন্ত্র ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের অর্থ অন্ধকারে পথ হাতড়ানো, আর যদি সেভাবে কখনও লক্ষ্যে পৌঁছানোও যায় কত দীর্ঘকাল তাতে লাগবে আর কী কঠিন দুঃখভোগের মূল্য তাতে দিতে হবে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক চেতনার গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

শ্রমিক আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ করে তোলা, সরবে ঘোষণা করার প্রয়োজন দেখা দিল যে সমাজতান্ত্রিক চেতনার সংবাহক সোশ্যাল ডিমোক্রাসিরই কর্তব্য হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনের নিছক দর্শক হয়ে না

থেকে সন্ত্রাসবাদের পথ ধরলেন যে তা তাদের স্বৈরাচারীদের কবল থেকে রক্ষা করবে এবং 'অর্থনীতিবাদীরা—রাবোচেইয়ে দেলোবাদীরা'-ও এই সাধারণ চীৎকারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন: সময় হয়েছে সন্ত্রাসবাদের পথ ধরার, জেলখানাগুলোয় হামলা করার, আমাদের কমরেডদের মুক্ত করে নিয়ে আসার এবং ইত্যাকারের সব কথাবার্তা ('একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ' নামক **রাবোচেইয়ে দেলোর**[২৮] লেখাটি দেখুন)। দেখাই যাচ্ছে, এর অর্থ এটি মোটেই নয় যে 'তারা রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোকে অবজ্ঞা করেছেন'। মার্তিনভের কাছ থেকে লেখক এই 'সমালোচনাটি' ধার করেছেন কিন্তু তা আরো কাজের হ'ত যদি তিনি ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে একটু মিলিয়ে নিতেন।

থেকে, তার পেছনে লেজুড় হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে না চলে, সব সময় আন্দোলনের সম্মুখে থেকে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলা।

এ কথাও সরবে ঘোষণা করার প্রয়োজন দেখা দিল যে, শ্রমিকশ্রেণীর বিচ্ছিন্ন অগ্রসর বাহিনীগুলোকে একত্রিত করা, তাদের একটি পার্টিতে সংঘবদ্ধ করা এবং এভাবে পার্টির মধ্যকার মত-পার্থক্যকে নিঃশেষে দূর করা রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিরই প্রত্যক্ষ কর্তব্য।

ঠিক এই কর্তব্যগুলোকেই রূপদান করতে এগিয়ে এসেছিল **ইসক্রা**।

তার কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রবন্ধটিতে একথাই লিখিত হয়েছিল (ইসক্রার প্রথম সংখ্যাটি দেখুন): 'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংযুক্তিই হ'ল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি,'[২৯] অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবিহীন আন্দোলন অথবা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন সমাজতন্ত্র হ'ল এমন অবাঞ্ছিত একটা পরিস্থিতি যার বিরুদ্ধে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে লড়াই করতেই হবে। 'অর্থনীতিবাদী—রাবোচেইয়ে দেলোবাদীরা' যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের স্তুতি করত, সমাজতন্ত্রের গুরুত্বকে ছোট করে দেখাত, **ইসক্রা** তখন লিখল: 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি থেকে বিচ্ছিন্ন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন তুচ্ছ এবং অনিবার্যভাবেই তা হয়ে ওঠে বুর্জোয়া আন্দোলন।' তাই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্তব্য হ'ল— 'এই আন্দোলনটির সামনে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং রাজনৈতিক কর্তব্যগুলো তুলে ধরা, তার রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করা।'

রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্তব্যগুলো কী কী? ইসক্রা লিখছে, 'এ থেকে সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে সেইসব কর্তব্যকর্ম, যার বাস্তব রূপায়ণই হ'ল রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির প্রার্থিত লক্ষ্য: সর্বহারা জনগণকে সমাজতন্ত্রের আদর্শে ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা,' অর্থাৎ তাকে সব সময় আন্দোলনের পুরোভাগে থাকতে হবে এবং তার সবচেয়ে বড় কর্তব্য হবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শক্তিগুলোকে একটি পার্টিতে সংঘবদ্ধ করা।

ইসক্রার* সম্পাদকমণ্ডলী এভাবেই তার কর্মসূচীটি উপস্থাপিত করে।

ইসক্রা কি এই চমৎকার কার্যসূচীটি অনুসরণ করেছিল?

---

*ঐ সময়ে **ইসক্রার** সম্পাদকমণ্ডলী ছয়জনকে নিয়ে গঠিত ছিল; এঁরা হলেন—প্লেখানভ, আক্সেলরড, জাসুলিচ, মার্তভ, স্তারোভার[৩০] এবং লেনিন।

প্রত্যেকেই জানেন কী নিষ্ঠার সঙ্গে তা এই চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিল। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে তার পরিষ্কার পরিচয় আমরা পাই যেখানে ৩৫টি ভোটের অধিকারী সংখ্যাগুরু অংশ ইসক্রাকে পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

এসবের পর কিছু মেকি মার্কসবাদীকে যখন পুরাতন ইসক্রাকে 'হেয় প্রতিপন্ন' করতে শুনি, তখন হাস্যকর মনে হয় না কি?

মেনশেভিক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট পত্রিকায় ইসক্রা সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

'তার (ইসক্রার) কর্তব্য ছিল "অর্থনীতিবাদের" ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করা, এর ভ্রান্ত ধারণাগুলি বাতিল করে সঠিক ধ্যানধারণা গ্রহণ করা এবং একটি নূতন খাতে তাকে প্রবাহিত করা…কিন্তু তা করা হ'ল না। "অর্থনীতিবাদের" বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরেক চরম অবস্থানে নিয়ে গেল: অর্থনৈতিক সংগ্রামকে হেয় করা হ'ল, ঘৃণার সঙ্গে দেখা হ'ল; রাজনৈতিক সংগ্রামের উপর চরমতম গুরুত্ব আরোপ করা হ'ল। অর্থনীতিবিহীন রাজনীতি (স্পষ্টতঃই বোঝানো হচ্ছে "অর্থনৈতিক দাবিবিহীন")—এই হয়ে দাঁড়াল নূতন ধারাটি।' ('সংখ্যাগুরু না সংখ্যালঘু?'—সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট প্রথম সংখ্যা দেখুন)।

হে মহামান্যবর 'সমালোচক' মহোদয়, কিন্তু কখন, কোথায়, কোন্ দেশে এই সব ঘটেছিল? প্লেখানভ, আক্সেলরড, জাসুলিচ, মার্তভ এবং স্তারোভার কী করছিলেন? তারা ইসক্রাকে সঠিক পথে চালাননি কেন? সম্পাদক-মণ্ডলীতে তারা সংখ্যাগুরু ছিলেন না কি? আর শ্রদ্ধেয় মহাশয়, এতাবৎকাল আপনি নিজেই বা কোথায় ছিলেন? আপনারা দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসকে সতর্ক করে দেননি কেন? তাহলে তো কংগ্রেস ইসক্রাকে কেন্দ্রীয় মুখপত্র বলে স্বীকার করত না।

থাক, 'সমালোচক'কে ছেড়ে দেয়া যাক।

আসল কথা হ'ল ইসক্রা সঠিকভাবেই 'বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উপর জোর দিয়েছিল'; আমি উপরে যে পথ সম্পর্কে বলেছি সেই পথই তা অনুসরণ করেছিল এবং নিষ্ঠাসহকারে নিজের কর্মসূচী রূপায়িত করেছিল।

ইসক্রার এই অবস্থান আরো পরিষ্কারভাবে, আরো প্রত্যয়দৃঢ়ভাবে লেনিন তাঁর চমৎকার গ্রন্থ কী করতে হবে?-তে জোর দিয়ে উপস্থিত করেন।

এই বইটি নিয়েই আলোচনা করা যাক্।

'অর্থনীতিবাদীরা' শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে পুজো করতো;

কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হ'ল সমাজতন্ত্রবিহীন একটি আন্দোলন, তা হ'ল নিছক 'ট্রেড ইউনিয়নবাদ'* যা পুঁজিবাদের সীমানার বাইরে কোন কিছু দেখতেই অস্বীকার করে। একথা কে না জানে যে সমাজতন্ত্রবিহীন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন হ'ল পুঁজিবাদের চৌহদ্দির মধ্যেই কালক্ষেপ করা, ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খাওয়া; তা যদি কখনও সমাজ-বিপ্লবে নিয়েও যায়, কত দীর্ঘকাল তার জন্য প্রয়োজন হবে, আর কত দুঃখভোগের বিনিময়েই বা তা পাওয়া যাবে? তাহলে শ্রমিকশ্রেণী তাদের 'প্রতিশ্রুত জগতে' অদূর ভবিষ্যতে না সুদীর্ঘকাল পরে, সহজ পথে না কঠিন পথে প্রবেশ করবে—তাতে বুঝি কিছুই এসে যায় না? এটা তাহলে স্পষ্ট যে, যে কেউ স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে বাহবা দেন ও পুজো করেন, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তিনিই সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে একটি ব্যবধান সৃষ্টি করেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের গুরুত্বকে লঘু করেন, জীবন থেকে তাকে বর্জন করেন এবং নিজে চান বা না চান শ্রমিকদের বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অধীন করে তোলেন, কারণ তিনি এটা বুঝতে পারেন না যে 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি হ'ল সমাজতন্ত্রের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সম্মিলন',** বুঝতে পারেন না যে 'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততার যেকোনো প্রকার উপাসনা, 'সচেতন উপাদানের' ভূমিকাকে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ভূমিকাকে যেকোনো প্রকারে লঘু করার অর্থই হ'ল শ্রমিকদের উপরে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবকে জোরদার করে তোলা—তা তিনি চান বা না-ই চান।***

ব্যাপারটা একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা যাক: আমাদের যুগে শুধু বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক এই দু'টি ভাবাদর্শই থাকতে পারে। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও তাদের মধ্যে পার্থক্য হ'ল এই যে প্রথমটি অর্থাৎ বুর্জোয়া ভাবাদর্শটি দ্বিতীয়টির চেয়ে অনেক বেশি পুরাতন, অনেক বেশি পরিব্যাপ্ত, জীবনের অনেক বেশি গভীরে অনুপ্রবিষ্ট; তাই নিজের এবং অন্যান্য পরিমণ্ডলে সর্বত্রই বুর্জোয়া ভাবধারার সাক্ষাৎ মেলে। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ কেবল প্রথম কয়েকটি পদক্ষেপ এগিয়েছে, সবেমাত্র নিজের পথ কেটে চলতে শুরু করেছে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে ভাবধারার প্রসারের দিক থেকে দেখতে

*লেনিন: 'কী করতে হবে?' (পৃঃ ২৮, ইং সং)

**কাউটস্কি: ইয়ফার্ট প্রোগ্রাম, কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৯৪

***লেনিন: 'কী করতে হবে?' (পৃঃ ২৬ ইং সং)

গেলে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ, যেমন ট্রেড ইউনিয়নবাদী চেতনা, অনেক বেশি সহজে বিস্তারলাভ করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে। সেই তুলনায় সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ প্রথম কয়েক পা এগিয়েছে মাত্র। এটা এই কারণেও অনেক বেশি সত্য যে বাস্তব বিচারে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন—সমাজতন্ত্রবিহীন আন্দোলন—'নিজেকে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবাধীন করে রাখে'।* এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবাধীনে থাকার অর্থ হ'ল সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের অবলুপ্তি কারণ একটি হ'ল অন্যটির নিরাকরণ।

আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে: কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী কি নিশ্চিতভাবেই সমাজ-তন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে না? হ্যাঁ, ঝুঁকে পড়ে। যদি তা না হ'ত, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কার্যকলাপ নিষ্ফল হয়ে যেত। কিন্তু এটাও তো সত্য যে এই ঝুঁকে পড়াটা আবার বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতি ঝোঁকের দ্বারা ব্যাহত ও প্রতিহত হয়।

আমি এইমাত্র বলেছি যে আমাদের সমাজ-জীবন বুর্জোয়া ভাবধারায় আকীর্ণ এবং তার ফলে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের চেয়ে অনেক বেশি সহজে ছড়িয়ে পড়ে। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে বুর্জোয়া তত্ত্ব প্রচারকেরা ততক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে না; তারা তাদের নিজেদের কায়দায় সমাজ-তন্ত্রীর ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবাধীন করার জন্য নিরলস তৎপরতা চালায়। এই পরিস্থিতিতে, সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাটরাও যদি 'অর্থনীতিবাদীদের' মতো অলস হয়ে বসে থাকেন, উদাসীন থাকেন এবং স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের পেছনে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেন (এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি এভাবে চললে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন থেকে যায় স্বতঃস্ফূর্ত), তাহলে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন অভ্যস্ত পথেই গড়িয়ে চলবে এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কাছে নতি স্বীকার করবে; অবশ্য অবশেষে দীর্ঘ উদ্দেশ্যহীন পরিক্রমা এবং যন্ত্রণা ভোগ শেষ পর্যন্ত তাকে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ থেকে ছিন্ন হতে এবং সমাজ-বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে।

একেই বলা হয় বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতি ঝুঁকে পড়া।

এক্ষেত্রে লেনিন বলেন:

* লেনিন: 'কী করতে হবে?' (পৃঃ ২৮, ইং সং)

'শ্রমিকশ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিন্তু তুলনায় অনেক বেশি পরিব্যাপ্ত (এবং প্রতিনিয়ত বিপুল বিচিত্র আকারে পুনরাবির্ভূত) বুর্জোয়া ভাবাদর্শ তা সত্ত্বেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে বেশি বেশি করে শ্রমিক-শ্রেণীর উপর কায়েম করে।'* ঠিক এই কারণেই স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলন, যতক্ষণ তা স্বতঃস্ফূর্তই থেকে যায়, যতক্ষণ তা সমাজতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত না হয়, ততক্ষণ তা বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবাধীন হয়ে থাকে এবং অনুরূপ প্রভাবের দিকেই ঝুঁকে পড়ে।** **তাই যদি না হ'ত, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সমালোচনা, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক প্রচারণা অহেতুক হয়ে পড়ত এবং 'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজ-তন্ত্রের সংযোগ সাধন' বাহুল্য হয়ে দাঁড়াত।**

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্তব্য হ'ল বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতি ঝুঁকে পড়ার বিরুদ্ধে **সংগ্রাম করা** এবং অন্য ঝোঁকটিকে—সমাজতন্ত্রের দিকে ঝোঁকটিকে—জোরদার করা। একদিন অবশ্য সুদীর্ঘ উদ্দেশ্যহীন পরিক্রমা এবং দুঃখভোগের পর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সম্বিৎ ফিরে পাবে এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সহায়তা ছাড়াই সমাজ-বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হবে কারণ 'শ্রমিকশ্রেণী **স্বতঃস্ফূর্তভাবেই** সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে।'*** কিন্তু এর মধ্যবর্তী সময়ে কী হবে, আমরা ততদিন কী করব? 'অর্থনীতিবাদীদের মতো হাত গুটিয়ে, গোটা ময়দানটা স্ত্রুভে ও জুবাতোভদের হাতে সঁপে দিয়ে বসে থাকব? সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে পরিহার করে বুর্জোয়া ট্রেড ইউনিয়নবাদী ভাব-ধারাকেই প্রাধান্য বিস্তারে সাহায্য করব? মার্কসবাদ ভুলে যাব এবং 'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংযোগ সাধন' থেকে বিরত থাকব?

নিশ্চয়ই না। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসরবাহিনী**** এবং সব সময় শ্রমিকশ্রেণীর পুরোভাগে থাকাই হ'ল তার কর্তব্য; তার কাজই হ'ল 'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাবাধীন হওয়ার এই স্বতঃস্ফূর্ত, ট্রেড ইউনিয়নবাদী প্রবণতা থেকে **ভিন্নমুখী** করে তাকে

---

*লেনিন: 'কী করতে হবে?' (পৃঃ ২৯, ইং সং)

** ঐ, পৃঃ ২৮

***লেনিন: 'কী করতে হবে?' (পৃঃ ২৯, ইং সং)

****কার্ল মার্কস্: 'ম্যানিফেস্টো', (পৃঃ ১৫, ইং সং)৩১

বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির প্রভাবে নিয়ে আসা।'* বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্তব্য হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত করা এবং এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক চরিত্র দেওয়া।

একথা বলা হয় যে কোনো কোনো দেশে শ্রমিকশ্রেণী নিজেই সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের) উদ্ভব ঘটিয়েছে এবং অন্যান্য দেশেও তার উদ্ভব ঘটাবে; তাই বাইরে থেকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রবর্তন করার কোনোই প্রয়োজন নেই। এটা একটি বড় রকমের ভুল ধারণা। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকে কার্যকরী করতে হলে একজন ব্যক্তিকে বিজ্ঞানের পুরোভাগে দাঁড়াতে হবে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে এবং ঐতিহাসিক বিকাশধারার বিধানগুলি গভীরভাবে অনুসন্ধানে সক্ষম হতে হবে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী যতক্ষণ শ্রমিকশ্রেণীই থাকছে ততক্ষণ বিজ্ঞানের পুরোভাগে থাকা, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ঐতিহাসিক বিকাশে বিধানগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করার ব্যাপারে তা অক্ষমই থেকে যায়; এ ব্যাপারে তার সময় এবং উপকরণ দুটোরই অভাব থেকে যায়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের 'উদ্ভব হতে পারে একমাত্র সুগভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে...'—কাউটস্কি বলেছেন, '...শ্রমিকশ্রেণী নয়, বিজ্ঞানের বাহক হচ্ছে **বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়** (কাউটস্কির বড় হরফ)। এই স্তরভুক্ত ব্যক্তিদের মনেই আধুনিক সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয় এবং তারাই সচেতনতার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শ্রমিকদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেন...'**

অনুরূপভাবে লেনিন বলেছেন: যারা শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের পুজো করেন, হাত গুটিয়ে শুধু দেখেই যান, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির গুরুত্বকে যারা নিয়মিত ছোট করে দেখান এবং স্ত্রুভ ও জুবাতোভদের জন্য মাঠ ফাঁকা রেখে দেন, তাদের ধারণা যে এই আন্দোলন আপনা থেকেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটাবে। 'কিন্তু তা একটি বিরাট ভুল ধারণা।'***

*লেনিন: 'কী করতে হবে?' (পৃঃ ২৮, ইং সং)

লেনিন: 'কী করতে হবে?' (পৃঃ ২৭, ইং সং) **নিউ জাইট[৩২] পত্রিকার ১৯০১-০২ সালে (তিন নং সংখ্যার ৭৯ পৃঃার) প্রকাশিত কাউটস্কির বিখ্যাত প্রবন্ধ থেকে লেনিন এই লাইনগুলি উদ্ধৃত করেছেন।

***ঐ পৃঃ ২৬

কিছু লোকের বিশ্বাস যে নব্বই-এর দশকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের যে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছিলেন তাদের বুঝি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক চেতনা ছিল, কিন্তু তা ভুল। তাদের মধ্যে ওরকম কোনো চেতনা ছিল না এবং 'থাকা সম্ভবও ছিল না। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক চেতনা তাদের মধ্যে একমাত্র বাইরে থেকেই আসতে পারে। সমস্ত দেশের ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, শ্রমিকশ্রেণী একান্তভাবে নিজের প্রচেষ্টায় শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়নবাদী চেতনা অর্থাৎ ইউনিয়ন গঠন করে একত্রিত হবার, মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার এবং প্রয়োজনীয় শ্রম আইন প্রণয়নে সরকারকে বাধ্য করার প্রয়োজনীয়তা-বোধের বিকাশ ঘটাতে পারে। সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব কিন্তু উদ্ভূত হয়েছে সম্পত্তিবান শ্রেণীসমূহের শিক্ষিত প্রতিনিধিদের দ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে দেখতে গেলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, মার্কস ও এঙ্গেলস, নিজেরা বুর্জোয়াশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদেরই অন্তর্ভুক্ত।'* লেনিন লিখছেন, তা থেকে অবশ্য একথা বোঝায় না 'যে এই ভাবাদর্শের সৃষ্টির ব্যাপারে শ্রমিকদের কোনোই ভূমিকা নেই। কিন্তু তাদের এই ভূমিকা শ্রমিক হিসাবে নয়—প্রুধোঁ এবং উয়েইতলিংস (দু'জনেই ছিলেন শ্রমিক)-এর মতো—তাদের ভূমিকা সমাজতন্ত্রের তত্ত্ববিদ হিসাবে। আর একমাত্র তখনই এবং সেই পরিমাণেই তারা এই ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন যখনই এবং যে পরিমাণে তারা তাদের যুগের জ্ঞান সংগ্রহ করতে এবং সেই জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মোটামুটি সমর্থ হন।'**

মোটামুটি এইভাবে আমরা আমাদের কাছে ছবিটা রাখতে পারি: পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রমিকরা রয়েছে, রয়েছে মালিকরা। তাদের মধ্যে একটা সংগ্রাম চলছে। এতক্ষণ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কোনো চিহ্ন মাত্র নেই। শ্রমিকরা যখন তাদের সংগ্রাম শুরু করেছিলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কোনও চিন্তা পর্যন্ত তখন কোথাও ছিল না হ্যাঁ, সংগ্রাম তারা করছিলেন। কিন্তু মালিকদের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছিলেন আলাদা আলাদাভাবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা সংঘাতে আসছিলেন, এখানে তারা ধর্মঘট করছিলেন, ওখানে করছিলেন সভা-সমিতি শোভাযাত্রা। এখানে সরকারের কাছে

---

* লেনিন: 'কী করতে হবে?' (পৃঃ ২০-২১, ইং সং)

** ঐ, পৃঃ ২৭

অধিকার দাবি করছিলেন, ওখানে বয়কট চালিয়ে যাচ্ছিলেন; কেউ কেউ রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা বলছিলেন, অন্যরা অর্থনৈতিক সংগ্রামের কথা বলছিলেন—এবং এই ধরনেরই অন্যান্য সব ব্যাপার। কিন্তু তা থেকে একথা বোঝায় না যে শ্রমিকদের মধ্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক চেতনা ছিল; একথা বোঝায় না যে তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন; কিংবা একথাও বোঝায় না যে তাদের মধ্যে এমন কোনো প্রত্যয় ছিল যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী, সূর্যোদয়ের মতো অবধারিত অথবা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল (সর্বহারার একনায়কত্ব) সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন।

এর মাঝে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটছে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ক্রমশঃ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই এই অভিমত পোষণ করলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন হ'ল হাঙ্গামাকারীদের একটা বিদ্রোহ, বেত মেরে তার সম্বিত ফিরিয়ে আনাই হবে উচিত কাজ। অন্যান্যরা মনে করলেন, ধনিকদের উচিত কিছু খোলামকুচি গরীবদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া—শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন যেন দীনদরিদ্রদের একটা আন্দোলন যার লক্ষ্য হ'ল কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করা। এবং হাজারখানেক বৈজ্ঞানিকের মধ্যে হয়তো এমন একজন শেষ পর্যন্ত মিলবে যিনি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে দেখেন, সমগ্র সমাজজীবনকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করেন, শ্রেণী-সমূহের সংঘাতকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেন, শ্রমিকশ্রেণীর বিক্ষোভ-ধ্বনিকে গভীর মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটি কোনমতেই শাশ্বত কিছু নয়, তা সামন্ততন্ত্রের মতোই পরিবর্তনশীল, এবং তা অনিবার্যভাবেই তার নেতিকারক ব্যবস্থা দ্বারা তথা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা পরিবর্তিত হবে আর এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারাই সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সংক্ষেপে বললে, তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকেই উপস্থাপিত করেন।

একথা না বললেও চলে যে যদি পুঁজিবাদ এবং শ্রেণী-সংগ্রাম না থাকত তবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রও থাকত না। আবার এটাও সত্য যে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তির পক্ষেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের রূপদান করা সম্ভব হ'ত না যদি তাঁদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকত।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

তাহলে কী? তা হ'ল এমন একটা দিগ্‌নির্ণায়ক যন্ত্র যা অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থেকে থেকে এমন জং ধরে যায় যে তাকে ফেলে দিতে হয়।

সমাজতন্ত্রবিহীন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনটি তাহলে কী? তা হ'ল দিগ্‌নির্ণায়ক যন্ত্রহীন একটা জাহাজের মতো যা এদিক-সেদিক করে শেষ পর্যন্ত অন্য উপকূলে পৌছাবে ঠিকই, কিন্তু যন্ত্রটি থাকলে অনেক তাড়াতাড়ি এবং অনেক অল্প ঝুঁকি নিয়েই সেখানে পৌছাতে পারতো।

এই দুটোকে যুক্ত করুন, তাহলে আপনি একটি চমৎকার জাহাজ পেয়ে যাবেন যা সোজা দ্রুতগতিতে উপনীত হবে অন্য কূলে এবং অক্ষত অবস্থাতেই তার লক্ষ্যে পৌছে যাবে।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করুন সমাজতন্ত্রকে, তাহলে আপনি পাবেন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলন যা আপনাকে সোজা দ্রুত পৌছিয়ে দেবে 'প্রতিশ্রুত দেশে'।

আর তাই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্তব্য হ'ল (এবং শুধুমাত্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বুদ্ধিজীবীদের কাজ তা নয়) শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংযোগ সাধন করা, আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং এভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক চরিত্র দান করা।

লেনিন এই কথাটিই বলেছেন।

কিছু লোক সজোরে এই কথা বলে থাকেন যে লেনিন এবং 'সংখ্যা গুরুরা' নাকি বলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন যদি সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত না হয় তবে সে আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সমাজ-বিপ্লব সাধনে ব্যর্থ হবে। এটা একটা উদ্ভাবন, অলস মস্তিষ্কের উদ্ভাবন যা **অ্যান**-এর মতো মেকি মার্কসবাদীদের মাথায়ই শুধু গজাতে পারে (পার্টি কী? 'মোগজাউরি',৩৩ ষষ্ঠ সংখ্যা দেখুন)।

লেনিন নিশ্চয়ই বলেছেন, 'শ্রমিকশ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে';* আর এ বিষয়ে যদি তিনি দীর্ঘ আলোচনা না করে থাকেন তবে তার একমাত্র কারণ হ'ল এই যে, যা এরমাঝেই প্রমাণিত হয়ে গেছে তা আবার প্রমাণ করা তিনি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। তাছাড়া, লেনিন **স্বতঃস্ফূর্ত** আন্দোলন সম্বন্ধে গবেষণা করতে চাননি, তিনি শুধু পার্টির

---

*লেনিন: 'কী করতে হবে?' (পৃঃ ২৯, ইং সং)

ব্যবহারিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সচেতনভাবে তাদের কী করা উচিত।

মার্তভের সঙ্গে বিতর্ককালে অন্য একটি অধ্যায়ে লেনিন একথাই বলেছেন :

'আমাদের পার্টি হ'ল একটি অচেতন প্রক্রিয়ার সচেতন প্রকাশ।' ঠিক কথা। আর ঠিক এই কারণেই এটা দাবি করা ভুল হবে যে 'প্রত্যেক ধর্মঘটী'কেই নিজেকে পার্টিসভ্য বলার অধিকার দিতে হবে; কারণ 'প্রতিটি ধর্মঘট' যদি একটি শক্তিশালী শ্রেণীগত প্রবৃত্তির এবং এমন একটি শ্রেণী-সংগ্রাম যা **অনিবার্যভাবেই সমাজ-বিপ্লবের পানে এগিয়ে চলেছে তার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি মাত্র না হয়ে, ঐ প্রক্রিয়ার একটি সচেতন অভিব্যক্তিও** হত……তাহলে আমাদের পার্টি ··এখনই সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের সমাপ্তি ঘটিয়ে দিতে পারত।'*

তা হলে দেখা যাচ্ছে, লেনিনের মতে, যে শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-সংঘাতকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পর্যন্ত বলা যায় না তা-ও অনিবার্যভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজ-বিপ্লবের দিকেই নিয়ে যায়।

যদি আপনারা সংখ্যাগুরুদের অন্যান্য প্রতিনিধিদের অভিমত শুনতে আগ্রহী হন, তাহলে তাদেরই একজন, কমরেড গোরিন, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে কি বলেছিলেন দেখুন :

'শ্রমিকশ্রেণীকে যদি তার নিজের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হ'ত তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াত? তাহলে বুর্জোয়া-বিপ্লবের পূর্বমুহূর্তে যা ছিল তার মতোই হ'ত। বুর্জোয়া-বিপ্লবীদের কোনো বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শ ছিল না। তা সত্বেও বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তত্ত্ববিদদের বাদ দিয়েও শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সমাজ-বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেত কিন্তু সে এগিয়ে যাওয়াটা হ'ত প্রবৃত্তিগত তাড়না থেকে···প্রবৃত্তিগত তাড়না থেকেই শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্র প্রয়োগ করত, কিন্তু তার কোন সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব থাকত না। যার ফলে প্রক্রিয়াটা হ'ত ধীর-মন্থর আর অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক।**

অধিকতর ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

তাই, শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্রবিহীন আন্দোলন, অনিবার্যভাবেই তুচ্ছ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং ট্রেড ইউনিয়নবাদী

*লেনিন : 'এক পা আগে, দুই পা পিছে' (পৃঃ ৫৩, ইং সং)

**দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের বিবরণী, পৃঃ ১২৯

চরিত্র ধারণ করে—তা বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কাছে নতি স্বীকার করে। আমরা কি এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে সমাজতন্ত্রই সব এবং শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন কিছুই নয়? নিশ্চয়ই না! একমাত্র ভাববাদীরাই তা বলে। সেই সুদূর ভবিষ্যতে একদিন অর্থনৈতিক বিকাশ অনিবার্যভাবেই শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজ-বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে এনে হাজির করবে এবং ফলতঃ বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে তাকে বাধ্য করবে। একমাত্র কথা হ'ল এই পথ হবে বড় দীর্ঘ, বড় যন্ত্রণাদায়ক।

অন্যদিকে, **শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনবিহীন** সমাজতন্ত্র, তা যত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই গড়ে উঠুক না কেন, তা কেবল শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর মাত্র হয়ে থাকে এবং সমস্ত তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। এ থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্ত টানতে পারি যে আন্দোলনই হ'ল সবকিছু এবং সমাজতন্ত্র কিছুই নয়? নিশ্চয়ই না। যেহেতু চেতনা সমাজজীবন থেকেই উদ্ভূত, সেইহেতু চেতনার ওপর যারা কোনই গুরুত্ব আরোপ করে না—একমাত্র এমন মেকি মার্কসবাদীরাই এরকম যুক্তি দেখিয়ে থাকে। সমাজতন্ত্রকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা যায় এবং এভাবেই শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর থেকে তাকে একটি শাণিত হাতিয়ারে পরিণত করা যায়।

তা হলে সিদ্ধান্ত কী হবে?

সিদ্ধান্ত হবে এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে যুক্ত করতে হবে সমাজ-তন্ত্রের সঙ্গে; বাস্তব কার্যকলাপ এবং তত্ত্বগত চিন্তাকে একত্র মিলাতে হবে এবং এভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক চরিত্র দিতে হবে, কারণ 'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্মিলনই হ'ল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি।'* তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর হাতে একটা শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর থেকে একটা বিপুল শক্তিতে পরিণত হয়। এইভাবে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনে পরিণত হয়ে দ্রুতগতিতে সঠিক পথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে।

তাহলে রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির লক্ষ্য কী? আমাদের কী করতে হবে?

আমাদের কর্তব্য, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্তব্য, হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর

*ইরফুর্ট প্রোগ্রাম, কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৯৪

স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সংকীর্ণ ট্রেড ইউনিয়নবাদের পথ থেকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পথে নিয়ে আসা। আমাদের কর্তব্য হ'ল এই আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চেতনার* প্রবর্তন করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর শক্তিসমূহকে একটি কেন্দ্রীভূত পার্টিতে সংঘবদ্ধ করা। আমাদের কর্তব্য হ'ল সব সময় আন্দোলনের সম্মুখভাগে থাকা এবং যারা এই কাজটি সম্পাদনের পথে বাধা সৃষ্টি করবে—তা তারা শত্রু হোক বা 'মিত্র'ই হোক—সেইসব শক্তির বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

সাধারণভাবে বলতে গেলে 'সংখ্যাগুরুদের' এই হ'ল অবস্থান।

আমাদের 'সংখ্যালঘুরা' 'সংখ্যাগুরুদের' এই অবস্থানটি অপছন্দ করেন; তারা বলেন, 'এটা অমার্কসীয় এবং মার্কসবাদের মূলগতভাবে বিরোধী!' মহা-সম্মানভাজন ভদ্রমহোদয়বর্গ, সত্যিই কি তাই? কোথায়, কখন এবং কোন্ গ্রহে? তারা বলছেন, আমাদের প্রবন্ধাদি পড়ে দেখুন, তাহলেই বুঝবেন যে আমরাই সঠিক। বেশ তো, পড়েই দেখা যাক্।

আমাদের সামনে একটি প্রবন্ধ রয়েছে—যার শিরোনাম হ'ল 'পার্টি কি?' (মোগজাউরি, ষষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। 'সমালোচক' অ্যান পার্টির 'সংখ্যাগুরুদের' বিরুদ্ধে কী অভিযোগ করছেন? 'তারা ("সংখ্যাগুরুরা")…নিজেদের বলছেন পার্টির মাথা…এবং দাবি জানাচ্ছেন অন্যদের তা নতমস্তকে মেনে নিতে…… আর তাদের এই আচরণের অসমর্থনে তারা প্রায়ই নিত্য নতুন সব তত্ত্ব উদ্ভাবন করছেন, যেমন, শ্রমিকরা নিজেদের চেষ্টায় 'মহান আদর্শসমূহকে **আত্তীকৃত** (বড় হরফ আমার) করতে পারে না—ইত্যাদি, ইত্যাদি।'**

তা হ'লে প্রশ্ন হ'ল: 'সংখ্যাগুরু'রা কি এই সব 'তত্ত্ব' হাজির করেন বা কখনও হাজির করেছেন? কখনও করেননি! না কোথাও করেননি! বরং উল্টো, 'সংখ্যাগুরু' তত্ত্বগত চিন্তার পুরোধা কমরেড লেনিন অত্যন্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে বলছেন—শ্রমিকশ্রেণী খুব সহজেই 'মহান আদর্শসমূহকে' **আত্তীকৃত** করে নেয়, খুব সহজেই সমাজতন্ত্রকে **আত্তীকৃত** করে নেয়। শুনুন:

'প্রায়ই বলা হয়, শ্রমিকশ্রেণী **স্বতস্ফূর্তভাবেই** সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব অন্য যেকোন তত্ত্বের চেয়ে শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্যের কারণগুলো অনেক গভীরভাবে, অনেক সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারে এই

---

*মার্কস ও এঙ্গেলস তা ব্যাখ্যা করেছেন।

**মোগজাউরি, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৭১

অর্থে এটা অত্যন্ত সঠিক কথা এবং তার জন্যই শ্রমিকেরা এত সহজে তা আত্তীকৃত করে নিতে পারে।'*

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন 'সংখ্যাগুরু'দের মতে শ্রমিকেরা সহজেই সমাজতন্ত্র বলে কথিত 'মহান্ আদর্শকে' আত্তীকৃত করে নেয়।

তাহলে অ্যান কোথায় এসে দাঁড়ালেন? তার এই অপূর্ব 'আবিষ্কারটি' তিনি কোন্ গুহা থেকে কুড়িয়ে এনেছেন? হে পাঠক, আসল কথা হ'ল 'সমালোচক' অ্যানের মনে রয়েছে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তার মনে রয়েছে **কী করতে হবে**-র সেই অংশটি যেখানে লেনিন সমাজতন্ত্র তত্ত্বের বিস্তারসাধনের কথা বলতে গিয়ে লিখছেন—শ্রমিকশ্রেণী নিজের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের **বিস্তারসাধন করতে পারে না**।** কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে—তা কি হয়? সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের বিস্তারসাধন হ'ল এক জিনিস, আর তাকে আত্তীকৃত করা হ'ল অন্য জিনিস। লেনিনের সেই কথাগুলো অ্যান ভুলে গেলেন কেন যেখানে লেনিন এত পরিষ্কার করে 'মহান্ আদর্শসমূহের' আত্তীকরণ সম্পর্কে বলেছেন? হে পাঠক, আপনি ঠিকই ধরেছেন কিন্তু অ্যান কী করবেন বলুন তো?—'সমালোচক' হবার জন্য তিনি যে নিতান্তই ব্যগ্র! একবার শুধু ভেবে দেখুন কী সাহসিক কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন: তিনি নিজের একটা 'তত্ত্বই' আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘাড়ে সেটিকে চাপিয়ে দিচ্ছেন আর তারপর তার নিজের কল্পনার সন্তানটির উপরেই কামান দেগে চলেছেন! আপনি যদি বলেন তো হ্যাঁ, এই হচ্ছে সমালোচনা! যাই হোক না কেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে অ্যান 'তার নিজের চেষ্টায়' লেনিনের গ্রন্থ **কী করতে হবে?** 'আত্তীকৃত করতে পারেননি'।

এখন আমরা **সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট** নামধেয় পত্রিকাখানি খুলে দেখি। 'সংখ্যাগুরু না সংখ্যালঘু?' এই প্রবন্ধের লেখক কী বলছেন? ('সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট', প্রথম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।)

সাহস সঞ্চয় করে তিনি সরবে লেনিনকে আক্রমণ করেছেন এই অভিমত প্রকাশ করার জন্য যে—'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের স্বাভাবিক (তিনি অবশ্য বোঝাতে চাইছেন 'স্বতঃস্ফূর্ত') বিকাশের গতি হচ্ছে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের

*লেনিন: 'কী করতে হবে?' (পৃঃ ২৯, ইং সং)

**লেনিন: 'কী করতে হবে?' (পৃঃ ২০-২১, ইং সং)

দিকে, সমাজতন্ত্রের দিকে নয়।'* লেখক স্পষ্টতঃই একথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হচ্ছে সমাজতন্ত্রবিহীন একটি আন্দোলন (লেখকই প্রমাণ করুন যে তা নয়), এবং এ ধরনের একটি আন্দোলন অনিবার্যভাবেই বুর্জোয়া ট্রেড ইউনিয়নবাদী ভাবাদর্শের কাছে নতি স্বীকার করে এবং তার দিকেই ঝুঁকে পড়ে। কারণ আমাদের যুগে সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া, শুধু এই দু'টি ভাবাদর্শই থাকতে পারে—এবং যেখানে প্রথমটি অনুপস্থিত সেখানে দ্বিতীয়টি অনিবার্যভাবেই দেখা দেয় এবং তার স্থান দখল করে (বিপরীতটি প্রমাণ করুন না কেন!)। হ্যাঁ, লেনিন ঠিক এই কথাই বলেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি অন্য ঝোঁকটির—যা হ'ল শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—সমাজতন্ত্রের প্রতি ঝোঁকের কথা ভুলে যাননি। সমাজতন্ত্রের প্রতি ঝোঁকটি সাময়িকভাবে আড়াল পড়ে যায় বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতি ঝোঁকের পিছনে—এই যা। লেনিন নিশ্চয়তার সঙ্গেই এ কথা বলেছেন যে 'শ্রমিকশ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে'** এবং তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কাজ হ'ল এই ঝোঁকের বিজয়কে ত্বরান্বিত করার জন্য, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, 'অর্থনীতি-বাদীদের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা। তাহলে বলুন তো, হে মান্যবর সমালোচক মহোদয়, আপনি আপনার প্রবন্ধে লেনিনের এই কথাগুলো উদ্ধৃত করেননি কেন? ঐগুলো কি সেই একই লেনিনের উক্তি নয়? কারণ এতে আপনার সুবিধা হচ্ছিল না। তাই না?

'লেনিনের মতে……শ্রমিকের **অবস্থানের** (বড় হরফ আমার) দরুণ, সে বরং একজন বুর্জোয়া,—কিন্তু একজন সমাজতন্ত্রী নয়…।'*** এই হ'ল লেখকের বক্তব্য। চমৎকার! অ্যান-এর মতো একজন লেখকের কাছ থেকেও এমন নির্বোধ উক্তি আশা করিনি! লেনিন কি শ্রমিকের **অবস্থান** সম্পর্কে বলছিলেন? তিনি কি বলেছেন যে তার **অবস্থানের** জন্য শ্রমিক হ'ল একজন বুর্জোয়া? একমাত্র একজন নির্বোধ ছাড়া কে বলবে যে, যে শ্রমিক উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিক নয়, নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে যে বেঁচে থাকে, তার অবস্থানের দরুণ সেই শ্রমিক হ'ল একজন বুর্জোয়া? না! লেনিন

* 'সোশ্যাল ডিমোক্রাট', প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ১৪

**লেনিন: 'কী করতে হবে?'

***'সোশ্যাল ডিমোক্রাট', প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ১৪

সম্পূর্ণ অন্য কথাই বলেছেন। কথাটা হ'ল—আমার অবস্থানের কারণে আমি বুর্জোয়া না হয়ে একজন সর্বহারা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার অবস্থান সম্পর্কে অচেতন থাকতে পারি, যার ফলে আমি বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কাছে নতি স্বীকার করতে পারি। এক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী প্রসঙ্গে বিষয়টা হ'ল ঠিক এইটিই। এবং তার অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা।

সাধারণভাবে এই লেখক শূন্যগর্ভ বাক্যজাল ছড়াতে বড়ই আগ্রহী—এবং ভাবনা-চিন্তা না করেই তা ছুঁড়ে মারেন! যেমন, উদাহরণ হিসাবে, বলা যায়, তিনি নাছোড়বান্দা হয়ে বলেই চলেছেন, 'লেনিনবাদ মূলগতভাবে মার্কসবাদের পরিপন্থী,'* তিনি তা কপচিয়েই চলেছেন এবং দেখতেই পাচ্ছেন না এই 'ধারণা'টি তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, মুহূর্তের জন্য ধরেই নেয়া যাক লেনিনবাদ 'মূলগতভাবে মার্কসবাদের পরিপন্থী।' কিন্তু তা থেকে কী দাঁড়াল? তা থেকে কী আসছে? আসছে এই বক্তব্যটি। 'লেনিনবাদের সঙ্গে আসছে' ইসক্রা (পুরানো ইসক্রা)—এটা লেখক অস্বীকার করছেন না—ফলে ইসক্রাও 'মূলগতভাবে মার্কসবাদের পরিপন্থী'। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস—সংখ্যাগুরুরা যাদের পক্ষে ছিল পঁয়ত্রিশটি ভোট তারা—ইসক্রাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসাবে এবং উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন,** তার ভূমিকাকে; ফলতঃ দাঁড়ায় এই যে ঐ কংগ্রেস, তার কর্মসূচী এবং রণকৌশলও 'মূলগতভাবে মার্কসবাদের পরিপন্থী'···মজার কথা, তাই না?

তা সত্ত্বেও লেখক বলেই চলেছেন: 'লেনিনের মতে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সংযোগের পথেই এগিয়ে চলে···'। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই যে লেখক নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পথেই এগিয়ে চলেছেন, এবং তিনি যদি এই পথ থেকে ক্ষান্তি দেন, তাহলে ভালো কাজই করবেন।

থাক, 'সমালোচকটি'কে ছেড়ে দেওয়া যাক। তাকানো যাক মার্কসবাদের দিকে।

আমার মান্যবর সমালোচক নাছোড়বান্দা হয়ে কপচিয়েই চলেছেন যে 'সংখ্যাগুরুর' অবস্থান এবং তাদের প্রতিনিধি লেনিন যে অবস্থান গ্রহণ

*'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট', প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ১৫

**দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের কার্যবিবরণী: পৃঃ ১৪৭ দ্রষ্টব্য; ঐ, প্রস্তাব যেখানে ইসক্রাকে বর্ণনা করা হয়েছে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটবাদের যথার্থ প্রচারক হিসাবে।

করেছেন তা মূলগতভাবে মার্কসবাদের পরিপন্থী কারণ তার মতে কাউটস্কি, মার্কস এবং এঙ্গেলস নাকি লেনিন যা বলছেন তার বিপরীত কথাই বলেছেন। ব্যাপারটি সত্যি কি তাই? দেখা যাক!

লেখক আমাদের জানাচ্ছেন, কাউটস্কি তাঁর ইরফুর্ট কর্মসূচীতে লিখেছেন, 'শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ এতই পরস্পর বিরোধী যে এই দু'টি শ্রেণীর প্রয়াসকে মোটামুটি দীর্ঘকালের জন্য যুক্ত করা যায় না। প্রতিটি দেশে যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে সেখানে রাজনীতিতে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণ শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া পার্টিগুলো থেকে পৃথক হবার দিকে এবং একটি স্বতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গঠনের দিকেই নিয়ে যায়।'

কিন্তু তা থেকে কী বেরিয়ে আসছে? এইটুকুই শুধু বের হয়ে আসছে যে বুর্জোয়াশ্রেণীর ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ পরস্পর বিরোধী, শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে পৃথক হয়ে একটি স্বতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গড়ে তোলে (মনে রাখবেন: একটি **শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি** কিন্তু, একটি **সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক** শ্রমিক পার্টি নয়)। লেখক ধরে নিয়েছেন এখানে কাউটস্কি লেনিনের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করছেন। কিন্তু লেনিন বলছেন, শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক শ্রমিকশ্রেণী শুধু যে বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে পৃথক হবে তা-ই নয়, ঘটাবে সমাজ-বিপ্লব অর্থাৎ উচ্ছেদ করবে বুর্জোয়া-শ্রেণীকেই।* তিনি আরো বলছেন, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কাজ হ'ল— যত দ্রুত সম্ভব এই লক্ষ্যটি সাধন করা এবং **সচেতনভাবেই** তা সম্পাদন করা। হ্যাঁ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়, তা করতে হবে **সচেতনভাবে** কারণ এই চেতনা সম্পর্কেই লেনিন এখানে লিখছেন।

কাউটস্কির বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 'সমালোচক' বলছেন '...অবস্থা যেখানে একটি স্বতন্ত্র শ্রমিকপার্টি গড়ে তোলার পর্যায়ে পৌঁছেছে সেখানে পার্টিকে শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক স্বাভাবিক প্রয়োজনেই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে আত্মীকৃত করতেই হবে; একেবারে প্রথম থেকে না হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে একটি সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকপার্টি অর্থাৎ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির পার্টি হয়ে উঠতেই হবে।'**

---

*লেনিন: এক পা আগে, দুইপা পিছে (পৃঃ ৫৩, ইং সং)

**'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট', প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ১৫

এ সবের অর্থ কী? একমাত্র শ্রমিকদের পার্টিই সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাকে আত্তীকৃত করবে। লেনিন কি তা অস্বীকার করেছেন? বিন্দুমাত্র নয়! লেনিন পরিষ্কার বলেছেন শুধু শ্রমিকদের পার্টি নয় বরং সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীই সমাজতন্ত্র আত্তীকৃত করবে।* তাহলে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটের এবং তার সত্যের অপলাপকারী বীরপুঙ্গবের কাছ থেকে এসব আজেবাজে কী শুনছি? এসব প্রলাপোক্তির তাহলে কী প্রয়োজন? সেই যে প্রবাদ রয়েছে: কানে এল ঘণ্টাধ্বনি, কোথায় বাজে তা কি জানি? তালগোল পাকানো লেখকটির ঠিক এই হালই হয়েছে।

দেখতেই পাচ্ছেন, এই প্রসঙ্গে কাউটস্কির সঙ্গে লেনিনের একবিন্দু মত-পার্থক্যও নেই। কিন্তু এসব থেকে অদ্ভুতভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেখক কত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য।

কাউটস্কি সংখ্যাগুরুদের অবস্থানের সমর্থনে কিছু বলেছেন কি? অস্ট্রিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির খসড়া কর্মসূচী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তার লেখা একটি চমৎকার প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

'আমাদের বহু শোধনবাদী সমালোচকরা (বার্ণস্টাইনের অনুগামীরা) বিশ্বাস করেন যে মার্কস জোরের সঙ্গে বলে গেছেন অর্থনৈতিক বিকাশ ও শ্রেণী-সংগ্রাম শুধু সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বাস্তব অবস্থাটাই তৈরি করে না, তার আবশ্যিকতা সম্পর্কে চেতনাও (বড় হরফ কাউটস্কির) জাগিয়ে তোলে। আর এই সমালোচকরা সেই ইংলণ্ডকে একেবারে পাশ কাটিয়ে যান—যে দেশ ধনতান্ত্রিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশি উন্নত হয়েও এই চেতনার দিক থেকে অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। (অস্ট্রিয়ান) খসড়ার বিচার থেকে একজনের ধারণা হতে পারে যে এই অভিমতের পেছনে···যে কমিটি এই কর্মসূচীর খসড়াটি রচনা করেছে তাদের সায় রয়েছে। এই খসড়া কর্মসূচীতে বলা হয়েছে: "অধিকতর ধনতান্ত্রিক বিকাশের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বাড়লে শ্রমিকশ্রেণীও বেশি বেশি করে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাধ্য হয় এবং সেই সংগ্রামের যোগত্যাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে এবং তার আবশ্যিকতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।" এই ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী ও প্রত্যক্ষ পরিণাম বলেই মনে হয়। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত···আধুনিক

* লেনিন: 'কী করতে হবে?' (পৃ: ২৯, ইং সং)

সমাজতান্ত্রিক চেতনা একমাত্র **সুগভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতেই** দেখা দিতে পারে …। বিজ্ঞানের ধারক **বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়,** (বড় হরফ কাউটস্কির) শ্রমিকশ্রেণী নয়। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একটা স্তরের কিছু কিছু ব্যক্তিবিশেষের মনেই আধুনিক সমাজতন্ত্রের **উদ্ভব হয়েছিল** এবং ওরাই তা (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র) বিচার-বুদ্ধিগত দিক থেকে অগ্রসর শ্রমিকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন এবং এই অগ্রসর শ্রমিকেরাই আবার শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেন…। তাই সমাজতান্ত্রিক চেতনা হ'ল এমন একটি জিনিস, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামে যার **প্রবর্তন** হ'ল **বাইরে থেকে** —মোটেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে **তার মধ্য থেকে জেগে ওঠেনি।** সুতরাং হাইনফেল্ড প্রোগ্রাম[৩৪] **অত্যন্ত সঠিকভাবেই** বলেছিল যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কাজ হ'ল নিজের অবস্থান সম্পর্কে চেতনায় **শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা** এবং তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা…'*

পাঠক, আপনার মনে পড়ছে এই প্রশ্নে লেনিনের অনুরূপ চিন্তার কথা; মনে পড়ছে না 'সংখ্যাগুরুদের' সেই সুপরিচিত অবস্থানটি? 'তিফলিস কমিটি' এবং তার **সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট** সত্য গোপন করছে কেন? কাউটস্কির কথা বলতে গিয়ে আমাদের মহামান্য 'সমালোচক' তার প্রবন্ধে কাউটস্কির এই কথাগুলো উদ্ধৃত করতে ভুলে গেলেন কেন? এই মহামান্য ভদ্রলোকেরা কাদের প্রবঞ্চনা করতে চেষ্টা করছেন? তাদের পাঠকদের প্রতি তারা এতটা 'অবজ্ঞা পোষণ' করছেন কেন? তার কারণ কি এই নয় যে তারা সত্যকে ভয় করেন, সত্য থেকে লুকিয়ে থাকেন আর ভাবেন যে সত্যকেও বুঝি লুকিয়ে ফেলা যায়? তাদের আচরণ সেই পাখিটির মতো যে বালির মধ্যে মাথা গুঁজে ভাবে কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না! কিন্তু এতে সেই পাখিটিরই মতো তারা শুধু নিজেদেরই ঠকাচ্ছেন।

যদি সমাজতান্ত্রিক চেতনা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিকশিত হয়ে থাকে এবং সেই চেতনা যদি বাইরে থেকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির প্রয়াসের দ্বারা** শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনে প্রবর্তিত হয়ে থাকে—তাহলে এটা পরিষ্কার যে এসব ঘটে এজন্যই যে, শ্রমিকশ্রেণী যতক্ষণ শ্রমিকশ্রেণীই থেকে যায় ততক্ষণ তার পক্ষে

*নিউ জাইত ১৯০১-০২, ২০শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা; পৃঃ ৭৯। লেনিন তাঁর 'কী করতে হবে?' গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় (ইং সং) কাউটস্কির চমৎকার প্রবন্ধটির এই অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন।

**এবং শুধুমাত্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা নয়।

বিজ্ঞানের পুরোভাগে থাকা এবং আপন প্রয়াসের দ্বারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উপস্থাপনা সম্ভব নয়ঃ সময় এবং উপকরণ দুটোরই অভাব রয়েছে তার।

ইরফুর্ট প্রোগ্রামে কার্ল কাউটস্কি একথাই বলেছেন :

'শ্রমিকশ্রেণী বড় জোর বুর্জোয়া বিদ্যালব্ধ জ্ঞানের অংশমাত্র আত্তীকৃত করতে পারে এবং তাকে তার লক্ষ্য ও প্রয়োজনসাধনে নিয়োগ করতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত একজন শ্রমিক নিছক শ্রমিকই থেকে যান ততক্ষণ বুর্জোয়া চিন্তাবিদেরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন তাকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়ে যাবার মতো অবকাশ ও উপকরণের অভাব তার থেকেই যায়। সুতরাং শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সমাজতন্ত্রে কল্পলৌকিকতার (Utopianism) সমস্ত চরিত্র-চিহ্ন থেকেই যায়।'* (কল্পলৌকিকতা হ'ল একটা ভুয়া, অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।)

কাউটস্কি বলছেন, এ ধরনের কল্পলৌকিক সমাজতন্ত্র প্রায়ই একটি নৈরাজ্যিক প্রকৃতি ধারণ করে, কিন্তু '...এটা অত্যন্ত সুপরিজ্ঞাত, যেখানেই একটা নৈরাজ্যিক আন্দোলন (তা বলতে শ্রমিকশ্রেণীর কল্পলোকবাদকেই বোঝানো হচ্ছে) জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে একটা শ্রেণীগত আন্দোলনে পরিণত হয়, শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক, আপাত বৈপ্লবিকতা (Radicalism) সত্ত্বেও তা সব সময়ই **একটি** গুরুতর সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট এক ধরনের **নিছক ট্রেড ইউনিয়নবাদী আন্দোলনে** পর্যবসিত হয়।'**

অন্যভাবে বলা যায়, যদি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত না হয়, তবে তা অনিবার্যভাবেই তুচ্ছ হয়ে পড়ে, সংকীর্ণ 'ট্রেড ইউনিয়নবাদী' প্রকৃতি গ্রহণ করে এবং পরিণামে ট্রেড ইউনিয়নবাদী ভাবাদর্শের কাছে নতি স্বীকার করে।

'কিন্তু তার অর্থই তো হ'ল শ্রমিকদের হেয় করা এবং বুদ্ধিজীবীদের বড় করে তোলা!'—'সমালোচক' এবং **সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট** চীৎকার জুড়ে দেন...। বেচারা 'সমালোচক'! হতভাগ্য **সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট**। তারা শ্রমিকশ্রেণীকে মনে করেন একটি খেয়ালী তরুণী হিসাবে—যাকে কদাচ সত্য কথাটি জানাতে নেই, যাকে সব সময় মধুর বচনে আপ্যায়িত করতে হবে যাতে সে ছেড়ে চলে না যায়! না মহামান্য ভদ্রলোকেরা! আমরা বিশ্বাস করি

---

*ইরফুর্ট প্রোগ্রাম, কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৯৩

**ঐ, পৃঃ ৯৪

আপনারা যা ভাবেন তার চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়তা শ্রমিকশ্রেণী প্রদর্শন করবে। আমরা বিশ্বাস করি, তারা সত্যকে ভয় করবে না। আর আপনার কথা…কী আর বলবো আপনাকে? আজ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি আপনি সত্যকে ভয় করেন এবং আপনার প্রবন্ধে আপনি পাঠকদের জানতে দেননি কাউটস্কির আসল অভিমত কি…।

তাই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনবিহীন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র শূন্যগর্ভ বাক্যজাল ছাড়া কিছুই নয় এবং সহজেই তাকে খারিজ করে দেওয়া যায়।

অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবিহীন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন হ'ল উদ্দেশ্যহীন ট্রেড ইউনিয়নবাদী পদচারণা যা একদিন না একদিন অবশ্যই সমাজ-বিপ্লবের পথে নিয়ে যাবে—তবে সুদীর্ঘ দুঃখভোগ ও যন্ত্রণার বিনিময়ে।

তাহলে সিদ্ধান্ত কী হবে?

'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে।' 'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংযোগসাধনই হ'ল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি।'*

মার্কসীয় তত্ত্ববিদ কাউটস্কি এই কথাই বলেছেন।

আমরা দেখেছি ইসক্রা (পুরানো ইসক্রা) এবং 'সংখ্যাগুরুরা' এই একই কথা বলেছেন।

আমরা দেখেছি কমরেড লেনিন এই একই অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, 'সংখ্যাগুরুরা' এই দৃঢ় মার্কসীয় অবস্থানই গ্রহণ করেছেন।

স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে, 'শ্রমিকদের হেয় জ্ঞান করা', 'বুদ্ধিজীবীদের বড় করে দেখানো', 'সংখ্যাগুরুদের অমার্কসীয় অবস্থান' এবং এই ধরনের যেসব অমূল্য রত্ন মেনশেভিক 'সমালোচকরা' এত প্রচুর পরিমাণে ছড়াচ্ছেন—তা কথার কথা মাত্র এবং তিফলিসের 'মেনশেভিকদের' উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছুই নয়।

অন্যদিকে, আমরা দেখতে পাব প্রকৃতপক্ষে তিফলিসের 'সংখ্যালঘুরা', 'তিফলিস কমিটি' এবং তার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটই মূলগতভাবে 'মার্কসবাদের বিরোধী'। এ ব্যাপারে একটু পরে বলছি। এই অবকাশে নীচের বিবৃতি লক্ষ্য করা যাক:

*ইরফুর্ট প্রোগ্রাম, পৃঃ ৯৪

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে 'সংখ্যাগুরু না সংখ্যালঘু?' প্রবন্ধের লেখক মার্কসের (?) কথা উদ্ধৃত করেছেন : 'কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর তত্ত্ববিদ তত্ত্বগত-ভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন সেই শ্রেণীটি কিন্তু কার্যতঃ ইতিমধ্যেই তার দিকে উপনীত হয়ে গেছে।'*

দু'টোর একটি হবে। হয় লেখক জর্জিয়ান ভাষাই জানেন না আর নয়তো ওটা একটা মুদ্রণ প্রমাদ। কোনো লেখাপড়া জানা লোকই বলবেন না, 'তার দিকে ইতিমধ্যেই উপনীত হয়ে গেছে।' একথা বলাই সঠিক হবে যে, তাতে ইতিমধ্যেই উপনীত হয়ে গেছে' বা 'তার দিকে ইতিমধ্যেই অগ্রসর হচ্ছে'। লেখকের মনে যদি দ্বিতীয়টি থেকে থাকে (তার দিকে ইতিমধ্যেই অগ্রসর হচ্ছে) তাহলে আমাকে বলতেই হচ্ছে যে তিনি মার্কসের বক্তব্যকে বিকৃত করেছেন; মার্কস এ ধরনের কিছু বলেননি। আর লেখকের মনে যদি প্রথম সূত্রটি থেকে থাকে তাহলে তিনি যে বাক্যটি ভুলে দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ হওয়া উচিত : 'কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর তত্ত্ববিদ তত্ত্বগতভাবে যে সিদ্ধান্তে উপ-নীত হন সেই শ্রেণীটি কিন্তু কার্যতঃ তাতে ইতিমধ্যেই উপনীত হয়ে গেছে'। অন্য কথায় বলতে গেলে, যেহেতু মার্কস ও এঙ্গেলস তত্ত্বগতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ধনতন্ত্রের পতন এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য—তার অর্থ হ'ল শ্রমিকশ্রেণী ইতিমধ্যেই ধনতন্ত্রকে বাতিল করে দিয়েছে, ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলেছে এবং তার জায়গায় সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা গড়ে তুলেছে!

হতভাগ্য মার্কস! কে জানে মেকি মার্কসবাদীরা তাঁর কাঁধে আরো কতো আজগুবি ব্যাপার চাপিয়ে দেবেন?

কিন্তু মার্কস কি সত্যিই তা বলেছেন? প্রকৃতপক্ষে তিনি যা বলেছেন, তা এই : পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করেন এমন তত্ত্ববিদেরা—'তত্ত্বগতভাবে একই ধরনের সমস্যা ও সমাধানে গিয়ে পৌঁছান যেদিকে তাদের বাস্তব স্বার্থ এবং সামাজিক অবস্থান কার্যতঃ তাদের ঠেলে নিয়ে যায়। সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে, একটি শ্রেণী এবং এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন এমন রাজ-নৈতিক এবং সাহিত্যিক প্রতিনিধিদের মধ্যে এটাই হ'ল পারস্পরিক সম্পর্ক'।**

* 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট', প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ১৫

** যদি অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার৩৫ হাতের কাছে না পান, তবে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের কার্য বিবরণীর ১১১ পৃষ্ঠা দেখুন, ওখানে মার্কসের এই কথাগুলো উদ্ধৃত রয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'ইতিমধ্যেই উপনীত হয়ে গেছে' একথা মার্কস বলেননি। এই 'দার্শনিক' কথাগুলো আমাদের মহাসম্মানিত 'সমালোচকের' উদ্ভাবন।

আসলে দেখা যাচ্ছে, মার্কসের নিজের কথাগুলোর অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা।

উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যটির মধ্য দিয়ে মার্কস কী অভিমত ব্যক্ত করছেন? শুধু একথাটিই তিনি বলতে চেয়েছেন, একটি বিশেষ শ্রেণীর তত্ত্ববিদ এমন কোনো আদর্শ সৃষ্টি করতে পারেন না জীবনে যার উপাদানগুলোর কোনো অস্তিত্বই নেই, তিনি শুধু ভবিষ্যতের উপাদানগুলোর **ইঙ্গিতমাত্র** দিতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে তত্ত্বগতভাবে একটা আদর্শ সৃষ্টি করতে পারেন, যে আদর্শটিতে ঐ বিশেষ শ্রেণীটি কার্যক্ষেত্রে উপনীত হয়। পার্থক্য হ'ল তত্ত্ববিদরা শ্রেণীর চেয়ে এগিয়ে থাকেন এবং শ্রেণীর উপলব্ধির আগেই ভবিষ্যতের ভ্রূণাবস্থার ইঙ্গিত দিতে পারেন। এই হচ্ছে 'তত্ত্বগতভাবে কোনো কিছুতে উপনীত' হবার অর্থ।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাদের **ম্যানিফেস্টোতে** বলছেন: 'সুতরাং কমিউনিষ্ট-গণ (অর্থাৎ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটগণ) একদিকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সবচেয়ে অগ্রসর এবং দৃঢ়চেতা অংশ, যে অংশটি অন্য সবাইকে **ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যায়**; অন্যদিকে, তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক সর্বহারা জনগণের তুলনায় তাদের রয়েছে অগ্রগতির পথের, বিভিন্ন অবস্থা এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের চূড়ান্ত সাধারণ পরিণতি সম্পর্কে **পরিষ্কার উপলব্ধির** সুবিধাটি।'

হ্যাঁ, তত্ত্ববিদেরা '**ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যান**', 'বিপুল শ্রমিক-জনগণের' চেয়ে অনেক বেশি দূর তারা দেখতে পান—এবং এই হ'ল মূল কথাটি। তত্ত্ববিদেরা সামনে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যান এবং ঠিক এই কারণেই তত্ত্ব, তথা সমাজতান্ত্রিক চেতনা, আন্দোলনের পক্ষে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

হে মহামান্য 'সমালোচক', ঠিক **এরই জন্য** কি 'সংখ্যাগুরুদের' প্রতি আপনার এই আক্রমণ? তাই যদি হয়, মার্কসবাদকে বিদায় দিয়ে দিন এবং জেনে রাখুন, নিজেদের মার্কসীয় অবস্থানের জন্য 'সংখ্যাগুরুরা' গর্বিতই বোধ করে।

এক্ষেত্রে 'সংখ্যাগুরুদের' এই অবস্থাটা নানা দিক থেকে নব্বই-এর দশকে এঙ্গেলসের অবস্থাটাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভাববাদীরা জোরের সঙ্গে বলে থাকেন তত্ত্বই হ'ল সমাজজীবনের উৎস।

তাদের মতে সামাজিক চেতনার ভিত্তির ওপরেই সমাজজীবন গড়ে ওঠে।' এরজন্যই তাদের বলা হয় ভাববাদী।

এটাই তাহলে প্রমাণ করতে হয় তত্ত্বগুলো আকাশ থেকে পড়ে না, গড়ে ওঠে জীবনের মধ্য থেকেই।

ইতিহাসের মঞ্চে প্রবেশ করে মার্কস ও এঙ্গেলস এই কাজটি চমৎকার-ভাবে সম্পাদন করে গেছেন। তারা প্রমাণ করেছেন সমাজজীবনই ভাবাদর্শের উৎস সুতরাং সমাজজীবনই হ'ল ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সামাজিক চেতনা। এভাবে তারা ভাববাদের কবর খনন করেন এবং বস্তুবাদের পথ উন্মুক্ত করে দেন।

কিছু কিছু আধা-মার্কসবাদী এটা এভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন যে, জীবনে চেতনা, ভাবাদর্শ ইত্যাদির গুরুত্ব নগণ্যমাত্র।

সুতরাং ভাবাদর্শের গুরুত্ব যে কী বিরাট তা প্রমাণ করা দরকার।

এঙ্গেলস এক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন এবং (১৮৯১-৯৪ সালে) তার পত্রাবলীতে জোর দিয়ে বললেন, যদিও একথা ঠিক যে ভাবাদর্শগুলো আকাশ থেকে পড়ে না, গড়ে উঠে জীবন থেকেই—কিন্তু একবার আবির্ভাবের পর তত্ত্বগুলো বিরাট গুরুত্ব অর্জন করে কারণ তা মানুষকে সংঘবদ্ধ করে, সংগঠিত করে এবং যে সমাজজীবন তাদের সৃষ্টি করেছে তারই উপর নিজের ছাপ এঁকে দেয় —ঐতিহাসিক প্রগতির ক্ষেত্রে তত্ত্বের গুরুত্ব বিরাট।

বার্ণস্টাইন আর তার অনুগামীরা চীৎকার করে বলেছিলেন, 'এটা মার্কসবাদ নয়, এ হ'ল মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা'। মার্কসবাদীরা শুধু হেসেই ছিলেন ··

রাশিয়াতে ছিলেন আধা-মার্কসবাদীরা—'অর্থনীতিবাদীরা'। তারা বলেছিলেন, যেহেতু তত্ত্ব জন্মায় সমাজজীবনে সেহেতু সমাজতান্ত্রিক চেতনাটা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পক্ষে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তাই এটা প্রমাণ করতে হয়েছিল যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পক্ষে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ, তাকে বাদ দিয়ে আন্দোলন লক্ষ্যহীন ট্রেড ইউনিয়নবাদী পথভ্রমে পরিণত হবে এবং কেউই বলতে পারবেন না যে কখন শ্রমিকশ্রেণী এর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে এবং সমাজ-বিপ্লবে উপনীত হবে।

• ইসক্রা প্রকাশিত হ'ল এবং চমৎকারভাবে এই কাজটি সম্পাদন করল।

কী করতে হবে? গ্রন্থখানি প্রকাশিত হ'ল যাতে লেনিন সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিরাট গুরুত্বের উপর জোর দিলেন। পার্টির 'সংখ্যাগুরু' অংশ গড়ে উঠল এবং দৃঢ়ভাবে এই পথ গ্রহণ করল।

আর তখনই ক্ষুদে বার্ণস্টাইনপন্থীরা এগিয়ে এসে চীৎকার জুড়ে দিলেন: এ হ'ল 'মার্কসবাদের মূলগত বিরোধিতা'!

কিন্তু ক্ষুদে 'অর্থনীতিবাদীরা', আপনারা জানেন কি মার্কসবাদ কাকে বলে?

পাঠক বলে উঠবেন, কী আশ্চর্য! তিনি জিজ্ঞেস করবেন, ব্যাপারটা তাহলে কী? প্লেখানভ তাহলে লেনিনকে সমালোচনা করে তার প্রবন্ধ লিখলেন কেন (ইসক্রার ৭০ ও ৭১তম সংখ্যা দ্রষ্টব্য)? তিনি 'সংখ্যা-গুরুদের' নিন্দাবাদ করছেন কেন? তিফলিসের মেকি মার্কসবাদীরা এবং তাদের **সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট** পত্রিকাটি প্লেখানভের চিন্তারই পুনরাবৃত্তি করছে না কি? হ্যাঁ, তারা তারই পুনরাবৃত্তি করছে—কিন্তু তাও করছে এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে যে তা রীতিমতো বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, প্লেখানভ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু আপনারা জানেন তার বক্তব্য কী ছিল? প্লেখানভ 'সংখ্যাগুরু'দের এবং লেনিনের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেননি। আর শুধু প্লেখানভই নন; মার্তভ, জাসুলিচ, আক্সেলরড কেউই তাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে, যে প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, সে প্রশ্নে 'সংখ্যালঘু:দের' নেতারা পুরানো **ইসক্রার** সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন না। এবং পুরানো **ইসক্রা** হ'ল 'সংখ্যাগুরুদের' মুখপত্র। চমকে যাবেন না। এই দেখুন তথ্যগুলো:

আমরা পুরানো **ইসক্রার** কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রবন্ধটির সঙ্গে পরিচিত। আমরা জানি যে ঐ প্রবন্ধ পুরোপুরি 'সংখ্যাগুরুদের' গৃহীত অবস্থানেরই প্রকাশ। কে লিখেছেন প্রবন্ধটি? ঐ সময়ের ইসক্রার সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবন্ধ ঐটি। কারা ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ? লেনিন, প্লেখানভ, আক্সেলরড, মার্তভ, জাসুলিচ এবং স্তারোভার। এদের মধ্যে একমাত্র লেনিনই 'সংখ্যাগুরুদের' সঙ্গে যুক্ত—বাকি পাঁচজন হলেন 'সংখ্যালঘুদের' নেতৃবৃন্দ; কিন্তু ঘটনা হ'ল তারা **ইসক্রার** কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রবন্ধের সম্পাদকবৃন্দ, ফলে তাদের নিজেদের কথা অস্বীকার করা তাদের উচিত নয়; মনে তো হয় তারা যা লিখেছিলেন তা বিশ্বাস করেই লিখেছিলেন।

যাক, আপনাদের অনুমতি নিয়ে ইসক্রাকে ছেড়ে দেওয়া যাক।

মার্তভ কী লিখছেন দেখুন:

'তাহলে শ্রমিক-জনগণের মধ্য থেকে নয়, বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যকার বিদ্বান ব্যক্তিদের অধ্যয়নের মধ্য দিয়েই সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিল।'*

এই হ'ল ভেরা জাসুলিচ যা লিখেছেন:

'এমনকি সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত সংহতির বোধটি···এমন কিছু সহজ-সরল ব্যাপার নয় যে তা স্বতন্ত্রভাবে যেকোনো শ্রমিকের মনে জেগে উঠতে পারে · এবং এটা সুনিশ্চিত যে সমাজতন্ত্র আলগোছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিকদের মনে জেগে উঠতে পারে না···সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের ভিত্তি গড়ে উঠেছে জীবন ও জ্ঞানের সামগ্রিক বিকাশের মধ্য দিয়ে···এবং এই জ্ঞানে সমৃদ্ধ প্রতিভাবানদের হাতেই তার সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে, শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসারের ক্ষেত্রে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ জুড়ে সবার আগে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সেইসব সমাজতন্ত্রীরা যারা উচ্চতর শ্রেণীসমূহের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনসমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।'**

এখন প্লেখানভের কথা শোনা যাক যিনি এত বাগাড়ম্বর সহকারে এবং গুরুগম্ভীরভাবে নতুন **ইসক্রায়** (১০ ও ১১তম সংখ্যায়) লেনিনকে সমালোচনা করেছেন। ঘটনাস্থল হ'ল দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস। প্লেখানভ মার্তিনভের বিরুদ্ধে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং লেনিনের পক্ষাবলম্বন করছেন। যে মার্তিনভ লেনিনের **'কী করতে হবে?'** সামগ্রিকভাবে খারিজ করে দিয়ে লেনিনের একটিমাত্র বাক্যকে নিয়ে পড়েছিলেন, সেই মার্তিনভের সমালোচনা করে প্লেখানভ বলেছিলেন:

'কমরেড মার্তিনভের কৌশল দেখে আমার মনে পড়ছে একজন সেন্সরের কথা যিনি বলেছিলেন: "আমাকে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা-পুস্তক থেকে প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্নভাবে একটি বাক্য সরিয়ে নিতে দিন, দেখবেন আমি প্রমাণ করে দেবো যে লেখকটি মৃত্যুদণ্ডেরই যোগ্য।" কিন্তু (লেনিনের) সেই দুর্ভাগা বাক্যটির প্রতি শুধু মার্তিনভ নন আরো আরো অনেকে যত সব তিরস্কার বর্ষণ

*মার্তভ, ক্রাসনয়ে জ্নামায়া, পৃঃ ৩

**জারিয়া, ৩ং নং ৪, পৃঃ ৭৯-৮০

করেছেন—সেই তিরস্কার কিন্তু একটা ভুল বোঝাবুঝির উপর প্রতিষ্ঠিত। কমরেড মার্তিনভ এঙ্গেলসের কথা উদ্ধৃত করেছেন: "আধুনিক সমাজতন্ত্র হ'ল আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের তত্ত্বগত অভিব্যক্তি।" কমরেড লেনিনও এঙ্গেলস-এর সঙ্গে একমত……কিন্তু এঙ্গেলস-এর কথাগুলো হ'ল একটা সাধারণ সূত্র। প্রশ্ন হ'ল, প্রথমে কে এই তত্ত্বগত অভিব্যক্তিটি ঘটান? লেনিন দর্শনের ইতিহাসের উপর বই লিখতে বসেননি লিখছিলেন 'অর্থনীতিবাদীদের' বিরুদ্ধে একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ—যে অর্থনীতিবাদীরা বলতেন: আমাদের অপেক্ষা করে দেখতে হবে নিজেদের চেষ্টায় বিপ্লবের জীবাণুর সাহায্য ছাড়াই (অর্থাৎ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি ছাড়াই) শ্রমিকশ্রেণী কোথায় গিয়ে পৌছাচ্ছেন। পরবর্তীটিকে অর্থাৎ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে কোন বক্তব্য রাখতে নিষেধ করা হয়েছিল ঠিক এই কারণেই যে এটা হ'ল একটা 'বৈপ্লবিক জীবাণু' অর্থাৎ তার তত্ত্বগত চেতনা রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি এই জীবাণুই বাদ দিয়ে দেন, তাহলে যা অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে কিছু চেতনাহীন বস্তুপুঞ্জ যার মধ্যে বাইরের থেকে চেতনার সঞ্চার করতে হবে। আপনি যদি লেনিনের প্রতি ন্যায়সঙ্গত মনোভাব গ্রহণ করতেন, সমগ্র বইটি যদি আপনি সতর্কভাবে পড়তেন তাহলে আপনি দেখতে পেতেন যে তিনি ঠিক এই কথাটিই বলতে চেয়েছেন।'*

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে প্লেখানভ এই কথাগুলিই বলেছিলেন।

আর এখন, কয়েক মাস পরে, সেই একই প্লেখানভ সেই একই মার্তভ, আক্সেলরড, জাসুলিচ, স্তারোভার এবং অন্যান্যদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আবার মুখ খুলেছেন এবং লেনিনের যে বাক্যকে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে তিনি রক্ষা করেছিলেন সেই একই বাক্যকে আঁকড়ে ধরে এখন বলছেন: লেনিন এবং 'সংখ্যাগুরুরা' মার্কসবাদী নন। তিনি জানেন যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা-পুস্তক থেকে প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্নভাবে একটি বাক্যকে আলাদা করে ব্যাখ্যা করা হলে ঐ প্রার্থনা-পুস্তকের রচয়িতাকেও ধর্মদ্রোহিতার জন্য ফাঁসি কাঠে চড়িয়ে দেওয়া চলে। তিনি জানেন, এটা হবে অন্যায় এবং, একজন পক্ষপাতশূন্য সমালোচক কখনও তা করবেন না, তা সত্ত্বেও তিনি লেনিনের বই থেকে ঐ বাক্যটিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন; তা সত্ত্বেও তিনি অন্যায়ভাবে কাজটি করছেন এবং প্রকাশ্যে নিজেকে কালিমালিপ্ত করছেন। আর মার্তভ,

---

*দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের কার্যবিবরণী, পৃঃ ১২৩

মার্তভ, আক্সেলরড এবং স্তারোভার তার দূতিয়ালী করে তার প্রবন্ধটি নিয়ে তাদের সম্পাদিত নতুন ইসক্রায় (৭০ ও ৭১তম সংখ্যায়) তা ছাপাচ্ছেন এবং আবার নিজেদের মুখে কালি মাখছেন।

এরকম মেরুদণ্ডহীনতা এরা দেখাচ্ছেন কেন? 'সংখ্যালঘুদের' এইসব নেতারা নিজেদের এভাবে কলঙ্কভাগী করছেন কেন? কর্মসূচী সংক্রান্ত ইসক্রার সেই প্রবন্ধ যা তারা নিজেরাই মেনে নিয়েছিলেন তাকে আজ অগ্রাহ্য করছেন কেন? নিজেদের কথার খেলাপই বা তারা করছেন কেন? সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিতে এরকম মিথ্যাচার এর আগে আর কখনও শোনা গেছে?

দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে প্লেখানভের প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত এই ক'মাসে কী ঘটেছে?

যা ঘটেছে তা হ'ল: ছ'জন সম্পাদকের মধ্যে দ্বিতীয় কংগ্রেস মাত্র তিনজনকে—প্লেখানভ, লেনিন ও মার্তভকে—ইসক্রার সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করে। আক্সেলরড, স্তারোভার এবং জাসুলিচ—এই তিনজনকে কংগ্রেস অন্য কাজের ভার দেয়। এটা তো না বললেও চলে যে কংগ্রেসের এটা করার এক্তিয়ার রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই কর্তব্য হ'ল তা মেনে চলা; কংগ্রেস পার্টির অভিমতই প্রকাশ করে, কংগ্রেস হচ্ছে পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা এবং যারাই তার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে, তারা পার্টির অভিপ্রায়কেই পদদলিত করে।

কিন্তু এই একগুঁয়ে সম্পাদকরা পার্টির অভিপ্রায়কে, পার্টির শৃঙ্খলাকে মেনে নিলেন না (পার্টির শৃঙ্খলা পার্টির ইচ্ছারই সমান)। মনে হতে পারে, পার্টি-শৃঙ্খলা যেন আবিষ্কৃত হয়েছে একমাত্র আমাদের মতো সাধারণ পার্টিসভ্যদের জন্য! তাদের সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত না করায় তারা কংগ্রেসের উপরই চটে গেলেন; তারা পাশে সরে দাঁড়ালেন, তাদের সঙ্গে নিলেন মার্তভকে এবং একটি বিরোধী গোষ্ঠী গড়ে তুললেন। পার্টির বিরুদ্ধে বয়কট ঘোষণা করলেন, পার্টির কোনো প্রকার কাজকর্ম করতে অস্বীকার করলেন এবং পার্টিকেই ভয় দেখাতে লাগলেন। সম্পাদকমণ্ডলীতে, কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং পার্টি কাউন্সিলে আমাদের নির্বাচিত করুন—তা না হলে আমরা একটা ভাঙন ধরিয়ে দেব—এই হ'ল তাদের কথা। ভাঙনই ধরাল। আবার তারা পার্টির ইচ্ছাকে এভাবে পদদলিত করলেন।

এই হ'ল ধর্মঘটী-সম্পাদকদের দাবি:

'ইসক্রার পুরাতন সম্পাদকমণ্ডলী ফিরিয়ে নিতে হবে; (অর্থাৎ আমাদের সম্পাদকমণ্ডলীতে তিনটি আসন দিতে হবে)।

'একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বিরোধী সদস্যদের (অর্থাৎ 'সংখ্যালঘুদের') কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিয়োগ করতে হবে।

'পার্টি কাউন্সিলে দু'টি আসন বিরোধী সদস্যদের দিতে হবে ইত্যাদি···।

'আমরা এই যে শর্তগুলো উপস্থিত করছি, একমাত্র এগুলো পূরণ হলেই যে-বিরোধ আজ পার্টির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে তার হাত থেকে পার্টি অব্যাহতি পেতে পারে।' (অর্থাৎ আমাদের দাবি মেনে নাও, তা না হলে আমরা পার্টিতে একটা বড় রকম ভাঙন নিয়ে আসব।)*

তার জবাবে পার্টি তাদের কী বলেছিল?

পার্টির প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় কমিটি, এবং অন্যান্য কমরেডরা তাদের বলেছিলেন: আমরা পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে পারি না; নির্বাচন হ'ল কংগ্রেসের ব্যাপার; তা সত্ত্বেও আমরা চেষ্টা করব শান্তি ও সমঝওতা। সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনতে যদিও, সত্য কথা বলতে গেলে, পদের জন্য লড়াই অত্যন্ত লজ্জাজনক আর আপনারা পদের জন্য পার্টিকেই ভেঙে দিতে চাইছেন, ইত্যাদি।

ধর্মঘটী-সম্পাদকরা এতে ক্ষুণ্ণ হলেন; তারা একটু বিব্রত হলেন বটে কারণ দেখা যাচ্ছিল তারা লড়াইটা শুরু করেছেন পদের আসনের জন্য; তারা প্লেখানভকে তাদের দলে টেনে নিলেন** এবং তাদের বীরত্ব জাহির করতে

*লীগের কার্যবিবরণী সম্পর্কে মন্তব্য, পৃঃ ২৬

**পাঠকেরা প্রশ্ন করতে পারেন এটা কি করে সম্ভব হ'ল যে প্লেখানভ 'সংখ্যালঘুদের' সঙ্গে চলে গেলেন, সেই প্লেখানভ যিনি ছিলেন সংখ্যাগুরুদের একনিষ্ঠ সমর্থক। আসল ঘটনা হ'ল এই যে লেনিন ও তার মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। 'সংখ্যালঘু'রা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বয়কট ঘোষণা করলেন প্লেখানভ এই মত পোষণ করলেন যে তাদের বক্তব্য পুরোপুরি মেনে নেওয়া প্রয়োজন। লেনিন তার সঙ্গে একমত হলেন না। প্লেখানভ ক্রমশঃ সংখ্যালঘুর' দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলেন। দু'জনের মধ্যে মতপার্থক্য এমনভাবে বাড়তে লাগল যে শেষ পর্যন্ত এমন একটা পর্যায় দেখা দিল—একদিন প্লেখানভ লেনিনের এবং 'সংখ্যাগুরুর' বিরোধী হয়ে উঠলেন। লেনিন এ ব্যাপারে লিখেছেন:

'···কয়েকদিন পরে আমি কাউন্সিলের জন্য একজন সদস্যের সঙ্গে একদিন সত্যিই গেলাম এবং প্লেখানভের সঙ্গে দেখা হ'ল। প্লেখানভের সঙ্গে আমার কথাবার্তা এভাবে চলল:

'প্লেখানভ বললেন, "জানেন, এমন কিছু স্ত্রী আছে (তিনি 'সংখ্যালঘুদের' বোঝাচ্ছেন) তারা

শুরু করলেন। তারা বাধ্য হলেন 'সংখ্যাগুরু' ও 'সংখ্যালঘু'দের মধ্যে একটা কিছু 'প্রবলতর' 'মতপার্থক্য' খুঁজে বের করতে, যাতে তারা দেখাতে পারেন যে তারা নিছক আসনের জন্য লড়ছেন না। খুঁজতে খুঁজতে লেনিনের বইয়ে একটি অংশের সন্ধান পেলেন তারা যাকে প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করলে, একটা বাজে ওজর খাড়া করা যেতে পারে। চমৎকার পরিকল্পনা বলে 'সংখ্যালঘু'দের নেতাদের তা মনে হ'ল; লেনিন 'সংখ্যাগুরু'দের নেতা, আমরা লেনিনকে বেকায়দায় ফেলতে পারলে পার্টির পুরো ঝোঁকটাই আমাদের দিকে এসে যাবে। আর তাই প্লেখানভ দুনিয়ার কাছে ঢাক পিটিয়ে বলতে লাগলেন, 'লেনিন এবং তার অনুগামীরা মার্কসবাদী নয়।' আসল সত্যটা হ'ল, মাত্র গতকাল তারা লেনিনের বইয়ের এই উক্তিটি নিজেরাই সমর্থন করেছিলেন আর আজ তারা তাকেই আক্রমণ করছেন; কারণ তাদের তো অন্য কোনো উপায় নেই; একজন সুবিধাবাদীকে সুবিধাবাদী বলা হয় ঠিক এই কারণেই যে নীতির প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধা নেই।

এই কারণেই তারা নিজেদের কালিমালিপ্ত করছেন; এই কারণেই তাদের মিথ্যাচার।

কিন্তু এটাই শেষ নয়।

কিছুদিন কাটল। তারা দেখতে পেলেন, মুষ্টিমেয় ক'জন সরল-চিত্ত ব্যক্তিই 'সংখ্যাগুরু' ও লেনিনের বিরুদ্ধে তাদের অপপ্রচারে বিন্দুমাত্র নজর দিচ্ছে। তারা দেখলেন যে তাদের 'কাজ কারবার' খুবই খারাপ যাচ্ছে এবং তারা আবার রঙ বদলের সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯০৫ সালের ১০ই মার্চ, সেই

এমন দঙ্গাল যে তাদের কথা যেন নেওয়াই দরকার হয়ে পড়ে হৈ-হল্লা এবং প্রকাশ্য বড় রকমের কেলেঙ্কারীর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য।"

"হয় তো তা-ই" আমি বললাম, "কিন্তু আমাদের তা মেনে নিতে হবে এমনভাবে যাতে আমরা শক্তিশালী থেকে ভবিষ্যতে তার চেয়েও বড় রকমের 'কেলেঙ্কারী' পরিহার করতে পারি।" (লীগের কার্যবিবরণী সম্পর্কে মন্তব্য, (পৃঃ ৩৭) যেখানে লেনিনের চিঠিটি উদ্ধৃত রয়েছে।[৩৭]

লেনিন এবং প্লেখানভ একমত হতে ব্যর্থ হলেন। সেই সময় থেকে প্লেখানভ 'সংখ্যালঘু'দের দিকে ঢলে পড়তে লাগলেন।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি যে প্লেখানভ 'সংখ্যালঘু'দের ছেড়ে যাচ্ছেন এবং এর মাঝেই তার নিজস্ব মুখপত্র **Dnevnik Sotsial-Demokrata**[৩৮] প্রকাশ করেছেন।

একই প্লেখানভ, মার্তভ এবং আক্সেলরড পার্টি কাউন্সিলের নামে একটি প্রস্তাব পাশ করে, অন্যান্য বহু কথার মধ্যে, বললেন,—

'কমরেডগণ! ('সংখ্যাগুরু'দের সম্বোধন করে তারা বলছেন)... উভয়পক্ষই (অর্থাৎ 'সংখ্যাগুরু' এবং 'সংখ্যালঘু'রা) বারবার এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে বর্তমানের রণকৌশল ও সংগঠনগত মতপার্থক্যের প্রকৃতি এমন নয় যে একটি পার্টি সংগঠনেব মধ্যে থেকে কাজকর্ম করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।'* সুতরাং তারা বলছেন, আসুন, আমরা কমরেডদের নিয়ে একটি বিচারসভা (বেবেল ও অন্যান্যদের নিয়ে) ডাকি—আমাদের এই যৎসামান্য মতপার্থক্য দূর করার জন্য।

সংক্ষেপে বললে, পার্টির মধ্যকার মতপার্থক্য নিছক কোন্দল মাত্র, কমরেডদের নিয়ে গঠিত একটা বিচারসভা তা তদন্ত করুক, আমরা কিন্তু সামগ্রিকভাবে সংঘবদ্ধই আছি।

কিন্তু তা কি করে হয়? আমাদের মতো 'অমার্কসবাদীদের' আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে পার্টি সংগঠনের মধ্যে, আমরা সামগ্রিকভাবে সংঘবদ্ধই রয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি...এসব কথার অর্থ কী? 'সংখ্যালঘু'র নেতারা আপনারা কেন পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন! 'অমার্কসবাদীদের' পার্টির শীর্ষে বসিয়ে দেওয়া যায় কি? সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্যদের মধ্যে 'অমার্কসবাদীদের' স্থান হতে পারে কি? না কি আপনারাও মার্কসবাদের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং এভাবে পক্ষ বদল করে ফেলেছেন?

কিন্তু এসবের জবাব প্রত্যাশা করা বোকামি হবে। আসল কথা হ'ল এইসব অদ্ভুত নেতাদের পকেটে বহু রকমের 'নীতি' রয়েছে এবং যখনই তাদের বিশেষ রকমের একটার দরকার হয়, তখনই তারা তা বের করে নিয়ে আসেন। সেই যে প্রবাদ রয়েছে: সপ্তাহের সাত দিনে সাত মতামত নিও শুনে!...

এই হচ্ছেন তথাকথিত 'সংখ্যালঘুদের' নেতৃবৃন্দ।

সহজেই আন্দাজ করা যায়, এই নেতৃত্বের লেজুড়দের—তথাকথিত তিফলিস 'সংখ্যালঘুদের'—চেহারাটাই বা কি হবে। মাঝে মাঝে অবশ্য গোল বাধে যখন লেজটি মাথার কোন ধার ধারে না এবং তাকে মেনে চলতে

*ইসক্রা, ৯১তম সংখ্যা, পৃঃ ৩।

অস্বীকার করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 'সংখ্যালঘু' নেতারা মনে করেন সমঝওতা সম্ভব এবং পার্টির কর্মীদের মধ্যে তারা সম্প্রীতির আহ্বানও জানিয়েছেন, ওদিকে তিফলিসের 'সংখ্যালঘু'রা এবং তাদের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট পত্রিকা কিন্তু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করছেন: 'সংখ্যাগুরু' ও 'সংখ্যালঘুর' মধ্যে 'একটি জীবন-মরণ সংগ্রাম চলছে।'* আমাদের একের কাজ হ'ল অন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া! সত্যিই তাদের বেসামাল অবস্থা।

'সংখ্যালঘু'রা অভিযোগ করছেন, আমরা তাদের সুবিধাবাদী (নীতিহীন) বলি। কিন্তু তারা যদি নিজেদের কথার খেলাপ করেন, এদিক থেকে ওদিকে দোল খেতে থাকেন, অন্তহীন দোদুল্যমানতা আর সংশয়ে হাবুডুবু খান—তবে তাদের এছাড়া আর কী বলতে পারি? একজন যথার্থ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট কি যখন-তখন তার মতামত বদলাতে পারেন? একজন মানুষের রুমাল বদলানোর চেয়েও 'সংখ্যালঘুরা' তাদের মতামত ঘন ঘন বদলাতে থাকেন।

একজন মেকি মার্কসবাদী একগুঁয়েমির সঙ্গে দাবি করছেন, 'সংখ্যালঘু'রা হলেন চরিত্রের দিক থেকে খাঁটি প্রলেতারীয়। তাই কি? দেখাই যাক।

কাউটস্কি বলেছেন, 'শ্রমিকদের পক্ষে পার্টির নীতিতে উদ্বুদ্ধ হওয়া অনেক সহজ, তার পক্ষে তাৎক্ষণিক আবেগ এবং ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক স্বার্থ-নিরপেক্ষভাবে একটি নীতিসম্মত কর্মপন্থার প্রতি টান অনেক স্বাভাবিক।'**

কিন্তু 'সংখ্যালঘুদের' অবস্থাটা কী? তারা কি মুহূর্তের আবেগ ইত্যাদি নিরপেক্ষভাবে একটি নীতি গ্রহণে আগ্রহী? বরং ঠিক উল্টো: সব সময় তারা দ্বিধাগ্রস্ত, অন্তহীন দোদুল্যমানতায় দোলায়িত; একটি দৃঢ় নীতিসম্মত কর্মপন্থার প্রতি তাদের বিরাগ, বরং নীতিহীনতার প্রতিই তাদের অনুরাগ; মুহূর্তের ভাবাবেগেই চলেন তারা। আমরা ইতিমধ্যেই তার পরিচয় পেয়েছি।

কাউটস্কি বলেছেন,—শ্রমিকশ্রেণী পার্টি-শৃঙ্খলার অনুরাগী: 'একজন শ্রমিক যতক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে বিচ্ছিন্ন থাকেন ততক্ষণ তার কোনো গুরুত্বই নেই। তার শক্তি, তার অগ্রগতি, তার আশা আর আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণতই আসে সংগঠন থেকে...।' তারই জন্য ব্যক্তিগত সুবিধা বা ব্যক্তিগত গৌরববোধের দ্বারা তিনি বিভ্রান্ত হন না; 'যেকোনো পদে যেকোনো কাজই তাকে দেওয়া হোক না কেন সেই কাজই তিনি স্বেচ্ছামূলক

* 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট', প্রথম সংখ্যা, দ্রষ্টব্য।

** ইরফুর্ট প্রোগ্রাম, কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৮৮।

শৃঙ্খলাবোধের দ্বারা তার সমস্ত অনুভূতি ও চিন্তা দিয়ে সম্পাদন করে থাকেন।'*

কিন্তু 'সংখ্যালঘু'দের অবস্থাটা কী? তারাও কি শৃঙ্খলাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ? ঠিক উল্টো; পার্টি-শৃঙ্খলাকে তারা ঘৃণা করেন এবং তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করেন।** 'সংখ্যালঘুদের' নেতারাই তো প্রথম পার্টি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মনে করে দেখুন, 'আক্সেলরড, জাসুলিচ, স্তারোভার, মার্তভ এবং অন্যান্যরাই পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

কাউটস্কি বলেছেন, 'একজন বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। পার্টি-শৃঙ্খলা মেনে নেওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হয়, একমাত্র বাধ্য হয়েই তা তিনি মেনে চলেন, নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে নয়। সাধারণের জন্য শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন—কিন্তু বাছাই-করা লোকদের জন্য তার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখেন না এবং অতি অবশ্যই তিনি নিজেকে বাছাই-করা লোকদের একজন বলে গণ্য করেন···। একজন মহান বুদ্ধিজীবীর আদর্শ—এমন একজন বুদ্ধিজীবী যিনি মনে-প্রাণে শ্রমিকশ্রেণীর মানসিকতায় অনুপ্রাণিত ছিলেন,···যিনি যখন যে কাজ তাকে দেওয়া হ'ত সেই কাজই মাথা পেতে নিতেন, যিনি আমাদের মহান আদর্শের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিলেন,·· সংখ্যালঘুতে পরিণত হলে বুদ্ধিজীবীরা সাধারণতঃ যে মেরুদণ্ড-হীন হা-হুতাশে গা ভাসিয়ে দেন, যিনি তা ঘৃণাভরে পরিহার করতেন—এমন একজন বুদ্ধিজীবীর মহান আদর্শ হলেন—লাইবনিখ্‌ট। আমরা মার্কসের কথাও বলতে পারি, যিনি কখনও নিজেকে ঠেলে সামনে নিয়ে আসেননি এবং আন্তর্জাতিকে যদিও তিনি বহু সময়ই ছিলেন সংখ্যালঘুর মধ্যে তবু সেখানে তাঁর পার্টি-শৃঙ্খলাবোধ ছিল আদর্শস্থানীয়।'***

কিন্তু 'সংখ্যালঘুদের' অবস্থাটা কী? তারা কি এই 'শ্রমিকশ্রেণীর মানসিকতার কোনো প্রকাশ দেখান? তাদের আচরণ কি লাইবনিখ্‌ট এবং

*লেনিন: এক পা আগে, দুই পা পিছে, (পৃঃ ৯৩, ইং সং) যেখানে কাউটস্কির এই কথাগুলি উদ্ধৃত রয়েছে।

**লীগের কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য।

***লেনিন: এক পা আগে, দুই পা পিছে, (পৃঃ ৯৩, ইং সং) যেখানে কাউটস্কির এই লাইন কয়টি উদ্ধৃত রয়েছে।

মার্কসের আচরণের ধারে-কাছেও রয়েছে? বরং ঠিক উল্টো, 'সংখ্যালঘু'দের নেতারা আমাদের পবিত্র আদর্শের কাছে তাদের নিজেদের 'অহমিকা'কে নত করেননি; আমরা দেখেছি দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে যখন তারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছেন দেখতে পেলেন 'তখন থেকেই শুরু হ'ল এইসব নেতাদের মেরুদণ্ডহীন হা-হুতাশ'; আমরা দেখেছি এই নেতারাই কংগ্রেসের পর 'সম্মুখ সারির আসনের জন্য' হা-হুতাশ জুড়ে দিয়েছেন এবং শুধু ঐ আসনের জন্যই পার্টিতে একটা ভাঙ্গন ধরিয়েছিলেন।...

হে মাননীয় মেনশেভিকগণ, এই কি আপনাদের 'প্রলেতারীয় চরিত্র'?

তাহলে কেন কিছু কিছু শহরে শ্রমিকরা আমাদের সঙ্গে রয়েছে—এই হ'ল আমাদের কাছে মেনশেভিকদের প্রশ্ন।

হ্যাঁ, একথা সত্যি—কিছু কিছু শহরে শ্রমিকরা 'সংখ্যালঘুদের' সঙ্গে রয়েছে, কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণিত হয় না। শ্রমিকরা তো কিছু কিছু শহরে শোধনবাদীদের (যেমন জার্মানিতে সুবিধাবাদীদের) সঙ্গেও রয়েছে, কিন্তু তাতে এটা প্রমাণিত হয় না যে তাদের অবস্থানটা প্রলেতারিয়ান; তাতে প্রমাণিত হচ্ছে না যে তারা সুবিধাবাদী নয়। একদা একটি কাক একটি গোলাপ ফুল দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু তাতে প্রমাণিত হয় না যে কাকটা একটা বুলবুলি। এটা প্রবাদ হিসাবে অকারণে বলা হয় না:

কুড়িয়ে পেয়ে গোলাপ কলি,
কাক বলে, আমি বুলবুলি।

এটা তাহলে এখন পরিষ্কার যে **কী কী বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে** পার্টিতে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। এটাও স্পষ্ট, আমাদের পার্টিতে দু'টি চিন্তাধারা দেখা দিয়েছে: একটি চিন্তাধারা হ'ল **শ্রমিকশ্রেণীসুলভ দৃঢ়তার** এবং অন্যটি **বুদ্ধিজীবীসুলভ দোদুল্যমানতার**। আর এই বুদ্ধিজীবীসুলভ দোদুল্যমানতার প্রকাশই দেখা যাচ্ছে বর্তমান 'সংখ্যালঘুদের' মধ্যে। 'তিফলিস কমিটি' এবং তার 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট' হচ্ছে এই 'সংখ্যালঘুদের'ই একান্ত বাধ্য ক্রীতদাস।

এটা হ'ল আসল কথা।

একথা সত্য, আমাদের মেকি মার্কসবাদীরা প্রায়ই চীৎকার করে বলে থাকেন 'বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতার' তারা ঘোর বিরোধী এবং তারা 'সংখ্যা-

গুরুদের' বিরুদ্ধে 'বুদ্ধিজীবীসুলভ দোদুল্যমানতার' অভিযোগ আনেন। কিন্তু এতে আমাদের শুধু সেই চোরের কথাটিই মনে পড়ে যে নিজে টাকা চুরি করে —'চোর, চোর' বলে চীৎকার জুড়ে দিয়েছিল।

তাছাড়া, এ তো জানা কথা, যে-দাঁতে ব্যথা থাকে, জিভটা সব সময় তার দিকেই যায়।

রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির
ককেশাস ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
পুস্তিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত ;
মে, ১৯০৫

সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং আমাদের রণকৌশল

বিপ্লবী আন্দোলন 'এর মধ্যেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে আবশ্যিক করে তুলেছে' —আমাদের পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে ব্যক্ত এই অভিমতটি দিনের পর দিন যথার্থ বলে বেশি বেশি করে প্রমাণিত হচ্ছে। বিপ্লবের অগ্নিশিখা ক্রমবর্ধমান তীব্রতায় জ্বলে উঠছে, কখনও এখানে কখনও ওখানে আঞ্চলিক অভ্যুত্থান ফেটে পড়ছে। লদ্জ (Lodz)-এ তিনদিন ধরে ব্যারিকেড এবং রাস্তায় রাস্তায় লড়াই, আইভা-নোভোভজনেসেন্‌স্ক-এ শত-সহস্র শ্রমিকের ধর্মঘট এবং সৈন্যদলের সঙ্গে তাদের অনিবার্য রক্তাক্ত সংঘর্ষ, ওডেসায় অভ্যুত্থান, কৃষ্ণ সাগর নৌবাহিনীতে (Black Sea Fleet) এবং লিবাউ-এর নৌবাহিনীর ডিপোতে 'বিদ্রোহ' এবং তিফলিসে 'সপ্তাহ'—এই সবকিছু হ'ল প্রত্যাসন্ন ঝড়ের সূচনা। ঝড় আসছে, দুর্নিবারভাবে আসছে, রাশিয়ায় তা যেকোনো দিন ফেটে পড়বে আর দুরন্ত বন্যার সর্বপ্লাবী প্রবাহে যা কিছু পুরাতন, যা কিছু জীর্ণ, নিঃশেষে সে সবকিছুকে মুছে ফেলবে, মুছে ফেলবে সেই স্বৈরাচারের কলঙ্ককে যে স্বৈরাচার যুগ যুগ ধরে রাশিয়ান জনগণকে নিপীড়িত করেছে। জারতন্ত্রের সর্বশেষ প্রক্ষেপের আস্ফালন—সর্ব-প্রকার নিপীড়নের তীব্রতম প্রয়োগ, অর্ধেক দেশ জুড়ে সামরিক আইন ঘোষণা এবং ফাঁসিকাঠের বহুগুণ সংখ্যাবৃদ্ধি—এই সবকিছুর পাশাপাশি লিবারেলদের উদ্দেশ্যে ঘোষিত হচ্ছে মনোহরণ বাক্যচ্ছটা আর সংস্কারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি—কিন্তু এর কোনোটাই জারতন্ত্রকে ইতিহাস-নির্দেশিত ভবিতব্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। স্বৈরতন্ত্রের দিন ঘনিয়ে এসেছে ; ঝড় আসছে অনিবার্য গতিতে। একটা নূতন সমাজব্যবস্থা এর মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে সমগ্র জনগণের স্বাগত অভিনন্দন ধ্বনির মধ্য দিয়ে নব বিধান ও নব জীবনের প্রত্যাশা নিয়ে।

এই প্রত্যাসন্ন ঝড় আমাদের পার্টির সামনে কী কী নূতন প্রশ্ন তুলে ধরেছে ? জীবনের নূতনতর দাবির সঙ্গে তাল রেখে আমাদের সংগঠন ও রণকৌশলকে কিভাবে আমরা পুনর্বিন্যস্ত করব যাতে আমরা এই অভ্যুত্থানে—এমন এক অভ্যুত্থান যা বিপ্লবেরই আবশ্যিক ভূমিকামাত্র—তাতে আরো বেশি সক্রিয় আরো বেশি সংগঠিতভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারব ? এই অভ্যুত্থানকে পরিচালনার জন্য আমরা যারা শ্রেণীর নেতৃত্বশীল সংস্থা, যারা কেবল অগ্রণী

বাহিনীই নই, বিপ্লবের মূল চালিকশাক্তিও বটে—আমরা কি বিশেষ বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করব, না বর্তমান পার্টি সংগঠনই এক্ষেত্রে যথেষ্ট ?

এই প্রশ্নগুলো পার্টির সামনে এসে হাজির হয়েছে আর এই ক'মাস ধরে তার আশু সমাধান দাবি করছে। যারা 'স্বতঃস্ফূর্ততার' পূজারী, পার্টির লক্ষ্যকে যারা শুধুমাত্র জীবনের গতিধারার পেছনে পেছনে চলার পর্যায়ে অধঃপাতিত করেছে, যারা নেতৃত্বশীল শ্রেণী-সচেতন সংস্থা হিসাবে সামনে দাঁড়িয়ে কর্তব্য পালন করার পরিবর্তে লেজুড়বৃত্তি করছে, এসব প্রশ্ন তাদের কাছে আদৌ বিচার্যই নয়। তারা বলছে, অভ্যুত্থান হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত, তাকে সংগঠিত করা, প্রস্তুত করা অসম্ভব ব্যাপার। প্রতিটি পূর্ব-প্রস্তুত কাজের পরিকল্পনাই হচ্ছে কল্পনাবিলাস, নিছক পণ্ডশ্রম,—সমাজজীবন অনুসরণ করে তার নিজস্ব ধারা, বয়ে চলে অজানা পথে যা আমাদের সকল পরিকল্পনাকেই ভেঙে দেবে। তারা যেকোনো 'পরিকল্পনারই' বিরোধী—কারণ, তা 'চেতনার' প্রকাশ, 'স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা' তা নয়। সুতরাং তারা বলছেন, আমাদের কর্তব্য হ'ল জনগণের অভ্যুত্থান ও 'সশস্ত্র আত্মসজ্জা'-র চিন্তার সপক্ষে প্রচার-অভিযানের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা, আমাদের কর্তব্য হ'ল কেবল 'রাজনৈতিকভাবে পরিচালনা' করা ; 'প্রযুক্তিগত' দিক থেকে অভ্যুত্থানীদের পরিচালনার দায়িত্ব যার খুশি সে-ই নিক।

কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা তো এ ধরনের পরিচালনা আগাগোড়াই করে এসেছি !—জবাবে একথা বলেছেন 'খ্‌ভোস্‌তিস্‌ত নীতির' বিরোধীরা। ব্যাপক আন্দোলন ও প্রচারকার্য পরিচালনা করা, শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। এতে কোনো প্রশ্নই নেই। কিন্তু শুধু এসব সাধারণ কর্তব্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ হ'ল জীবন আমাদের সামনে সরাসরি যে প্রশ্ন এনে হাজির করেছে, হয় তার উত্তর এড়িয়ে যাওয়া, আর নয়তো দ্রুত বিকাশমান বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজনানুসারে আমাদের রণ-কৌশলকে খাপ খাইয়ে নিতে চূড়ান্ত অক্ষমতা দেখানো। আমরা অবশ্যই এখন রাজনৈতিক বিক্ষোভকে দশগুণ তীব্র করে তুলব, শুধু শ্রমিকশ্রেণী নয় 'জনগণের' বিভিন্ন স্তরের যে মানুষেরা ক্রমশঃ বিপ্লবে যোগদান করছে তাদের উপরেও আমরা আমাদের প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করব। জনসাধারণের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই অভ্যুত্থান যে প্রয়োজন—এই ভাবনাকে আমরা জনপ্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করব। কিন্তু একমাত্র এরই মধ্যে আমরা নিজেদের

সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না। নিজের শ্রেণী-সংগ্রামের উদ্দেশ্যে আসন্ন বিপ্লবকে কাজে লাগাতে শ্রমিকশ্রেণী যাতে সমর্থ হয়, এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনে—যে ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের জন্য পরবর্তী সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি নিশ্চয়তা এনে দেবে তেমন এক ব্যবস্থা স্থাপনে—শ্রমিকশ্রেণী যাতে সমর্থ হয় তারই জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে—যে শ্রমিকশ্রেণীর চারপাশে আজ জারের বিরোধীরা এসে সমবেত হচ্ছে—সেই শ্রমিকশ্রেণীকে শুধু সংগ্রামের কেন্দ্র হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে অভ্যুত্থানের নেতা ও পথপ্রদর্শক। শ্রমিকশ্রেণীর সামনে জীবন আজ যে নূতন কর্তব্যগুলো এনে হাজির করেছে তা হ'ল **সমগ্র রাশিয়াব্যাপী অভ্যুত্থানের এই প্রযুক্তিগত পরিচালনার আয়োজন করা এবং সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা।** আর আমাদের পার্টি যদি শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত রাজনৈতিক নেতা হতে চায়—তাহলে এই নতুন কর্তব্যগুলো তা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না।

আর তাহলে, এই লক্ষ্য সাধনের জন্য আমাদের কী করা উচিত? আমাদের প্রথম পদক্ষেপগুলোই বা কী হওয়া উচিত?

আমাদের বহু সংগঠন এর মাঝেই এই প্রশ্নের উত্তর বাস্তবে দিয়ে দিয়েছেন তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের একটা অংশকে শ্রমিকশ্রেণীকে সশস্ত্র করে তোলার কাজে নিয়োজিত করার নির্দেশদানের মধ্য দিয়ে। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম এমন একটা পর্যায়ে প্রবেশ করেছে যখন সশস্ত্র হয়ে ওঠার প্রয়োজনটা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু অস্ত্রসজ্জার প্রয়োজনের নিছক উপলব্ধিটাই যথেষ্ট নয়—**বাস্তব কাজগুলো সরাসরি এবং পরিষ্কারভাবে পার্টির সামনে উত্থাপন করতেই হবে।** সুতরাং আমাদের কমিটিগুলোকে কালবিলম্ব না করে এখনই আঞ্চলিকভাবে জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত করতে এগিয়ে যেতে হবে, বিশেষ বিশেষ গ্রুপ গঠন করতে হবে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, জেলায় জেলায় অস্ত্র সংগ্রহের জন্য গ্রুপ গড়ে তুলতে হবে, নানাধরনের বিস্ফোরক উৎপাদনের জন্য কারখানা সংগঠিত করতে হবে, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অস্ত্রাগার ও বারুদ কারখানাগুলো দখল করার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। নতুন ইসক্রার পরামর্শ মতো আমরা শুধু জনগণকে 'সশস্ত্র আত্মসজ্জার জলন্ত কামনায়' সজ্জিত করব না, তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস আমাদের ওপর অবশ্য কর্তব্য হিসাবে 'শ্রমিকশ্রেণীকে অস্ত্রসজ্জিত করে তোলার কাজে সবচেয়ে সক্রিয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের' যে দায়িত্ব দিয়েছে তাও পালন করব। অস্ত্র

যেকোনো ক্ষেত্রের চেয়ে এক্ষেত্রে যে অংশটি পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে (যদি তারা এই অস্ত্রসজ্জিত করার ব্যাপারে ঐকান্তিক হয় এবং নিছক 'সশস্ত্র আত্মসজ্জার অলস কামনার' কথা বলেই ক্ষান্ত না হয়), তবে তাদের সঙ্গে একমত হওয়া সহজতর হবে। ঠিক একইভাবে জাতীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে—যেমন, আর্মেনিয়ান ফেডারেলপন্থী এবং অন্যান্য যারা একই লক্ষ্য বেছে নিয়েছেন, সেগুলোর সঙ্গে—ঐক্য স্থাপন সহজতর হবে। এ-রকম একটা প্রচেষ্টা বাকুতে এর মধ্যেই শুরু হয়েছে, ওখানে ফেব্রুয়ারি-হত্যাকাণ্ডের পর আমাদের কমিটি, বালাখানি-বিবি-এইবাত (Balakhany-Bibi-Eibat) গোষ্ঠী এবং গ্‌ণচক (Gnchak) কমিটি[৩৯] নিজেরা অস্ত্র সংগ্রহের জন্য একটি সংগঠনী কমিটি গঠন করেছে। এই কঠিন এবং দায়িত্বশীল কাজটি যুক্ত উদ্যোগে সংগঠিত করা একান্ত আবশ্যক এবং আমরা বিশ্বাস রাখি এই বিষয়ে সমস্ত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শক্তিগুলোর মিলিত হবার পথে উপদলীয় স্বার্থ কোনো বাধা হয়ে দেখা দেবে না।

অস্ত্রশস্ত্রের মজুত বাড়ানো, সেগুলো সংগ্রহ ও তৈরি করার ব্যবস্থা ছাড়াও যে-সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে তার সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সব ধরনের জঙ্গী দল গঠন করার কাজে সর্বাপেক্ষা গভীর মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কোনো অবস্থাতেই সরাসরি জনগণের মধ্যে অস্ত্র বিলি করে দেবার মতো কাজটি করা চলবে না। যেহেতু আমাদের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ এবং পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে অস্ত্রপাতি লুকিয়ে রাখা অত্যন্ত কঠিন, আমাদের পক্ষে জন-গণের উল্লেখযোগ্য কোনো অংশকেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে তোলা সম্ভব হবে না,—এবং আমাদের সকল চেষ্টাই নষ্ট হয়ে যাবে। যখন আমরা একটা স্বতন্ত্র জঙ্গী সংগঠন গড়ে তুলব তখন সেটা সম্পূর্ণ অন্য কথা হবে। আমাদের জঙ্গী বাহিনীগুলো তাদের অস্ত্রশস্ত্র চালানো শিখে নেবে এবং অভ্যুত্থানের সময়ে—সে অভ্যুত্থান স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটুক বা পূর্ব-প্রস্তুতির ফলেই সংঘটিত হোক—তারাই হয়ে উঠবে প্রধান এবং নেতৃস্থানীয় বাহিনী, যাদের চারপাশে বিদ্রোহী জনগণ সমবেত হবে এবং যাদের নেতৃত্বে তারা রণক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে। তাদের অভিজ্ঞতা ও সংগঠনের জন্য এবং যেহেতু তারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত—সেই জন্য তাদের পক্ষে বিদ্রোহী জনগণের সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভবপর হবে এবং এভাবে সমগ্র জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত করা এবং পূর্ব-পরিকল্পিত অভিযান কার্যকর করার আশু লক্ষ্য অর্জন করা যাবে। তারা দ্রুত বিভিন্ন অস্ত্রাগার,

সরকারী ও বেসরকারী দপ্তর, ডাকঘর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি দখল করে নেবে—যা বিপ্লবের অধিকতর বিকাশের জন্য প্রয়োজন হবে।

কিন্তু এই জঙ্গী বাহিনীগুলোর প্রয়োজন সারা শহরে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়লে পরই যে কেবল দেখা দেবে তা নয়, অভ্যুত্থানের প্রাক্কালেও তাদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ হবে না। গত ছ'মাস ধরে এটা আমাদের কাছে প্রশ্নাতীতভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে স্বৈরতন্ত্র জনসাধারণের সকল শ্রেণীর দৃষ্টিতেই নিজেকে হেয় প্রমাণিত করেছে, পেশাদার গুণ্ডাদল এবং তাতারদের মধ্যকার অজ্ঞ ও গোঁড়া লোকদের মতো দেশের সকল অন্ধকারের শক্তিগুলিকে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সমবেত করতে সে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে। পুলিশ কর্তৃক অস্ত্রসজ্জিত ও সুরক্ষিত হয়ে তারা জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করে তুলছে এবং মুক্তিযুদ্ধের সামনে একটি উত্তেজনাময় পরিবেশ সৃষ্টি করছে। আমাদের জঙ্গী বাহিনীসমূহকে ঐসব অন্ধকারের শক্তিগুলির অপপ্রয়াসকে যথাযোগ্যভাবে প্রতিরোধ করার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এদের কাজকর্মের ফলে যে ক্রোধ ও প্রতিরোধ দেখা দেবে তাকে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করতে হবে। যেকোনো মুহূর্তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে এবং জনগণের সম্মুখভাগে নিজেদের স্থান গ্রহণ করতে প্রস্তুত আমাদের এই সব সশস্ত্র বাহিনী—'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডস এবং সাধারণভাবে সরকারের পরিচালনাধীন সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধেই সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য' তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছে—তা সহজেই পূরণ করতে পারবে ('বিপ্লবের প্রাক্কালে সরকারের কৌশলের প্রতি মনোভাব সম্পর্কিত প্রস্তাব'—'ঘোষণা'টি দেখুন)।[৪০]

জঙ্গী বাহিনীগুলোর এবং সাধারণভাবে সামরিক-প্রযুক্তিগত সংগঠনগুলোর অন্যতম প্রধান কর্তব্য হ'ল নিজ নিজ জেলাগত ভিত্তিতে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা রচনা করা এবং সমগ্র রাশিয়া জুড়ে পার্টিকেন্দ্রের রচিত পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা। শত্রুর দুর্বলতম স্থানগুলো সঠিকভাবে খুঁজে বের করা, কোন্ কোন্ বিন্দু থেকে তার উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে তা বেছে নেওয়া, সমস্ত শক্তিকে জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া এবং শহরের ভূসংস্থানের বিশেষ বিবরণ গভীরভাবে অধ্যয়ন করা—এসব কিছু আগেভাগেই করে রাখতে হবে যাতে যেকোনো পরিস্থিতিতেই হঠাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় আমরা না পড়ি। আমাদের সংগঠনের এই দিকটির কার্যকলাপের বিস্তারিত বিশ্লেষণ

এখানে নিতান্তই অসঙ্গত। জঙ্গী কার্যকলাপ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সামরিক-প্রযুক্তিগত শিক্ষার ব্যাপকতম প্রসার ঘটাতে হবে—যা রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চালনার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পার্টির মধ্যে সামরিক বাহিনীর যেসব লোক রয়েছেন তাদের কাজে লাগাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের সেই সব কমরেডদেরও কাজে লাগাতে হবে যারা তাদের স্বাভাবিক প্রতিভা ও প্রবণতার জন্য এক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবেন।

অভ্যুত্থানের জন্য কেবল এই ধরনের পরিপূর্ণ প্রস্তুতিই পারে জনগণ আর স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে আসন্ন সংগ্রামে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নেতৃত্বের ভূমিকা সুনিশ্চিত করতে।

কেবল পরিপূর্ণ সংগ্রামী প্রস্তুতির দ্বারাই শ্রমিকশ্রেণী পারে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষগুলোকে জার সরকারের পরিবর্তে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক দেশজোড়া অভ্যুত্থানে পরিণত করতে।

'খ্‌ভোস্‌তিস্‌ত নীতির' সমর্থকদের অপচেষ্টা সত্ত্বেও, সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী অভ্যুত্থানের প্রযুক্তিগত এবং রাজনৈতিক এই উভয়বিধ নেতৃত্ব নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। আসন্ন বিপ্লবকে আমাদের শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থে কাজে লাগাবার দিক থেকে এই নেতৃত্ব হ'ল একটি অপরিহার্য শর্ত।

প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা
(দি প্রলেটারিয়েন স্ট্রাগল), দশম সংখ্যা,
১৫ই জুলাই, ১৯০৫
স্বাক্ষরবিহীন

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি[৪১]

১

জনগণের বিপ্লব জোরদার হয়ে উঠছে। শ্রমিকশ্রেণী সশস্ত্র হয়ে উঠছে এবং বিপ্লবের পতাকা তুলে ধরছে। কৃষকেরা শিরদাঁড়া সোজা করে শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। সে সময় আর খুব দূরে নয় যখন সাধারণ অভ্যুত্থান ফেটে পড়বে এবং ঘৃণিত জারের ঘৃণিত সিংহাসনকে 'পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলবে।' জারের সরকারের উচ্ছেদ সাধিত হবে। আর তার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠবে বিপ্লবের সরকার, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার, যা অন্ধকারের অশুভ শক্তিগুলোকে নিরস্ত্র করবে, অস্ত্র তুলে দেবে জনগণের হাতে আর অবিলম্বে আহ্বান করবে একটি গণপরিষদ। এভাবে জারের শাসনের স্থলে দেখা দেবে জনগণের শাসন। জনগণের বিপ্লব এই পথ ধরেই এখন এগিয়ে চলেছে।

অস্থায়ী সরকার কী কী করবে?

তাকে অশুভ শক্তিগুলোকে নিরস্ত্র করতে হবে, বিপ্লবের শত্রুদের দমন করতে হবে যাতে তারা জারের স্বৈরতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে না পারে। তাকে সশস্ত্র করে তুলতে হবে জনগণকে এবং বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে। বাক্-স্বাধীনতা, প্রকাশনার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি তাকে প্রবর্তন করতে হবে। পরোক্ষ কর তুলে দিতে হবে, একটি প্রগতিশীল মুনাফা কর এবং প্রগতিশীল মৃত্যু কর প্রবর্তন করতে হবে। তাকে সংগঠিত করতে হবে কৃষকদের কমিটি যা গ্রামাঞ্চলের ভূমিসংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান করবে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদা থেকে গীর্জাকে অপসারিত করতে হবে এবং শিক্ষাকে করতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ।...

এই সাধারণ দাবিগুলোর সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী সরকারকে অবশ্যই শ্রমিকদের শ্রেণী-দাবিগুলোও পূরণ করতে হবে: ধর্মঘটের স্বাধীনতা এবং ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার স্বাধীনতা, আট ঘণ্টা কাজের দিন, শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় বীমা, শ্রমের স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থা, 'শ্রম-বিনিময় কেন্দ্র' স্থাপন ইত্যাদি।

সংক্ষেপে, অস্থায়ী সরকারকে পরিপূর্ণভাবে আমাদের নিম্নতম কর্মসূচীটি*

---

* নিম্নতম কর্মসূচীর জন্য 'রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে ঘোষণাটি' দেখুন।

কার্যকরী করতে হবে এবং অবিলম্বে একটি জনপ্রিয় গণপরিষদ আহ্বান করতে হবে যা সমাজজীবনে সাধিত পরিবর্তনগুলোকে 'স্থায়ী' আইনসম্মত রূপদান করবে।

অস্থায়ী সরকার কাদের নিয়ে গঠিত হবে?

বিপ্লব ঘটাবে জনগণ আর জনগণ হ'ল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকেরা। স্পষ্টতঃ, তারাই বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবার কর্তব্যভার গ্রহণ করবে, প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন করবে, জনগণকে সশস্ত্র করে তোলা ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করবে। এসব কাজ করতে হলে যারা শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকদের স্বার্থ-রক্ষায় সক্ষম তাদের নিয়েই অস্থায়ী সরকার গঠিত হবে। লড়াইয়ের ময়দানে শ্রমিক আর কৃষকেরাই নিজেদের বুকের রক্ত ঝরাবে—সুতরাং, পরিষ্কার কথা, অস্থায়ী সরকারেও তাদেরই প্রাধান্য থাকবে।

আমাদের বলা হচ্ছে, এ সবই ঠিক কথা; কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে স্বার্থের মিল কোথায়?

মিল আছে ভূমিদাস প্রথার শেষাবশেষের বিরুদ্ধে তাদের অভিন্ন ঘৃণায়, মিল আছে জারের সরকারের বিরুদ্ধে তাদের জীবন-মরণ সংগ্রামে এবং মিল আছে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের জন্য তাদের অভিন্ন কামনায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি—এই সত্যকে আমরা ভুলে যেতে পারি না।

এই পার্থক্যগুলো কী কী?

শ্রমিকশ্রেণী হ'ল ব্যক্তিগত সম্পত্তির শত্রু। শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থাকে ঘৃণা করে; তারা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র চায় শুধুমাত্র তাদের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে বুর্জোয়া রাজত্বকে উচ্ছেদ করার জন্য। অথচ কৃষকেরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে বাঁধা, বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গে বাঁধা; তারা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র চায় বুর্জোয়া শাসনের ভিত্তিগুলোকে জোরদার করার জন্য।

তাই একথা বলার প্রয়োজন নেই যে কৃষকসমাজ* মাত্র ততটা পর্যন্তই শ্রমিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে যাবে যতটা পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী চাইবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস করে দিতে। অন্যদিকে, এটাও পরিষ্কার যে কৃষকেরা শ্রমিকশ্রেণীকে একমাত্র ততটা পর্যন্তই সমর্থন করবে যতটা পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী স্বৈরতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে চাইবে। কৃষক বিপ্লব হ'ল বুর্জোয়া বিপ্লব অর্থাৎ তা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে

* পেটি বুর্জোয়াশ্রেণী।

ঘা দেয় না, সুতরাং এখন কৃষকদের তাদের অস্ত্রগুলো শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বর্তমান বিপ্লব সম্পূর্ণভাবে জারের শাসনকে ধ্বংস করে দেবে আর তাই কৃষকদের স্বার্থ হ'ল দৃঢ়ভাবে বিপ্লবের পরিচালক-শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যোগদান করা। একথাও পরিষ্কার যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ হ'ল কৃষকদের সমর্থন করা এবং তাদের সঙ্গে যুক্তভাবে সাধারণ শত্রু—জারের সরকারকে আক্রমণ করা। মহান এঙ্গেলস একথা অকারণে বলেননি যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের আগে শ্রমিকশ্রেণী পেটি বুর্জোয়াশ্রেণী:কে সঙ্গে নিয়েই বর্তমান ব্যবস্থাকে আক্রমণ করবে।* যতদিন না বিপ্লবের শত্রুরা সম্পূর্ণ খর্ব হচ্ছে ততদিন আমাদের বিজয়কে যদি বিজয় বলা না যায়, যদি অস্থায়ী সরকারের কর্তব্য হয় শত্রুকে খর্ব এবং জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত করা, যদি অস্থায়ী সরকারের অবশ্য করণীয় কর্তব্য হয় বিজয়কে সুসংহত করা তা-হলে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে পেটি বুর্জোয়াগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষকদের গ্রহণ করার সঙ্গে অস্থায়ী সরকারকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষক প্রতিনিধি-বৃন্দকেও। বিপ্লবের নেতা হিসাবে কাজ করার পর যদি শ্রমিকশ্রেণী পেটি বুর্জোয়াগোষ্ঠীর হাতে বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয়, তাহলে সেটা হবে নিছক পাগলামো, নিজের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা। এটা অবশ্যই ভুলে গেলে চলবে না যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির শত্রু হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব একটি পার্টি থাকবেই এবং একটি মুহূর্তের জন্যও নিজের পথ থেকে সে সরে দাঁড়াবে না।

অন্য কথায়, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজ তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় জার সরকারের অবসান ঘটাবে; তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় বিপ্লবের শত্রুদের দমন করবে এবং ঠিক এই কারণেই শুধু কৃষ:করা নয় শ্রমিকশ্রেণীও তাদের স্বার্থের রক্ষকদের—সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের—অস্থায়ী সরকার চাইবে।

এটা এতই পরিষ্কার যে এ নিয়ে কথা বলা অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়।

কিন্তু এখানে প্রবেশ ঘটছে 'সংখ্যালঘু'দের এবং এ বিষয়ে সংশয় রয়েছে বলে তারা একগুঁয়ের মতো বলেই চলেছেন: অস্থায়ী সরকারে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির প্রতিনিধিত্ব অশোভন এবং তা নীতি-বিরুদ্ধ।

---

*ইসক্রা, ৯৬তম সংখ্যা; এই অংশটুকু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটএর পঞ্চম সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে; দ্রষ্টব্য: 'ডিমোক্র্যাসি এ্যাণ্ড সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি'।

প্রশ্নটা বিচার করা যাক। 'সংখ্যালঘু'দের যুক্তিগুলো কী কী? সর্বপ্রথম, তারা আমস্টারডাম কংগ্রেসের[৪২] কথা বলছেন। এই কংগ্রেস জাউরেশবাদ (Jaureism)-এর বিরোধিতা করে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে বুর্জোয়া সরকারে সমাজতন্ত্রীদের প্রতিনিধিত্ব চাওয়া উচিত নয় এবং যেহেতু অস্থায়ী সরকার হবে বুর্জোয়া সরকার, আমাদের পক্ষে তাতে প্রতিনিধিত্ব করা অসঙ্গত হবে। এই হ'ল 'সংখ্যালঘু'দের যুক্তি—একথা তারা বুঝতেই পারছেন না যে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে পাঠশালার ছাত্রের মতো এভাবে ব্যাখ্যা করলে আমাদের পক্ষে বিপ্লবে যোগ দেওয়াই চলে না। 'সংখ্যালঘু'দের যুক্তিটা হ'ল এই রকমের: আমরা হলাম বুর্জোয়াশ্রেণীর শত্রু; বর্তমান বিপ্লব হ'ল বুর্জোয়া বিপ্লব—সুতরাং বিপ্লবে অংশগ্রহণ করাই আমাদের উচিত নয়! এই পথেই 'সংখ্যালঘু'দের যুক্তি আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে। কিন্তু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি বলছে—আমরা শ্রমিকেরা বর্তমান বিপ্লবে শুধু যে যোগই দেব তা নয় বরং দাঁড়াব তার সম্মুখভাগে, তাকে পরিচালনা করব এবং নিয়ে যাব তাকে শেষ সীমা পর্যন্ত। কিন্তু বিপ্লবকে তার শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে যদি আমরা অস্থায়ী সরকারে না থাকি। স্পষ্টতঃ, 'সংখ্যালঘু'দের যুক্তিটির দাঁড়াবার মতো পা নেই। দু'টির একটিই হতে পারে: হয় আমরা লিবারেলদের অনুকরণ করে বিপ্লবের নেতা যে শ্রমিকশ্রেণী এই চিন্তাটাই বাতিল করে দেব এবং সেক্ষেত্রে অস্থায়ী সরকারে আমাদের যোগদানের প্রশ্ন এমনিতেই ওঠে না; আর নয়তো আমাদের খোলাখুলি এই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক চিন্তাটি স্বীকার করে নিতে হবে এবং সেই সঙ্গে অস্থায়ী সরকারে যোগদানের প্রশ্নটির প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করে নিতে হবে। 'সংখ্যালঘুরা' কিন্তু দুই পক্ষের একটিকেও ছেড়ে দিতে চান না; তারা একই সঙ্গে লিবারেল এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দুই-ই হতে চান। কী নির্মমভাবেই না তারা নিরপরাধ যুক্তিশাস্ত্রের উপর বলাৎকার করে চলেছেন।…

আমস্টারডাম কংগ্রেসের মনে কিন্তু ছিল ফ্রান্সের স্থায়ী সরকারের কথা, একটা অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের কথা নয়। ফ্রান্সের সরকার হ'ল একটি প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল সরকার: তা রক্ষা করে প্রাচীনকে, বিরোধিতা করে নূতনের—একথা না বললেও চলে যে যথার্থ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা এমন একটা সরকারে যোগ দিতে পারেন না। কিন্তু অস্থায়ী সরকার হ'ল বিপ্লবী ও প্রগতিশীল; তা পুরাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, নবীনের

জন্য পথ করে দেয়, তা বিপ্লবের স্বার্থ সাধন করে—এবং একথা না বললেও চলে যে যথার্থ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা এমন একটা সরকারে যোগ দেবেন এবং বিপ্লবের লক্ষ্যকে সংহত করার জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন। তাহলে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে—দু'টি হ'ল স্বতন্ত্র ব্যাপার। ফলে, 'সংখ্যালঘুদের' পক্ষে আমস্টারডাম কংগ্রেসকে আঁকড়ে ধরা অর্থহীন: তা তাদের রক্ষা করবে না।

স্পষ্টতঃ, 'সংখ্যালঘুরা' নিজেরাও এটা বুঝতে পারছেন আর তাই অন্য একটা যুক্তি হাজির করেছেন: মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মতবৈচিত্র্যের শরণ নিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট একগুঁয়েভাবে বলেই চলেছে যে মার্কস ও এঙ্গেলস অস্থায়ী সরকারে যোগদানের চিন্তাকে 'জোরের সঙ্গে বাতিল করে দিয়েছেন'। কিন্তু কোথায় এবং কখন তারা তা বাতিল করেছেন? উদাহরণ হিসাবে, মার্কস কী বলেছেন? মার্কসের বক্তব্য হিসাবে বলা হয়েছে যে '......গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়াগোষ্ঠী...শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষা দিচ্ছে...এমন একটা বিরাট বিরোধী পার্টি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যা গণতান্ত্রিক পার্টির মধ্যকার সমস্ত মতবৈচিত্র্যকে স্থান করে দেবে...' এবং 'এ ধরনের একটা সমাবেশ পুরোপুরি হয়ে দাঁড়াবে তাদের (পেটি বুর্জোয়াদের) পক্ষে সুবিধাজনক এবং শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অসুবিধাজনক,'* ইত্যাদি।[৪৩] সংক্ষেপে, শ্রমিক-শ্রেণীর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভিত্তিক পার্টি থাকবে। 'হে বিজ্ঞ সমালোচক', বলুন তো কে তার বিরোধী? কেন আপনারা হাওয়াকলের দিকে তেড়ে গিয়ে এই লম্ফঝম্প করছেন? কেন আপনারা হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করছেন?

তা সত্ত্বেও, এই 'সমালোচক' মার্কস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই চলেছেন। 'একটি সাধারণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ মৈত্রীর প্রয়োজন হয় না। যখন এ-রকম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করতে হয়, উভয় দলের স্বার্থই অভিন্ন হয়ে পড়ে, এবং......একমাত্র ঐ মুহূর্তের জন্যই স্থায়ী বলে গণ্য এই সংযোগটুকু নিজের থেকেই দেখা দেয়...সংগ্রাম চলাকালে এবং সংগ্রামের পর শ্রমিকদের উচিত প্রতিটি সুযোগেই তাদের নিজেদের প্রয়োজন-গুলোর (তার বলা উচিত ছিল দাবিগুলোর) কথা বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রয়োজনগুলোর (দাবিগুলোর) কথার সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরা...এক কথায়, বিজয়ের প্রথম মুহূর্ত থেকে, অবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা দরকার...শ্রমিকদের

*'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট', পঞ্চম সংখ্যা দেখুন।

পূর্বতন মিত্রদের বিরুদ্ধে, সেই পার্টিটির বিরুদ্ধে যা শুধু নিজের জন্যই সাধারণ বিজয়টাকে কাজে লাগাতে চায়।'* অন্য কথায়, শ্রমিকশ্রেণীর উচিত তার নিজের রাস্তায় চলা এবং পেটি বুর্জোয়াদের ততটাই সমর্থন করা যতটা তাদের নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় না। হে আজব 'সমালোচক', কে এ-কথার বিরোধিতা করছে? কেনই বা আপনাকে মার্কসের কথার উল্লেখ করতে হচ্ছে? মার্কস কি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার সম্পর্কে কিছু বলেছেন? একটি কথাও না। মার্কস কি একথা বলেছেন যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় একটা অস্থায়ী সরকারে যোগদান আমাদের নীতির বিরোধী? একটি কথাও না। কেন তাহলে আমাদের লেখকমশাই এ-রকম বালসুলভ উল্লাসে মেতে উঠছেন? কোন্ গহ্বর থেকে তিনি খুঁজে পেলেন আমাদের আর মার্কসের মধ্যে 'নীতিগত বিরুদ্ধতা'? বেচারা 'সমালোচক'! তিনি এ রকম একটা বিরুদ্ধতা খুঁজে পাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছেন, কিন্তু তার কী আফসোসের কথা—কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

মেনশেভিকদের মতে এঙ্গেলস কী বলেছেন? দেখা যাচ্ছে তুরাতির কাছে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলছেন,—ইতালিতে আসন্ন বিপ্লবটি হবে একটা পেটি বুর্জোয়া বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়; নিজের বিজয়ের পূর্বে শ্রমিক-শ্রেণীর কর্তব্য হ'ল পেটি বুর্জোয়াগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে প্রচলিত রাজত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কিন্তু নিজস্ব একটি পার্টি তার অতি অবশ্যই চাই; বিপ্লবের বিজয়ের পর নতুন সরকারে যোগদান সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে চূড়ান্ত বিপজ্জনক। যদি তারা তা করেন তবে লুই ব্ল্যাঁক (Louis Blanc) এবং অন্যান্য ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা ১৮৪৮ সালে যে মারাত্মক ভুল করেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি তারা করবেন—ইত্যাদি।** অন্য কথায় বললে, ইতালীয় বিপ্লব যেহেতু হবে গণতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, শ্রমিকশ্রেণীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার এবং বিজয়ের পর সরকারে থাকার স্বপ্ন দেখা হবে একটা বিরাট ভুল; একমাত্র বিজয়ের আগেই শ্রমিকশ্রেণী পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুক্তভাবে সাধারণ

*'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট', পঞ্চম সংখ্যা দেখুন।

**দ্রষ্টব্য: 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট', ৫ম সংখ্যা। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট এই কথাগুলো উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে দেখিয়েছে। মনে হতে পারে এঙ্গেলসের এই কথাগুলো আক্ষরিকভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। লেখকটি শুধু তার নিজের ভাষায় এঙ্গেলসের চিঠির সারাংশটুকু দিয়েছেন।

শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবে। কিন্তু এটার বিরুদ্ধে কে কথা বলছে? কে বলছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার কথা? বার্ণস্টাইনের অনুগামী তুরাতির প্রসঙ্গই বা টেনে আনার উদ্দেশ্যটা কী? অথবা লুই ব্ল্যাঁক-এর কথা স্মরণ করারই বা প্রয়োজনটা কী? ব্ল্যাঁক ছিলেন একজন পেটি বুর্জোয়া 'সমাজতন্ত্রী'; আমরা হচ্ছি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট। লুই ব্ল্যাঁকের সময়ে কোনো সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি ছিল না—কিন্তু এখানে আমরা ঠিক এ-রকম একটা পার্টিকে নিয়েই আলোচনা করছি। ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের সামনে প্রশ্ন ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা জয়ের; আমাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হ'ল এখানে একটা অস্থায়ী সরকারে যোগ দেব কি না…এঙ্গেলস কি বলেছেন যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব চলাকালে একটি অস্থায়ী সরকারে যোগদান আমাদের নীতির বিরোধী? এ ধরনের কিছুই তিনি বলেননি! হে মেনশেভিক মহোদয়, তাহলে এসব কী বলছেন? কেন আপনারা বুঝতে পারছেন না যে প্রশ্নগুলোকে গুলিয়ে ফেলা তাদের সমাধান করা নয়? অকারণে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর 'মতবৈচিত্র্যের' কথা নিয়ে এই টানা-হ্যাচড়াই বা করছেন কেন?

স্পষ্টতঃ, 'সংখ্যালঘু'রা বুঝতে পারছেন মার্কস ও এঙ্গেলস-এর দোহাই পেড়েও তাদের রক্ষা নেই। তাই এখন তারা তৃতীয় একটি 'যুক্তি' আঁকড়ে ধরেছেন। 'সংখ্যালঘু'রা আমাদের বলছেন, আমরা নাকি বিপ্লবের শত্রুদের ওপর দুটি প্রতিবন্ধ চাপাতে চাইছি। আপনারা 'বিপ্লবের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর চাপ আনতে চান শুধু "নীচ" থেকে, শুধু রাজপথ থেকেই নয়, চাপ আনতে চান ওপর থেকে, অস্থায়ী সরকারের দপ্তরগুলো থেকেও।'* সংখ্যালঘুরা আমাদের তিরস্কার করে বলছেন, এটা নীতি-বিরুদ্ধ।

সুতরাং 'সংখ্যালঘুরা' বলছেন 'শুধু নীচ থেকেই' বিপ্লবের গতিকে আমাদের প্রভাবিত করা উচিত। 'সংখ্যাগুরুরা' কিন্তু মনে করেন—চাপ যাতে সব দিক থেকে আনা যায় তার জন্য 'নীচ' থেকে পরিচালিত কার্য-কলাপের সঙ্গে 'ওপর' থেকে পরিচালিত কার্যকলাপকেও যুক্ত করা উচিত।

তাহলে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নীতির বিরোধিতা করছেন কারা—'সংখ্যাগুরুরা' না 'সংখ্যালঘুরা'?

এঙ্গেলসের দিকে ফেরা যাক। সত্তরের দশকে স্পেনে একটি অভ্যুত্থান

*ইসক্রা, ৯৩তম সংখ্যা

দেখা দেয়। একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রশ্ন দেখা দিল। ঐ সময়ে বাকুনিনপন্থীরা (নৈরাজ্যবাদীরা) ওখানে সক্রিয় ছিল। তারা উপর থেকে পরিচালিত সব কাজকর্মকে খারিজ করে দেয় এবং তার ফলে এঙ্গেলস এবং তাদের মধ্যে একটি বিতর্ক দেখা দেয়। আজ 'সংখ্যালঘুরা' যা বলছেন বাকুনিনপন্থীরা ঠিক তা-ই বলছিল। এঙ্গেলস বলছেন, 'বাকুনিনপন্থীরা বছরের পর বছর ধরে একথা প্রচার করছেন যে উপর থেকে পরিচালিত নিম্নাভিমুখী সব বৈপ্লবিক কার্যকলাপই ক্ষতিকর এবং সমস্ত কিছুই সংগঠিত ও পরিচালিত হওয়া উচিত নীচ থেকে উপরের দিকে।'* তাদের মতে, রাজনৈতিক ক্ষমতার 'তথাকথিত অস্থায়ী অথবা বৈপ্লবিক ক্ষমতার প্রত্যেকটি সংগঠন হবে একটি নতুন প্রবঞ্চনা এবং এখন বর্তমান সব সরকারের মতোই তা হবে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সমান বিপজ্জনক।'** এঙ্গেলস এই অভিমতকে বিদ্রূপ করেন এবং বলেন যে জীবন বাকুনীনপন্থীদের এই চিন্তাধারাকে নির্মমভাবে খণ্ডন করেছে। বাকুনিনপন্থীরা জীবনের দাবির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য; তাই তারা...'তাদের নৈরাজ্যিক নীতির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করতে বাধ্য হয়।'*** তাই 'সবেমাত্র তারা তত্ত্ব হিসাবে ঘোষণা করেছে যে বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠা হ'ল নিছক প্রতারণা এবং শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি একটি নূতন বিশ্বাসঘাতকতা অথচ সেই তত্ত্বকেই তাদের পদদলিত করতে হ'ল।'****

এই হ'ল এঙ্গেলস যা বলেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—একমাত্র 'নীচ' থেকে কার্যকলাপ চালানোর 'সংখ্যালঘুদের' নীতিটি হ'ল একটি নৈরাজ্যবাদী নীতি যা অবশ্যই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির রণকৌশলের মূলগতভাবে বিরোধী। যেকোনোভাবে একটি অস্থায়ী সরকারে যোগদান শ্রমিকদের পক্ষে মারাত্মক হবে—'সংখ্যালঘুদের' এই অভিমত হ'ল একটি নৈরাজ্যবাদী বক্তব্য—এঙ্গেলস তার সময়ে ঐ বক্তব্যকে বিদ্রূপ করেছিলেন। এটাও দেখা যাচ্ছে, জীবনই 'সংখ্যালঘুদের' অভিমত খণ্ডন করবে এবং বাকুনিনপন্থীদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল এক্ষেত্রেও জীবন সহজেই এদের অভিমতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।

---

*প্রলেতারি, ৩য় সংখ্যা দেখুন। তাতে এঙ্গেলসের এই কথাগুলো উদ্ধৃত রয়েছে।৪৪

**ঐ

***ঐ

****ঐ

'সংখ্যালঘুরা' অবশ্য তাদের একগুঁয়েমি চালিয়েই যাচ্ছেন—তারা বলছেন, আমরা আমাদের নীতির বিরুদ্ধে যাব না। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক নীতি যে কী তা নিয়ে এই লোকদের একটি অদ্ভুত ধারণা রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে, অস্থায়ী সরকার এবং রাষ্ট্রীয় ডুমা সম্পর্কে তাদের নীতিগুলোর কথাই ধরা যাক। বিপ্লবের স্বার্থে সৃষ্ট একটি অস্থায়ী সরকারে প্রবেশ করার ব্যাপারে 'সংখ্যালঘুরা' বিরোধী—তারা বলছেন এটা নাকি নীতি-বিরোধী। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের স্বার্থে সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় ডুমায় প্রবেশ করার পক্ষপাতী তারা,—মনে হচ্ছে, এটা তাদের নীতি-বিরোধী নয়! বিপ্লবী জনগণ যে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করবে এবং জনগণই যে সরকারকে আইনগত অধিকার প্রদান করবে 'সংখ্যালঘুরা' তাতে যোগদানের বিরোধী—তারা বলছেন, তা হবে নীতি-বিরোধী। কিন্তু যে ডুমা আহ্বান করেছে স্বৈরতন্ত্রী জার এবং জারই যাকে আইনগত অধিকার প্রদান করেছে—সেই রাষ্ট্রীয় ডুমায় যোগদানের তারা পক্ষপাতী—মনে হচ্ছে এটা নীতি-বিরোধী নয়! স্বৈরতন্ত্রকে কবর দেওয়াই হবে যে অস্থায়ী সরকারের লক্ষ্য 'সংখ্যালঘুরা' তাতে যোগদানের বিরোধী—তা হ'ল নীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু যে ডুমার লক্ষ্য হ'ল স্বৈরতন্ত্রকে জোরদার করা তারা তাতে যোগদানের বিরোধী নন।···হে মহামান্য ভদ্রমহোদয়গণ, কোন্ নীতির কথা আপনারা বলছেন? লিবারেলদের নীতির কথা, না সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট-দের নীতির কথা? এই প্রশ্নের একটা সোজাসুজি উত্তর দিলেই আপনারা ভাল করবেন। আমাদের সন্দেহ রয়েছে।

আসল কথা হ'ল নীতির খোঁজ করতে করতে 'সংখ্যালঘু'রা পা পিছলে নৈরাজ্যবাদীদের পথেই নেমে গিয়েছেন।

এটা এখন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

২

তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলি আমাদের মেনশেভিকদের পছন্দ হয়নি। তাদের যথার্থ বৈপ্লবিক তাৎপর্য মেনশেভিক 'জলাভূমিতে' আলোড়ন জাগিয়েছে এবং তাদের 'সমালোচনার' ক্ষুধাকে তীব্র করে তুলেছে। স্পষ্টতঃ, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার সম্পর্কিত প্রস্তাবটি প্রধানতঃ তাদের সুবিধাবাদী মনঃকে

আলোড়িত করে তুলেছে এবং তারা তা 'ধ্বংস করতে' এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাতে হাত লাগাবার মতো, সমালোচনা করার মতো কিছু না পেয়ে তারা তাদের স্বভাবসুলভ এবং, সস্তা হাতিয়ার—গলাবাজির আশ্রয় নিয়েছেন। প্রস্তাবটি রচনা করা হয়েছে শ্রমিকদের জন্য একটা টোপ হিসাবে, তাদের প্রতারণা করার জন্য চোখ ধাঁধিয়ে দেবার জন্য,—'সমালোচকরা' এসব লিখছেন। আর এটা পরিষ্কার, তারা যে সোরগোল জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন তাতে তারা খুব খুশি। তারা ধরে নিয়েছেন যে তারা তাদের বিরোধীদের খতম করে দিয়েছেন, তারা যেন বিজয়ী-সমালোচক এবং তারা চীৎকার করছেন: 'এবং তারা (প্রস্তাবের রচয়িতারা) আবার শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দিতে চান!' এই 'সমালোচকদের' দিকে তাকান, আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে গোগোলের গল্পের সেই নায়কটি, মানসিক বিকারগ্রস্ত অবস্থায় যে ধরে নিয়েছিল সে হচ্ছে স্পেনের রাজা। আত্মম্ভরিতার বাতিক-গ্রস্ত সকলের এই পরিণতিই হয়।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যায় যে প্রকৃত 'সমালোচনা' আমরা দেখতে পাচ্ছি তা বিচার করা যাক। ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন যে আমাদের মেনশেভিকরা ভয় ও কাঁপুনি ছাড়া অস্থায়ী বিপ্লবী সরকাররূপী রক্ত-মাখা দানোটির কথা ভাবতেই পারেন না এবং তাই তাদের সাধুসন্তদের—মার্তিনভ ও আকিমভদের—আহ্বান জানিয়েছেন এই দানবের কবল থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য এবং তার জায়গায় জেমস্কি সবর (Zemsky Sobor)—আর এখন স্টেট ডুমা—বসানোর জন্য। এই মতলব নিয়েই তারা 'জেমস্কি সবর'-কে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আকাশে তুলেছেন এবং পচা-গালা জারের এই পচা-গলা সন্তানটিকে রাজ্যের খাঁটি মুদ্রা হিসাবে চালিয়ে দিতে চাইছেন: তারা লিখছেন—'আমরা জানি মহান ফরাসী বিপ্লব অস্থায়ী সরকার ছাড়াই একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল।' এই কি সবটুকু? 'মহামান্য ভদ্রমহোদয়গণ', এর চেয়ে বেশি কিছু আপনাদের জানা নেই? এতো নিতান্ত সামান্য। এর থেকে আরো একটু বেশি জানা আপনাদের উচিত ছিল। উদাহরণ হিসাবে আপনাদের জানা উচিত ছিল যে মহান ফরাসী বিপ্লব বিজয়ী হয়েছিল একটা বুর্জোয়া বিপ্লবী আন্দোলন হিসাবে, অন্যদিকে প্লেখানভ অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছেন, রাশিয়ার 'বৈপ্লবিক আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন হিসাবেই জয়লাভ করবে, নয়তো আদৌ

জয়লাভ করবে না।' ফরাসী দেশে বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল বিপ্লবের পুরোভাগে, কিন্তু রাশিয়াতে বিপ্লবের পুরোভাগে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী। ঐদেশে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছিল বুর্জোয়াশ্রেণী আর এই দেশে করছে শ্রমিকশ্রেণী। বিপ্লবী শক্তি সমাবেশের এহেন পুনর্বিন্যাসের ফলে সংশ্লিষ্ট শ্রেণী-গুলোর দিক থেকে ফলাফল যে এক হতে পারে না এটা কি পরিষ্কার নয়? ফ্রান্সে বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবের পুরোভাগে থাকার জন্য তারাই তার ফল আত্মসাৎ করেছিল, শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের পুরোভাগে রয়েছে এই বাস্তব অবস্থা সত্বেও কি রাশিয়াতে তাদের পক্ষে অনুরূপভাবে বিপ্লবের ফল আত্মসাৎ করা সম্ভব? আমাদের মেনশেভিকরা বলছেন—হ্যাঁ, সম্ভব; ফ্রান্সে যা ঘটেছিল, রাশিয়াতে ঠিক তা-ই ঘটবে। মৃতের সংকার যাদের ব্যবসা তাদের মতোই এই ভদ্রলোকেরা অনেক আগে মৃত এক ব্যক্তির জন্য কফিনের যে মাপ নেওয়া হয়েছিল, জীবিত এক ব্যক্তির জন্যও তা-ই প্রয়োগ করছেন। তাছাড়া, তা করতে গিয়ে তারা একটা বিরাট প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন; যে বিষয়টিতে আমরা আগ্রহান্বিত তারই মাথাটা তারা কেটে বাদ দিয়েছেন এবং বিতর্কের মূল বিষয়টিকে একেবারে লেজে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন। আমরা সকল বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মতোই একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছি। তারা কিন্তু 'গণতান্ত্রিক' কথাটিকে চেপে রেখে একটা 'সাধারণতন্ত্রের' ব্যাপারে লম্বা লম্বা কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন। তারা প্রচার করছেন, 'আমরা জানি, মহান ফরাসী বিপ্লব একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল।' হ্যাঁ, তা একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু সে কী ধরনের সাধারণতন্ত্র —একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র? রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি যে ধরনের করছে, সেই ধরনের? ঐ সাধারণতন্ত্র কি জনগণকে সর্বজনীন ভোটের অধিকার দিয়েছিল? ঐ সময়ে নির্বাচন কি প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ছিল? একটি প্রগতিশীল আয়কর কি প্রবর্তিত হয়েছিল? শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, কাজের দিন হ্রাস করা, উন্নততর মজুরী ইত্যাদির কথা কিছু ওখানে বলা হয়েছিল কি?…না, হয়নি। এ-রকম কিছু ছিল না, থাকার কথাও নয় কারণ ঐ সময়ে শ্রমিকদের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শিক্ষা ছিল না। তারই জন্য তাদের স্বার্থের কথা ভুলে যাওয়া হয়েছিল এবং ঐ সময়ে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক তা অবহেলিত হয়েছিল। "হে ভদ্র-মহোদয়গণ, আপনারা কি এই ধরনের একটা সাধারণতন্ত্রের কাছেই আপনাদের

'মান্যগণ্য মাথাগুলো' অবনত করছেন? আপনারা তা নিয়েই মশগুল থাকুন! কিন্তু এই কি আপনাদের আদর্শ? মাননীয় ভদ্রলোকেরা, মনে রাখবেন এ-রকম একটা সাধারণতন্ত্রের পুজো করার সঙ্গে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি ও তার কর্মসূচীর কোনই মিল নেই, এটা একটা নিকৃষ্ট ধরনের গণতন্ত্রীপনা মাত্র এবং আপনারা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মার্কা লাগিয়ে এসব এখানে পাচার করছেন।

তদুপরি, মেনশেভিকদের জানা উচিত রাশিয়ান বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের 'জেম্‌স্কি সবর'-এর মাধ্যমে ফরাসী দেশে প্রবর্তিত সাধারণতন্ত্রের মতো একটা সাধারণতন্ত্র আমাদের দান করবে না—রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই। যেখানে রাজতন্ত্র নেই সেখানে শ্রমিকেরা কতখানি 'উদ্ধত' একথা জেনে তারা চেষ্টা করছে এই দুর্গটিকে অক্ষত রাখতে এবং চেষ্টা করছে তাদের আপসহীন শত্রু শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাকে হাতিয়ারে পরিণত করতে। এই মতলবেই তারা 'জনগণের' নামে কসাই-জারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছে, এবং 'দেশের' স্বার্থে, সিংহাসনের স্বার্থে এবং 'বিশৃঙ্খলা' পরিহার করার জন্য জেম্‌স্কি সবর আহ্বান করার জন্য তাকে পরামর্শ দিচ্ছে। আপনারা মেনশেভিকরা কি সত্য সত্যই এসব কিছুই জানেন না?

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী যে সাধারণতন্ত্র প্রবর্তন করেছিল সে ধরনের একটি সাধারণতন্ত্রের দরকার আমাদের নেই, বরং আমাদের দরকার রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি বিংশ শতাব্দীতে যে সাধারণ-তন্ত্র দাবি করছে ঐ ধরনের একটির। এই ধরনের একটি সাধারণতন্ত্র সৃষ্টি হতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে একমাত্র জনগণের বিজয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এবং যে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার তা স্থাপন করবে তার মাধ্যমে। একমাত্র এ ধরনের একটি অস্থায়ী সরকারই আমাদের নিম্নতম কর্মসূচী অনুমোদনসাপেক্ষভাবে কার্যকরী করবে এবং এই ধরনের পরিবর্তনগুলো অনুমোদনের জন্য তার আহূত গণপরিষদের কাছে তা পেশ করবে।

আমাদের 'সমালোচকরা' বিশ্বাস করেন না যে আমাদের কর্মসূচী অনুযায়ী আহূত একটি গণপরিষদ জনগণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি হতে পারে (কি করে তা কল্পনা করতে পারবেন কারণ ১১৫ বা ১১৬ বছর আগে ঘটেছিল যে মহান ফরাসী বিপ্লব—তা থেকে বেশি তো তারা আর এগোতে পারছেন না।)। 'সমালোচকরা' বলছেন, 'ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাতে নির্বাচনকে

নিজেদের অনুকূলে পরিচালনার এত সব কলাকৌশল রয়েছে যে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা সম্পর্কে সব কথাবার্তাই হয়ে পড়ে একেবারে অবান্তর। দরিদ্র ভোটদাতারা যাতে ধনিকদের ইচ্ছা ব্যক্ত করার হাতিয়ারে না পরিণত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রচণ্ড সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে এবং দীর্ঘকাল ধরে পার্টি-শৃঙ্খলার আওতায় থাকার (মেনশেভিকরা কিন্তু তা স্বীকারই করেন না) দরকার আছে।' 'দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক শিক্ষা সত্ত্বেও এমনকি ইউরোপেও (?) তা অর্জন করা যায়নি। কিন্তু আমাদের বলশেভিকরা ভাবছেন একটি অস্থায়ী সরকারের হাতে এই মাদুলীটা রয়েছে!'

খুঁতোস্তবাদ ছাড়া আর কি? এখানে 'ভূতপূর্ব মহামহিমদের' 'রণকৌশল-প্রক্রিয়া' ও 'সংগঠন-প্রক্রিয়ার' একটা আপাদমস্তক চেহারা আপনি পেয়ে গেলেন। ইউরোপে আজ পর্যন্ত যা অর্জিত হয়নি রাশিয়াতে এমন একটা কিছু দাবি করা অসম্ভব—'সমালোচকরা' আমাদের শেখাবার জন্য এই কথাগুলোই বলছেন। কিন্তু আমরা জানি আমাদের নিম্নতম কর্মসূচী পরিপূর্ণভাবে ইউরোপে এমনকি আমেরিকাতেও অর্জিত হয়নি; ফলে, মেনশেভিকদের মতে, যে কেউ এটা স্বীকার করেন এবং স্বৈরতন্ত্রের পতনের পর রাশিয়াতে তা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেন—তিনি হলেন একজন অমার্জনীয় স্বপ্নবিলাসী, একজন হতচ্ছাড়া ডন কুইকসোট! এক কথায়, আমাদের নিম্নতম কর্মসূচী মিথ্যা ও কল্পনাবিলাস এবং বাস্তব 'জীবনের' সঙ্গে তার কিছুই মিল নেই। তাই না 'সমালোচক' মহোদয়েরা? আপনাদের কথা থেকে এই তো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাহলে আরো একটু সাহস দেখান, কথার মারপ্যাঁচ না কষে খোলাখুলিভাবে তা-ই বলুন! তাহলে আমরা তখন জানব কাদের নিয়ে কারবার করছি এবং যাকে আপনারা এত আন্তরিকভাবে ঘৃণা করেন সেই কর্মসূচী সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতার হাত থেকে অব্যাহতি পাবেন—! আসলে আপনারা এমন ভীরুর মতো এমন সন্তর্পণে কর্মসূচীর গুরুত্বহীনতার কথা বলেন যার ফলে বহু লোক, অবশ্যই বলশেভিকদের বাদ দিয়ে, এখনও মনে করেন আপনারা বুঝি রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীটি স্বীকার করেন। এমন ভণ্ডামিপূর্ণ আচরণের কী দরকার?

•এ থেকে আমাদের মতপার্থক্যের একেবারে ঠিক মূলে এসে গেলাম। আপনারা আমাদের কর্মসূচীতেই বিশ্বাস করেন না অথচ তার নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন করেন। আমরা কিন্তু সব সময় এটাকে আমাদের মূল অবস্থান

হিসাবে স্বীকার করি এবং আমাদের সকল কার্যকলাপ তার লক্ষেই সমর্থিত করি।

আমরা বিশ্বাস করি নির্বাচনে প্রচারের স্বাধীনতা থাকলে 'ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সমস্ত মানুষকে ঘুষ দিতে এবং বোকা বানাতে পারবেনা; কারণ আমরা তাদের প্রভাব এবং তাদের ঐশ্বর্যের মোকাবেলা করতে পারব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সত্যের সাহায্যে (এবং আমরা, আপনাদের মতো, এই সত্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করি না), সুতরাং এভাবে বুর্জোয়াদের প্রতারণা ও ছলাকলার ধার ভোঁতা করে দিতে পারব। আপনারা কিন্তু তা বিশ্বাস করেন না এবং তাই বিপ্লবকে টেনে নিয়ে যেতে চান সংস্কারবাদের পথে।

'সমালোচকরা' বলছেন, '১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে (আবার সেই ফ্রান্স!) অস্থায়ী সরকারে শ্রমিকরাও ছিল—কিন্তু সেই সরকার যে গণপরিষদ আহ্বান করেছিল তাতে প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণীর একজন প্রতিনিধিও নির্বাচিত হননি।' সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক তত্ত্ব উপলব্ধির এবং ইতিহাসের ছকে বাঁধা ধারণার চূড়ান্ত ব্যর্থতার *এটি* হ'ল আরেকটি দৃষ্টান্ত! এভাবে কথা ছুড়ে মেরে কী লাভ? ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকারে শ্রমিকেরা থাকলেও, তাতে ফলপ্রসূ কিছু হয়নি; সুতরাং রাশিয়াতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির অস্থায়ী সরকারে যোগদান থেকে বিরত থাকা উচিত কেননা এখানেও ফলপ্রসূ কিছুই হবে না—এই হ'ল 'সমালোচকদের' যুক্তি। কিন্তু এটা কি শ্রমিকদের অস্থায়ী সরকারে যোগদানের প্রশ্ন? আমরা কি বলছি, যেকোনো শ্রমিককেই, তা তার চিন্তাভাবনা যাই হোক না কেন, অস্থায়ী সরকারে পাঠিয়ে দিতে হবে? না, তা আমরা বলছি না। এখনও পর্যন্ত আমরা আপনাদের অনুগামী হয়ে উঠিনি এবং প্রতিটি শ্রমিককেই একটি করে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি না। ফরাসী অস্থায়ী সরকারে যে শ্রমিকরা ছিলেন তাদের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য বলার কথা কোনো সময় আমাদের মাথায়ই ঢোকেনি। এসব অপ্রাসঙ্গিক তুলনার দরকারটা কি? ১৮৪৮ সালের 'ফরাসী শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা আর আজকের দিনের রাশিয়ান শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার কি তুলনা হতে পারে? ঐ সময়ের ফরাসী শ্রমিকশ্রেণী কি একবারও প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মহড়ায় অবতীর্ণ হয়েছিল? তারা কি কখনও বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আওয়াজ তুলে যে দিবস

পালন করেছিল? তারা কি একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টিতে সংঘবদ্ধ হয়েছিল? তাদের কি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্মসূচী ছিল? আমরা জানি, তাদের তা ছিল না। ফরাসী শ্রমিকশ্রেণীর এসবের বিন্দুমাত্র কোনো ধারণাই ছিল না। সুতরাং প্রশ্ন হ'ল, ঐ সময়কার ফরাসী শ্রমিকশ্রেণী, রাশিয়ার যে শ্রমিকশ্রেণী দীর্ঘকাল ধরে একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিতে সংগঠিত হয়ে এসেছে, যাদের রয়েছে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক কর্মসূচী এবং যারা সচেতনভাবে পথ কেটে এগিয়ে চলেছে তাদের লক্ষ্যের পানে —তার মতো সমান পরিমাণে বিপ্লবের ফল আদায় করতে পারত কি? বাস্তব অবস্থাকে উপলব্ধির দিক থেকে একেবারে অক্ষম একজনও এই প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই দেবে। একমাত্র সেই সব লোক যারা কেবল ঐতিহাসিক তথ্য মুখস্থ করতেই পারে কিন্তু স্থান-কাল বিচার করে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারে না তারাই কেবল এই দু'টির বিরাট পার্থক্যকে অভিন্ন হিসাবে দেখতে পারে।

'সমালোচকরা' বারবার 'আমাদের শেখাচ্ছেন, আমাদের দরকার জনগণের দিক থেকে হিংসার, নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের, নির্বাচন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এবং তারপর ঘরে ফিরে যাওয়া আমাদের চলবে না।' আবার কুৎসা! হে মাননীয় ভদ্রলোকেরা, কে বলেছে আপনাদের যে আমরা নির্বাচন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব এবং তারপর আমাদের ঘরের পথে পা বাড়াব? তার নাম বলুন!

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার আমাদের নিম্নতম কর্মসূচী কার্যকর করুক আমাদের এই দাবি দেখে—আমাদের 'সমালোচকরা' একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছেন। তারা চীৎকার করে উঠছেন, 'এ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞতাই প্রকাশ পাচ্ছে; মূল কথা হ'ল এই যে আমাদের কর্মসূচীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দাবিগুলো একমাত্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে কিন্তু একটি অস্থায়ী সরকার তো একটি আইন-প্রণয়নকারী সংস্থা নয়।' 'আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অভিযোক্তা উকিলের' এই বক্তৃতা পাঠ করে একজনকে বিস্মিত হয়ে ভাবতে শুরু করতে হয়—**সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট** পত্রিকার এই প্রবন্ধটি আইনের দরবারে হাজির কোনো একজন ভীতসন্ত্রস্ত লিবারেল বুর্জোয়ার রচনা কি না।* তা না হলে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পুরাতন আইন-

*এই ধারণাটি আরো বেশি যুক্তিসঙ্গত বোধহয় এই কারণে যে মেনশেভিকরা **সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট**এর পঞ্চম সংখ্যায় ঘোষণা করেছেন—ভিকলিদের তাবৎ বুর্জোয়াদের মধ্যে মাত্র

কানুন খারিজ করার এবং নতুন আইন প্রবর্তনের কোনো এক্তিয়ার নেই—এই মর্মে বুর্জোয়া পক্ষ সমর্থনের তর্কের কী ব্যাখ্যা হতে পারে? এই যুক্তির মধ্যে স্থূল লিবারেলবাদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না? এবং এটা একজন বিপ্লবীর মুখ থেকে বের হচ্ছে শোনাটা কি বিস্ময়ের নয়? এ থেকে আমাদের এক-জন মানুষের কথা মনে পড়ছে যার শিরশ্ছেদের আদেশ হবার পর সে প্রার্থনা জানিয়েছিল তার আঁচিলটার যেন কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু সেই সব 'সমালোচক' যারা একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার এবং একটি সাধারণ মন্ত্রীসভার মধ্যকার পার্থক্যই বুঝতে পারেন না তাদের ক্ষমাই করা যায় (তাছাড়া, তাদের তেমন দোষও নেই কারণ তাদের শিক্ষাদাতারাই,—মার্তিনভ এবং আকিমভরাই,—তাদের এই দুর্দশায় ফেলেছেন।)। একটা মন্ত্রীসভা কী? তা হ'ল একটা স্থায়ী সরকারের **অস্তিত্বেরই** ফল। একটা অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার কী? একটা স্থায়ী সরকারের **ধ্বংস প্রাপ্তিরই** ফল। প্রথমটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে **প্রচলিত** আইনকানুনগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করে। দ্বিতীয়টি প্রচলিত আইনকানুনকে বাতিল করে দেয় এবং তাদের জায়গায় অভ্যুত্থানী জনগণের সহায়তায় বিপ্লবী জনগণের ইচ্ছাকেই আইনানুগ মর্যাদা প্রদান করে। এই দু'টির মধ্যে মিল কোথায়?

ধরে নেওয়া যাক, বিপ্লব জয়লাভ করেছে এবং বিজয়ী জনগণ একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার স্থাপন করেছে। প্রশ্ন হ'ল—যদি আইন বাতিল করার ও প্রবর্তন করার এক্তিয়ার তার না থাকে তবে এই সরকার করবেটা কী? গণপরিষদের জন্য অপেক্ষা করবে? কিন্তু এই পরিষদ আহ্বানের জন্যও চাই নূতন আইনের প্রবর্তন, যেমন: সর্বজনীন, প্রত্যক্ষ ইত্যাদি ভোটাধিকার, বাক্‌-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠন ও সমাবেশের স্বাধীনতা—ইত্যাদি। এবং এই সবই আমাদের নিম্নতম কর্মসূচীতে রয়েছে। যদি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার এটা বাস্তবে প্রয়োগ করতে না পারে—তাহলে গণপরিষদ আহ্বানের ক্ষেত্রে কী দিয়ে তা পরিচালিত হবে? বুলিগিনের[৪৫] রচিত এবং জার দ্বিতীয় নিকোলাসের অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত অনুমোদিত একটি কর্মসূচী দিয়ে নয় নিশ্চয়ই?

প্রায় এক ডজন ব্যবসায়ী রয়েছে যারা 'সাধারণ লক্ষ্যের' প্রতি বিশ্বাসঘাতক। স্পষ্টতঃ, বাকি সবাই হ'ল তাদের সমর্থক এবং মেনশেভিকদের সঙ্গে তাদের একটি 'সাধারণ লক্ষ্য' রয়েছে। যদি 'সাধারণ লক্ষ্যের' সমর্থকদের কেউ একজন তার সহযোগীদের মুখপত্রে আপসহীন 'সংখ্যাগুরুদের' বিরুদ্ধে একটি 'সমালোচনামূলক' প্রবন্ধ পাঠিয়ে থাকেন তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

আমরা এটাও ধরে নিই, অস্ত্রশস্ত্রের অভাববশতঃ গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করার পর বিজয়ী জনগণ অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের কাছে আহ্বান জানাল স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেবার জন্য এবং জনগণকে সশস্ত্র করে তোলার জন্য যাতে তারা প্রতিবিপ্লবের মোকাবেলা করতে পারেন। ঐ সময় মেনশেভিকরা এসে বলবেন এটা কিন্তু এই দপ্তরের (অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের) কাজ নয়, অন্য একটা দপ্তরের—গণপরিষদের—কাজ; তারই কাজ হ'ল স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়া এবং জনগণকে সশস্ত্র করে তোলা। ঐ দপ্তরে আবেদন জানান। যাতে আইন লঙ্ঘিত হয় এমন দাবি জানাবেন না। চমৎকার পরামর্শদাতাই বটে!

এখন দেখা যাক, কোন্ কোন্ যুক্তিতে মেনশেভিকরা অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে 'আইনগত ক্ষমতা' থেকে বঞ্চিত করতে চান। প্রথমতঃ, এই যুক্তিতে যে তা একটি আইন-প্রণয়নকারী সংস্থাই নয়, এবং দ্বিতীয়তঃ, তা যদি আইন প্রণয়নই করে ফেলে তবে গণপরিষদের কিছুই করার থাকবে না। এই রকম বকবকানির পাঁকে এই রাজনৈতিক বালখিল্যেরা নেমে গিয়েছেন যে মনে হচ্ছে তারা একথা জানেনই না যে, একটা স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বিজয়ী বিপ্লব এবং যে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার তার ইচ্ছার প্রকাশ—এরাই হ'ল অবস্থার নিয়ন্তা এবং কাজে কাজেই পুরাতন আইনকানুন বাতিল ও নূতন আইনকানুন প্রবর্তন তারা করতে পারে! তা যদি না হবে, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের যদি এইসব ক্ষমতাই না থাকবে, তাহলে তার অস্তিত্বেরই কোনো প্রয়োজন নেই এবং অভ্যুত্থানী জনগণ এমন একটি সংস্থা কায়েমই করবেন না। বিস্ময়ের কথা, মেনশেভিকরা বিপ্লবের অ-আ-ক-খ পর্যন্ত ভুলে গেছেন।

মেনশেভিকরা প্রশ্ন করছেন: অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারই যদি আমাদের নিম্নতম কর্মসূচী বাস্তবে কার্যকরী করে ফেলে তবে গণপরিষদ কী করবে? হে মাননীয় ভদ্রলোকেরা, আপনারা কি ভয় করছেন যে গণপরিষদ বেকার হয়ে পড়বে? ভয় করবেন না। তার করার মতো প্রচুর কাজ থাকবে। অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার জনগণের সাহায্য নিয়ে যেসব পরিবর্তন প্রবর্তন করবে তা তারা অনুমোদন করবে, দেশের জন্য একটি গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করবে এবং আমাদের নিম্নতম কর্মসূচী হবে তার একটি অংশ। গণপরিষদের কাছে আমরা এই দাবিই করব!

• 'সমালোচকরা' লিখেছেন, 'তারা (বলশেভিকরা) পেটি বুর্জোয়া এবং

শ্রমিকদের মধ্যে একটা ভাঙনের কথা ধারণাই করতে পারছেন না, অথচ এই ভাঙন নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে এবং যার ফলে অস্থায়ী সরকার শ্রমিকশ্রেণীর ভোটদাতাদের শ্রমিকশ্রেণীরই স্বার্থে দমন-পীড়ন করবে।' এই জ্ঞানের বহর বোঝা কার সাধ্য? 'অস্থায়ী সরকার শ্রমিক-শ্রেণীরই স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীর ভোটদাতাদের দমন-পীড়ন করবে!!—একথার অর্থ কী? কোন্ অস্থায়ী সরকারের কথা তারা বলছেন? কোন্ হাওয়াকলকে লক্ষ্য করে এই ডন কুইকসোটরা তেড়ে যাচ্ছেন? কেউ কি একথা বলেছে যে পেটি বুর্জোয়ারা যদি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে তা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করবে? কেন নিজের আজেবাজে কথাগুলো অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন? আমরা বলেছি—বিশেষ কিছু অবস্থাধীনেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক প্রতিনিধিদের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে অন্যান্য গণতন্ত্রী প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হবে। যেহেতু ব্যাপারটা হচ্ছে তাই, সেহেতু আমরা যখন এমন একটা অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের কথা আলোচনা করছি, তখন কিভাবে তাকে পেটি বুর্জোয়া সরকার বলা চলে? অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে যোগদানের সপক্ষে আমাদের যুক্তিটা আমরা দাঁড় করিয়েছি এই তথ্যের উপর যে প্রধানতঃ আমাদের নিম্নতম কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়ণ গণতন্ত্রের—অর্থাৎ কৃষক এবং শহরের পেটি বুর্জোয়াদের (যাদের আপনারা মেনশেভিকরা আপনাদের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন)—স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে না এবং তাই আমরা মনে করি গণতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগে তা রূপায়ণ করা সম্ভব। যদি তা সত্ত্বেও এই গণতন্ত্র কর্মসূচীর কিছু কিছু বিষয় কার্যকর করতে বাধা সৃষ্টি করে, আমাদের প্রতিনিধিরা তাদের নির্বাচকমণ্ডলী তথা শ্রমিক-শ্রেণীর, সমর্থন নিয়ে রাস্তায় নামবে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই এই কর্মসূচী কার্যকর করতে চেষ্টা করবে (বলপ্রয়োগের ক্ষমতা যদি না থাকে তবে আমরা অস্থায়ী সরকারেই যোগদান করব না; আসলে সেক্ষেত্রে আমরা নির্বাচিতই হতে পারব না)। তাহলে, দেখছেন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ভাবধারাকে উচ্চে তুলে ধরার জন্যই অর্থাৎ অন্যান্য শ্রেণীগুলো যাতে 'শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে সংকুচিত করতে না পারে তা প্রতিহত করার জন্যই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে যোগ দেবে।

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে যোগদানকারী রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির প্রতিনিধিরা মেনশেভিকদের নির্বোধ কল্পনা অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করবে না বরং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিলে শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কিন্তু আপনাদের, মেনশেভিকদের, এসবে কী এসে যায়? বিপ্লব আর অস্থায়ী সরকারেই বা আপনাদের কী এসে যায়? আপনাদের স্থান হ'ল 'রাষ্ট্রীয় ভুমায়'।...*

প্রবন্ধটির প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়েছিল
দি প্রলেটারিয়েন স্ট্রাগল (Proletariatis Brdzola)
পত্রিকার ১১নং সংখ্যায়, ১৯০৫ সালের ১৫ই আগস্ট;
দ্বিতীয় অংশ এই প্রথম প্রকাশিত হ'ল।
স্বাক্ষরবিহীন

*এখানে পাণ্ডুলিপিটি শেষ হয়ে গেছে।—সম্পাদক

সোশ্যাল-ডিমোক্র্যাট-এর জবাবে[৪৬]

জবাব দিতে দেরি হ'ল বলে প্রথমেই পাঠকদের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু নিরুপায়; অবস্থার চাপে অন্যত্র কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, তাই বাধ্য হয়ে আমার জবাবটা স্থগিত রাখতে হয়েছিল; আপনারা নিজেরা জানেন নিজেদের খুশিমতো কাজকর্ম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

নীচের ক'টি কথাও আমি বলতে চাই: অনেকে মনে করেন **পার্টির মধ্যকার মতবিরোধ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য** পুস্তিকাটির লেখক ছিলেন ইউনিয়ন কমিটি, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন। আমি জানাতে চাই যে আমিই ঐ পুস্তিকাটির লেখক। ইউনিয়ন কমিটি তা শুধু সম্পাদনা করেছিল।

এখন কাজের কথায় আসি।

আমার প্রতিপক্ষ আমার বিরুদ্ধে 'বিতর্কের বিষয়টি দেখতে না পারা' এবং 'সমস্যাকে ঘোলাটে করে তোলার'* অভিযোগ এনেছেন এবং তিনি বলছেন, 'কর্মসূচী সংক্রান্ত নয় সাংগঠনিক প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করেই বিতর্ক রয়েছে।' (পৃঃ ২)

সামান্য ক'টি কথা বললেই বোঝা যাবে লেখকের বক্তব্যটি মিথ্যা। আসল কথা হ'ল আমার পুস্তিকাটি ছিল **সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট**-এর **প্রথম সংখ্যার** জবাব—পুস্তিকাটি ছাপতে পাঠিয়ে দেবার পরই **সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট**-এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় লেখক কী বলেছেন? শুধু এই কথাটাই বলেছেন যে 'সংখ্যাগুরুরা' ভাববাদের অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং এই অবস্থান মার্কসবাদের 'মূলগতভাবে বিরোধী'। এখানে সাংগঠনিক প্রশ্নের **ইঙ্গিতমাত্র নেই**। জবাবে আমাকে কী বলতে হবে? আমি যা বলার ঠিক তা-ই বলেছি: 'সংখ্যাগুরুর' অবস্থান হ'ল প্রকৃত মার্কসবাদের অবস্থান এবং 'সংখ্যালঘু'রা যদি তা বুঝতে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে তারা নিজেরাই প্রকৃত মার্কসবাদ থেকে দূরে সরে গেছেন। রাজনৈতিক বিতর্কের সামান্য কিছুমাত্র যিনি জানেন, তিনিই এভাবে জবাব দিতেন। কিন্তু লেখক প্রশ্ন করেই চলেছেন: আপনি কেন সাংগঠনিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলেন না? হে দার্শনিক, আমি ঐ সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা

*ইউনিয়ন কমিটির একটি জবাব—পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য।[৪৭]

করিনি। কারণ আপনারা নিজেরাই তখন ঐ প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেননি। যেসব প্রশ্ন ওঠানোই হয়নি তার জবাব তো কেউই দিতে পারে না। স্পষ্টতঃ, 'বিষয়টা ঘোলাটে করে তোলা', 'বিতর্কের বিষয়টি চেপে যাওয়া' ইত্যাদি লেখকের নিজের উদ্ভাবন মাত্র। অন্যদিকে, আমার সন্দেহ করার কারণ রয়েছে যে লেখক নিজেই কিছু কিছু প্রশ্ন চেপে যাচ্ছেন। তিনি বলছেন, 'বিতর্ক হচ্ছে সাংগঠনিক প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করে' কিন্তু আমাদের মধ্যে রণনীতিগত প্রশ্নে মতপার্থক্য রয়েছে যা সাংগঠনিক প্রশ্নে মতপার্থক্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের 'সমালোচক'টি কিন্তু তার পুস্তিকায় ঐ মতপার্থক্যগুলো সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। অতএব এটাই হচ্ছে যাকে বলা যায় প্রকৃতপক্ষে 'বিষয়বস্তুকে ঘোলাটে করে ফেলা'।

আমার পুস্তিকায় আমি কী বলেছি?

বর্তমান সমাজজীবন ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়া। দু'টি বৃহৎ শ্রেণী—বুর্জোয়াশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণী—আছে সেখানে আর তাদের মধ্যে চলছে এক জীবন-মরণ সংগ্রাম। বুর্জোয়াশ্রেণীর জীবনের বাস্তব অবস্থা তাদের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মজবুত করে তুলতে বাধ্য করছে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের বাস্তব অবস্থা তাদের বাধ্য করছে সেই ব্যবস্থার ভিত্তি টলিয়ে দিতে, তাকে ধ্বংস করতে। এই দু'টি শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দু'টি চেতনা—বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা—রূপ গ্রহণ করছে। সমাজতান্ত্রিক চেতনা শ্রমিক-শ্রেণীর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী এই চেতনাকে গ্রহণ করে, তাকে আত্মস্থ করে এবং দ্বিগুণিত উদ্যমের সঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলে। একথা বলার দরকার পড়ে না, যদি ধনতন্ত্র বলে কিছু, শ্রেণী-সংগ্রাম বলে কিছু না থাকত তবে সমাজতান্ত্রিক চেতনা বলেও কিছু থাকত না। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল: এই সমাজতান্ত্রিক চেতনা (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র) কে রূপদান করবে বা রূপদান করতে পারে? কাউটস্কি বলেছেন, এবং আমি তার মতেরই পুনরাবৃত্তি করে বলেছি যে, শ্রমিক জনগণ যতক্ষণ তারা শ্রমিকই থেকে যাচ্ছেন ততক্ষণ তাদের এই সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে রূপদান করার সময় বা সুযোগ কোনোটাই থাকে না। কাউটস্কি বলেছেন, 'আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চেতনা গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতেই শুধু দেখা দিতে পারে।'* বিজ্ঞানের বাহক হচ্ছেন বুদ্ধিজীবীরা, মার্কস, এঙ্গেলস

*'কী করতে হবে?' গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় কাউটস্কির এই প্রবন্ধটির উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

সহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা, যাদের সময় ও সুযোগ দুটোই রয়েছে নিজেদেরকে বিজ্ঞানের প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠা করার এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে রূপদান করার। একথা পরিষ্কার, সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে রূপ দিয়েছেন এমন কয়েকজন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বুদ্ধিজীবী যাদের তা করার মতো সময় ও সুযোগ রয়েছে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক চেতনার এমনিতে এমন কী গুরুত্ব থাকতে পারে যদি না তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে? এটা তো কথার কথা মাত্র থেকে যেতে পারে। এই চেতনা যখন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন কিন্তু অবস্থাটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে দাঁড়ায়: শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলে অনেক দ্রুত বেগে সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার দিকে এগিয়ে চলবে। এখানে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি (এবং শুধুমাত্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বুদ্ধিজীবীরা নন) দেখা দেয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রবর্তিত হয়। কাউটস্কি যখন বলেন 'সমাজতান্ত্রিক চেতনা হ'ল এমন একটা জিনিস যা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে প্রবর্তিত হয়েছে বাইরে থেকে' তখন তার মনে এই কথাটাই রয়েছে।*

তাহলে দেখা যায়, কয়েকজন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বুদ্ধিজীবী সমাজ-তান্ত্রিক চেতনাকে রূপদান করেন কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে এই চেতনার প্রবর্তন ঘটে সমগ্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দ্বারা—যা স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনকে একটি সচেতন চরিত্র দান করে।

আমার পুস্তিকায় আমি এই কথাটিই আলোচনা করেছি।

এই হ'ল মার্কসবাদ তথা 'সংখ্যাগুরুদের' গৃহীত অবস্থান।

আমার প্রতিপক্ষ আমাদের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে কি বলেছেন?

সঠিকভাবে বলতে গেলে, গুরুত্বপূর্ণ কিছুই বলেননি। প্রশ্নটাকে ব্যাখ্যা করার চেয়ে গালাগাল দিতেই তিনি অধিক ব্যাপৃত রয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন! খোলাখুলি প্রশ্ন তুলতেও সাহস পাচ্ছেন না, সরাসরি তার কোনো উত্তরও দিচ্ছেন না এবং শঠতা করে মূল কথাটাই এড়িয়ে যাচ্ছেন, পরিষ্কারভাবে বিবৃত প্রশ্নগুলোকে ভণ্ডামি করে ঘোলাটে করে তুলছেন অথচ একই সঙ্গে সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন: এক কলমের আঁচড়েই সকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা আমি করেছি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, লেখক

*ঐ

সমাজতান্ত্রিক চেতনা কারা রূপদান করে এই প্রশ্ন আদৌ তোলেননি এবং এই প্রশ্নে তিনি কার পক্ষে, কাউটস্কির পক্ষে, না অর্থনীতিবাদীদের পক্ষে রয়েছেন, তা সাহস করে খোলাখুলি বলেনওনি। এটা সত্য, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট-এর প্রথম সংখ্যায় আমাদের 'সমালোচক মশাই' সাহস করে অনেক দুর্দান্ত কথাবার্তা বলেছিলেন; ঐ সময়ে তিনি অর্থনীতিবাদীদের ভাষাতেই খোলাখুলি কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি কী করতে পারতেন? তিনি তখন ছিলেন একটা মেজাজে, এখন রয়েছেন 'অন্য মেজাজে' এবং সমালোচনার পরিবর্তে মূল প্রশ্নটাকেই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন; মনে হয়, তিনি বুঝেছেন যে তিনি ভুল করেছিলেন কিন্তু সাহস করে এই ভুল খোলাখুলি স্বীকারও করছেন না। মোট কথা, আমাদের লেখকটি পড়েছেন উভয়সংকটে; কোন্ দিকে যাবেন ভেবেই পাচ্ছেন না। যদি তিনি 'অর্থনীতিবাদীদের' সঙ্গে যান, তাহলে কাউটস্কি ও মার্কসবাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে ফেলতে হয়, যা তার পক্ষে সুবিধার হবে না; অন্যদিকে যদি 'অর্থনীতিবাদীদের' সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে কাউটস্কির পক্ষে চলে যান, তবে 'সংখ্যাগুরুরা' যা বলেছে তাই মেনে নিতে হয়—এটা করার সাহসও তার নেই। তাই তিনি উভয়সংকটেই পড়ে রয়েছেন। আমাদের 'সমালোচক মশাই'ই বা কী করবেন? তিনি ঠিক করেছেন সব চেয়ে ভাল কাজ হবে কিছুই না বলা, এবং উপরে উত্থাপিত প্রশ্নটি তিনি শঠতা করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন।

চেতনার প্রবর্তন সম্পর্কে লেখক মশাই কী বলছেন?

এখানেও তিনি একই দোদুল্যমানতা ও কাপুরুষতা দেখিয়েছেন। তিনি প্রশ্নটি নিয়ে তালগোল পাকাচ্ছেন এবং প্রচণ্ড সোরগোল সহকারে বলছেন: 'বুদ্ধিজীবীরা বাইরে থেকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করে,' কাউটস্কি নাকি একথা বলেননি (পৃঃ ৭)।

চমৎকার, 'সমালোচক মশাই,' আমরা বলশেভিকরাও তো তা বলি না। হাওয়াকলের দিকে এই ছুটোপুটি করছেন কেন? কেন আপনি বুঝতে পারছেন না যে আমাদের অর্থাৎ বলশেভিকদের মতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রবর্তিত হয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দ্বারা,* শুধুমাত্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা নয়? কেন আপনি মনে করছেন যে

*পার্টিতে মতপার্থক্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, পৃঃ ১৮ (বর্তমান খণ্ডের ১০৯ পৃষ্ঠা দেখুন)
—সম্পাদক

সোশ্চাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীদের নিয়েই গড়া? আপনি কি জানেন না সোশ্চাল ডিমোক্র্যাসির সদস্যদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় রয়েছেন অগ্রসর শ্রমিক? সোশ্চাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রমিকেরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রবর্তন করতে পারেন না কি?

স্পষ্টতঃ, লেখক নিজেই বুঝছেন যে তার 'প্রমাণ'টা যুৎসই হয়নি আর তাই তিনি অন্ত 'প্রমাণে' চলে যাচ্ছেন।

আমাদের 'সমালোচকটি' বলে চলেছেন এ-রকমভাবে: 'কাউটস্কি লিখেছেন "শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে এবং সেই সব লোক যারা শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রয়োজনেই একটি সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা দেয়; তা থেকে বোঝা যায় সমাজতান্ত্রিক প্রয়াসের উদ্ভব"—কাজেই এটা স্পষ্ট যে সমাজতন্ত্র বাইরে থেকে শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে প্রবর্তিত হয় না, বরং বিপরীতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকেই তার আবির্ভাব ঘটে এবং যারা শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তাধারা গ্রহণ করেন তাদের মাথায় তা ঢোকে।'—এই হ'ল আমাদের সমালোচকের মন্তব্য ('ইউনিয়ন কমিটির প্রত্যুত্তরে', পৃঃ ৮)।

'সমালোচক' এই লিখেছেন, আর ধরে নিয়েছেন তিনি বিষয়টা ব্যাখ্যা করে ফেলেছেন! কাউটস্কির কথাগুলোর অর্থ কী? শুধুমাত্র এইটুকুই যে সমাজ-তান্ত্রিক **প্রয়াস** শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়—এবং এটা অবশ্যই সত্যি কথা। কিন্তু আমরা তো সমাজতান্ত্রিক প্রয়াস নিয়ে কথা বলছি না, বলছি **সমাজতান্ত্রিক চেতনার** কথা! দু'টির মধ্যে মিল কোথায়? প্রয়াস আর চেতনা কি একই জিনিস? লেখকটি কি 'সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা' এবং 'সমাজতান্ত্রিক চেতনার' পার্থক্যও ধরতে পারেন না? এবং এটা কি ভাবের দৈন্যের পরিচায়ক নয় যখন তিনি কাউটস্কির কথাগুলো থেকে সিদ্ধান্ত টানছেন 'সমাজতন্ত্র বাইরে থেকে প্রবর্তিত হয় না'? 'সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা দেওয়া' এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রবর্তিত হওয়ার মধ্যে মিল কোথায়? এই একই কাউটস্কি একথা বলেননি কি যে 'সমাজতান্ত্রিক চেতনা হ'ল এমন একটি জিনিস যা **বাইরে থেকে** শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে প্রবর্তিত হয়' (**কী করতে হবে?** ২৭ পৃষ্ঠা দেখুন)?

স্পষ্টতঃ, লেখক বুঝতে পারছেন যে তিনি একটা বেকায়দায় পড়েছেন এবং

তাই সিদ্ধান্তে এসে একথা তাকে যোগ করতে হয়েছে: 'কাউটস্কি থেকে উদ্ধৃতিতে অবশ্যই এটা বোঝায় না যে শ্রেণী-সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক চেতনা বাইরে থেকে প্রবর্তিত হয়' ('ইউনিয়ন কমিটির প্রত্যুত্তরে', পৃঃ ৭ দেখুন)। তা সত্বেও, এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি খোলাখুলি ও সাহসের সঙ্গে মেনে তিনি নেননি। এখানেও আগের মতো যুক্তির মুখে পড়ে আমাদের মেনশেভিকটি একই দোদুল্যমানতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করছেন।

দু'টি বড় প্রশ্নে এই হ'ল 'সমালোচক' মশাইয়ের দ্ব্যর্থবোধক 'প্রত্যুত্তর'!

এই বড় প্রশ্নগুলো থেকে স্বাভাবিকভাবেই যে ছোটখাটো প্রশ্নগুলো দেখা দেয় সেক্ষেত্রে কী বলা যায়? ভালো হয় যদি পাঠক নিজেই আমার পুস্তিকার সঙ্গে লেখকের পুস্তিকাটির তুলনা করে দেখেন। কিন্তু আরো একটি প্রশ্নের আলোচনা করতেই হয়। যদি লেখককে বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে আমাদের মত নাকি হ'ল 'আক্সেলরড, জাসুলিচ এবং স্তারোভারকে সম্পাদক হিসাবে কংগ্রেস···নির্বাচন করেনি বলেই ভাঙন দেখা দিয়েছিল'···('একটি জবাব', পৃঃ ১৩) এবং ফলতঃ আমরা নাকি 'ভাঙনকে অস্বীকার করে নীতিগত দিক থেকে কী গভীরভাবে যে ভাঙনটি প্রভাব বিস্তার করছে তা লুকিয়ে রেখে সমগ্র বিরোধিতাকে দেখিয়েছি কেবল তিনজন "বিদ্রোহী" সম্পাদকের কাণ্ড হিসাবে' (ঐ, পৃঃ ১৬)।

এখানেও লেখকটি মূল প্রশ্নটিকে আবার গুলিয়ে ফেলছেন। বস্তুতঃ, এখানে দু'টি প্রশ্ন তোলা হয়েছে: একটি হ'ল ভাঙনের কারণ এবং অন্যটি হ'ল মতপার্থক্যগুলো প্রকাশের রূপ।

প্রথম প্রশ্নটির ক্ষেত্রে আমি নিম্নলিখিত স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলাম: 'এটা এখন পরিষ্কার কি কি কারণে পার্টির মধ্যে মতপার্থক্যগুলো দেখা দিয়েছিল। স্পষ্টতঃ, পার্টির মধ্যে দু'টি চিন্তাধারা দেখা দিয়েছে: **শ্রমিকশ্রেণীসুলভ দৃঢ়তার** ধারা এবং **বুদ্ধিজীবীসুলভ দোদুল্যমানতার** ধারা। বর্তমান সংখ্যালঘুরা এই বুদ্ধিজীবীসুলভ দোদুল্যমানতাই প্রকাশ করছেন (**সংক্ষিপ্ত বক্তব্য**, পৃঃ ৪৬ দেখুন)।* তাহলে দেখতে পাচ্ছেন মতপার্থক্যের জন্য আমি দায়ী করছি বুদ্ধিজীবীসুলভ এবং শ্রমিকশ্রেণীসুলভ দু'টি ধারাকে, মার্তভ-আক্সেলরড-এর আচরণকে নয়। মার্তভ এবং অন্যান্যদের আচরণ হচ্ছে বুদ্ধিজীবীসুলভ ধারারই একটি অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু স্পষ্টতঃ,

*বর্তমান খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।—সম্পাদক

আমাদের মেনশেভিকটি আমার পুস্তিকার এই অংশটি অনুধাবন করতেই ব্যর্থ হয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের ব্যাপারে, আমি নিশ্চয়ই বলেছিলাম এবং সব সময়ই বলবো যে 'সংখ্যালঘুদের' নেতারা 'সম্মুখসারির আসনের' জন্যই চোখের জল ফেলছিলেন এবং পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে ঠিক ঐ ধরনের একটি রূপই দিয়েছিলেন। আমাদের লেখকটি তা স্বীকার করতে রাজী নন। তা সত্ত্বেও এটা একটা বাস্তব সত্য যে 'সংখ্যালঘুদের' নেতারা পার্টির বিরুদ্ধে একটি বয়কট ঘোষণা করেছিলেন, প্রকাশ্যভাবে কেন্দ্রীয় কমিটিতে, কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহে এবং পার্টি কাউন্সিলে আসন দাবি করেছিলেন এবং তদুপরি ঘোষণা করেছিলেন: 'যে সংঘাত পার্টির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে তা যাতে পার্টি পরিহার করতে পারে একমাত্র তার জন্যই আমরা এই শর্তগুলো হাজির করছি' (মন্তব্য, পৃঃ ২৬ দেখুন)। এটার মানে কি এই নয় যে—'সংখ্যালঘু'দের নেতারা তাদের পতাকায় ভাবাদর্শগত সংগ্রাম নয় 'আসনের জন্য লড়াই' কথাটিই লিখে নিয়েছেন? এটা তো সকলেরই জানা কথা যে কেউই তাদের চিন্তাধারা ও নীতিগত প্রশ্নে সংগ্রাম চালাতে বাধা দেয়নি। বলশেভিকরা কি তাদের বলেননি: আপনাদের নিজেদের মুখপত্র স্থাপন করুন, আপনাদের মতামতের পক্ষে যা বলার বলুন, পার্টি আপনাদের এ-রকম মুখপত্রের ব্যবস্থাও করে দিতে পারে (মন্তব্য দেখুন)? যদি তারা 'সম্মুখসারির আসনের' প্রশ্নে নয় নীতিগত প্রশ্নেই প্রকৃতপক্ষে আগ্রহী হয়ে থাকতেন, তবে এতে তারা রাজী হননি কেন?

আমরা এই আচরণকে মেনশেভিক নেতাদের রাজনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতা আখ্যা দিয়েছি। যার যা চরিত্র তা-ই বলে ডাকবার জন্য, ভদ্রমহোদয়গণ, অনর্থক ক্ষুণ্ণ হবেন না।

আগে, 'সংখ্যালঘুদের' নেতারা সমাজতান্ত্রিক চেতনা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে বাইরে থেকে প্রবর্তিত হয় এই প্রশ্নে মার্কসবাদ ও লেনিনের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতেন না (কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রবন্ধ, ইসক্রার প্রথম সংখ্যা দেখুন)। কিন্তু পরে তারা দোদুল্যমানতা শুরু করলেন, লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন, মাত্র একদিন আগে যা তারা পুজো করেছিলেন একদিন বাদে অ-ই আজ তারা পোড়াতে লেগেছেন। একে আমি বলেছিলাম এক প্রান্ত থেকে উল্টো প্রান্তে দোল খাওয়া। মেনশেভিক ভদ্রমহোদয়গণ, এতেও অকারণ ক্ষুণ্ণ হবেন না।

যদি আমরা রাজনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতা, আসনের জন্য সংগ্রাম, দোদুল্যমানতা, নীতিহীনতা এবং অনুরূপ সমজাতীয় অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর একটা সংমিশ্রণ তৈরি করি তবে এমন কিছু কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাব যাকে বলা হয় **বুদ্ধিজীবীসুলভ দোদুল্যমানতা** এবং মুখ্যতঃ বুদ্ধিজীবীরাই এতে পীড়িত হয়ে থাকে। স্পষ্ট কথা, বুদ্ধিজীবীসুলভ এই দোদুল্যমানতাকে ভিত্তি করেই দেখা দেয় 'আসনের জন্য লড়াই', 'নীতির অভাব' ইত্যাদি। বুদ্ধিজীবীদের এই দোদুল্যমানতা অবশ্য তাদের সামাজিক অবস্থানের জন্যই দেখা দেয়। এভাবেই আমরা পার্টির ভাঙনকে ব্যাখ্যা করে থাকি। প্রিয় লেখক, আপনি কি তাহলে শেষ পর্যন্ত ভাঙনের কারণ এবং যেসব রূপে তা অভিব্যক্ত হয় তার মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে পারলেন? আমার সন্দেহ রয়েছে।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট এবং আমাদের আজব সমালোচক মশাই এ-রকম একটি উদ্ভট এবং দ্ব্যর্থবোধক অবস্থানই গ্রহণ করেছেন। অন্য একটি ক্ষেত্রে কিন্তু এই 'সমালোচক মশাই'ই আবার দুর্দান্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। ষোল পৃষ্ঠার তার পুস্তিকায় তিনি বলশেভিকদের সম্পর্কে অন্ততঃ আটটি মিথ্যা হাজির করে ছেড়েছেন এবং এমন সব মিথ্যা যাতে আপনি না হেসে পারবেন না। বিশ্বাস করছেন না? তাহলে তথ্যগুলো দেখুন।

প্রথম মিথ্যা: লেখকের মতে, 'লেনিন পার্টিকে সংকুচিত করে তাকে পেশাদারদের একটি সংকীর্ণ সংগঠনে পরিণত করতে চান' (পৃঃ ২)। কিন্তু লেনিন বলছেন, 'এটা চিন্তা করা উচিত নয় যে পার্টি সংগঠনগুলো শুধুমাত্র পেশাদার বিপ্লবীদের নিয়েই গঠিত হবে। আমাদের দরকার প্রতিটি রূপের, স্তরের ও রকমের চূড়ান্ত সংকীর্ণ ও গোপন থেকে অত্যন্ত ব্যাপক ও খোলামেলা 'বহুমুখী সংগঠনের' ('কার্যবিবরণী,' পৃঃ ২৪০)।

দ্বিতীয় মিথ্যা: লেখকের মতে, লেনিন চান 'শুধু কমিটির সদস্যদের পার্টিতে আনতে' (পৃঃ ২)। কিন্তু লেনিন বলছেন: 'সমস্ত গ্রুপ, **সার্কেল, সাবকমিটি, প্রভৃতি** কমিটি-সংস্থার অথবা কমিটি-শাখার মর্যাদা ভোগ করবে। তাদের মধ্যে কিছু খোলাখুলি রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করবেন এবং কমিটি অনুমোদন করলে তারা পার্টিতে **যোগদান করবেন** ('একজন কমরেডের কাছে চিঠি', ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।*[৪৮]

*আপনারা দেখছেন লেনিনের মতে সংগঠনগুলো শুধু কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নয়, আঞ্চলিক কমিটিগুলো কর্তৃকও পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

তৃতীয় মিথ্যা: লেখকের মতে, 'লেনিন পার্টিতে বুদ্ধিজীবীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবি করছেন' (পৃঃ ৫)। কিন্তু লেনিন বলছেন: 'কমিটিগুলোতে ···যথাসম্ভব থাকা উচিত শ্রমিকদের মধ্য থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সকল মুখ্য নেতারা' ('একজন কমরেডের কাছে চিঠি,' পৃঃ ৭-৮); অর্থাৎ লেনিন চান—অগ্রসর শ্রমিকদের কণ্ঠ কেবল অন্য সমস্ত সংগঠনে নয়, পার্টি কমিটিগুলোতেও প্রাধান্য পাক।

চতুর্থ মিথ্যা: লেখক বলছেন, আমার পুস্তিকার ১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'শ্রমিকশ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে' ইত্যাদি হ'ল 'সম্পূর্ণতঃ একটি বিকৃতি' (পৃঃ ৬)। প্রকৃতপ্রস্তাবে, আমি শুধু 'কী করতে হবে?' থেকে এই অংশটুকু নিয়ে তর্জমা করে দিয়েছিলাম। ঐ বইটির ২৯ পৃষ্ঠায় আমরা পড়ছি: 'শ্রমিকশ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিন্তু তা সত্বেও অনেক বেশি ব্যাপক (এবং যাকে অবিরাম বহুবিচিত্র রূপে পুনরুজ্জীবিত করা হয়ে থাকে) বুর্জোয়া ভাবাদর্শ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিকশ্রেণীর উপর অনেক বেশি করে নিজেকে আরোপ করে।' এই অংশটিই আমার পুস্তিকার ১২ পৃষ্ঠায় অনূদিত হয়েছে। আমাদের 'সমালোচক' এটিকেই বিকৃতি বলে আখ্যা দিয়েছেন! জানি না এরজন্য দায় করব তার অন্যমনস্কতাকে না তার প্রতারণার প্রবৃত্তিকে।

পঞ্চম মিথ্যা: লেখকের মতে, 'শ্রমিকরা যে "স্বাভাবিক প্রয়োজন বশে" সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়াস চালায় লেনিন কোথাও তা বলেননি' (পৃঃ ৭)। কিন্তু লেনিন বলেছেন, 'শ্রমিকশ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে' ('কী করতে হবে?' পৃঃ ২৯)।

ষষ্ঠ মিথ্যা: লেখক আমার উপর এই চিন্তাটি আরোপ করেছেন যে 'শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন বাইরে থেকে করেন বুদ্ধিজীবীরা' (পৃঃ ৭) অথচ আমি বলেছি, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি (এবং শুধুমাত্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বুদ্ধিজীবীরা নন) আন্দোলনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রবর্তন করে (পৃঃ ১৮)।

সপ্তম মিথ্যা: লেখকের মতে, লেনিন বলেছেন যে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ 'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই' দেখা দেয় (পৃঃ ৯)। কিন্তু এ-রকম একটা চিন্তা লেনিনের মাথায়ই ঠাঁই পায়নি। তিনি বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ 'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত

বিকাশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই' দেখা দেয় ('কী করতে হবে?' পৃঃ ২১)।

অষ্টম মিথ্যা: লেখক বলছেন, 'প্লেখানভ "সংখ্যালঘুদের" পরিত্যাগ করেছেন' আমার এই বিবৃতি নাকি 'বাজে কথা'। কিন্তু প্রকৃত সত্য হ'ল, আমি যা বলেছি তা-ই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। প্লেখানভ এরই মধ্যে সংখ্যালঘুদের পরিত্যাগ করেছেন। *

তার পুস্তিকায় লেখক ছোটখাটো অনেক মিথ্যার মশলা দরাজ হাতে ছড়িয়েছেন; তা নিয়ে আমি আলোচনা করছি না।

এটা স্বীকার করতেই হয় যে লেখক একটি সত্য কথা বলেছেন। তিনি আমাদের বলেছেন 'যখন কোনো সংগঠন বাজে বকবকানি শুরু করে তখন বুঝতে হবে তার দিন ঘনিয়ে এসেছে' (পৃঃ ১৫)। একেবারে খাঁটি কথা নিশ্চয়ই। একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে—বাজে বকবকানি করছে কে—সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট আর তার অদ্ভুত বীর পুরুষটি, না ইউনিয়ন কমিটি? আমরা তার বিচারের ভার পাঠকদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।

আরো একটি প্রশ্ন আর তাহলেই শেষ। একটা বিরাট গুরুত্ব সহকারে লেখক বলছেন: 'প্লেখানভের চিন্তাধারার পুনরাবৃত্তির জন্য ইউনিয়ন কমিটি আমাদের তিরস্কার করেছেন। প্লেখানভ, কাউটস্কি এবং অন্যান্য সমান স্তরের সুপরিচিত মার্কসবাদীদের চিন্তাধারার পুনরাবৃত্তিকে আমরা একটি মহৎ কার্য বলেই মনে করি' (পৃঃ ১৫)। তাহলে, প্লেখানভ ও কাউটস্কির চিন্তাধারার পুনরাবৃত্তিকে আপনি একটি মহৎ কার্য বলেই মনে করেন? চমৎকার কথা, ভদ্রমহোদয়গণ! আচ্ছা, শুনুন তাহলে:

কাউটস্কি বলেন 'সমাজতান্ত্রিক চেতনা হ'ল এমন একটা জিনিস যা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে **বাইরে থেকে প্রবর্তিত** হয় এবং **স্বতঃস্ফূর্তভাবে** তা **ঐ আন্দোলনের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয় না।**' ('কী করতে হবে?' গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় কাউটস্কির উদ্ধৃত কথাগুলো দেখুন)। একই কাউটস্কি বলছেন, 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্তব্য হ'ল শ্রমিকশ্রেণীকে তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা এবং তার কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া' (ঐ)। হে মেনশেভিক ভদ্রমহোদয়, আমরা আশা করি আপনি

---

*কিন্তু তা সত্ত্বেও লেখকের এমন দুঃসাহস যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় তিনি আমাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় কংগ্রেস প্রসঙ্গে তথ্য বিকৃত করার অভিযোগ আনছেন।

কাউটস্কির এই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করবেন এবং আমাদের সন্দেহ নিরসন করবেন।

এবার প্লেখানভে যাওয়া যাক। প্লেখানভ বলেন '…আমি এটাও বুঝতে পারছি না কেন এটা ভাবা হচ্ছে যে লেনিনের খসড়া* গৃহীত হলে আমাদের পার্টির দরজা বিরাট সংখ্যক শ্রমিকের কাছে বন্ধ হয়ে যাবে। যে শ্রমিকেরা পার্টিতে যোগ দিতে চান তারা সংগঠনকে ভয় পাবেন না। তারা শৃঙ্খলাকে ভয় করেন না। কিন্তু অনেক বুদ্ধিজীবী বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে যাঁরা একান্তভাবে চুর হয়ে রয়েছেন, তারাই শুধু যোগ দিতে ভয় পাবেন। তা যদি হয় তো ভালোই হবে। সাধারণতঃ এই সব বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা হরেকরকমের সুবিধাবাদের প্রতিনিধিও বটে। তাদের দূরেই রাখা উচিত। লেনিনের খসড়াটি পার্টির উপর এদের হামলার পথে একটা প্রতিবন্ধক হিসাবেই কাজ করবে এবং শুধু এই জন্যই সুবিধাবাদের বিরোধী সকলেরই এর পক্ষে ভোট দেওয়া উচিত' (কার্যবিবরণী, পৃঃ ২৪৬ দেখুন)।

হে 'সমালোচক' মহোদয়, আমরা আশা করি আপনি আপনার মুখোসটি খুলে ফেলে দেবেন এবং শ্রমিকসুলভ স্পষ্টবাদিতা সহকারে প্লেখানভের এই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করবেন।

যদি আপনি তা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে বোঝা যাবে সংবাদপত্রে দেওয়া আপনার বিবৃতিগুলো চিন্তাভাবনাবর্জিত এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন।

প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা
(দি প্রলেটারিয়েন স্ট্রাগল) সংখ্যা ১১
১৫ই আগস্ট, ১৯০৫
স্বাক্ষরবিহীন

---

* লেনিনের এবং মার্তভের তৈরি করা পার্টির নিয়মাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদ সম্পর্কে প্লেখানভ এখানে আলোচনা করছেন।

প্রতিক্রিয়া মাথা তুলছে

আমাদের মাথার ওপর কালো মেঘ জমছে। জরাগ্রস্ত স্বৈরতন্ত্র তার মাথা তুলছে এবং নিজেকে 'আগুনে আর অস্ত্রে' সজ্জিত করে তুলছে। প্রতিক্রিয়া মহড়া শুরু করেছে! কেউ যেন আমাদের কাছে জারের 'সংস্কারের' কথাটি আর না বলে—কারণ এটার উদ্দেশ্যই তো ঘৃণ্য স্বৈরতন্ত্রকে জোরদার করে তোলা: 'সংস্কারের' পর্দা দিয়ে নির্মম জারের সরকার আড়াল করছে তার বুলেট আর চাবুককে, আর এসবের কী বেপরোয়া প্রয়োগই না তারা করছে আমাদের শায়েস্তা করার জন্য।

একটা সময় গেছে যখন সরকার দেশের মধ্যে রক্তপাত ঘটানো থেকে নিবৃত্ত ছিল। ঐ সময় সে লড়ছিল 'বহির্দেশীয় শত্রুর' বিরুদ্ধে এবং তার দরকার ছিল 'আভ্যন্তরীণ শান্তির'। তারই জন্য তা কিছু পরিমাণে 'নমনীয়তা' দেখিয়েছিল 'আভ্যন্তরীণ শত্রুর' প্রতি এবং যে আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল তা দেখেও দেখেনি।

সময়টা বদলে গেছে! বিপ্লবের ছায়ামূর্তিতে ভীত-সন্ত্রস্ত জারের সরকার 'বহির্দেশীয় শত্রু' জাপানের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেছে; নিজের সমস্ত শক্তিকে জড়ো করেছে 'আভ্যন্তরীণ শত্রুর' বিরুদ্ধে—'পুরোপুরি' হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে নেবার জন্য। আর তাই প্রতিক্রিয়া নড়ে উঠেছে। সরকার এরই মধ্যে **মস্কোভ্‌স্কিয়ে ভেদমস্তি**-তে[৪৯] তার সব 'পরিকল্পনা' প্রকাশ করে দিয়েছে। তাকে ··'বাধ্য হয়ে চালাতে হয়েছে পাশাপাশি দু'টি যুদ্ধ···' প্রতিক্রিয়ার পত্রিকাটি ঐ কথাই লিখেছে—'একটি বহির্দেশীয় যুদ্ধ আর একটি আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ। যদি দু'টি যুদ্ধের কোনোটিই যথেষ্ট তেজের সঙ্গে না করা হয়ে থাকে তা অংশতঃ বোঝা যাবে এই থেকে যে একটি যুদ্ধ অন্যটির পথে বাধা সৃষ্টি করছিল···যদি দূর প্রাচ্যের যুদ্ধটি এখন সাঙ্গ হয় ··' তাহলে সরকার '···অবশেষে বাধাহীনভাবে বিজয়ীর মতো আভ্যন্তরীণ যুদ্ধেরও সমাপ্তি ঘটাবে · কোনো আপোস-আলোচনার তোয়াক্কা না করে ··"আভ্যন্তরীণ শত্রুগণকে"···নিশ্চিহ্ন করবে'·· 'যুদ্ধ সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া (পড়ুন: 'সরকার') তার সমস্ত মনোযোগ আভ্যন্তরীণ জীবনের ক্ষেত্রে এবং মুখ্যতঃ রাষ্ট্রদ্রোহকে প্রশমিত করতে নিয়োজিত করবে' ('মস্কোভ্‌স্কিয়ে ভেদমস্তি', ১৮ই আগস্ট)।

জাপানের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের পেছনে এটাই হ'ল জার সরকারের 'পরিকল্পনা'।

তাই শান্তি স্থাপিত হওয়ার পরই এই 'পরিকল্পনা' তার মন্ত্রীর জবানীতে আবার ঘোষণা করা হয়েছে : 'রাশিয়ার হঠকারী পার্টিগুলোকে আমরা রক্তে ডুবিয়ে দেব,'—এই হ'ল মন্ত্রীর উক্তি। তার লাট-বড়লাটদের মাধ্যমে উপরের এই পরিকল্পনাটি তারা কার্যকর করতে শুরু করে দিয়েছে : রাশিয়াকে অকারণে তারা এক সামরিক শিবিরে পরিণত করেনি, অকারণে তারা আন্দোলনের কেন্দ্র-গুলোকে কশাক ও সৈন্যদের দিয়ে ভরিয়ে ফেলেনি, অকারণে তারা মেশিন-গানগুলো শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেয়নি—দেখে-শুনে মনে হচ্ছে সীমাহীন রাশিয়াকে দ্বিতীয়বারের মতো জয় করার জন্য সরকার অভিযানে নেমেছে।

দেখা যাচ্ছে, সরকার বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং বিপ্লবের অগ্রসর বাহিনী শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তার প্রথম আঘাত হানতে শুরু করেছে। 'হঠকারী পার্টিগুলোর' বিরুদ্ধে হুঙ্কারকে এভাবেই দেখতে হবে। তা অবশ্য কৃষকদেরও 'অবহেলা' করবে না আর যদি তারা 'মূর্খামি করে' মানুষের মতো বাঁচার দাবি জানায়, তবে লাঠি ও গুলির ঢালাও আয়োজনই তাদের জন্য করা হবে কিন্তু ইতিমধ্যে সরকার চেষ্টা করছে তাদের প্রতারণা করতে : তাদের জমি বিলির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, ডুমায় যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে আর ভবিষ্যতে 'সর্বপ্রকার স্বাধীনতা' ভোগের ছবি তুলে ধরছে।

'অভিজাতদের' সম্পর্কে সরকার অবশ্যই 'অনেক কৌশল' সহকারে অগ্রসর হবে এবং তাদের সঙ্গে একটা মৈত্রীতে আবদ্ধ হতে চেষ্টা করবে : ঠিক এইজন্যই তো রাষ্ট্রীয় ডুমাটি রয়েছে। বলার দরকার পড়ে না, লিবারেল বুর্জোয়া মহাশয়েরা এই 'চুক্তি' প্রত্যাখ্যান করবে না। অনেক আগেই ৫ই আগস্টে তারা তাদের নেতার জবানীতে জানিয়ে দিয়েছে যে ' ফ্রান্স যে বিপ্লবী পথে গেছে রাশিয়া যাতে সেই পথে না যায় · তারজন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে' (**রুশকিইয়ে ভেদমস্তি**,[৫০] ৫ই আগস্ট, ভিনোগ্রাদভ-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বলার কোনো দরকার নেই যে ধূর্ত লিবারেলরা দ্বিতীয় নিকোলাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে বরং বিপ্লবের বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তাদের গত কংগ্রেসে এটা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে।…

মোট কথা, জনগণের বিপ্লব দমনের জন্য জারের সরকার সর্বপ্রকার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

শ্রমিকদের জন্ত গুলি, কৃষকদের জন্ত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর বৃহৎ বুর্জোয়াদের জন্ত 'অধিকার'—এই হ'ল প্রতিক্রিয়ার অস্ত্র যা নিয়ে তারা সুসজ্জিত হচ্ছে।

হয় বিপ্লবের পরাজয়, নয় মৃত্যু—এই হ'ল স্বৈরতন্ত্রের আজকের রণ-ধ্বনি।

অন্তদিকে, বিপ্লবের শক্তিসমূহও সতর্ক রয়েছে এবং তাদের মহান কর্তব্য-কর্মগুলো এগিয়ে নিয়ে চলেছে। যুদ্ধের ফলে যে সংকট দেখা দিয়েছিল, ক্রম-বর্ধমান হারে ঘন ঘন রাজনৈতিক ধর্মঘটে তা তীব্রতর হয়ে উঠছে, সমগ্র রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে আলোড়িত করে তুলেছে এবং তাকে এনে দাঁড় করিয়েছে জারের স্বৈরতন্ত্রের মুখোমুখি। সামরিক আইন শ্রমিকশ্রেণীকে সন্ত্রস্ত করতে পারছেন না বরং তা শুধু আগুনে ঘৃতাহুতির মতো অবস্থাকে আরো অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যিনি নিজে শুনেছেন অগণিত শ্রমিকজনগণের বজ্রনির্ঘোষ: 'জারের সরকার নিপাত যাক্, জারের ডুমা নিপাত যাক্!', যিনি অনুভব করেছেন শ্রমিকশ্রেণীর নাড়ীর স্পন্দন—তার মনে বিপ্লবের নেতা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী উদ্যম সম্পর্কে এবং তা যে উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠবে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকবে না। কৃষকদের সম্পর্কে বলতে গেলে দেখা যায় যুদ্ধের সৈন্ত সংগ্রহ তাদের পরিবারগুলোকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে, তাদের পরিবার থেকে প্রধান প্রধান রোজগেরে লোকদের ছিনিয়ে নিয়ে ঘরে ঘরে বর্তমান শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছে। তার সঙ্গে যদি দুর্ভিক্ষের কথাটি মনে থাকে—যে দুর্ভিক্ষ ছাব্বিশটি প্রদেশে নেমে এসেছে—তাহলে দীর্ঘকাল ধরে নিপীড়িত কৃষকেরা কোন্ পথ নেবে তা অনুমান করা কঠিন হবে না। সবার শেষে, এমনকি সৈন্তদের মধ্যেও গুঞ্জন শুরু হয়েছে এবং তা দিনের পর দিন স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে বেশি বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। স্বৈরতন্ত্রের খুঁটি—কশাকদের বিরুদ্ধে সৈন্তদের ঘৃণা জেগে উঠছে: সম্প্রতি নোভায়া আলেক্জান্দ্রিয়াতে (**Novaya Alexandria**) সৈন্তরা তিনশ' কশাককে খতম করে দিয়েছে।* এ ধরনের ঘটনা বেড়েই চলেছে।...

সংক্ষেপে, জীবন আরেকটা বৈপ্লবিক তরঙ্গ সৃষ্টি করছে, ক্রমেই তা স্ফীত হয়ে উঠছে—প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আঘাত হানছে। মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবুর্গের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এই তরঙ্গোচ্ছ্বাসেরই আভাস বয়ে নিয়ে আসছে।

*'প্রলেতারি', ৫১ ১৭ নং সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

এসব ঘটনার প্রতি আমাদের কী মনোভাব হবে? আমরা, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা, কী করব?

মেনশেভিক মার্তভের কথা শুনলে, জারের স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তিকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য আজই আমাদের একটি গণপরিষদ নির্বাচন করা উচিত। তার মতে, ডুমাতে আইনসঙ্গত নির্বাচনের পাশাপাশি অবৈধ নির্বাচনেরও আয়োজন করা কর্তব্য। নির্বাচকদের কমিটি গঠন করে 'জনগণকে ডাক দিতে হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য। একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে এই প্রতিনিধিরা একটি নির্দিষ্ট শহরে সমবেত হয়ে নিজেদেরকে ঘোষণা করবেন গণপরিষদ বলে। · ' এই পথেই 'স্বৈরতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটবে।'* অন্য ভাষায় বললে, স্বৈরতন্ত্র বহাল থাকা সত্ত্বেও সমগ্র রাশিয়ায় আমরা একটি সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করতে পারি! জনগণের 'অবৈধ' প্রতিনিধিরা নিজেদেরকে একটি গণপরিষদ বলে ঘোষণা করতে পারেন এবং স্বৈরতন্ত্র বজায় থাকা সত্ত্বেও একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন! দেখা যাচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র, অভ্যুত্থান, বা অস্থায়ী সরকার কিছুরই দরকার নেই—গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র অমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, শুধু দরকার হ'ল 'অবৈধ' প্রতিনিধিরা নিজেদেরকে গণপরিষদ হিসাবে ঘোষণা করবেন—এই মাত্র! ভালোমানুষ মার্তভ খালি একটি কথা ভুলে গেছেন যে হঠাৎ একদিন দেখতে পাবেন তার পল্লী-রাজ্যের 'গণপরিষদ'টি পিটার ও পলের দুর্গে কয়েদ হয়ে রয়েছে! জেনেভায় বসে মার্তভ এটা আন্দাজই করতে পারছেন না যে বাস্তবের মুখে দাঁড়িয়ে রাশিয়ার শ্রমিকদের ঐসব বুর্জোয়া গালগল্প নিয়ে খেলা করার কোনো সময়ই নেই।

না, আমরা চাই অন্য কিছু করতে।

কুটিল প্রতিক্রিয়া জড়ো করছে কুৎসিত শক্তিগুলোকে—আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে,—আমাদের কাজ হ'ল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং ঐক্যকে নিবিড়তর করে তোলা।

কুটিল প্রতিক্রিয়া ডুমা আহ্বান করেছে; তা চাইছে নূতন মিত্র খুঁজে পেতে, প্রতিক্রিয়ার বাহিনীকে স্ফীত করে তুলতে—আমাদের কাজ হ'ল ডুমাকে সক্রিয়ভাবে বয়কট করার কথা ঘোষণা করা, সারা দুনিয়ার কাছে তার

*'প্রলেতারি', ১৫ নং সংখ্যায় মার্তভের 'পরিকল্পনাটি' প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিবিপ্লবী চেহারাটি খুলে দেওয়া এবং বিপ্লবের সমর্থকদের বাহিনীকে অনেকগুণ বাড়িয়ে তোলা।

কুটিল প্রতিক্রিয়া বিপ্লবের বিরুদ্ধে মারাত্মক আক্রমণ হানছে। সে চায় আমাদের বাহিনীর মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে এবং জনগণের বিপ্লবের সমাধি রচনা করতে। আমাদের কাজ হ'ল আমাদের বাহিনীর ঐক্যকে নিবিড় করে তোলা, দেশব্যাপী জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণ শুরু করা এবং চিরদিনের মতো তার শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলা।

মার্তভের তাসের ঘর নয়, একটা সর্বাত্মক অভ্যুত্থান—এই হ'ল আমাদের প্রয়োজন।

জনগণের মুক্তি নিহিত রয়েছে জনগণের নিজেদেরই বিজয়ী অভ্যুত্থানের মধ্যে।

হয় বিপ্লবের জয়, নয় মৃত্যু—এই হ'ল আজ আমাদের বিপ্লবী রণধ্বনি।

প্রলেতারিয়াতিন বর্দজোলা
(দি প্রলেটারিয়েন স্ট্রাগল), সংখ্যা ১২
১৫ই অক্টোবর, ১৯০৫
স্বাক্ষরবিহীন

বুর্জোয়াশ্রেণী একটা ফাঁদ পাতছে

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি 'গ্রাম ও শহরের নানা ব্যাপারে সক্রিয় লোকদের' একটি কংগ্রেস হয়ে গেল। ঐ কংগ্রেসে একটি নতুন 'পার্টি'[৫২] গড়া হয়েছে, তার একটা কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বিভিন্ন শহরে তার আঞ্চলিক কমিটিও গঠিত হয়েছে। কংগ্রেস একটা 'কর্মসূচী' গ্রহণ করেছে, তার 'রণকৌশল' বর্ণনা করেছে এবং এই নবোদ্ভূত 'পার্টিটি' জনগণের কাছে যে বিশেষ আবেদন জানাবে তার খসড়াও প্রণয়ন করেছে। সংক্ষেপে, 'গ্রাম ও শহরের নানা ব্যাপারে সক্রিয় লোকেরা' তাদের নিজস্ব একটি 'পার্টি' গঠন করেছেন।

কারা এই 'লোকেরা' ? তাদের কী বলা হয় ?

তারা বুর্জোয়া লিবারেলরা।

বুর্জোয়া লিবারেলরা কারা ?

বিত্তবান বুর্জোয়াদের শ্রেণী-সচেতন প্রতিনিধিরাই হলেন এই লিবারেলরা।

বিত্তবান বুর্জোয়ারা আমাদের আপসহীন শত্রু, আমাদের দারিদ্র্যই তাদের সম্পদের উৎস, আমাদের দুঃখই তাদের আনন্দের ভিত্তি। পরিষ্কার কথা, তাদের শ্রেণী-সচেতন প্রতিনিধিরা হ'ল আমাদের মরণ-পণ শত্রু এবং তারা আমাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করবে।

এভাবে জনগণের শত্রুদের একটি দল গড়ে উঠেছে এবং জনগণের কাছে একটা আবেদন প্রচারের বাসনাও তাদের আছে।

এই ভদ্রলোকেরা কী চান ? তাদের আবেদনেই বা তারা কী বলতে চান ?

তারা সমাজতন্ত্রী নন, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে তারা ঘৃণা করেন। তার অর্থ হ'ল, তারা বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে জোরদার করতে এগিয়ে এসেছেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে মরণ-পণ সংগ্রাম চালাচ্ছেন। তাই বুর্জোয়াদের বিভিন্ন মহলে তাদের প্রচুর সমর্থন রয়েছে।

তারা গণতন্ত্রীও নন, তারা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে ঘৃণা করেন। তার অর্থ হল, তারা জারের শাসনকে জোরদার করতে চান এবং দীর্ঘকাল ধরে নিপীড়িত কৃষকদের বিরুদ্ধেও তারা উৎসাহভরে লড়াই করছেন। তাই দ্বিতীয় নিকোলাস তাদের 'সানুগ্রহে' সভা করতে দিয়েছে এবং একটি 'পার্টি' কংগ্রেস আহ্বান করতেও দিয়েছে।

তারা যা চান তা হ'ল জারের ক্ষমতা খানিকটা সংকুচিত করা এবং তাও এই শর্তে যে এই ক্ষমতাটুকু বুর্জোয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু খোদ জারতন্ত্র সম্পর্কে তাদের মত হ'ল তাকে বিত্তবান ধনিকশ্রেণীর নির্ভরযোগ্য খুঁটি হিসাবে নিশ্চয়ই বহাল রাখা হবে—এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাকে ব্যবহার করা হবে। তাই তাদের 'খসড়া সংবিধানে' তারা বলছেন 'রোমানভ বংশের সিংহাসন অলংঘনীয়ই থাকবে' অর্থাৎ তারা চান একটা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের আঁওতায় একটা ছাঁটকাট-করা সংবিধান।

বুর্জোয়া লিবারেল মহোদয়েরা জনসাধারণকে ভোটাধিকার দানে 'আপত্তি করছেন না', যদি অবশ্য জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আইনসভার ওপর ধনিকদের প্রতিনিধিদের প্রাধান্যসম্পন্ন একটি সভার এক্তিয়ার মেনে নেওয়া হয়—কারণ তাহলে তা নিশ্চয়ই জনগণের প্রতিনিধি-সভার সিদ্ধান্তকে সংশোধন এবং খারিজ করে দেবে। তারই জন্য তাদের কর্মসূচীতে বলা হয়েছে: 'আমরা চাই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা।'

বুর্জোয়া লিবারেল ভদ্রমহোদয়েরা বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা দেওয়া হলে 'খুবই খুশি' হবেন, যদি অবশ্য ধর্মঘটের অধিকার সংকুচিত করা হয়। তারই জন্য 'মানুষের ও নাগরিকের অধিকার' ইত্যাদির ব্যাপারে তারা ঝুড়িঝুড়ি কথা বলেছেন কিন্তু ধর্মঘটের স্বাধীনতা সম্পর্কে বোধগম্য কিছুই বলেননি, নিছক অর্থহীনভাবে 'অর্থনৈতিক সংস্কারের' ব্যাপারে আবছা ক'টি মাত্র কথা বলা হয়েছে।

এই অদ্ভুত ভদ্রলোকেরা কৃষক-জনগণের প্রতিও তাদের করুণাবর্ষণে কম যাননি—কৃষকদের মধ্যে জমিদারদের জমি হস্তান্তরিত হলে তাদের 'কোনো আপত্তিই নেই', যদি অবশ্য কৃষকরা জমি জমিদারদের কাছ থেকে কিনে নেয় এবং যদি তারা 'বিনামূল্যে তা পেয়ে না যায়'। দেখতেই পাচ্ছেন, এই বেচারা 'ভদ্রজনেরা' কতখানি দয়াপরবশ!

যদি তারা তাদের এই ইচ্ছাগুলো বাস্তবে কার্যকর হয়েছে দেখে যান, তবে তার অর্থ হবে জারের ক্ষমতাগুলো অর্পিত হবে বুর্জোয়াদের হাতে এবং জারের স্বৈরতন্ত্র ক্রমান্বয়ে বুর্জোয়াদের স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে। 'গ্রামে ও শহরে নানা ব্যাপারে সক্রিয় লোকেরা' এই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে চলেছেন। এরই জন্য তারা ঘুমের মধ্যেও জনগণের বিপ্লবের দুঃস্বপ্নের দ্বারা তাড়িত হচ্ছেন এবং 'রাশিয়াকে ঠাণ্ডা করার' ব্যাপারে এত বকবক করছেন।

এতে তাই বিস্ময়ের কিছু নেই যে এত সবের পরও এই হতভাগ্য 'ভদ্র-জনেরা' রাষ্ট্রীয় ডুমার উপর এত বিরাট ভরসা স্থাপন করেছেন। আমরা জানি, জারের ডুমা হ'ল জনগণের বিপ্লবেরই নিরাকরণ এবং তা আমাদের লিবারেল বুর্জোয়াদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। আমরা জানি, জারের ডুমা বিত্তবান বুর্জোয়াদের 'সামান্য কিছু' কর্মক্ষেত্রের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে এবং আমাদের লিবারেল বুর্জোয়াদের তার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। তারই জন্ত তারা তাদের সমগ্র কর্মসূচী এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ ডুমা টিঁকে থাকবে —এই ধারণার উপরই গড়ে তুলছেন। ডুমা দেউলিয়া হয়ে পড়লে তাতে অনিবার্যভাবেই তাদের সমস্ত 'পরিকল্পনার' দফারফা হয়ে যাবে। তারই জন্ত ডুমা বয়কট করায় তারা এমন ভীত-সন্ত্রস্ত; তারই জন্ত তারা আমাদের ডুমায় যোগ দেবার উপদেশ দিচ্ছে। তাদের নেতা ইয়াকুশকিন (Yakushkin)-এর মুখ দিয়ে তারা বলাচ্ছে, 'জারের ডুমায় যোগদান না করা একটা বিরাট ভুল হবে।' নিশ্চয়ই তা 'একটা বিরাট ভুল' হবে—কিন্তু কার পক্ষে—জনগণের পক্ষে, না জনগণের শত্রুদের পক্ষে ?—সেটাই হ'ল প্রশ্ন।

জারের ডুমার কাজটা কী ? 'গ্রাম ও শহরে নানা ব্যাপারে সক্রিয় লোকেরা'—এ ব্যাপারে কী বলছেন ?

'·· ডুমার **প্রথম** এবং **প্রধান** কাজ হ'ল খোদ ডুমাকেই সংস্কার করা'—তাদের আবেদনে এটাই তারা বলেছেন এবং এই একই আবেদনে তারা বলছেন, 'ভোটারদের কর্তব্য হ'ল নির্বাচকদের এই প্রতিজ্ঞা করানো যাতে তারা সেই সব প্রার্থীদের নির্বাচন করেন যারা **মুখ্যতঃ** ডুমাকেই সংস্কার করতে চাইবেন।'

এই 'সংস্কারের' প্রকৃতিটা কী হবে ? 'আইন প্রণয়নের ব্যাপারে,···রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয়ের ব্যাপারে·· এবং মন্ত্রীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের অধিকারের ব্যাপারে' ডুমার 'চূড়ান্ত কথা বলার' অধিকার থাকা উচিত। অন্ত কথায় বললে, নির্বাচকদের **মুখ্যতঃ** ডুমার অধিকার বিস্তারের দাবি করতে হবে। তাহলে ডুমার 'সংস্কারের' দৌড় হ'ল এই পর্যন্তই! ডুমায় কারা কারা থাকবে ? প্রধানতঃ বৃহৎ বুর্জোয়ারা। পরিষ্কার কথা, ডুমার ক্ষমতা বিস্তারের অর্থ তাহলে হবে রাজনৈতিকভাবে বৃহৎ বুর্জোয়াদেরই শক্তিশালী করা। এবং তাই 'গ্রাম ও শহরে নানা ব্যাপারে সক্রিয় লোকদের' জনগণের প্রতি উপদেশ হ'ল ডুমায় বুর্জোয়া লিবারেলদের নির্বাচিত করা এবং তাদের এই পরামর্শ দেওয়া যাতে বৃহৎ বুর্জোয়াদের শক্তিশালী হয়ে উঠতে **মুখ্যতঃ** সাহায্য করা হয়! মনে

হচ্ছে, সবার আগে ও সবার চেয়ে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদের শত্রুদের শক্তিশালী করার দিকে এবং তা করতে হবে আমাদের নিজের হাতে—এই হ'ল আমাদের আজকের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের প্রতি লিবারেল বুর্জোয়াদের উপদেশ। অত্যন্ত 'বন্ধুজনোচিত' উপদেশ—একথা আমাদের বলতেই হচ্ছে! কিন্তু জনগণের অধিকারের কী হবে? কে সেগুলোর তদারক করছে? আঃ, বুর্জোয়া লিবারেল ভদ্রমহোদয়েরা যে জনগণকে ভুলে যাবেন না—এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি! তারা আমাদের আশ্বস্ত করছেন যে তারা যখন ডুমায় যাবেন, যখন তারা ওখানে শক্ত হয়ে বসবেন, তখন তারা জনগণের জন্যও অধিকার দাবি করবেন। আর এই ধরনের ভণ্ডামিপূর্ণ সদুপদেশের বাণী বিতরণ করে 'গ্রাম ও শহরে নানা ব্যাপারে সক্রিয় লোকেরা' তাদের মতলব হাসিল করার আশা রাখেন।...এবং তাই তারা ডুমার অধিকার সম্প্রসারণের জন্যই প্রধানতঃ আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন।...

বেবেল বলেছিলেন: শত্রু আমাদের যা করার জন্য উপদেশ দেয় তা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকরই হয়। শত্রু আমাদের উপদেশ দিচ্ছে ডুমায় যেতে—পরিষ্কার কথা, ডুমায় যাওয়া হবে আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। শত্রু উপদেশ দিচ্ছে ডুমার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য—পরিষ্কার কথা, ডুমার ক্ষমতার সম্প্রসারণ হবে আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। আমাদের যা করা উচিত তা হ'ল ডুমার প্রতি আস্থাকেই শিথিল করে দেওয়া এবং জনগণের দৃষ্টিতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা। যা আমাদের দরকার তা ডুমার ক্ষমতার সম্প্রসারণ নয়, দরকার আমাদের জনগণের অধিকারের সম্প্রসারণ। আর শত্রু যদি আমাদের মধুর বচনে আপ্যায়িত করে এবং অস্পষ্ট 'অধিকারের' প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে বুঝতে হবে যে তারা আমাদের জন্য একটি ফাঁদ পাতছে এবং আমরা যেন নিজেদের হাতে তাদের জন্য একটি দুর্গ তৈরি করে দেই তাই তারা আমাদের সাহায্য চায়। বুর্জোয়া লিবারেলদের কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো কিছু আমরা আশাই করতে পারি না।

কিন্তু কিছু কিছু 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট' যারা আমাদের কাছে বুর্জোয়াদের কৌশলই হাজির করছে, তাদের সম্পর্কে কী বলবেন? কী বলবেন ককেশাসের 'সংখ্যালঘুদের' সম্পর্কে যারা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে আমাদের শত্রুদের ক্ষতিকারক উপদেশেরই পুনরাবৃত্তি করছে? যেমন উল্লেখ করা যায়, ককেশাসের 'সংখ্যালঘুরা' বলছে: 'আমরা রাষ্ট্রীয় ডুমায় যোগদান করা প্রয়োজন বলে মনে করি' (দ্বিতীয় কনফারেন্স, ৭ম পৃষ্ঠা দেখুন)। ঠিক

এই জিনিসটি আমাদের বুর্জোয়া লিবারেলরাও 'প্রয়োজন বলে মনে করেন।'

সেই একই 'সংখ্যালঘুরা' আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন: 'যদি বুলীগিন কমিশন...**শুধুমাত্র সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোকেই** প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেয়, আমাদের এই নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং বৈপ্লবিক পন্থায় নির্বাচকদের প্রগতিশীল প্রার্থীদের নির্বাচন করতে বাধ্য করতে হবে এবং জেমস্কি সবর-এ দাঁড়িয়ে একটি গণপরিষদ দাবি করতে হবে। সবশেষে সম্ভাব্য সকল উপায়ে... জেমস্কি সবরকে হয় একটি গণপরিষদ আহ্বান করতে আর নয়তো **নিজেদেরকেই গণপরিষদ বলে ঘোষণা** করতে বাধ্য করতে হবে' (সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট, প্রথম সংখ্যা দেখুন)। অন্যভাবে বলা যায়, এমনকি একমাত্র সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোই যদি শুধু নির্বাচনের অধিকার পায়, এমনকি একমাত্র সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোর প্রতিনিধিরাই যদি শুধু ডুমায় এসে জড়ো হয়—তাহলেও আমাদের দাবি করতে হবে যে এই সম্পত্তিবান শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধিদের পরিষদকেই গণপরিষদের অধিকার প্রদান করা হোক! জনগণের অধিকার যদি সংকুচিতও হয় আমাদের কিন্তু তা সত্ত্বেও যতখানি সম্ভব ডুমার ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা করতেই হবে! একথা বলার দরকার পড়ে না যে, নির্বাচনের অধিকার যদি শুধু সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোকেই দেওয়া হয় তবে 'প্রগতিশীল প্রার্থীদের' নির্বাচনের কথা ফাঁকা কথা মাত্র হয়েই থাকবে।

উপরে দেখতে পেয়েছেন, বুর্জোয়া লিবারেলরা একই জিনিস প্রচার করেছে।

জুটোর একটিই হবে: হয় বুর্জোয়া লিবারেলরা মেনশেভিক হয়ে গেছে—আর নয় তো ককেশাসের 'সংখ্যালঘুরা' লিবারেল হয়ে গেছেন।

তা যেটাই হোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই নবোদ্ভূত বুর্জোয়া লিবারেলদের পার্টি দক্ষতার সঙ্গে একটি ফাঁদ পাতছে।...

আমাদের এখন কর্তব্য হ'ল—এই ফাঁদকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া, সকলের কাছে তার আসল চেহারা তুলে ধরা এবং জনগণের লিবারেল শত্রুদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম পরিচালনা করা।

প্রলেতারিয়াত্তিস বর্দজোলা
(দি প্রলেটারিয়েন স্ট্রাগল), নং ১২
১৫ই অক্টোবর, ১৯০৫
স্বাক্ষরবিহীন

নাগরিকগণ!

সমগ্র রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী পরাক্রান্ত দৈত্যের মতো আবার নড়ে উঠছে। ···রাশিয়া সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাপক ধর্মঘট আন্দোলনের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছে। সীমাহীন বিস্তার জুড়ে রাশিয়ার জীবন যেন একটি জাদুদণ্ডের সঞ্চালনে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। শুধু সেন্ট পিটার্সবুর্গে এবং তার রেলপথগুলোতেই দশ লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘট করেছে। রোমানভদের অনুগত সেই প্রাচীন, প্রশান্ত, তন্দ্রালস রাজধানী মস্কোকে একটি বৈপ্লবিক দাবানল সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। খারকভ, কিয়েভ, ইকায়াতেরিনোস্লাভ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও শিল্পকেন্দ্রসমূহ, সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ রাশিয়া, সমগ্র পোলাণ্ড এবং সবশেষে সমগ্র ককেশাস স্তব্ধ হয়ে পড়েছে এবং স্বৈরতন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ভীতিপ্রদ রূপ নিয়ে।

কী ঘটতে চলেছে? শ্বাস রুদ্ধ করে সমগ্র রাশিয়া এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করছে। অভিশপ্ত দ্বি-মুণ্ডবিশিষ্ট জানোয়ারটির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী একটি চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে। এই চ্যালেঞ্জের পথ ধরে আসছে কি একটি সত্যিকারের সংঘর্ষ, এই ধর্মঘট কি একটি প্রকাশ্য, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপগ্রহণ করবে, তা কি আগেকার ধর্মঘটগুলোর মতো 'শান্তিপূর্ণভাবে' শেষ হবে, 'ঠাণ্ডা' হয়ে যাবে?

নাগরিকগণ, এই প্রশ্নের যা-ই জবাব হোক না কেন, যে পথেই বর্তমান ধর্মঘটের সমাপ্তি ঘটুক না কেন—একটা কথা কিন্তু সবার কাছেই পরিষ্কার ও সন্দেহের অতীত: আমরা একটি দেশজোড়া অভ্যুত্থানের পূর্ব-মুহূর্তে উপনীত হয়েছি এবং অভ্যুত্থানের সেই লগ্নটি প্রত্যাসন্ন। যে সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট রাশিয়ার ইতিহাসেই শুধু নয়, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের বিচারেও, অভূতপূর্ব ও অতুলনীয় ব্যাপকতা নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, হয়তো একটা দেশজোড়া অভ্যুত্থানের রূপ নেবার আগেই তা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আগামীকাল তা আবার বিপুলতর বেগে সমগ্র দেশকে আলোড়িত করবে এবং বিকশিত হয়ে উঠবে শক্তিশালী একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানে যা রাশিয়ার জনগণ ও জারের স্বৈরতন্ত্রের মধ্যেকার যুগযুগব্যাপী ক্ষমতাদ্বন্দ্বের চরম সমাপ্তি ঘটাবে এবং সেই ঘৃণ্য জানোয়ারটার মাথাটাই গুড়িয়ে দেবে।

একটা দেশজোড়া সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চরম পরিণতির দিকেই আজ আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সাম্প্রতিক সকল ঘটনা ঐতিহাসিক অনিবার্যতা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। একটা দেশজোড়া সশস্ত্র অভ্যুত্থান—এই হ'ল রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সামনে আজকের দিনের সবচেয়ে মহান কর্তব্য এবং অবিচলিতভাবে তা সম্পাদন করতেই হবে।

নাগরিকগণ, মুষ্টিমেয় লগ্নীকারক ও জমিদার-অভিজাতদের বাদ দিয়ে আপনাদের সকলের স্বার্থেই শ্রমিকশ্রেণীর এই সমবেত হবার আহ্বানে শামিল হওয়া দরকার এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়ে সর্বত্রাতা, সমগ্র দেশব্যাপী এই অভ্যুত্থান ঘটানো দরকার।

দুর্বৃত্ত জার স্বৈরতন্ত্র আমাদের দেশকে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। কোটি কোটি কৃষকের সর্বনাশ, শ্রমিকশ্রেণীর নিপীড়ন আর দুর্দশা, বিপুল জাতীয় ঋণ এবং বিরাট করের বোঝা, সমগ্র জনগণের অধিকারচ্যুতি, জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচার আর হিংস্রতার রাজত্ব এবং সবার শেষে, নাগরিক জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার চূড়ান্ত অভাব—এই তো হ'ল আজকের রাশিয়ার ভয়াবহ ছবি। এটা আর বেশিদিন চলতে পারে না! যে স্বৈরতন্ত্র এই নিদারুণ সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে তাকে ধ্বংস করতেই হবে! এবং তাকে ধ্বংস করা হবেই! স্বৈরতন্ত্র তা বোঝে আর যতবেশি তা সে বুঝতে পারছে ততবেশি এই সন্ত্রাস নিদারুণতর হয়ে উঠছে, তার প্রেত-নৃত্য হয়ে উঠছে আরো বীভৎস—আর তার চারপাশে এই উদ্দাম নৃত্যেরই দাপাদাপি চলছে। শত শত, হাজার হাজার নাগরিকদের—শ্রমিকদের—শহরের রাস্তায় রাস্তায় হত্যা করা, জনগণের সেরা সন্তান শত-সহস্র শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের জেলে ও নির্বাসনে পাঠানো, জারের পাইক-বরকন্দাজদের গ্রামাঞ্চলের তল্লাটে তল্লাটে তথা সমগ্র রাশিয়া জুড়ে কৃষকদের উপরে অবিরাম হত্যাকাণ্ড ও হিংস্র তাণ্ডব চালানো—এসব কিছুর পর স্বৈরতন্ত্র আজ নূতন নূতন সন্ত্রাস আবিষ্কার করছে। তা জনগণের নিজেদের মধ্যেই শত্রুতা ও ঘৃণার বীজ বপন করতে শুরু করেছে এবং জনসাধারণের বিভিন্ন স্তরকে এবং বিভিন্ন জাতিসত্তাকে একে অন্যের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। রাশিয়ান গুণ্ডাদের অস্ত্রসজ্জিত করে রাশিয়ান শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে তাদের লেলিয়ে দিয়েছে, পিছিয়ে থাকা এবং ক্ষুধার্ত রাশিয়ান ও মোলদাভিয়ানদের বেসারাবিয়ায় ইহুদিদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে এবং, সবার শেষে, অজ্ঞ ও গোঁড়া তাতার জনতাকে আর্মেনিয়ানদের

বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। তাতারদের সাহায্যে রাশিয়ার অন্যতম বৈপ্লবিক কেন্দ্রকে এবং ককেশাসের সবচেয়ে বৈপ্লবিককেন্দ্র—বাকুকে তারা ভেঙে চুরমার করেছে এবং সমগ্র আর্মেনীয় প্রদেশকে ভীতত্রস্ত করে বিপ্লব থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বহু উপজাতি-অধ্যুষিত ককেশাসকে পরিণত করেছে একটি সামরিক শিবিরে—যেখানে জনসাধারণ যে-কোনো মুহূর্তে শুধু স্বৈরতন্ত্রের আক্রমণেরই আশঙ্কায় থাকেন না, স্বৈরতন্ত্রের হতভাগ্য শিকার প্রতিবেশী উপজাতিগুলোর আক্রমণের ভয়েও শঙ্কিত থাকেন। এটা আর চলতে পারে না! আর একমাত্র বিপ্লবই পারে এর অবসান ঘটাতে!

যে স্বৈরতন্ত্র এই নারকীয় বীভৎসতা সৃষ্টি করেছে তা নিজের ইচ্ছায় এসব থামাতে পারে বা চায় এটা আশা করা নিতান্তই অদ্ভুত ও হাস্যকর। স্বৈরতন্ত্রের কোনো সংস্কার, কোনো জোড়াতালি—যথা রাষ্ট্রীয় ডুমা, জেম্স্তভো ইত্যাদি, যার মধ্যে লিবারেল পার্টি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়—তার কোনো কিছুই এই বীভৎসতাকে শেষ করতে পারবে না। বরং ঐ দিকে প্রতিটি প্রয়াস, শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক প্রেরণার পথে প্রতিটি প্রতিবন্ধ শুধু এই বীভৎসতাকেই তীব্র করে তুলবে।

নাগরিকগণ! আমাদের সমাজের সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণী; জারের স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে লড়াইয়ে আজও পর্যন্ত প্রধান আঘাত সয়ে এসেছে এই শ্রমিক-শ্রেণী; স্বৈরতন্ত্রের সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সবচেয়ে অনমনীয় শত্রু হিসাবে যে শেষ পর্যন্ত থাকবে, সে এই শ্রমিকশ্রেণী—এই শ্রমিকশ্রেণীই আজ প্রস্তুত হচ্ছে প্রকাশ্য ও সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য। শ্রমিকশ্রেণী আজ আহ্বান জানাচ্ছে আপনাদের সকলকে, সমাজের সকল শ্রেণীকে—সাহায্যের জন্য, সমর্থনের জন্য। অস্ত্রেশস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করুন, শ্রমিকশ্রেণীকে সজ্জিত হতে সাহায্য করুন—আর তৈরী হোন চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য!

নাগরিকগণ, অভ্যুত্থানের মুহূর্তটি প্রত্যাসন্ন! সম্পূর্ণ সশস্ত্র হয়েই আমরা তার মোকাবেলা করব! একমাত্র তা-ই যদি আমরা করি, দেশব্যাপী সর্বাত্মক এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই শুধু আমরা আমাদের ঘৃণ্য শত্রুকে—অভিশপ্ত জারের স্বৈরতন্ত্রকে—পরাজিত করতে সক্ষম হব এবং তার ধ্বংস-স্তূপের উপর গড়ে তুলতে পারব আমাদের প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র।

স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক্!

সর্বাত্মক সশস্ত্র অভ্যুত্থান—জিন্দাবাদ!

গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র—জিন্দাবাদ!

রাশিয়ার সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী—জিন্দাবাদ!

১৯০৫ সালের অক্টোবরে রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির তিফলিস কমিটির ছাপাখানায় মুদ্রিত ইস্তেহার থেকে গৃহীত।
স্বাক্ষর: তিফলিস কমিটি

সমস্ত শ্রমিকদের প্রতি

বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হচ্ছে! রাশিয়ার বিপ্লবী জনগণ অভ্যুত্থানে জেগে উঠেছেন, আঘাত হানার জন্য জারের সরকারকে ঘিরে ধরেছেন! লাল ঝাণ্ডা উড়ছে, ব্যারিকেড গড়ে উঠছে, জনগণ অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন এবং সরকারী দপ্তরগুলোতে হামলা করছেন। আবার শোনা যাচ্ছে বীরদের আহ্বান; আবার বান এসেছে জীবনের মরা গাঙে। বিপ্লবের জাহাজে পাল তোলা হয়েছে আর তা ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে চলেছে, মুক্তির অভিমুখে। জাহাজটিকে পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী।

রাশিয়ার শ্রমিকেরা কী চায়? কোন্ দিকে তারা এগিয়ে চলেছে?

জারের রাশিয়াকে উচ্ছেদ করে একটি জনপ্রিয় গণপরিষদ আমরা গড়ে তুলব—রাশিয়ার শ্রমিকরা আজ এই কথাই বলছে। সরকারের কাছে কোনো ছোটোখাটো সুযোগ-সুবিধা শ্রমিকশ্রেণী চাইছে না, 'সামরিক আইন' প্রত্যাহার বা কিছু কিছু শহরে ও গ্রামে 'বেত্রাঘাত' বন্ধ করার আবেদনও তারা জানাচ্ছে না। এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী মাথা ঘামাবে না। যে কেউ সরকারের কাছে সুযোগ-সুবিধা দাবি করবে সে নিশ্চয়ই মনে করে না যে সরকার ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করে যে তা ধ্বংস হবে। যে কেউ সরকারের কাছ থেকে 'অনুগ্রহ' প্রত্যাশা করে, বিপ্লবের শক্তিতে তার কোনো আস্থাই নেই—কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী এই বিশ্বাসেই উদ্বুদ্ধ। না, শ্রমিকশ্রেণী অর্থহীন দাবি করে তার শক্তির অপব্যয় করবে না। জারের স্বৈরতন্ত্রের কাছে তা শুধু একটি দাবিই উথাপন করছে: তা ধ্বংস হোক, গোল্লায় যাক্! আর তাই রাশিয়ার বিশাল বিস্তার জুড়ে শ্রমিকদের এই বৈপ্লবিক আহ্বানই আরো বেশি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হবে: রাষ্ট্রীয় ডুমা নিপাত যাক্! জনপ্রিয় গণপরিষদ দীর্ঘজীবী হোক্! এই লক্ষ্য অভিমুখেই রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী আজ এগিয়ে চলেছে।

জার জনপ্রিয় গণপরিষদ মঞ্জুর করবে না, জার তার নিজের স্বৈরতন্ত্রকে নিজে ধ্বংস করবে না—না, তা সে করবে না! কাট-ছাঁট করা যে 'সংবিধান' সে 'মঞ্জুর' করছে—তা হ'ল একটা সাময়িক সুবিধা মাত্র, জারের ভণ্ডামিপূর্ণ একটি প্রতিশ্রুতি ছাড়া তা আর কিছুই নয়! এটা না বললেও চলে যে আমরা এই

সুবিধার সুযোগ নেব, কাকের মুখ থেকে সেই 'নাট'টা ছিনিয়ে নিতে নিশ্চয়ই আমরা অস্বীকার করবো না, যাতে ঐটি দিয়েই তার মাথাটা গুড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হ'ল এই যে জনগণ জারের প্রতিশ্রুতিতে কোনো আস্থাই স্থাপন করতে পারেন না—একমাত্র নিজেদের উপরই তারা আস্থা রাখতে পারেন। নিজেদের শক্তির উপরই শুধু তারা নির্ভর করতে পারেন, জনগণের মুক্তি জনগণের নিজেকেই অর্জন করতে হবে। অত্যাচারীর অস্থি দিয়েই শুধু জনগণের মুক্তির সৌধ গড়ে উঠতে পারে, অত্যাচারীর রক্ত দিয়েই শুধু জনগণের সার্বভৌমত্বের ভূমিটি উর্বর হয়ে উঠতে পারে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সশস্ত্র জনগণ যখন এগিয়ে আসবেন, তুলে ধরবেন সর্বাত্মক অভ্যুত্থানের পতাকাটিকে, একমাত্র তখনই বেয়নেটের উপর নির্ভর করে টিঁকে থাকা জারের সরকারকে উচ্ছেদ করা যাবে। ফাঁকা কথার ফুলঝুরি নয়, 'সশস্ত্র আত্মসজ্জার' প্রলাপোক্তি নয়, চাই যথার্থ অস্ত্রসজ্জা ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং ঠিক ঐ দিকেই আজ সমগ্র রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী এগিয়ে চলেছে।

বিজয়ী অভ্যুত্থান সরকারের পরাজয় ঘটাবে। কিন্তু প্রায়ই দেখা গেছে পরাজিত সরকারেরা আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আমাদের দেশেও তা আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠতে পারে। যে কুটিল শক্তিগুলো অভ্যুত্থানের সময়ে মাথা গুঁজে পড়ে ছিল, অভ্যুত্থানের পরের দিনটিতেই আবার তারা তাদের গর্ত থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসবে, চেষ্টা করবে সরকারকে আবার তার পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে। এভাবেই মৃত্যুর গহ্বর থেকে পরাজিত সরকারেরা মাথা তোলে। জনগণকে তাই এই সব কুটিল শক্তিসমূহকে অতি অবশ্যই দমন করতে হবে যাতে তারা ধরাশায়ী হয়ে খতম হয়। কিন্তু তা করতে হলে বিজয়ী জনগণকে অভ্যুত্থানের পরের দিনটি থেকেই তরুণ-বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রত্যেককে তাদের সপক্ষে সমবেত করে সশস্ত্র করে তুলতে হবে এবং সব সময় তাদের কষ্টার্জিত অধিকারকে অস্ত্রবলে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

বিজয়ী জনগণ যখনই নিজেদের একটি সশস্ত্র বিপ্লবী সেনাবাহিনী হিসাবে গড়ে তুলবেন তখনই তারা লুকিয়ে-থাকা কুটিল শক্তিগুলোকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করতে সক্ষম হবেন। একটি বিপ্লবী সৈন্যদলই অস্থায়ী সরকারের কার্যকলাপের পেছনে শক্তি যোগাতে পারে, এবং অস্থায়ী সরকারই জনপ্রিয় গণপরিষদ আহ্বান করতে পারে এবং এই গণপরিষদই পারে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র

প্রতিষ্ঠা করতে। বিপ্লবী সৈন্তবাহিনী এবং বিপ্লবী অস্থায়ী সরকার—এই লক্ষ্যের পথেই আজ রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী এগিয়ে চলেছে।

রাশিয়ার বিপ্লব এই পথ ধরেই চলেছে। এই পথ নিয়ে যাবে জনগণের সার্বভৌমত্বের দিকে এবং জনগণের সকল বন্ধুকে শ্রমিকশ্রেণী এই পথ ধরে এগিয়ে চলতেই আহ্বান জানাচ্ছে।

জনগণের বিপ্লবের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে জারের স্বৈরতন্ত্র, তা চায় গত-কাল যে ইস্তেহার সে ঘোষণা করেছে তার সাহায্যে আমাদের এই মহান আন্দোলনকেই স্তব্ধ করে দিতে—পরিষ্কার কথা, বিপ্লবের তরঙ্গস্রোত জারের স্বৈরতন্ত্রকে অভিভূত করে ফেলবে এবং তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।···

শ্রমিকশ্রেণীর এই পথ গ্রহণ করতে যারা ব্যর্থ হবে তাদের কপালে জুটবে কেবল ঘৃণা আর অবজ্ঞা, তারা বিপ্লবের প্রতি জঘন্ত বিশ্বাসঘাতকতাই করছে! যারা কার্যতঃ এই পথ নিয়েও, কথায় অন্ত কিছু বলছে, তাদের ধিক্, তারা কাপুরুষ, তারা সত্যকে ভয় পায়।

আমরা সত্যকে ভয় করি না, আমরা বিপ্লবকে ভয় করি না! বজ্রনির্ঘোষ আরো প্রচণ্ড হোক! ঝড় উঠুক প্রবলতর ভয়ঙ্করতা নিয়ে! বিজয়ের মুহূর্তটি প্রত্যাসন্ন!

আমরা দৃপ্তকণ্ঠে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর রণধ্বনিগুলোই ঘোষণা করি:

রাষ্ট্রীয় ডুমা নিপাত যাক্!
সশস্ত্র অভ্যুত্থান দীর্ঘজীবী হোক!
বিপ্লবী সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবী হোক!
অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার দীর্ঘজীবী হোক!
জনপ্রিয় গণপরিষদ দীর্ঘজীবী হোক!
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!
শ্রমিকশ্রেণী দীর্ঘজীবী হোক!

রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির
ককেশাস ইউনিয়ন কমিটির বেআইনী ছাপাখানায়
('আভিয়াবার') মুদ্রিত ইস্তেহার থেকে গৃহীত।
স্বাক্ষর: তিফলিস কমিটি

তিফিলিস, ২০শে নভেম্বর, ১৯০৫

মহান রাশিয়ান বিপ্লব শুরু হয়েছে! আমরা এরই মধ্যে এই বিপ্লবের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ প্রথম অঙ্ক পার হয়ে এসেছি—এই প্রথম অঙ্কের আনুষ্ঠানিক যবনিকা পড়েছে ১৭ই অক্টোবরের ইস্তেহার দিয়ে। 'ঈশ্বরের করুণায়' জার দ্বিতীয় নিকোলাস তার 'রাজমুকুট শোভিত মস্তকটি' বিপ্লবী জনগণের কাছে নত করেছেন এবং তাদের 'ব্যক্তি-স্বাধীনতার সুস্থিত ভিত্তি' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।...

কিন্তু এটা প্রথম অঙ্ক মাত্র। এটা হচ্ছে মাত্র শেষের শুরু। আমরা মহান রাশিয়ান বিপ্লবের যোগ্য মহতী ঘটনাবলীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য প্রচণ্ডতা এবং অমোঘ অনিবার্যতা নিয়ে এই ঘটনাবলী আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। জার এবং জনগণ, জারের স্বৈরতন্ত্র এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব—এই দু'টি হ'ল দুই বিরুদ্ধশক্তি, দুই সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি। একটির পরাজয় ও অন্যটির বিজয় ঘটতে পারে এই দু'টির চূড়ান্ত মরণ-পণ সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে, একটা চরম জীবন-মরণ সংগ্রামের পরিণতি হিসাবে। এই সংঘর্ষ এখনও ঘটেনি। তা এখনও সামনে রয়েছে। রাশিয়ার বিপ্লবের মহাবলী টাইটান, রাশিয়ান শ্রমিকশ্রেণী তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সেই সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

লিবারেল বুর্জোয়ারা চেষ্টা করছে এই চূড়ান্ত সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে। তারা মনে করছে, 'অরাজক' অবস্থার সমাপ্তি ঘটানোর সময় এসেছে, সময় এসেছে শান্তিপূর্ণ 'গঠনমূলক' কাজকর্ম, 'রাষ্ট্রকে গড়ে তোলবার' কাজকর্ম শুরু করার। ঠিক কথা। জারতন্ত্রের কাছ থেকে শ্রমিকশ্রেণী ইতিমধ্যেই প্রথম বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মাধ্যমে যা ছিনিয়ে এনেছে, এই বুর্জোয়ারা তাতেই সন্তুষ্ট। এখন তারা দৃঢ় আস্থা নিয়ে সুবিধাজনক শর্তে জারের সরকারের সঙ্গে একটা মৈত্রী স্থাপন করতে পারে এবং সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে তাদের সাধারণ শত্রু, তাদের কবর-খননকারী—বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীকে আক্রমণ করতে পারে। বুর্জোয়া স্বাধীনতা, শোষণ করার স্বাধীনতা এর মাঝেই সুনিশ্চিত হয়েছে এবং বুর্জোয়াশ্রেণী তাতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট। কোনো সময়েই বিপ্লবী ছিল না যে রাশিয়ান বুর্জোয়াশ্রেণী, ইতিমধ্যেই তারা খোলাখুলিভাবে প্রতিক্রিয়ার

পক্ষে চলে যাচ্ছে। একটা আপদ গেল! আমরা এ নিয়ে বিশেষ কোনো আফসোস করব না। বিপ্লবের ভাগ্য কোনো সময়ই লিবারেলদের হাতে ছিল না। রাশিয়ান বিপ্লবের গতিপথ ও তার পরিণতি সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হবে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী এবং বিপ্লবী কৃষকসমাজের আচরণের দ্বারা।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নেতৃত্বে শহরের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী এবং তার অনুগামী বিপ্লবী কৃষকসমাজ লিবারেলদের সকল ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও স্বৈরতন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং তার ভগ্নাবশেষের উপর একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক-জনগণের এই হ'ল আশু রাজনৈতিক কর্তব্য, এই হ'ল বর্তমান বিপ্লবের লক্ষ্য। কৃষক-জনগণের সহায়তায় যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে তারা এই লক্ষ্য অর্জন করবেই।

গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে যাবার পথের একটি পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট পথরেখাও তারা অঙ্কন করেছে।

(১) যে চূড়ান্ত মরণ-পণ সংঘর্ষের কথা উপরে বলা হয়েছে, (২) এই 'সংঘর্ষের' গতিপথে যে বিপ্লবী সেনাবাহিনী গড়ে উঠবে, (৩) এই বিজয়ী সংঘর্ষের পরিণতি হিসাবে যে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের সৃষ্টি হবে যার মধ্যে অভিব্যক্ত হবে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, (৪) ঐ সরকার কর্তৃক আহূত সর্বজনীন, প্রত্যক্ষ, সমান এবং গোপন ভোটাধিকারের মাধ্যমে গঠিত হবে একটি গণপরিষদ—নিজের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত হবার পথে মহান রাশিয়ান বিপ্লবকে এই বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেই যেতে হবে।

সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ভীতি প্রদর্শন, জারের কোনো বাগাড়ম্বরপূর্ণ ইস্তেহার, Witte সরকারের ধাঁচের কোনো অস্থায়ী সরকার স্থাপন করে স্বৈরতন্ত্রের আত্মরক্ষার চেষ্টা, এমনকি সর্বজনীন ভোটাধিকার ইত্যাদির ভিত্তিতে জারের আহূত কোনো রাষ্ট্রীয় ডুমা—কিছুতেই শ্রমিকশ্রেণীকে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র বৈপ্লবিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

শ্রমিকশ্রেণীর কি এই পথের শেষে উপনীত হবার মতো যথেষ্ট শক্তি রয়েছে, এই যে সুবিপুল রক্তাক্ত সংগ্রাম তার পথে রয়েছে তার মধ্য থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার মতো যথেষ্ট শক্তি তার রয়েছে কি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই রয়েছে!

শ্রমিকশ্রেণী নিজে তাই তো মনে করে—এবং তা সাহসের সঙ্গে ও দৃঢ়তা সহকারে সেই সংগ্রামের জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে।

কাভ্‌কাজ্‌স্কি রবোচি লিস্তক
(ককেশিয়ান ওয়ার্কার্স নিউজশীট), ৫৩ প্রথম সংখ্যা
২০শে নভেম্বর, ১৯০৫
স্বাক্ষরবিহীন

দু'টি সংঘর্ষ
(৯ই জানুয়ারি প্রসঙ্গে)

গত বছরের ৯ই জানুয়ারির কথা সম্ভবতঃ আপনাদের মনে আছে…ঐ দিনটিতে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকশ্রেণী মুখোমুখি হয়েছিল জারের সরকারের এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল তার সঙ্গে। হ্যাঁ, না চাওয়া সত্ত্বেও, কারণ শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণভাবেই জারের কাছে গিয়েছিল 'রুটি আর ন্যায় বিচারের' জন্য কিন্তু শত্রু হিসাবেই তারা অভ্যর্থিত হয়েছিল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণের দ্বারা। তারা ভরসা করেছিল জারের প্রতিকৃতি আর গীর্জার পতাকার ওপর কিন্তু প্রতিকৃতি আর পতাকা—দুটোকেই টুকরো টুকরো করে ছোঁড়া হয়েছিল তাদেরই মুখের ওপর। সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেল, অস্ত্রের মোকাবেলা শুধু অস্ত্র দিয়েই হতে পারে। এবং শ্রমিকশ্রেণী অস্ত্রই হাতে তুলে নিল—যেখানে যা মিলেছে তা-ই নিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা—শত্রুকে শত্রু হিসাবে মোকাবেলার এবং প্রতিহিংসা গ্রহণ করার জন্যই তারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু রণক্ষেত্রে হাজার হাজার নিহতকে রেখে, গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে—বুকভরা জ্বালা নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে পিছু হটতে হয়েছিল।…

গত বছরের ৯ই জানুয়ারি এই স্মৃতিই বহন করে আনে।

আজ যখন রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ৯ই জানুয়ারির স্মৃতি দিবস উদ্‌যাপন করছে—এটা জিজ্ঞাসা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না: গত বছরের সংঘর্ষের পর সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকশ্রেণী কেন পিছু হটেছিল এবং কোন্ দিক থেকে ডিসেম্বরে যে সর্বাত্মক সংঘর্ষ ফেটে পড়েছিল তার সঙ্গে ঐটির পার্থক্য ছিল?

সর্বপ্রথম, তাকে পিছু হটতে হয়েছিল কারণ একটি অভ্যুত্থানকে বিজয়ী করতে হলে সবচেয়ে নিম্নতম যে বিপ্লবী চেতনা একান্ত অপরিহার্য, তখনও তা তার ছিল না। যে রক্তপিপাসু জারের অস্তিত্বটা গড়ে উঠেছে জনগণকে নিপীড়নের ওপর, সেই জারের কাছেই যে শ্রমিক-জনতা প্রার্থনা আর প্রত্যাশা নিয়ে যায়, এই বিশ্বাস বুকে নিয়ে যায় যে তারা তাদের চরম শত্রুর কাছে 'এককণা করুণা' ভিক্ষা পাবে—এমন একটা জনতা রাস্তার লড়াইয়ে প্রকৃত জয়লাভ করতে পারে কি?…

ঠিকই, কিছু সময় পরে রাইফেলের গর্জন প্রতারিত শ্রমিকশ্রেণীর চোখ

খুলে দিয়েছিল, খুলে দিয়েছিল স্বৈরতন্ত্রের জঘন্য চেহারাটা; ঠিকই তারপর শ্রমিকশ্রেণী ক্রুদ্ধস্বরে ঘোষণা করেছিল: 'আর আমাদের যা দিয়েছে, আমরা তাকে ঠিক তা-ই ফিরিয়ে দেব!' কিন্তু আপনারা যখন নিরস্ত্র, তখন একথা বলে লাভ কী? এমনকি যদি সচেতনও হন তবু খালি হাতে রাস্তার লড়াইয়ে আপনি কী করতে পারেন? কারণ শত্রুর বুলেট অজ্ঞ ব্যক্তির মাথার মতো অনায়াসেই চেতনাসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মাথাকেও ভেদ করবে না কি?

হ্যাঁ, অস্ত্রের অভাব—এটাই হ'ল সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকশ্রেণীর পিছু হটার দ্বিতীয় কারণ।

কিন্তু যদি অস্ত্রশস্ত্র থাকতও, একা সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কী করতে পারত? সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যখন রক্ত বয়ে যাচ্ছিল, পথে পথে অবরোধ গড়ে উঠছিল—অন্যান্য শহরে কেউ একটি আঙুলও নাড়েনি—তারই জন্য সরকার অন্যান্য জায়গা থেকে সৈন্য নিয়ে এসে পথে পথে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে পেরেছিল। একমাত্র তারপরে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকশ্রেণী যখন তাদের নিহত কমরেডদের কবরস্থ করে আপন আপন প্রাত্যহিক কাজে ফিরে গেল—একমাত্র তখনই বিভিন্ন শহরে ধর্মঘটী শ্রমিকদের চীৎকার শোনা গেল: 'অভিনন্দন জানাই সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বীরদের!' কিন্তু এই বিলম্বিত অভিনন্দন কার সাহায্যে লেগেছিল? তারই জন্য সরকার এই বিক্ষিপ্ত, অসংগঠিত কার্যকলাপকে গুরুত্ব দেয়নি। শ্রমিকশ্রেণী নানা উপদলে বিভক্ত ছিল, তাই সরকার অনায়াসেই তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে পেরেছিল।

সুতরাং সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের পিছু হটার তৃতীয় কারণ হ'ল একটা সংগঠিত সর্বাত্মক অভ্যুত্থানের অনুপস্থিতি, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সংগঠনের অভাব।

কিন্তু সর্বাত্মক অভ্যুত্থান সংগঠিত করার মতো কে ছিল? জনগণ সামগ্রিকভাবে একাজ করতে পারে না এবং শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী—শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি নিজেই ছিল অসংগঠিত কারণ তা ছিল আভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যে ছিন্নভিন্ন। এই আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ, পার্টির মধ্যেকার এই ভাঙন,—প্রতিদিন তাকে দুর্বল করে ফেলছিল। তাই এটা বিস্ময়ের কিছু নয় যে তরুণ এই পার্টি—দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ার জন্য সর্বাত্মক অভ্যুত্থান সংগঠিত করার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়।

সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর পিছু হটার চতুর্থ কারণ হ'ল সংঘবদ্ধ ও সুসংহত একটি পার্টির অভাব

এবং সবার শেষে, কৃষক এবং সৈনিকেরা অভ্যুত্থানে যোগ দিতে না পারার এবং তাতে নূতন শক্তি সঞ্চার করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ হ'ল এই যে তারা এই দুর্বল ও স্বল্পস্থায়ী অভ্যুত্থানের মধ্যে একটা বিরাট কিছু শক্তি দেখতেই পায়নি—আর এটাতো সাধারণ বুদ্ধির কথা যে দুর্বলের দলে কেউ জড়িয়ে পড়তে চায় না।

এইজন্যই গত জানুয়ারি মাসে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বীর শ্রমিকশ্রেণী পশ্চাদপসরণ করেছিল।

সময় কেটে গেল। সংকট আর অধিকারহীনতার জ্বালায় জেগে উঠে শ্রমিক-শ্রেণী প্রস্তুত হ'ল অন্য একটি সংঘর্ষের জন্য। যারা ভেবেছিলেন ৯ই জানুয়ারির ক্ষয়ক্ষতি শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী প্রেরণাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে—তারা দেখতে পেলেন ঠিক উল্টোটি, শ্রমিকশ্রেণী বিপুলতর উৎসাহ ও নিষ্ঠা সহকারে 'চূড়ান্ত' সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তারা সেনাবাহিনী এবং কশাকদের বিরুদ্ধে অধিকতর সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে লড়াই করেছিল। কৃষ্ণসাগর ও বাল্টিক সাগরে নাবিকদের বিদ্রোহ, ওডেসা, লদজ্ এবং অন্যান্য শহরে শ্রমিকদের বিদ্রোহ এবং কৃষক ও পুলিশের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ প্রকাশ করে দিয়েছিল জনগণের বুকে বিপ্লবের কী অনির্বাণ অগ্নিশিখা তখনও জ্বলছে।

৯ই জানুয়ারিতে যে বিপ্লবী চেতনার অভাব শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ছিল তা শ্রমিকশ্রেণী বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে অতিক্রম করছে। এটা বলা হয়েছে যে, দশ বছরের প্রচারে যা হতে পারত না, অভ্যুত্থানের এই ক'টি দিনেই শ্রমিক-শ্রেণীর শ্রেণীচেতনা তা থেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তা-ই ঘটেছে, অন্যথা হতেও পারে না কারণ শ্রেণী-সংঘাতের প্রক্রিয়া হ'ল এমন একটি মহান বিদ্যালয় যাতে জনগণের বিপ্লবী চেতনা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেড়ে ওঠে।

যে সর্বাত্মক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা প্রথমে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর একটা ক্ষুদ্র অংশই বলত, যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে কিছু কমরেডের মনেই সন্দেহ ছিল, তা ক্রমে ক্রমে গোটা শ্রমিকশ্রেণীরই সমর্থনলাভ করল এবং তারা পূর্ণোদ্যমে লাল বাহিনী গড়ে তুলতে লাগল, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করতে লাগল। অক্টোবরের সাধারণ ধর্মঘট শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক সর্বত্র যুগপৎ সংঘাতের সম্ভাব্যতা পরিষ্কার করে তুলেছে। তার মধ্য দিয়ে আবার সংগঠিত অভ্যুত্থানের সম্ভাব্যতা প্রমাণিত হয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণী দৃঢ় পদে সেই পথই গ্রহণ করেছে।

যা দরকার তা হ'ল একটি সুসংহত, ঐক্যবদ্ধ, অবিভাজ্য একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির—যে পার্টি সর্বাত্মক অভ্যুত্থানের সংগঠন পরিচালনা করবে, বিভিন্ন শহরে আলাদা-আলাদাভাবে যে বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছে তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে এবং আঘাত হানার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এটা আরো বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এইজন্য যে জীবন নিজের থেকেই দিনের পর দিন নূতন অভ্যুত্থানের ভিত্তি রচনা করে চলেছে, শহরগুলোতে সংকট, গ্রামাঞ্চলের জেলায় জেলায় অনাহার এবং এই একই ধরনের নানা কারণে আর একটি বিপ্লবী অভ্যুত্থান অনিবার্য হয়ে উঠছে। গোলমালটা ছিল এই যে তখন ঐ ধরনের পার্টিটি মাত্র গড়ে উঠছে, ভাঙনের জন্য দুর্বল হয়ে যাওয়া পার্টি তখন শুধুমাত্র আঘাত কাটিয়ে নিজের সভ্যদের মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনছে।

ঠিক এইরকম একটি মুহূর্তেই, রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী দ্বিতীয় সংঘর্ষে, গৌরবময় ডিসেম্বর সংঘর্ষে, লিপ্ত হ'ল।

এখন আমরা এই সংঘর্ষ নিয়েই আলোচনা করব।

জানুয়ারি সংঘর্ষের আলোচনাকালে আমরা বলেছিলাম তার বৈপ্লবিক চেতনার অভাব ছিল ; ডিসেম্বর সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই বলব যে এই চেতনা ছিল। এগারো মাসের বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝা রাশিয়ার জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণীর চোখ যথেষ্ট খুলে দিয়েছিল এবং—স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক্! গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক্!—এই রণধ্বনিগুলো প্রতিদিনের রণধ্বনি এবং জনগণেরই রণধ্বনি হয়ে উঠেছিল। এ-সময় কোনো গীর্জার পতাকা, ধর্মীয় প্রতীক, জারের প্রতিকৃতি দেখা যায়নি, তার বদলে দেখা গেল লাল ঝাণ্ডা উড়ছে এবং হাতে হাতে ঘুরছে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর প্রতিকৃতি। এই সময় শোনা যায়নি কোনো ধর্মসঙ্গীত বা 'ঈশ্বর জারকে রক্ষা করুন' এই গানটি, তার বদলে ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গীত **মার্সাই** এবং **ভার্সাভিয়াংকার** সুর স্বেচ্ছাচারীদের কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছিল।

তাই, বৈপ্লবিক চেতনার দিক থেকে ডিসেম্বর সংঘর্ষ জানুয়ারি থেকে ছিল মূলগতভাবে পৃথক।

জানুয়ারি সংঘর্ষে ছিল অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, জনগণ সংগ্রাম শুরু করেছিল নিরস্ত্র হয়েই। ডিসেম্বর সংঘর্ষে একটি লক্ষণীয় অগ্রগতি সূচিত হ'ল, সমস্ত যোদ্ধারাই অস্ত্র হাতে তুলে নিল ; রিভলবার, রাইফেল, বোমা এমনকি কিছু

কিছু ক্ষেত্রে তাদের হাতে মেসিনগানও ছিল। অস্ত্রের জোরেই অস্ত্র সংগ্রহ কর—এই হয়ে দাঁড়াল ঐ সময়ের আওয়াজ। প্রত্যেকেই অস্ত্র খুঁজছিল, প্রত্যেকেই অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল—কিন্তু একমাত্র দুঃখজনক ব্যাপার হ'ল এই যে সংগ্রহ করার মতো অস্ত্রই ছিল অত্যন্ত অল্প এবং শুধু অল্প সংখ্যক শ্রমিকই সশস্ত্র হয়ে উঠতে পেরেছিল।

জানুয়ারি অভ্যুত্থান ছিল সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত এবং অসংগঠিত; তাতে প্রত্যেকেই কাজ করেছিল খাপছাড়াভাবে। এদিক থেকেও ডিসেম্বর অভ্যুত্থান একধাপ অগ্রগতি সূচিত করেছিল। সেন্ট পিটার্সবুর্গ ও মস্কোর শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলো এবং 'সংখ্যাগুরু' ও 'সংখ্যালঘু'দের কেন্দ্রগুলো বিপ্লবী কার্যকলাপে যাতে যুগপৎ হয় তার যথাসম্ভব 'ব্যবস্থা করেছিল'। তারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন যুগপৎ আক্রমণ শুরু করার জন্য। এ ধরনের কোনো কিছু জানুয়ারি অভ্যুত্থানকালে করা যায়নি। অবশ্য এই আহ্বান জানানোর আগে দীর্ঘস্থায়ী এবং অধ্যবসায় সহকারে অভ্যুত্থানের জন্য পার্টির কার্যকলাপ চালানো হয়নি আর তাই আহ্বানটি একটি আহ্বানই থেকে গিয়েছিল এবং কার্যকলাপগুলো বিক্ষিপ্ত ও অসংগঠিতই থেকে গিয়েছিল। যুগপৎ ও সংগঠিত অভ্যুত্থানের শুধু একটি বাসনা ছিল—এইমাত্র।

জানুয়ারি অভ্যুত্থান 'পরিচালিত' হয়েছিল মুখ্যতঃ গ্যাপনদের দ্বারা। এই দিক থেকে ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের এই সুবিধা ছিল যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা তার নেতৃত্বে ছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন নানা উপদলে বিভক্ত, তারা একটি সুসংবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ পার্টিতে সংগঠিত ছিলেন না। তাই তাদের কার্যকলাপের মধ্যেও তারা সমন্বয় সাধন করতে পারেননি। আবার দেখা গেল অভ্যুত্থানের মুখে রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি অপ্রস্তুত ও বিভক্ত হয়ে রয়েছে।...

জানুয়ারি সংঘর্ষের কোনো পরিকল্পনা ছিল না, কোনো নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা তা পরিচালিত হয়নি, আক্রমণাত্মক না আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেই প্রশ্নও আলোচিত হয়নি। ডিসেম্বর সংঘর্ষের নিছক এই সুবিধাটুকু ছিল যে তা পরিষ্কারভাবে প্রশ্নটি সামনে তুলে ধরেছিল কিন্তু তা হয়েছিল শুধু সংগ্রামের গতিপথে, সংগ্রামের শুরু থেকে নয়। এই প্রশ্নের জবাবের ক্ষেত্রে ডিসেম্বর অভ্যুত্থান জানুয়ারি অভ্যুত্থানের মতো একই দুর্বলতা দেখিয়েছে। মস্কোর বিপ্লবীরা যদি প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক নীতি নিয়ে অগ্রসর হতেন,

একেবারে শুরুতেই যদি তারা, দৃষ্টান্ত হিসাবে, নিকোলায়েভস্কি রেলস্টেশনটি আক্রমণ করতেন ও দখল করে নিতেন, তাহলে অভ্যুত্থান নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'ত এবং অধিকতর বাঞ্ছিত পথেই তা এগিয়ে যেত। অথবা, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, লেটিশ বিপ্লবীরা যদি দৃঢ়ভাবে একটি আক্রমণাত্মক নীতি নিয়ে চলতেন এবং দ্বিধা না করতেন, তাহলে তারা সবার আগেই নিঃসন্দেহে গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যাটারিগুলো দখল করে নিতেন এবং এভাবে কর্তৃপক্ষকে সমস্ত সহায়তা থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন। কারণ কর্তৃপক্ষ প্রথমে বিপ্লবীদের শহরগুলো দখল করতে দিয়েছিল কিন্তু পরে যেসব স্থান তারা হারিয়েছিল, আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে সেগুলো পুনর্দখল করে নেয়।[৫৪] অন্যান্য শহরগুলো সম্পর্কে একই কথা বলা যায়। মার্কস সঠিকভাবেই বলেছেন: অভ্যুত্থানে একমাত্র স্পর্ধারই জয় হয়, এবং যারা আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করেন, তারাই শেষ পর্যন্ত স্পর্ধিত থাকতে পারেন।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি শ্রমিকশ্রেণীর পশ্চাদপসরণের এই হ'ল কারণ।

বিপুলসংখ্যক কৃষক এবং সৈনিকেরা যদি ডিসেম্বর সংঘর্ষে যোগ না দিয়ে থাকে, যদি এই সংঘর্ষ কিছু কিছু 'গণতান্ত্রিক' মহলে এমনকি অসন্তোষও সৃষ্টি করে থাকে,—তার কারণ হ'ল তার শক্তি ও স্থায়িত্বের ঘাটতি থেকে গিয়েছিল অথচ এসব হ'ল অভ্যুত্থানের প্রসার ও বিজয়লাভের জন্য অত্যাবশ্যক।

যা বলা হ'ল, তা থেকে আমাদের রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের আজ কী কর্তব্য তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

প্রথমতঃ, আমাদের কর্তব্য হ'ল যে কাজ আমরা ইতিমধ্যে শুরু করেছি তা সম্পূর্ণ করা—একটি সুসংহত ও অবিভাজ্য পার্টি গড়ে তোলা। 'সংখ্যাগুরু' ও 'সংখ্যালঘু'দের নিখিল-রাশিয়ান সম্মেলন দুটিতে এর মাঝেই ঐক্যবদ্ধ হবার সাংগঠনিক নীতিসমূহ নির্ধারিত হয়েছে। পার্টির সভ্যপদের সংজ্ঞা সম্পর্কে এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে লেনিনের সূত্রটি গৃহীত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোতে ভাবাদর্শগত এবং বাস্তব কার্যকলাপ এর মাঝেই মিলানো গিয়েছে এবং আঞ্চলিক সংগঠনের ক্ষেত্রে এই মিলানোর কাজ এর মাঝেই শেষ হয়ে গিয়েছে। যা এখন দরকার তা হ'ল একটি ঐক্য কংগ্রেস

যা বাস্তবে যে ঐক্য ঘটেছে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করবে এবং এভাবে আমরা পাব একটি সুসংহত ও অবিভাজ্য রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি। আমাদের এখন কাজ হ'ল এই যে কর্তব্য আমাদের নিকট এত মহামূল্যবান, যাতে তা সহজে সম্পাদিত হয় তাতে সহায়তা করা এবং ঐক্য কংগ্রেসের জন্য যত্ন সহকারে প্রস্তুতি করা কারণ এটা সুবিদিত যে অত্যন্ত নিকট ভবিষ্যতেই এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের কর্তব্য হ'ল পার্টি যাতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে পারে তার জন্য সাহায্য করা, এই পবিত্র কার্যে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়া এবং নিরলসভাবে সে উদ্দেশ্যে কাজ করে যাওয়া। আমাদের কাজ হ'ল লাল বাহিনীগুলো বহুগুণ বাড়িয়ে তোলা, তাদের শিক্ষিত ও সংহত করে তোলা ; আমাদের কাজ হ'ল অস্ত্রের সাহায্যেই অস্ত্র সংগ্রহ করা, সরকারী সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনার সংবাদ সংগ্রহ করা, শত্রুর শক্তি কত তার হিসাব-নিকাশ করা, তার দুর্বলতা ও সবলতার দিকগুলো খতিয়ে দেখা এবং সেই অনুযায়ী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা রচনা করা। আমাদের কাজ হ'ল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ও গ্রামাঞ্চলের জেলায় জেলায়, বিশেষ করে, শহরের নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে ধারাবাহিকভাবে অভ্যুত্থানের সপক্ষে প্রচার-অভিযান চালিয়ে যাওয়া এবং গ্রামাঞ্চলের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সশস্ত্র করে তোলা ইত্যাদি ইত্যাদি।...

তৃতীয়তঃ, আমাদের কর্তব্য হ'ল সমস্ত দ্বিধা-দোদুল্যমানতা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, সকল প্রকার অনিশ্চয়তাবোধের নিন্দা করা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে আক্রমণের নীতি অনুসরণ করা।...

সংক্ষেপে, **একটি সুসংহত পার্টি, পার্টি কর্তৃক সংগঠিত একটি অভ্যুত্থান এবং একটি আক্রমণাত্মক নীতি**—এই হ'ল অভ্যুত্থানের বিজয় অর্জনের জন্য যা আজকে আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য।

গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলোতে দুর্ভিক্ষ যতই ছড়িয়ে পড়বে এবং শহরের শিল্পসংকট যতই তীব্রতা ধারণ করবে, বেড়ে উঠবে, ততই এই কাজটি বেশি বেশি জরুরী ও অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

কিছু কিছু লোক আছেন যাদের এখনও এই প্রাথমিক সত্যের সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে এবং তারা হতাশার সুরে বলছেন : যদি ঐক্যবদ্ধ হয়েও পার্টি শ্রমিকশ্রেণীকে নিজের চারপাশে সমবেত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে একটা পার্টি কী করতে পারে? তারা বলেন শ্রমিকশ্রেণীর দফারফা হয়ে গেছে, তার

আশা-ভরসা গেছে নষ্ট হয়ে এবং উদ্যোগ গ্রহণ করার মতো মনোভাব আর তার নেই ; তারা বলছেন—আমাদের এখন মুক্তির জন্ত প্রত্যাশা নিয়ে তাকাতে হবে গ্রামাঞ্চলের দিকে, উদ্যোগটা আসবে ওখান থেকেই, ইত্যাদি। যেসব কমরেডরা এ-ধরনের যুক্তি দেখান, তারা যে মারাত্মক ভুল করছেন তা না বলে উপায় নেই। শ্রমিকশ্রেণী কোনোমতেই উচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি, কারণ উচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অর্থ হ'ল তার মৃত্যু হওয়া। বরং উল্টোটাই সত্য, আগের মতোই জীবন্ত রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী এবং দিনের পর দিন শক্তি সঞ্চয় করছে। শ্রমিকশ্রেণী শুধু সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ করেছে এবং নিজের শক্তির সমাবেশ করার পর জারের সরকারের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হবার জন্ত তৈরী হচ্ছে।

যখন ১৫ই ডিসেম্বর মস্কোর শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত—সেই মস্কোর যার নেতৃত্বে ডিসেম্বর অভ্যুত্থান কার্যতঃ পরিচালিত হয়েছিল—প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল: আমরা সাময়িকভাবে সংগ্রাম বন্ধ রাখছি যাতে গুরুতর প্রস্তুতি করে আবার অভ্যুত্থানের পতাকা উচ্চে তুলে ধরতে পারি—তখন তা সমগ্র রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর অন্তরের ঐকান্তিক বাসনাই ব্যক্ত করেছিল।

আর যদি কিছু কমরেড তা সত্ত্বেও তথ্যকে অস্বীকার করেন, শ্রমিকশ্রেণীর ওপর আস্থা স্থাপন করতে না পারেন এবং গ্রামের বুর্জোয়াদের আঁকড়ে ধরেন—তাহলে প্রশ্ন হল: কাদের সঙ্গে কথা বলছি, সোশ্যাল রিভলিউশনারি-দের সঙ্গে, না সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে? কারণ কোনো সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটই এই সত্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করেন না যে গ্রামাঞ্চলের জনগণের প্রকৃত (কেবল ভাবাদর্শগত নয়) নেতা হ'ল শহরের শ্রমিকশ্রেণী।

এক সময়ে আমাদের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল ১৭ই অক্টোবরের পরে স্বৈরতন্ত্র উচ্ছিন্ন হয়ে যাবে—আমরা তা বিশ্বাস করিনি কারণ স্বৈরতন্ত্র উচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ ছিল তার মৃত্যু হয়ে যাওয়া, কিন্তু মরে যাওয়া দূরে থাক তা নূতন শক্তি সংগ্রহ করেছে আরো একটি আক্রমণের জন্ত। আমরা বলেছিলাম স্বৈরতন্ত্র শুধুমাত্র পিছু হটেছে; দেখা গেছে আমরাই ঠিক কথা বলেছিলাম।...

না, কমরেডরা, রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী পরাজিত হয়নি, তা শুধুমাত্র পিছু হটেছে এবং এখন এক গৌরবময় নূতন সংগ্রামের জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী তাদের রক্তে সিক্ত পতাকা অবনমিত করবে না; তা

অন্য কাউকেই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব নিয়ে নিতে দেবে না; রাশিয়ান বিপ্লবের সে-ই হবে একমাত্র যোগ্য নেতা।

৭ই জানুয়ারি, ১৯০৬
রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার
পার্টির ককেশাস ইউনিয়ন কমিটির প্রকাশিত
পুস্তিকা থেকে গৃহীত।

রাষ্ট্রীয় ডুমা এবং
সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কৌশল[৫৫]

আপনারা নিশ্চয়ই কৃষকদের মুক্তির কথা শুনেছেন। ঐ সময়টিতে সরকার দু'টি আঘাত খেয়েছিল: একটা বাইরে থেকে—ক্রিমিয়াতে পরাজয় থেকে এবং একটা ভিতর থেকে—কৃষকদের আন্দোলন থেকে। তাই সরকার দু'দিক থেকে বিব্রত হয়ে বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করে কৃষকদের মুক্তির ব্যাপারে কথা বলতে বাধ্য হয়: 'উপর থেকে আমাদেরকেই কৃষকদের মুক্ত করা কর্তব্য, তা না হলে জনগণ বিদ্রোহ করবে এবং নীচের থেকে নিজেরাই নিজেদের মুক্ত করবে।' আমরা জানি 'উপর থেকে প্রদত্ত মুক্তিটা' কী ছিল।... সত্য হ'ল এই যে ঐ সময়ে জনগণ নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত হতে দিয়েছিলেন, সরকারের কপট পরিকল্পনা সফল হয়েছিল, ঐ সংস্কারের সাহায্যে সরকার নিজেদের অবস্থাটা জোরদার করতে সমর্থ হয়েছিল এবং এভাবে জনগণের বিজয়কে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল—এ থেকে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, জনগণ যে তখনও অচেতন এবং সহজেই প্রতারিত হতে পারেন তা দেখা গেল।

একই জিনিস রাশিয়ার জীবনে আজ ঘটতে যাচ্ছে। আজ একথা ভালো-ভাবেই জানা আছে যে এই সরকারও দু'টি আঘাতের মুখে পড়েছে: বাইরে থেকে—মাঞ্চুরিয়ায় পরাজয়, এবং ভিতর থেকে—জনগণের বিপ্লব। এবং সরকার দু'দিক থেকে বিব্রত হয়ে, আগেকার মতো আবার এখন নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এবং তা আবার 'উপর থেকে সংস্কারের' কথা বলছে: 'উপর থেকেই জনগণকে রাষ্ট্রীয় ডুমা দিয়ে দিতে হবে, তা না হলে জনগণ বিদ্রোহ করবে এবং নিজেরাই নীচের থেকে গণপরিষদ আহ্বান করবে।' তাই ডুমা আহ্বান করে তারা ভাবছে জনগণের বিপ্লবকে দমন করতে পারবে যেমন করে তারা একদা 'কৃষকদের মুক্ত করার' অছিলায় মহান কৃষক আন্দোলনকে দমন করেছিল।

সুতরাং আমাদের কাজ হ'ল—সমস্ত দৃঢ়তা নিয়ে 'প্রতিক্রিয়ার' এই পরি-কল্পনাগুলো বানচাল করে দেওয়া, রাষ্ট্রীয় ডুমাকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেওয়া এবং এভাবে জনগণের বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করে দেওয়া।

কিন্তু ডুমাটা কী হবে? কাদের নিয়ে তা গঠিত হবে?

ডুমা হবে একটি পাঁচমেশালি পার্লামেণ্ট। তার থাকবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নাম-মাত্র অধিকার, কিন্তু কার্যতঃ তার থাকবে শুধু পরামর্শ দেবার ক্ষমতা কারণ উচ্চতর কক্ষটি এবং আগাগোড়া অস্ত্রসজ্জিত একটি সরকার তার উপর সেন্সর হিসাবে খবরদারি করার জন্ম থাকবে। ফতোয়ায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে ডুমার কোনো সিদ্ধান্তই উচ্চতর কক্ষ এবং জারের দ্বারা অনু-মোদিত না হলে কার্যকর করা যাবে না।

ডুমা জনগণের একটি পার্লামেণ্ট হবে না। তা হবে জনগণের শত্রুদের পার্লামেণ্ট কারণ ডুমাতে নির্বাচনের জন্ম ভোট সর্বজনীন, সমান, প্রত্যক্ষ হবে না, গোপনও হবে না। যৎসামান্ত যে নির্বাচনী অধিকার শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছে তা রয়েছে শুধু কাগজে-পত্রে। তিফ্‌লিস প্রদেশ থেকে ডুমার ডেপুটি প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন যে ৯৮ জন নির্বাচক তার মধ্যে মাত্র দু'জন হতে পারবেন শ্রমিক, বাকি ৯৬ জন হবেন অন্যান্ত শ্রেণীর—এই হ'ল ফতোয়ায় বিঘোষিত ব্যবস্থা। বাতুম ও সুখুম্ অঞ্চল থেকে ডুমার ডেপুটি প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন যে ৩২ জন নির্বাচক তার মধ্যে একজন মাত্র থাকতে পারেন শ্রমিকদের প্রতিনিধি ; বাকি ৩১ জন হবেন অন্য শ্রেণীর—এই হ'ল ফতোয়ার ব্যবস্থা। অন্যান্য প্রদেশগুলোর ক্ষেত্রে সেই একই অবস্থা। বলার কোনো দরকার পড়ে না, কেবল অন্যান্য শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই ডুমায় নির্বাচিত হবেন। **শ্রমিকদের থেকে একজনও ডেপুটি নয়, শ্রমিকদের জন্ম একটি ভোটও নয়—এরই ভিত্তিতে ডুমা গড়া হচ্ছে।** তার সঙ্গে যদি যুক্ত করা যায় সামরিক আইন, যদি মনে রাখা যায় বাক্, সংবাদপত্র, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার হরণের কথাটা—তাহলে পরিষ্কার হয়ে উঠবে জারের ডুমায় কী ধরনের লোকেরা জড়ো হবে।···

বলার দরকার পড়ে না, তার ফলে দৃঢ়ভাবে এই ডুমাকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেওয়া এবং বিপ্লবের পতাকা তুলে ধরার চেষ্টা করা আগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরী হয়ে উঠেছে।

ডুমাকে আমরা কি করে ঝেঁটিয়ে দূর করতে পারব—নির্বাচনে যোগদান করে, না তাকে বয়কট করে ?—তাই হ'ল এখন প্রশ্ন।

• কেউ কেউ বলছেন : প্রতিক্রিয়াকে তার নিজের ফাঁদের মধ্যে আটকে ফেলার এবং এভাবে রাষ্ট্রীয় ডুমাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য আমাদের নিশ্চয়ই নির্বাচনে যোগদান করা উচিত।

অন্যরা তার জবাবে বলছেন: নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াকে ডুমা স্থাপন করতে আপনারা সাহায্য করবেন এবং আপনারা প্রতিক্রিয়ার পাতা ফাঁদটিতেই ঠিক ধরা পড়বেন। আর তার অর্থ হ'ল—প্রথমে আপনি প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে একজোটে জারের ডুমাটি সৃষ্টি করবেন এবং তারপর জীবন আপনাকে বাধ্য করবে যে-ডুমা আপনি নিজেই সৃষ্টি করবেন তাকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করতে। এই নিয়ম আমাদের কর্মনীতির মূল নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। দু'টির একটি হবে: হয় নির্বাচন থেকে দূরে থাকবেন, ডুমাকে ধ্বংস করতে এগিয়ে যাবেন আর নয়তো ডুমাকে ধ্বংস করার চিন্তা পরিত্যাগ করুন এবং নির্বাচন নিয়ে এগিয়ে চলুন যাতে আপনারা নিজেরাই যা সৃষ্টি করেছেন তা ধ্বংস করতে না হয়।

স্পষ্টতঃ, একমাত্র সঠিক পথ হ'ল সক্রিয় বয়কটের পথ, যার সাহায্যে আমরা প্রতিক্রিয়াকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করব, ডুমাকে ধ্বংস করার কাজটা সংগঠিত করব এবং এভাবে এই নামকে-ওয়াস্তে পার্লামেন্টের পায়ের তলার মাটিকেই সম্পূর্ণভাবে আলগা করে দিতে আমরা সক্ষম হব।

এই হ'ল বয়কট সমর্থনকারীদের যুক্তি।

এই দু'দিকের কোন্‌টি সঠিক?

যথার্থ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক রণকৌশল অনুসরণের জন্য দু'টি শর্ত প্রয়োজন: প্রথমটি হ'ল, ঐ রণকৌশল সমাজজীবনের গতিধারার বিপরীত দিকে না যায় এবং দ্বিতীয়টি হ'ল, জনগণের বৈপ্লবিক চেতনাকে তা উঁচু থেকে আরো উঁচুতে তুলে ধরে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ সমাজজীবনের গতিধারার বিপরীত দিকে যাচ্ছে কারণ জীবন ডুমার ভিত্তিকেই নস্যাৎ করে দিচ্ছে অথচ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ঐ ভিত্তিকেই জোরদার করে তুলবে; কাজেই অংশগ্রহণ করার অর্থ হবে জীবনেরই বিরুদ্ধাচরণ করা।

বয়কটের রণকৌশলটা কিন্তু বিপ্লবের গতিধারা থেকে সহজাতভাবেই দেখা দিচ্ছে কারণ বিপ্লবের সঙ্গে একযোগে তা একেবারে প্রথম থেকেই এই পুলিশী ডুমাকে অপদস্থ করে আসছে এবং তার ভিত্তিকেই টলিয়ে দিচ্ছে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের রণকৌশল জনগণের বিপ্লবী উদ্দীপনাকে নিস্তেজ করে দেবে, কারণ ডুমায় অংশগ্রহণের সমর্থকরা পুলিশ-নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনে যোগদানের জন্য এবং বৈপ্লবিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য জনগণকে

আহ্বান জানাবেন। জনগণের কর্মকাণ্ডের মধ্যে নয়, ভোটপত্রের মধ্যেই তারা দেখতে পাচ্ছেন মুক্তিকে। কিন্তু পুলিশ-নিয়ন্ত্রিত এই নির্বাচন ডুমাটা যে আসলে কী সে-সম্পর্কে জনগণকে ভ্রান্ত ধারণা এনে দেবে; তাদের মধ্যে মিথ্যা প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলবে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনগণ ভাববেন: দেখা যাচ্ছে ডুমাটা তত খারাপ নয়; অন্যথায় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা আমাদের ডুমা-নির্বাচনে যোগ দিতে বলতেন না; মনে হচ্ছে ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হবেন এবং ডুমা আমাদের উপকারই করবে।

বয়কটের রণকৌশল কিন্তু ডুমা সম্পর্কে কোনো মিথ্যা আশা সৃষ্টি করছে না এবং খোলাখুলি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছে যে মুক্তি নিহিত রয়েছে জনগণের বিজয়ী সংগ্রামের মধ্যে, জনগণের মুক্তি অর্জন করতে পারেন একমাত্র জনগণ নিজেরাই এবং যেহেতু ডুমা হ'ল এই পথে একটি প্রতিবন্ধক, আমাদের এখনই তাকে দূর করার জন্য কাজে নেমে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে জনগণ ভরসা করছেন একমাত্র নিজেদের ওপর এবং প্রথম থেকেই প্রতিক্রিয়ার একটি দুর্গ এই ডুমার প্রতি বৈরী মনোভাব গ্রহণ করছেন। আর তা জনগণের বিপ্লবী উদ্দীপনাকে সতেজ থেকে আরো সতেজ করে তুলবে এবং এভাবে সর্বাত্মক বিজয়ী সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করবে।

বিপ্লবী রণকৌশল হওয়া চাই পরিষ্কার, সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট; বয়কটের রণকৌশলের এই গুণগুলো রয়েছে।

বলা হচ্ছে: মৌখিক প্রচারই যথেষ্ট নয়; জনসাধারণকে বাস্তব তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে ডুমা হ'ল অপ্রয়োজনীয় এবং তা তাকে নিয়ে যায় সর্বনাশের পথে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সক্রিয় বয়কট নয়—নির্বাচনে অংশ-গ্রহণ করাই প্রয়োজন।

তার জবাবে আমরা বলছি: এটা না বললেও চলে যে মৌখিক ব্যাখ্যার চেয়ে তথ্য সহযোগে প্রচার আন্দোলন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের নির্বাচনী সভায় আমাদের যাওয়ার কারণই হ'ল অন্যান্য পার্টিগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষের মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়া ও বুর্জোয়া-শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতাটা দেখিয়ে দেওয়া এবং এইভাবে 'তথ্য সহযোগে' নির্বাচকদের 'আন্দোলিত' করা। এতে যদি কমরেডরা সন্তুষ্ট না হন এবং এ সব-কিছুর সঙ্গে যদি তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাটা জুড়ে দিতে চান, তাহলে আমাদের বলতেই হবে যে, নিছক নির্বাচন—অর্থাৎ ভোটের বাক্সে ভোটপত্র

ফেলা বা না-ফেলাটা—'তথ্যগত' বা 'মৌখিক' প্রচারে একবিন্দু ইতরবিশেষ ঘটায় না। কিন্তু ক্ষতিটা হয় বিরাট কারণ এই 'তথ্য সহযোগে প্রচার আন্দোলনের' দ্বারা অংশগ্রহণের সমর্থনকারীরা অনিচ্ছা সত্বেও ডুমার প্রতিষ্ঠাকে অনুমোদন করে বসেন এবং এভাবে তার ভিত্তিকেই জোরদার করে তোলেন। এভাবে এই যে ক্ষতি সাধিত হয় তা ঐ কমরেডরা কি করে পূরণ করতে চান? ভোটের বাক্সে ভোটপত্র ফেলার মধ্য দিয়ে? এটাকে তো আলোচনার যোগ্যই মনে হয় না।

অন্যদিকে 'তথ্য সহযোগে প্রচার আন্দোলনের'ও একটা সীমা থাকা চাই। গ্যাপন যখন সেন্ট পিটার্সবুর্গের ক্রশ ও বিগ্রহ বহনকারী শ্রমিকদের মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের নিয়ে চলেছিল, সে-ও বলেছিল: জনসাধারণ জারের উদারতায় বিশ্বাস করে, তারা এখনও বিশ্বাস করে না যে সরকার হচ্ছে অপরাধী সুতরাং আমরা তাদের জারের প্রাসাদেই নিয়ে চলেছি। গ্যাপন নিশ্চয়ই ভুল করেছিল এবং ৯ই জানুয়ারি প্রমাণ করেছে যে তার কৌশলও ছিল ভুল কৌশল। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে গ্যাপনের কৌশলকেই ব্যাপকতম সম্ভব সুযোগ দিতে হয়। কিন্তু বয়কটের কৌশলই হ'ল একমাত্র কৌশল যা গ্যাপনের কথার মারপ্যাঁচকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দিচ্ছে।

বলা হচ্ছে: বয়কট জনগণকে তাদের অগ্রবাহিনীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে কারণ বয়কট করলে শুধু অগ্রসর বাহিনীই আপনাদের অনুসরণ করবে; জনসাধারণ কিন্তু থাকবে প্রতিক্রিয়াশীল এবং লিবারেলদেরই সঙ্গে এবং তখন তারা জনসাধারণকে নিজেদের দিকেই টেনে নেবে।

আমরা তার জবাবে বলছি, যেখানে তা হবে সেখানে বুঝতে হবে যে স্পষ্টতঃই ঐ জনগণ অন্যান্য পার্টির প্রতিই সহানুভূতিশীল এবং আমরা নির্বাচনে যতই যোগদান করি না কেন কোনোমতেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের তারা তাদের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করবেন না। নির্বাচন আপনা-আপনি জনগণকে সম্ভবতঃ বিপ্লবী করে তোলে না। নির্বাচন সংক্রান্ত প্রচারের ব্যাপারে বলা যায়, দুই পক্ষই প্রচার চালাচ্ছেন—অবশ্য পার্থক্য হ'ল এই যে বয়কটের সমর্থকরা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের চেয়ে ডুমার বিরুদ্ধে অনেক বেশি আপসহীনভাবে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে প্রচার চালাচ্ছেন কারণ ডুমার তীক্ষ্ণ সমালোচনা জনসাধারণকে ভোটদান থেকে নিবৃত্ত করতে প্রেরণা দিতে পারে—নির্বাচনে অংশগ্রহণে সমর্থনকারীদের পরিকল্পনায় এটা কিন্তু কোনো

ঠাই পাচ্ছে না। প্রচার যদি কার্যকর হয় তবে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা যখন ডুমাকে বয়কট করার আহ্বান জানাবেন, তখনই জনগণ তাদের অনুসরণ করবেন এবং প্রতিক্রিয়াশীলেরা শুধু তাদের কুখ্যাত গুণ্ডাদের নিয়েই পড়ে থাকবে। অবশ্য, যদি প্রচারে 'কোনো ফল না হয়', তাহলে নির্বাচন ক্ষতি ছাড়া কিছুই করবে না কারণ ডুমায় যোগদানের কৌশল গ্রহণ করে আমরা প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্যকলাপকেই অনুমোদন করে বসব। দেখতেই পাচ্ছেন যেসব জায়গায় জনগণকে সমবেত করা সম্ভব—অবশ্যই সেই সব জায়গায় বয়কটই হ'ল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির চারধারে জনগণকে সমবেত করার সবচেয়ে ভালো উপায়; কিন্তু যেখানে তা সম্ভব নয়, সেখানে নির্বাচন ক্ষতি ছাড়া কিছুই করবে না।

তদুপরি, ডুমায় যোগদানের কৌশল জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে স্তিমিত করে দেবে। আসল কথা হ'ল সবক'টি প্রতিক্রিয়াশীল, লিবারেল দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। তাদের এবং বিপ্লবীদের মধ্যে পার্থক্যটা কী? ডুমায় যোগদানের কৌশল সমর্থন যারা করেন তারা এই প্রশ্নের সোজা উত্তর দিতে অসমর্থ। জনগণ সহজেই অ-বৈপ্লবিক ক্যাডেটদের সঙ্গে সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাটদের গুলিয়ে ফেলতে পারেন। বয়কটের কৌশল কিন্তু বিপ্লবী এবং অ-বিপ্লবীদের মধ্যে একটি স্পষ্ট ভেদরেখা টেনে দেয়,—অ-বিপ্লবীরা পুরানো রাজত্বের ভিত্তিকেই ডুমার সাহায্যে রক্ষা করতে চায়। আর তাই এই ভেদরেখা টানা জনগণের বৈপ্লবিক সচেতনতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বশেষে, আমাদের বলা হচ্ছে নির্বাচনের সাহায্যে আমরা শ্রমিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েত সৃষ্টি করব এবং এভাবে বিপ্লবী জনগণকে সাংগঠনিক-ভাবে ঐক্যবদ্ধ করে তুলব।

এর জবাবে আমরা বলছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন অত্যন্ত নির্বিরোধ সভা-সমিতি পর্যন্ত দমন করা হচ্ছে তখন শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের পক্ষে কাজ করা হবে একান্ত অসম্ভব এবং যার ফলে এই কাজটা হবে একটা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র।

তাই, যোগদানের রণকৌশলটি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিন্তু, জারের ডুমাকেই জোরদার করে তোলে; জনসাধারণের বিপ্লবী উদ্দীপনাকে নিস্তেজ করে ফেলে; জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে স্তিমিত করে; কোনো বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়; সমাজজীবনের

বিকাশের বিরুদ্ধে যায় ;—আর তাই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির উচিত তা প্রত্যাখ্যান করা ।

বয়কটের রণকৌশলের গতিপথ ধরেই বিপ্লবের বিকাশ এখন এগিয়ে চলেছে। এই গতিপথ ধরেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে এগিয়ে যেতে হবে।

গস্তিয়াদি (দি ডন), তৃতীয় সংখ্যা

৮ই মার্চ, ১৯০৬

স্বাক্ষর : জে. বেসোশভিলি

কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্ন

১

প্রাচীন ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়ছে, গ্রামাঞ্চলে অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে। যে কৃষক-জনগণ মাত্র গতকাল পর্যন্ত নির্যাতিত ও পদানত হয়ে ছিলেন তারা নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে উঠে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়েছেন। যে কৃষক আন্দোলন মাত্র গতকাল পর্যন্ত অসহায় হয়ে ছিল, আজ তা একটা প্রমত্ত বন্যার মতো প্রাচীন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাত হানছে: পথ ছাড়ো, তা না হলে আমি তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাব! 'কৃষকেরা জমিদারদের জমি চায়', 'কৃষকেরা ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়'—এই আওয়াজই আজ রাশিয়ার বিদ্রোহী গ্রাম ও জনপদে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

যিনিই কৃষকদের গুলি দিয়ে শুদ্ধ করে দেবার কথা ভাবছেন, তিনি একটা মিথ্যার ঘোরে রয়েছেন: জীবন আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে এতে শুধুমাত্র বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের অগ্নিশিখাই আরো বেশি লেলিহান হয়ে জ্বলে উঠেছে।

আর যারা 'কৃষকদের ব্যাঙ্কের' ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করেন তারাও ভুল করছেন: কৃষকরা চান জমি, তারা এই জমিরই স্বপ্ন দেখেন এবং অবশ্যই জমিদারদের জমি দখল না করা পর্যন্ত তারা সন্তুষ্ট হবেন না। ফাঁকা প্রতিশ্রুতি আর 'কৃষকদের ব্যাঙ্কের' কথা শুনে তাদের কী লাভ?

কৃষকরা চান জমিদারদের জমি দখল করতে। এভাবে তারা চান ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে এবং যারাই কৃষকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চান না, তাদেরই কর্তব্য হ'ল ঠিক এই ভিত্তিতে কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধানে প্রয়াসী হওয়া।

কিন্তু কৃষকেরা জমিদারদের জমির অধিকার লাভ করবেন কিভাবে?

বলা হয়, তার একমাত্র পথ হ'ল—'সহজ কিস্তিতে তা কিনে নেওয়া।' এই ভদ্রলোকেরা আমাদের বলছেন—সরকার ও জমিদারদের প্রচুর বাড়তি জমি আছে; কৃষকেরা যদি এই জমি কিনে নেয়, তাহলেই তো সমস্যাটা মিটে যায়

এবং এভাবে নেকড়েদের খিদে মিটবে এবং ভেড়ারাও অক্ষত থেকে যাবে। কিন্তু এরা বলছেন না কৃষকেরা এই জমিটা কিনবেন কী দিয়ে, কারণ তাদের টাকাকড়িই যে শুধু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তা নয়, তাদের চামড়া পর্যন্ত ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। তারা এটা ভাববার সময়ও পান না—জমি যদি কিনেই নেওয়া হয়, তাহলেও কৃষকরা শুধু তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া খারাপ জমিটুকুই পাবেন, অন্যদিকে জমিদারেরা ভালো জমি নিজেদের জন্যই রেখে দেবে—যেমনটি তারা করেছিল 'ভূমিদাসদের মুক্তিদানের' সময়টাতে। তাছাড়া, কৃষকেরা জমি কিনতেই বা যাবেন কেন—যে জমিটা যুগ যুগ ধরে তাদের ছিল? সরকার এবং জমিদার—এই দুয়েরই জমি কি কৃষকদের ঘামেই সিক্ত হয়নি? এই জমির মালিক কি কৃষকেরাই নন? তাদের পিতা ও পিতামহদের উত্তরাধিকার কি কেড়ে নেওয়া হয়নি? তাদের কাছ থেকে কেড়ে-নেওয়া জমিই কৃষকেরা আজ কিনে নিন—এই দাবির মধ্যে সুবিচার কোথায়? কৃষক আন্দোলনের প্রশ্নটা কি একটি বিকিকিনির প্রশ্ন? কৃষক আন্দোলনের লক্ষ্য কি কৃষকদের মুক্তি অর্জন করা নয়? কৃষকেরা নিজেরাই, যদি নিজেদের ভূমিদাস প্রথার জোয়াল থেকে মুক্ত না করেন তবে কে তাদের মুক্ত করবে? কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ভদ্রলোকেরা আমাদের আশ্বস্ত করে বলছেন, জমিদারগণই কৃষকদের মুক্ত করবেন, যদি অবশ্য শুধু তাদের যৎকিঞ্চিৎ নগদ টাকাকড়ি দিয়ে দেওয়া হয়। আর বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, মনে হচ্ছে এই 'মুক্তি' সাধিত হবে জারের সেই একই আমলাতন্ত্রের তত্ত্বাবধানে যে আমলাতন্ত্র একাধিক বার ক্ষুধার্ত কৃষকদের কামান আর মেশিনগান দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে! ..

না, জমি কিনে নেওয়াটা কৃষকদের রক্ষা করবে না। যে কেউই তাদের 'সহজ কিস্তিতে কিনে নেবার' কথা মেনে নিতে বলবে, সে একটি বিশ্বাসঘাতক; কারণ সে চেষ্টা করছে কৃষকদের জমিদারদের খাস আমলা-গোমস্তার জালে জড়িয়ে ফেলতে এবং কৃষকরা নিজেরাই নিজেদের মুক্ত করুক এটা ভেস্তে দিতে।

যেহেতু কৃষকেরা জমিদারদের জমি দখল করতে চান, যেহেতু তারা এভাবে ভূমিদাস প্রথার পুনরাবির্ভাবকে নিশ্চিহ্ন করতে চান, যেহেতু 'সহজ কিস্তিতে কিনে নেওয়াটা' তাদের রক্ষা করবে না, যেহেতু কৃষকদের মুক্তি কৃষকরা নিজেরাই আনবেন—তাই এক্ষেত্রে সামান্যতম সন্দেহও থাকতে পারে না যে একমাত্র

পথই হচ্ছে জমিদারদের কাছ থেকে জমি নিয়ে নেওয়া অর্থাৎ ঐ জমিগুলো বাজেয়াপ্ত করা।

এই হচ্ছে পথ।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই বাজেয়াপ্ত করাটা কতদূর যাবে? তার কি কোনো সীমা আছে, কৃষকরা কি জমির অংশমাত্র নেবেন, না কি পুরোটাই নিয়ে নেবেন?

কেউ কেউ বলছেন, পুরো জমিটা নিয়ে নেওয়া বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, অংশমাত্র নিলেই তা কৃষকদের সন্তুষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট হবে। ধরে নেওয়া যাক তা-ই হ'ল—কিন্তু কৃষকেরা আরো বেশি চাইলে কী করা হবে? আমরা তো তাদের পথ রোধ করে বলতে পারি না: থামো, আর এগিয়ো না! সেটা হয়ে যাবে প্রতিক্রিয়াশীল। রাশিয়ার ঘটনা কি এটা দেখিয়ে দিচ্ছে না যে, কৃষকেরা প্রকৃতপ্রস্তাবে জমিদারদের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করারই দাবি করছেন? তাছাড়া, 'একটা অংশের' কথা বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? জমিদারদের কাছ থেকে কোন্ অংশটা নেওয়া হবে—অর্ধেক না এক-তৃতীয়াংশ? কে এই প্রশ্নের সমাধান করবে—একা জমিদাররা, নাকি কৃষকদের সঙ্গে মিলিতভাবে? কাজেই দেখতে পাচ্ছেন, এক্ষেত্রেও জমির দালালদের অনেকখানি সুযোগ থেকে যাচ্ছে, কৃষক এবং জমিদারদের মধ্যে দরকষাকষির সুযোগ থেকেই যাচ্ছে। এটা কৃষকদের মুক্তির ক্ষেত্রে মূলগতভাবে বিরোধী কাজ। কৃষকেরা শেষবারের মতো এই ধারণায় অভ্যস্ত হয়ে উঠুন যে জমিদারদের সঙ্গে দরকষাকষির কোনই প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হ'ল তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের। ভূমিদাস প্রথার জোয়াল মেরামত করা আমাদের কাজ নয়, কাজ তা ধ্বংস করা—যাতে চিরদিনের মতো ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। 'অংশমাত্র নেওয়া' হ'ল ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষকে জোড়াতালি দিয়ে রাখা, কিন্তু তা কৃষকদের মুক্তি অর্জনের কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

স্পষ্টতঃ, একমাত্র পথ হ'ল জমিদারের সমস্ত জমি নিয়ে নেওয়া। তাহলেই শুধু কৃষক আন্দোলন তার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে, একমাত্র তাহলেই তা জনগণের শক্তিকে মুক্ত করে দেবে এবং একমাত্র তাহলেই তা ভূমিদাস প্রথার প্রস্তরীভূত ভগ্নাবশেষকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে পারবে।

তাই, গ্রামাঞ্চলে জেলাগুলোর বর্তমান আন্দোলন হ'ল গণতান্ত্রিক কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলনের লক্ষ্য হ'ল ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষকে নিশ্চিহ্ন

করা এবং এই ভগ্নাবশেষগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার জন্ত প্রয়োজন জমিদার ও সরকারের সকল জমিই বাজেয়াপ্ত করা।

কিছু কিছু ভদ্রলোক আমাদের প্রতি অভিযোগ করে বলেন: তোমরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা আগে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করার কথা দাবি করোনি কেন? এই অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্ত কেবল বাজেয়াপ্ত করার কথা 'অত্রেজকি'* বলছিলেন কেন?

ভদ্রমহোদয়গণ, তার কারণ ১৯০৩ সালে পার্টি যখন 'অত্রেজকি'র ব্যাপারে বলেছিল, রাশিয়ার কৃষক-জনগণ তখনও আন্দোলনে শামিল হননি। পার্টির কর্তব্য ছিল গ্রামাঞ্চলের জেলায় জেলায় এমন একটা রণধ্বনি নিয়ে যাওয়া যা কৃষকদের বুকে জ্বালা ধরিয়ে দেবে এবং ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষের বিরুদ্ধে তাদের জাগিয়ে তুলবে। 'অত্রেজকি'র দাবিটি ছিল ঠিক এমনই একটা রণধ্বনি, কারণ 'অত্রেজকি' রাশিয়ার কৃষকদের ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষের অবিচারের কথা ছবির মতো মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

কিন্তু সময় বদলে গেছে। কৃষক আন্দোলন বিকাশলাভ করেছে। আজ আর তাকে জাগিয়ে তোলার প্রশ্ন নয়, এর মাঝে তা পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলেছে। কী করে কৃষকদের জাগানো যায় প্রশ্নটা আজ আর তা নয় বরং প্রশ্নটা হ'ল যে-কৃষকরা এর মাঝেই এগিয়ে চলেছেন তারা কী দাবি করবেন। পরিষ্কার কথা, এখানে সুনির্দিষ্ট দাবিরই প্রয়োজন। তাই পার্টি কৃষকদের আজ বলছে—সমস্ত জমিদার ও সরকারের জমি বাজেয়াপ্ত করার দাবিই তাদের তোলা উচিত।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে, সব কিছুরই স্থান ও কাল রয়েছে, 'অত্রেজকি' এবং সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারেও একথা প্রযোজ্য।

২

আমরা দেখেছি, গ্রামাঞ্চলের বর্তমান আন্দোলন হ'ল কৃষকের মুক্তির সংগ্রাম। আমরা এটাও দেখেছি, কৃষকের মুক্তির জন্ত ভূমিদাস প্রথার

*কথাটির আভিধানিক অর্থ হ'ল—'টুকরো, খণ্ড'; ১৮৬১ সালে রাশিয়াতে ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ হবার সময় জমিদাররা কৃষকদের যে জমির টুকরোগুলো নিয়ে নিয়েছিল তাই বোঝাবার জন্ত 'অত্রেজকি' কথাটি ব্যবহার করা হয়।

ভগ্নাবশেষগুলো নিশ্চিহ্ন করা প্রয়োজন এবং এই ভগ্নাবশেষগুলো ধ্বংস করার জন্য জমিদার ও সরকারের সকল জমি বাজেয়াপ্ত করা প্রয়োজন যাতে নূতন জীবনধারা এবং ধনতন্ত্রের অবাধ বিকাশের জন্য পথ মুক্ত করে দেওয়া যায়।

ধরে নেওয়া যাক এ-সবকিছুই করা হয়েছে। তারপর এই জমিগুলো কিভাবে বিলি করা হবে? কারা জমির মালিক হবে?

কেউ কেউ বলছেন—বাজেয়াপ্ত-করা এই জমি প্রতিটি গ্রামকে সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে দিয়ে দেওয়া উচিত; জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতেই হবে, প্রতিটি গ্রামই হবে জমির পুরোপুরি মালিক এবং তারপর তা কৃষকদের মধ্যে সমানভাবে 'বন্দোবস্ত' করে দেবে এবং এর ফলে অবিলম্বেই গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন হবে, মজুরীর পরিবর্তে প্রবর্তিত হবে সমান ভূমিস্বত্ব।

এটি হ'ল সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিদের কথিত 'ভূমির সমাজীকরণ'।

এই সমাধানটি কি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য? বিচার করে দেখা যাক। প্রথম কথাটি নিয়েই আলোচনা করা যাক অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিরা শুরু করতে চান গ্রামাঞ্চল থেকে। তা কি সম্ভব? প্রত্যেকেই জানেন যে শহর গ্রামাঞ্চলের চেয়ে বেশি উন্নত, শহর হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের নেতা এবং ফলে সমাজতন্ত্রের প্রতিটি পদক্ষেপ শুরু করতে হয় শহর থেকে। সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিরা কিন্তু গ্রামাঞ্চলকে শহরের নেতায় পরিণত করতে চান এবং গ্রামাঞ্চলকে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করতে বাধ্য করতে চান—কিন্তু গ্রামাঞ্চলের পশ্চাদ্‌পদতার জন্য তা অসম্ভব। সুতরাং এটা তো পরিষ্কার সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিদের 'সমাজতন্ত্র' হবে মৃত-জাত সমাজতন্ত্র।

তারা অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করতে চান; আচ্ছা প্রশ্নটা বিবেচনা করে দেখা যাক। সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন হ'ল পণ্য উৎপাদনের অবসান, মুদ্রা ব্যবস্থার অবসান, ধনতন্ত্রের আমূল উচ্ছেদ সাধন এবং উৎপাদনের সকল উপায়-উপকণের সমাজীকরণ। সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিরা কিন্তু এসব অক্ষত রেখে দিতে চান, শুধু জমিটারই সমাজীকরণ করতে চান যা একেবারেই অসম্ভব কথা। যদি পণ্য উৎপাদন অক্ষত অবস্থায় বজায় থাকে, তাহলে জমিও হবে একটি পণ্য মাত্র এবং যেকোনো দিন বাজারে বেচাকেনা হবে এবং সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিদের 'সমাজতন্ত্র'কে চুরমার করে দেবে। পরিষ্কার কথা হ'ল,

ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই তারা চান সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন করতে, যা হ'ল ধারণাতীত। ঠিক তারই জন্ত সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিদের সমাজতন্ত্র হ'ল বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র।

সমান ভূমিস্বত্ব সম্পর্কে বলতেই হয় এটা হ'ল একটা ফাঁকা কথা। সমান ভূমিস্বত্বের জন্ত দরকার সম্পত্তির সমতা কিন্তু কৃষকদের মধ্যে সম্পত্তির অসমতা বর্তমান এবং তা বর্তমান গণতান্ত্রিক বিপ্লব নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। এটা কি ধারণা করা যায় যে আট জোড়া বলদের মালিক কোনো বলদই যার নেই তার মতো সমানভাবে জমি ব্যবহার করবে? তা সত্ত্বেও সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিরা বিশ্বাস করেন 'সমান ভূমিসত্ত্বে'র মাধ্যমে মজুরীপ্রথার বিলোপ সাধিত হবে এবং তা পুঁজির বিকাশকে প্রতিহত করবে, যা অবশ্যই একটি অবাস্তব ব্যাপার। স্পষ্টতঃ, সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিরা ধনতন্ত্রের অধিকতর বিকাশকে ঠেকাতে চান এবং ইতিহাসের চাকাকেই পিছনে ঠেলে দিতে চান —আর এটাকেই তারা মুক্তি বলে মনে করেন।' বিজ্ঞান কিন্তু আমাদের বলছে, সমাজতন্ত্রের বিজয় নির্ভর করে ধনতন্ত্রেরই বিকাশের উপর এবং যে কেউ এই বিকাশের বিরুদ্ধতা করেন তিনি সমাজতন্ত্রেরই বিরুদ্ধতা করেন। তারই জন্ত, সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিদের **সোশ্যালিস্ট রিঅ্যাকশনারি (সমাজতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াবাদী)**'ও বলা হয়।

আমরা এই বাস্তব সত্যের আলোচনায় যাচ্ছি না যে কৃষকেরা যখন সামন্ত সম্পত্তির উচ্ছেদ চান, তারা তা চান বুর্জোয়া সম্পত্তির প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে নয়, চান বুর্জোয়া সম্পত্তির ভিত্তিতেই—বাজেয়াপ্ত-করা জমি তারা চান নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ভাগ করে নিতে এবং 'জমির সমাজীকরণে' তারা তুষ্ট হবেন না।

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন, 'জমির সমাজীকরণ' গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্যান্যরা বলছেন বাজেয়াপ্ত-করা জমি তুলে দেওয়া হবে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে এবং কৃষকেরা হবেন রাষ্ট্রের প্রজা মাত্র।

এটা হ'ল 'ভূমির জাতীয়করণ'।

ভূমির জাতীয়করণ কি গ্রহণযোগ্য? যদি আমরা ভবিষ্যতের রাষ্ট্রের কথা মনে রাখি, তা যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, সেটা হবে নিশ্চয়ই একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্র; এ-রকম একটা রাষ্ট্রের হাতে জমি হস্তান্তরিত হলে বুর্জোয়া-শ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তিকে তা বাড়িয়ে তুলবে এবং তা হবে গ্রাম ও শহরের

সর্বহারাদের পক্ষে বিরাট অসুবিধাজনক ; আমরা যদি এ-কথাটিও মনে রাখি যে কৃষকরা নিজেরাই 'ভূমি জাতীয়করণের' বিরোধিতা করবেন, তারা নিছক প্রজা হয়ে থেকে সন্তুষ্ট হবেন না, তাহলে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে 'ভূমি জাতীয়করণ' বর্তমান আন্দোলনের স্বার্থে নয়।

ফলে 'ভূমি জাতীয়করণ'ও গ্রহণযোগ্য নয়।

আবার অন্যান্যরা বলছেন যে জমি স্থানীয় সংস্থাগুলোর হাতে হস্তান্তরিত হওয়া উচিত এবং কৃষকরা হবেন ঐ সংস্থাসমূহের প্রজা।

একে বলা হয় **'ভূমি পঞ্চায়েতীকরণ'**।

ভূমি পঞ্চায়েতীকরণ কি গ্রহণযোগ্য ? 'ভূমির পঞ্চায়েতীকরণ' বলতে কী বোঝায়? তার অর্থ হ'ল, প্রথমতঃ জমিদার এবং সরকারের কাছ থেকে সংগ্রামের মাধ্যমে তারা যে জমি বাজেয়াপ্ত করবেন কৃষকেরা সেই জমি তাদের সম্পত্তি হিসাবে পাবেন না। কৃষকেরা একে কী দৃষ্টিতে দেখবেন? কৃষকেরা জমি পেতে চান তাদের সম্পত্তি হিসাবে, কৃষকেরা বাজেয়াপ্ত-করা জমি নিজেদের মধ্যে বিলি করে নিতে চান ; এই জমির স্বপ্ন দেখেন তারা তাদের সম্পত্তি হিসাবেই এবং যখন তাদের বলা হয় যে এই জমি হস্তান্তরিত হবে তাদের কাছে নয়, যাবে স্থানীয় সরকারী সংস্থাসমূহের হাতে—তারা নিশ্চয়ই 'ভূমির পঞ্চায়েতীকরণে' সম্মত হবেন না। এটা ভুললে তো চলবে না।

তদুপরি, যদি ব্যাপারটা এভাবে ঘটে যায় যে কৃষকেরা নিজেদের বৈপ্লবিক উৎসাহভরে সমস্ত বাজেয়াপ্ত-করা জমির দখল নিজেরাই নিয়ে নেন এবং স্থানীয় সরকারী সংস্থাসমূহের জন্য কিছু অবশিষ্ট না রাখেন? আমরা কি তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলব : থামুন, এই জমি আপনাদের নয়, স্থানীয় সরকারী সংস্থাসমূহের হাতেই তা তুলে দিতে হবে, আপনাদের প্রজা হয়ে থাকাই যথেষ্ট হবে!

দ্বিতীয়তঃ, 'ভূমি পঞ্চায়েতীকরণের' আওয়াজটা যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে জনসাধারণের মধ্যেও কালবিলম্ব না করে আমাদের সেই আওয়াজ তুলতে হবে, কৃষকদের কাছে তখন তখনই ব্যাখ্যা করে বলতে হবে, যে-জমির জন্য তারা সংগ্রাম করছেন, যে-জমি তারা দখল করতে চান—সেটা তাদের সম্পত্তি হবে না, হবে স্থানীয় সরকারী সংস্থাসমূহের সম্পত্তি। অবশ্য কৃষকদের মধ্যে পার্টির বিরাট প্রভাব থাকলে তারা তা মেনেও নিতে পারেন, কিন্তু এটা বলার কোন দরকারই নেই যে কৃষকেরা আর তাদের পূর্বেকার

উৎসাহ নিয়ে লড়বেন না এবং তা বর্তমান বিপ্লবের পক্ষে হবে বিরাট ক্ষতিকর। আর যদি কৃষকদের মধ্যে পার্টির বিরাট কোনো প্রভাব না থাকে তাহলে কৃষকেরা পার্টি ছেড়ে যাবেন এবং মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবেন এবং তা কৃষক ও পার্টির মধ্যে একটা সংঘাত সৃষ্টি করবে এবং বিপ্লবের শক্তিগুলোকে নিদারুণভাবে দুর্বল করে ফেলবে।

আমাদের বলা হবে, কৃষক-জনগণের ইচ্ছা প্রায়ই তো বিকাশের বিরুদ্ধে যায়; আমরা ইতিহাসের গতিকে অবহেলা করতে পারি না এবং তাই সব সময় কৃষকদের আকুতি মেনে নিতে পারি না—পার্টির নিজের নিশ্চয়ই একটা নীতি থাকবে। এ তো একটা অলংঘনীয় মহাসত্য। পার্টি অবশ্যই তার নীতির দ্বারা চালিত হবে। কিন্তু যে পার্টি কৃষকদের জমির জন্য আকুতিকে খারিজ করে দেয়, সেই পার্টি তার নীতির প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করবে। কৃষকরা যদি জমিদারদের জমি দখল করে নেবার এবং নিজেদের মধ্যে তা ভাগ করে নেবার কামনা প্রকাশ করেন তবে তা ইতিহাসের গতির বিরুদ্ধে যায় না; বরং এই যে আকুতি তা যদি উদ্ভূত হয়ে থাকে সম্পূর্ণতঃ বর্তমান গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকেই, যদি সামন্ত সম্পত্তির বিরুদ্ধে যথার্থ সংগ্রাম পরিচালিত হতে পারে শুধু বুর্জোয়া সম্পত্তির ভিত্তিতেই, এবং কৃষকদের আকুতির মধ্য দিয়ে যদি ঠিক এই ঝোঁকটাই দেখা দেয়—তবে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে পার্টি কৃষকদের এই দাবিগুলো সমর্থন করতে নাকচ করে দিতে পারে না কারণ এই দাবিগুলো নাকচ করার অর্থ হবে বিপ্লবের বিকাশ সাধনকেই নাকচ করা। অন্যদিকে পার্টির যদি নিজস্ব নীতি থেকে থাকে, পার্টি যদি বিপ্লবের ওপর একটা প্রতিবন্ধ হয়ে উঠতে না চায়, তাহলে কৃষকেরা যে কামনা পোষণ করছেন তা বাস্তবে রূপায়ণের জন্য তাকে সাহায্য করতেই হবে। আর তারা যে আকুতি পোষণ করছেন তা তো পুরোপুরি 'ভূমি পঞ্চায়েতীকরণের' পরিপন্থী!

তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন, 'ভূমি পঞ্চায়েতীকরণ'ও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩

আমরা দেখেছি 'সমাজীকরণ', 'জাতীয়করণ', 'পঞ্চায়েতীকরণ' এর কোনোটাই যথার্থভাবে বর্তমান বিপ্লবের স্বার্থ মেটাতে পারে না।

বাজেয়াপ্ত-করা জমি কিভাবে বিলি করা হবে? জমির মালিক কারা হবে?

পরিষ্কার কথা, কৃষকেরা যে জমি বাজেয়াপ্ত করবে তা **কৃষকদের হাতেই হস্তান্তরিত হওয়া উচিত** যাতে এই জমি তারা নিজেদের মধ্যে **ভাগ করে** নিতে পারেন। জমির এই বিভাজনের ফলে সম্পত্তির একত্রীকরণের প্রয়োজন দেখা দেবে। দরিদ্রেরা তাদের জমি বিক্রি করে দিয়ে সর্বহারা হবার পথে যাবেন এবং বিত্তবান ব্যক্তিরা তা সংগ্রহ করে তাদের কৃষি পদ্ধতির উন্নতিসাধন করতে এগিয়ে যাবেন; গ্রামাঞ্চলের জনগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বেন, একটা তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা দেবে এবং এভাবে ধনতন্ত্রের অধিকতর বিকাশের ভিত্তিই স্থাপিত হবে।

দেখতেই পাচ্ছেন, জমি বিভাজনের যুক্তি স্বাভাবিকভাবে বর্তমান অর্থনৈতিক বিকাশ থেকেই দেখা দিচ্ছে।

অন্যদিকে 'কৃষকদের হাতে এবং কেবল কৃষকদের হাতেই জমি চাই' এই স্লোগান কৃষকদেরই উৎসাহিত করবে, তাদের মধ্যে নূতন শক্তি জাগিয়ে তুলবে এবং গ্রামাঞ্চলের নবজাগ্রত বিপ্লবী আন্দোলনকে তার লক্ষ্যসাধনে সহায়তা করবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান বিপ্লবের গতিও জমি ভাগ করে দেবার প্রয়োজনীয়তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

আমাদের বিরোধীরা আমাদের প্রতি অভিযোগ করে বলছেন, এভাবে আমরা পেটিবুর্জোয়া সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবিত করব এবং তা হবে মূলগতভাবে মার্কসের তত্ত্বের বিরোধী। **রেভলুৎসিয়ন্নায়া রস্‌সিইয়া**[৩৬] কি লিখেছেন দেখুন:

'জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে কৃষকদের সাহায্য করে আপনারা অজ্ঞাতসারে ইতিমধ্যে অল্পাধিক বিকশিত পুঁজিবাদী ধরনের চাষাবাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর পেটিবুর্জোয়া চাষাবাদ স্থাপন করতে সুযোগ দিচ্ছেন। এটা কি গোঁড়া মার্কসবাদের দৃষ্টিতে একটি "পশ্চাৎমুখী পদক্ষেপ" নয়?' (**রেভলুৎসিয়ন্নায়া রস্‌সিইয়া**, পৃঃ ৭৫ দেখুন।)

আমাকে বলতেই হবে যে 'সমালোচক' মশায়রা তথ্যগুলো মিশিয়ে ফেলেছেন। তারা ভুলে গেছেন যে জমিদারদের চাষাবাদ পুঁজিবাদী চাষাবাদ নয়, তা হ'ল সামন্ততান্ত্রিক চাষাবাদেরই অবশেষ এবং এর ফলে জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হলে তা সামন্ত চাষাবাদকেই ধ্বংস করে দেবে, পুঁজিবাদী

চাষাবাদকে নয়। তারা এটাও ভুলে গেছেন যে মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পুঁজিবাদী চাষাবাদ সামন্তবাদী চাষাবাদের পরই সোজাসুজি দেখা দেয় না বা দিতেও পারে না—এ দুটোর মধ্যে থাকে পেটিবুর্জোয়া চাষাবাদ যা সামন্ত-তান্ত্রিক চাষাবাদের স্থান গ্রহণ করে এবং পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদী চাষাবাদে পরিণত হয়। 'মুলধন'-এর তৃতীয় খণ্ডে মার্কস বলছেন, ঐতিহাসিক দিক থেকে সামন্ততান্ত্রিক চাষাবাদের পর দেখা দিয়েছে পেটিবুর্জোয়া চাষাবাদ এবং বৃহদাকারের ধনতান্ত্রিক চাষাবাদ দেখা দিয়েছে তার পরে—একটি থেকে আরেকটিতে সোজা লাফ দিয়ে তা হয়নি, তা সম্ভবও ছিল না। তথাপি ঐ সব অদ্ভুত 'সমালোচকরা' বলছেন, জমিদারদের জমি কেড়ে নেওয়া এবং তা চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া নাকি মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি পশ্চাৎমুখী ব্যবস্থা! শীঘ্রই হয়তো তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে বলবেন যে 'ভূমিদাস প্রথার বিলোপসাধন'ও ছিল মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা পশ্চাৎমুখী ব্যবস্থা কারণ ঐ সময়েও কিছু জমি জমিদারদের কাছ থেকে 'নিয়ে নেওয়া হয়েছিল' এবং ছোট ছোট মালিকদের—কৃষকদের—দিয়ে দেওয়া হয়েছিল! বেশ মজার লোক তো! তারা বোঝেন না যে মার্কসবাদ সবকিছুকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখে থাকে,—মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পেটিবুর্জোয়া চাষাবাদ সামন্ততান্ত্রিক চাষাবাদ থেকে তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল, সামন্ততান্ত্রিক চাষাবাদের ধ্বংসসাধন এবং পেটিবুর্জোয়া চাষাবাদের প্রচলন ধনতান্ত্রিক বিকাশের অপরিহার্য শর্ত—এবং এই ধনতান্ত্রিক খামার পরবর্তীকালে পেটিবুর্জোয়া খামারকেই নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

এই সব 'সমালোচকদের' শান্তিতেই থাকতে দিন।

আসল কথা হ'ল **কৃষকদের হাতে জমি হস্তান্তর করা** এবং তাদের মধ্যে **এই জমি ভাগ করে দেওয়া** ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষকে সমূলে বিনষ্ট করবে এবং ধনতান্ত্রিক চাষের বিকাশের ভিত্তি রচনা করবে, বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে বিরাট প্রেরণা যোগাবে এবং ঠিক এই কারণেই এই ব্যবস্থাগুলো সোস্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির কাছে গ্রহণযোগ্য।

তাই, ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষের বিলোপসাধনের জন্য জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা এবং তারপর কৃষকগণ কর্তৃক সেই জমি নিজেদের সম্পত্তি হিসাবে গ্রহণ ও তা নিজেদের মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজন।

এই ভিত্তির উপরই আমাদের পার্টির কৃষি-বিষয়ক কর্মসূচী গড়ে তোলা কর্তব্য।

আমাদের বলা হবে: এসব প্রযোজ্য কৃষকদের ক্ষেত্রে, কিন্তু গ্রামের সর্বহারাদের সম্পর্কে আপনারা কী করতে চান? এ প্রশ্নে আমাদের জবাব হ'ল এই যে কৃষকদের জন্য আমাদের চাই একটি গণতান্ত্রিক কৃষি-বিষয়ক কর্মসূচী কিন্তু গ্রাম ও শহরের সর্বহারাদের জন্য তাদের শ্রেণীস্বার্থের অভিব্যক্তিস্বরূপ আমাদের রয়েছে একটি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী। তাদের বর্তমান স্বার্থের সুরাহার ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের ষোল দফা সংবলিত নিম্নতম কর্মসূচীতে, তাতে আমরা শ্রমের অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে বলেছি (দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত পার্টির কর্মসূচীটি দেখুন)। ইতিমধ্যে পার্টির প্রত্যক্ষ সমাজতান্ত্রিক কার্যকলাপ হবে গ্রামের সর্বহারাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রচার-কার্য চালানো, তাদের নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে নিজেদের সংগঠিত করা এবং শহরের সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে তাদের একটি স্বতন্ত্র পার্টিতে একত্রিত করা। পার্টি অবিরাম কৃষকদের এই অংশের সঙ্গে সংযোগ রাখছে এবং তাদের বলছে: যেহেতু ও যতটা আপনারা গণতান্ত্রিক বিপ্লব আনতে চাইছেন, সেহেতু ও ততটা জঙ্গী কৃষকদের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ রাখতে হবে এবং লড়তে হবে জমিদারদের বিরুদ্ধে। কিন্তু আপনারা যে পরিমাণে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাবেন, সেই পরিমাণে শহরের সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে আপনাদের দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং কৃষক বা জমিদার যাই হোক না কেন প্রতিটি বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হবে। কৃষকদের সঙ্গে মিলিত হতে হবে একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের জন্য! শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হতে হবে—সমাজতন্ত্রের জন্য!—গ্রামীণ সর্বহারাদের প্রতি এই হ'ল পার্টির বক্তব্য।

শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম এবং তার সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী শ্রেণী-সংগ্রামের এমন আগুন জ্বালিয়ে তুলবে যাতে সমস্ত শ্রেণী-ব্যবস্থারই চিরতরে অবসান ঘটবে। কৃষক আন্দোলন এবং তার গণতান্ত্রিক কৃষি-সংক্রান্ত কর্মসূচী এমন আগুন জ্বালিয়ে তুলছে এবং গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মধ্যেই যে আগুন জ্বলে উঠছে তা সমগ্র সামাজিক স্তরভেদকেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

পুনশ্চ: এই প্রবন্ধটি শেষ করার আগে আমাদের জনৈক পাঠকের কাছ থেকে পাওয়া পত্রটি সম্পর্কে মন্তব্য না করে পারছি না, পাঠক লিখেছেন:

'যাই বলুন না কেন, আপনার প্রথম প্রবন্ধ আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। পার্টি কি সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করার বিরোধী ছিল না? তাহলে, এখন সেকথা বলছে না কেন?'

না, প্রিয় পাঠক, পার্টি কখনো এ-রকম বাজেয়াপ্ত করার বিরোধী ছিল না। এমনকি যে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে 'অত্রেজকি' সংক্রান্ত বক্তব্যটি গৃহীত হয়—সেই কংগ্রেসই প্লেখানভ ও লেনিনের জবানীতে বলেছিল,—কৃষকেরা যদি সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানান আমরা তাদের সমর্থন জানাব।* দু'বছর বাদে (১৯০৫) পার্টির দু'টি অংশই—'বলশেভিকরা' তাদের তৃতীয় কংগ্রেসে এবং 'মেনশেভিকরা' তাদের প্রথম কনফারেন্সে—সর্বসম্মতভাবেই ঘোষণা করেছিল যে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করার প্রশ্নে তারা সর্বান্তঃকরণে কৃষকদের সমর্থন করবেন।** তারপর পার্টির এই দুই চিন্তাধারার পত্রিকা **ইসক্রা** এবং **প্রলেতারি** ও সেই সঙ্গে **নোভায়া জিজন্**[৫৭] এবং **নাচালো**[৫৮] পত্রিকা দুটি বারে বারে জনগণকে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।… দেখতেই পাচ্ছেন, পার্টি প্রথম থেকেই সমস্ত জমিই বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে ছিল, কাজেই পার্টি কৃষক আন্দোলনের লেজুড়বৃত্তি করছে—আপনার এটা ভাববার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন কেন ১৯০৩ সালেই আমরা সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করার দাবি আমাদের কর্মসূচীতে জানাইনি, আমরা প্রশ্নটার জবাব দেব আরেকটা প্রশ্ন উত্থাপন করে: সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিরা কেন ১৯০০ সালেই তাদের কর্মসূচীতে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের দাবি জানাননি? তারা কি ঐ দাবির বিরোধী ছিলেন?*** তারা কেন ঐ সময় শুধু জাতীয়করণের ব্যাপারেই বলেছিলেন এবং কেন আবার আজ তারা আমাদের কানে সমাজীকরণের কথা আওড়াচ্ছেন? এখন আমাদের নিম্নতম কার্যসূচীতে আমরা দিনে সাত ঘণ্টা কাজের কথা কিছুই বলছি না কিন্তু তার অর্থ কি এই যে আমরা তার বিরোধী? তাহলে আসল কথাটা কী? একমাত্র ১৯০৩ সালে যখন পর্যন্ত আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি, সমস্ত

*দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের কার্যবিবরণী দেখুন।

**তৃতীয় কংগ্রেসের এবং প্রথম কনফারেন্সের কার্যবিবরণী দেখুন।

***১৯০০ সালে লীগ অফ সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারি কর্তৃক প্রকাশিত **আমাদের কর্তব্য** দেখুন।

জমি বাজেয়াপ্ত করার দাবি শুধু কাগজপত্রেই থেকে যেত, কারণ তখনকার দুর্বল আন্দোলন এই দাবি সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরতে পারত না তাই 'অত্রেজকি'র দাবিই ছিল ঐ সময়ের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন আন্দোলন বেড়ে উঠল এবং **বাস্তব** প্রশ্নগুলো সামনে তুলে ধরল—তখন পার্টিকে দেখিয়ে দিতে হ'ল যে আন্দোলন 'অত্রেজকি'র দাবি করেই থেমে থাকতে পারে না এবং থাকা উচিত নয়, সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করার দাবিও তার তোলা দরকার।

এই হ'ল বাস্তব সত্য।

এখন সবার শেষে **ৎস্নোবিস পুর্ত্সেলি**[৫৭] সম্পর্কে (৩০৩৩নং সংখ্যা দেখুন) ক'টি কথা। এই সংবাদপত্রটি 'ফ্যাশন' এবং 'নীতি' সম্পর্কে অনেক আজেবাজে কথা লিখেছে এবং জোরের সঙ্গে বলছে যে পার্টি একটা সময়ে 'অত্রেজকি'কে একটা নীতি করে তুলেছিল। উপরে যা বলা হয়েছে তা থেকে পাঠক দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে একটা **মিথ্যা কথা,** দেখতে পাবেন পার্টি প্রকাশ্যেই একেবারে প্রথম থেকেই সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করাকে নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছিল। **ৎস্নোবিস পুর্ত্সেলি** নীতি এবং বাস্তব প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্যটুকু যদি না ধরতে পারে, তাতে আমাদের চিন্তিত হবার দরকার নেই—একদিন যখন সে সাবালিকা হবে তখন সে এই পার্থক্যটি বুঝতে পারবে।*

'এলর্ভা' (বিদ্যুৎ), ৫, ৯ ও ১০ নং সংখ্যা
১৭ই, ২২শে ও ২৩শে মার্চ, ১৯০৬
স্বাক্ষর: জে. বেসোশভিলি

***ৎস্নোবিস পুর্ত্সেলি** কোথাও 'শুনেছে' যে 'রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা… একটা নূতন কৃষি-সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে যার ফলে…তারা জমির পঞ্চায়েতীকরণ সমর্থন করে।' আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে **রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা এ-ধরনের কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করেননি।** কর্মসূচী গ্রহণ করাটা হ'ল কংগ্রেসের কাজ, কিন্তু এখনো কোনো কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়নি। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, **ৎস্নোবিস পুর্ত্সেলি** কোনো ব্যক্তি বা কোনো কিছুর দ্বারা বিপথচালিত হয়েছে। পত্রিকাটি যদি তা পাঠকদের কাছে গুজব পরিবেশন বন্ধ করেন, তাহলে ভালই কাজ করবেন।

কৃষি-সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে

'পঞ্চায়েতীকরণ' (municipalisation) সম্পর্কে সর্বশেষ প্রবন্ধটির কথা সম্ভবতঃ আপনাদের মনে আছে (এলভা,৬০ ১২ নং সংখ্যা দেখুন)। লেখক যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার সব ক'টি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা আমাদের নেই—কারণ তা কৌতূহলকর বা প্রয়োজনীয় নয়। শুধু দু'টি প্রশ্ন নিয়ে সামান্য কিছু বলতে চাই : পঞ্চায়েতীকরণ কি ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষের বিলুপ্তির বিরুদ্ধতা করে? এবং জমি ভাগ করে দেওয়াটা কি প্রতিক্রিয়াশীল? ঠিক এইভাবেই আমাদের কমরেড প্রশ্নটি হাজির করেছেন। স্পষ্টতঃ, তিনি কল্পনা করে নিয়েছেন যে পঞ্চায়েতীকরণ, জমির বিভাজন এবং এই একই ধরনের অন্যান্য প্রশ্নগুলো হ'ল **নীতিগত** প্রশ্ন; পার্টি কিন্তু কৃষি-বিষয়ক প্রশ্নটিকে **সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির** ওপর দাঁড় করিয়েছে।

আসল কথা হ'ল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি জমির জাতীয়করণ, পঞ্চায়েতীকরণ বা জমির বিভাজনকে **নীতিগত প্রশ্ন** বলে গণ্য করে না এবং **কোনোটির ক্ষেত্রেই নীতিগত কোনো আপত্তি তোলেনি**। মার্কসের **ইস্তেহার**, কাউটস্কির **কৃষি-বিষয়ক প্রশ্ন**, **দ্বিতীয় কংগ্রেসের কার্যবিবরণী** এবং তার সঙ্গে কাউটস্কির **রাশিয়াতে কৃষি-বিষয়ক প্রশ্ন** পড়লেই আপনি দেখতে পাবেন—এইটিই হ'ল আসল ঘটনা। পার্টি এই সমস্ত প্রশ্নকেই দেখে **বাস্তব** দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং তাই পার্টি কৃষি-বিষয়ক প্রশ্নটিকেও একটি **বাস্তব ভিত্তির ওপর** দাঁড় করিয়েছে : পঞ্চায়েতীকরণ, জাতীয়করণ, না জমির বিভাজন—কোনটি আমাদের নীতিকে **সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে** কার্যকরী করে?

এই ভিত্তিটির ওপরই পার্টি প্রশ্নটিকে দাঁড় করিয়েছে।

এটা না বললেও চলে যে কৃষি-বিষয়ক কর্মসূচীর **নীতি**—ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষের বিলোপসাধন এবং শ্রেণী-সংগ্রামের অবাধ বিকাশের নীতি—**অপরিবর্তিতই** রয়েছে; **পরিবর্তিত হয়েছে** শুধু এই নীতিটির বাস্তব প্রয়োগের পদ্ধতির ক্ষেত্রে।

লেখকের উচিত ছিল প্রশ্নটি এভাবে উত্থাপন করা : ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষের বিলোপসাধন এবং শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশসাধনে **অপেক্ষাকৃত সেরা উপায় কোনটি**—জমির পঞ্চায়েতীকরণ, জাতীয়করণ, না বিভাজন?

তিনি কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবেই নীতির প্রশ্নটি টেনে এনেছেন,—বাস্তব প্রশ্নগুলোকে নীতিগত প্রশ্নে পরিণত করেছেন আর প্রশ্ন তুলেছেন : তথাকথিত পঞ্চায়েতীকরণ কি 'ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষের বিলোপের ও পুঁজিবাদের বিকাশের বিরুদ্ধতা করে ?' জমির জাতীয়করণ বা জমির বিভাজন কোনোটাই ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষের বিলোপ ও পুঁজিবাদের বিকাশের বিরুদ্ধতা করে না ; কিন্তু তা থেকে এটা বোঝায় না যে তাদের মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই ; বোঝায় না যে জমির পঞ্চায়েতীকরণের সমর্থকদের একই সঙ্গে জাতীয়করণ এবং বিভাজনেরও সমর্থক হতে হবে। পরিষ্কার কথা, তাদের মধ্যে কিছু কিছু বাস্তব পার্থক্য রয়েছে। মোদ্দা কথাটা এই এবং তারই জন্ত পার্টি প্রশ্নটিকে দাঁড় করিয়েছে একটি বাস্তব ভিত্তির ওপর। উপরেই দেখিয়েছি লেখকটি কিন্তু প্রশ্নটিকে নিয়ে গেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য একটি স্তরে ;—নীতিকে এবং যে-উপায়ের সাহায্য নীতিটিকে কার্যকর করা হবে তা গুলিয়ে ফেলেছেন এবং এভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পার্টি যে প্রশ্নটি তুলেছে তা এড়িয়ে গেছেন।

লেখকটি আমাদের আরো বলেছেন যে জমি ভাগ করাটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল অর্থাৎ যে তিরস্কার আমরা একাধিকবার সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিদের কাছ থেকে শুনে এসেছি তাই তিনি আবার আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন। যখন এসব অধিবিদ্যাবিদেরা, সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিরা আমাদের তিরস্কার করে বলেন যে, জমি ভাগ করে দেওয়াটা হচ্ছে মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতিক্রিয়াশীল, তাতে আমরা মোটেই বিস্মিত হই না কারণ আমরা ভালো করেই জানি যে তারা দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রশ্নটিকে দেখছেন না। তারা এটা মেনে নিতেই অস্বীকার করছেন যে প্রতিটি জিনিসেরই একটা স্থান ও কাল রয়েছে—একটা কিছু যা আগামী কাল প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে, আজ তা হতে পারে বৈপ্লবিক। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীরা যখন আমাদের দিকে এই তিরস্কারটি ছুঁড়ে মারেন, তখন আমরা প্রশ্ন না করে পারি না : তাহলে দ্বন্দ্বমূলক বিচারধারা আর অধিবিদ্যাগত বিচারধারার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় ? এটা তো না বললেও চলে যে জমি ভাগ করে দেওয়াটা হবে প্রতিক্রিয়াশীল যদি তা পরিচালিত হয় পুঁজিবাদের বিকাশের বিরুদ্ধে ; কিন্তু সেটাই আবার হবে একটা বৈপ্লবিক ব্যাপার যদি তা পরিচালিত হয় ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষের বিরুদ্ধে। এবং এটা তো স্বতঃসিদ্ধ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্তব্য হবে তাকে সমর্থন করা। জমি

ভাগ করে দেওয়াটা আজ কিসের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে : পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, না কি ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষের বিরুদ্ধে? সুতরাং প্রশ্নটা তো অমনিতেই মিটে গেল।

সত্যি কথা, গ্রামাঞ্চলে ধনতন্ত্র যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর জমি ভাগ করে দেওয়াটা হবে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা, কারণ তখন তা ধনতন্ত্রের বিকাশের বিরুদ্ধেই যাবে। এমনটি হলে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি তাকে সমর্থন করবে না। বর্তমানে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি দৃঢ়ভাবে একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের দাবিকে একটি বৈপ্লবিক ব্যবস্থা হিসাবে জোরের সঙ্গে উচ্চে তুলে ধরছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব একটি বাস্তব প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র তৎক্ষণে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়বে এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি তাকে ধ্বংস করতেই সচেষ্ট হবে। জমি ভাগ করে দেওয়া সম্পর্কেও সেই একই কথা। জমি বিভাজন এবং সাধারণভাবে পেটি-বুর্জোয়া চাষাবাদ হচ্ছে বৈপ্লবিক **যখন** ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামটি পরিচালিত হচ্ছে ; কিন্তু এই জমি বিভাজনই আবার প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়বে **যখন** তা ধনতন্ত্রের বিকাশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে। এই হচ্ছে সমাজ-বিকাশের প্রতি দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। কার্ল মার্কস তার **মূলধন**-এর তৃতীয় খণ্ডে এই একই দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে পেটিবুর্জোয়া চাষাবাদকে বিচার করেছেন এবং তাকে **সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির তুলনায়** প্রগতিশীল আখ্যা দিয়েছেন।

এই সবের সঙ্গে জমি ভাগ করে দেওয়া সম্পর্কে কার্ল কাউটস্কির নিম্নোক্ত কথাগুলো উল্লেখযোগ্য :

'সংরক্ষিত জমি অর্থাৎ বিরাট বিরাট জমিদারিগুলো ভাগ করে দেবার যে দাবি রাশিয়ার কৃষকেরা করছেন এবং ইতিমধ্যেই যা তারা বাস্তবে কার্যকর করতে শুরু করে দিয়েছেন···তা যে শুধু অনিবার্য এবং প্রয়োজনীয় তা-ই নয়, তা **প্রচুর হিতকারীও বটে। এবং এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন জ্ঞাপনের সপক্ষে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির যুক্তিগুলো সম্পূর্ণ সঠিক**' ('রাশিয়াতে কৃষি-সংক্রান্ত প্রশ্ন', পৃঃ ১১ দেখুন)।

কোনো প্রশ্নের সমাধানের জন্য প্রশ্নটি উপস্থাপনের সঠিক পদ্ধতিরও অশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নই উপস্থাপিত হওয়া উচিত দ্বন্দ্বমূলকভাবে— অর্থাৎ আমাদের কোনো সময়েই ভুলে গেলে চলবে না যে, সবকিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে বদলে যাচ্ছে, সবকিছুরই একটা স্থান ও কাল আছে এবং

তার ফলে আমাদেরও প্রশ্নগুলো উত্থাপন করা উচিত বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। কৃষি-বিষয়ক প্রশ্নের সমাধানের এটা হ'ল প্রথম শর্ত। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা কৃষি-বিষয়ক প্রশ্নটাকে একটা বাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন এবং যে কেউ এই প্রশ্নটির সমাধান চান তাকেই দাঁড়াতে হবে এই ভিত্তির ওপর। এটা হ'ল কৃষি-বিষয়ক প্রশ্নে সমাধানের দ্বিতীয় শর্ত। আমাদের কমরেডটি কিন্তু দুটি শর্তের একটিকেও হিসাবের মধ্যে ধরেননি।

তাহলে, কমরেডটি বলবেন, আমরা ধরে নিই—জমি ভাগ করে দেওয়াটা হচ্ছে বৈপ্লবিক। এটা পরিষ্কার, আমরা তো এই বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমর্থন করতে চেষ্টা করবই; কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের কর্মসূচীর মধ্যে এই আন্দোলনের দাবিকে সন্নিবেশিত করে নেওয়া কর্তব্য—কারণ ঐ দাবিগুলো সম্পূর্ণতঃই কর্মসূচীতে অপ্রাসঙ্গিক—ইত্যাদি ইত্যাদি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, লেখকটি সর্বনিম্ন কর্মসূচীকে সর্বোচ্চ কর্মসূচীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন। তিনি জানেন যে **সমাজতান্ত্রিক** কর্মসূচীতে (অর্থাৎ সর্বোচ্চ কর্মসূচীতে) থাকতে পারে শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর দাবিসমূহ; কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন যে **গণতান্ত্রিক** কর্মসূচী (অর্থাৎ সর্বনিম্ন কর্মসূচী) এবং বিশেষ করে কৃষি-বিষয়ক কর্মসূচী একটি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী নয় এবং, ফলতঃ, তার মধ্যে আমরা যা **সমর্থন** করি তেমন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দাবিসমূহ নিশ্চয়ই থাকবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা হ'ল একটা বুর্জোয়া দাবি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সর্বনিম্ন কর্মসূচীতে তার একটি সম্মানিত স্থান রয়েছে। কিন্তু এত দূর যাবার কী দরকার? আমাদের কৃষি-সম্পর্কিত কর্মসূচীর দুই নম্বর ধারাটিই নেওয়া যাক; তাতে বলা হয়েছে: **'জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে কৃষকদের অধিকার খর্ব করে এমন সমস্ত আইন বাতিল করার জন্য...'**—পার্টি দাবি জানাচ্ছে। এবার এটা পড়ে বলুন তো: এই ধারার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আছে-টা কী? আপনি জবাব দেবেন—কিছুই নেই, কারণ তা দাবি করছে বুর্জোয়া সম্পত্তির স্বাধীনতা, তার বিলোপসাধন নয়। তা সত্ত্বেও এই ধারাটি রয়েছে আমাদের সর্বনিম্ন কর্মসূচীতে। তাহলে আসল কথাটা কী? তা হ'ল এইটুকু যে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ কর্মসূচী হ'ল দুটো বিভিন্ন ধারণা—তা গুলিয়ে ফেলা চলবে না। সত্যিই, নৈরাজ্যবাদীরা এতে খুবই অসন্তুষ্ট হবেন; কিন্তু আমরা নিরুপায়। আমরা নৈরাজ্যবাদী নই।...

জমি ভাগ করে নেওয়া সম্পর্কে কৃষক-জনগণের আকুতি সম্পর্কে এর আগেই আমরা বলেছি যে তার গুরুত্ব যাচাই হবে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রবণতা দিয়ে ; এবং এই প্রবণতা থেকেই কৃষকদের এই আকুতি 'প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত হয়'। আমাদের পার্টি তাকে সমর্থনই করবে, তাকে প্রতিহত করবে না।

'এলভা' (বিদ্যুৎ), ১৪ নং সংখ্যা,

২৯শে মার্চ, ১৯০৬

স্বাক্ষর : জে. বেসোশভিলি

কৃষি-বিষয়ক কর্মসূচীর পরিবর্তন প্রসঙ্গে

[রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসের[৬১] সপ্তম অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা—১৩ই (২৬শে) এপ্রিল, ১৯০৬]

সর্বপ্রথমেই আমি বলছি কিছু কিছু কমরেড আলোচনার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন সে-সম্পর্কে। কমরেড প্লেখানভ কমরেড লেনিনের 'নৈরাজ্যবাদী প্রবণতা' সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, 'লেনিনবাদের' মারাত্মক পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু বলেছেন ;—কিন্তু কৃষি-বিষয়ক প্রশ্ন সম্পর্কে কিছুই বলেননি। অথচ তাকে রাখা হয়েছিল কৃষি-বিষয়ক প্রশ্ন সম্পর্কে অন্যতম বক্তা হিসাবে। আমার অভিমত এই যে, এই আলোচনার পদ্ধতি কৃষি-বিষয়ক প্রশ্নের উপস্থাপনা সম্পর্কে একদম কিছুই বলছে না, শুধু পরিবেশটাকে বিরক্তিকর করে তুলছে ; তাছাড়া, ঐক্যের কংগ্রেস বলে কথিত আমাদের এই কংগ্রেসের চরিত্রের সঙ্গেও এর কোনো সঙ্গতি নেই। আমরাও বলতে পারতাম কমরেড প্লেখানভের ক্যাডেটপন্থী প্রবণতা সম্পর্কে, কিন্তু তা করব না—কারণ তাতে করে কৃষি-বিষয়ক প্রশ্নের সমাধানের দিকে একটি পা-ও অগ্রগতি হবে না।

তারপর, গুরিয়া ও লেটিশ অঞ্চলের জীবনের থেকে কিছু কিছু তথ্য এনে জন[৬২] সমগ্র রাশিয়ার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতীকরণের সপক্ষে একটি সিদ্ধান্ত হাজির করেছেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একটা কর্মসূচী রচনার পথ যে এটা নয় তা আমাকে বলতেই হবে। একটি কর্মসূচী রচনাকালে আমাদের শুরু করতে হবে কোনো কোনো সীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ অংশের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থেকে নয়, আমাদের শুরু করতে হবে রাশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকেই। যে কর্মসূচীতে একটি নিয়ামক চিন্তাধারা (dominating line) নেই তা একটি কর্মসূচীই নয়। জনের খসড়ার ব্যাপারে ঠিক এই হ'ল অবস্থা। তাছাড়া জন ভুল তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। তার মতে কৃষক আন্দোলনের বিকাশের ধারা তার খসড়ার সপক্ষে রয়েছে কারণ, দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি বলেছেন, গুরিয়াতে এই আন্দোলনের অগ্রগতির পথে একটি আঞ্চলিক সরকার গঠিত হয়েছিল এবং তা বনাঞ্চল ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণভার

গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সবার আগে বলা দরকার, গুরিয়া একটা অঞ্চল নয় বরং তা হ'ল কুতাইস-গুবার্নিয়া প্রদেশের অন্তর্গত একটি 'উয়েজাদ' (উপভাগ)। দ্বিতীয়তঃ, গুরিয়াতে কোনো সময়ই একটি বিপ্লবী আঞ্চলিক সরকারী সংস্থা সমগ্র গুরিয়াকে নিয়ে গড়ে ওঠেনি। শুধু ছোট ছোট স্থানীয় সরকারী সংস্থা গড়ে উঠেছিল যাকে কোনোমতেই একটি আঞ্চলিক সরকারী সংস্থা বলা যায় না; তৃতীয়তঃ, নিয়ন্ত্রণ হ'ল এক জিনিস আর মালিকানা হ'ল সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। সাধারণভাবে বলতে গেলে, গুরিয়া সম্পর্কে বহু উপকথা ছড়ানো হয়েছে এবং রাশিয়ার কমরেডরা তাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে সম্পূর্ণ ভুল করছেন।...

বিষয়টির মূলকথা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হ'ল এই যে নিম্নোক্ত সূত্রটি থেকেই আমাদের কর্মসূচী শুরু করতে হবে: যেহেতু আমরা জঙ্গী কৃষক-জনগণের সঙ্গে একটা সাময়িক বৈপ্লবিক মৈত্রী স্থাপন করছি এবং যেহেতু এই কৃষক-জনগণের দাবি আমরা অবহেলা করতে পারি না—তাই আমরা এই দাবিগুলো সমর্থন করব যদি সামগ্রিকভাবে তা অর্থনৈতিক বিকাশের ধারার এবং বিপ্লবের গতিধারার বিরুদ্ধে না যায়। ঐ কৃষকরা দাবি করছেন জমি ভাগ করার জন্য, আর যেহেতু এই ভাগ করাটা উল্লিখিত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে যাচ্ছে না কাজেই জমি সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করার এবং তা ভাগ করার দাবিকেই আমাদের সমর্থন করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয়করণ ও পঞ্চায়েতী-করণ—দু'টোই গ্রহণের অযোগ্য। এই জাতীয়করণ ও পঞ্চায়েতীকরণের দাবি হাজির করে আমরা কিছু লাভ করছি না অথচ বিপ্লবী কৃষক ও বিপ্লবী শ্রমিকের মৈত্রীবন্ধন অসম্ভব করে তুলছি। জমি ভাগ করে দেওয়াকে যারা প্রতিক্রিয়াশীল মনে করেন, তারা ধনতান্ত্রিক ও প্রাক্-ধনতান্ত্রিক এই দুটি স্তরকে গুলিয়ে ফেলেন। নিঃসন্দেহে, ধনতান্ত্রিক স্তরে জমি ভাগ করে দেওয়াটা হবে প্রতিক্রিয়াশীল; কিন্তু প্রাক্-ধনতান্ত্রিক স্তরে (উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে যে অবস্থা বিরাজ করছে) জমি ভাগ করে দেওয়াটা সামগ্রিকভাবে হবে বৈপ্লবিক। নিশ্চয়ই বনভূমি ও জলাভূমি ভাগ করে দেওয়া যায় না কিন্তু তা জাতীয়করণ করা যায় এবং তা কৃষকদের উপস্থাপিত বৈপ্লবিক দাবির অনু-কূলেই থাকছে। তদুপরি, বিপ্লবী কৃষক কমিটির পরিবর্তে বিপ্লবী কমিটির যে শ্লোগান 'জন উপস্থিত করেছেন তা কৃষি-বিপ্লবের লক্ষ্যের মূলগতভাবেই বিরোধী। কৃষি-বিপ্লবের লক্ষ্য মূলতঃ ও মুখ্যতঃ হ'ল কৃষকদের মুক্ত করা;

কাজেই, কৃষকদের কমিটি হচ্ছে একমাত্র শ্লোগান যা কৃষি-বিপ্লবের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসাধন যদি শ্রমিকশ্রেণীরই কাজ হয়, তাহলে কৃষক-জনগণের মুক্তিসাধন তো কৃষক-জনগণেরই কাজ হওয়া উচিত।

১৯০৬ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত রাশিয়ান সোশ্যাল
ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির ঐক্য কংগ্রেসের
কার্যবিবরণী।
মস্কো, ১৯০৭, পৃঃ ৫৯-৬০

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে

[রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা—১৭ই (৩০শে) এপ্রিল, ১৯০৬]

এটা কারো কাছে গোপন নেই, রাশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশে এখন দুটি পথ লক্ষণীয় ; একটি হ'ল ঝুটা সংস্কারের পথ, আর একটি হ'ল বিপ্লবের পথ। এটাও সুস্পষ্ট যে, জার সরকারের নেতৃত্বে বড় বড় কল-কারখানার মালিক এবং জমিদারগণ প্রথম পথ গ্রহণ করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবী কৃষকসমাজ ও পেটিবুর্জোয়া সম্প্রদায় দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করেছে। শহরগুলিতে বিকাশমান সংকট এবং গ্রামাঞ্চলের জনপদগুলিতে দুর্ভিক্ষ আর একটি উত্থানকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে—সুতরাং এখন আর দোদুল্যমানতা চলতে দেওয়া যায় না। হয় বিপ্লবের গতিতে জোয়ার দেখা দিয়েছে—এবং সেক্ষেত্রে বিপ্লবকে অবশ্যই শেষ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে—অথবা বিপ্লবের গতিতে ভাটার টান দেখা দিয়েছে এবং সে অবস্থায় আমরা এ রকম কর্তব্য হাতে নিতে পারি না, হাতে নেওয়া উচিতও নয়। প্রশ্নটিকে এইভাবে রাখার পদ্ধতিটা দ্বন্দ্বমূলক নয়, রুদেনকোর এই ধারণা সঠিক নয়। রুদেনকো একটি মধ্যবর্তী পথের খোঁজে আছেন : তিনি বলতে চান, বিপ্লবের গতিতে জোয়ার দেখা দিয়েছে আবার দেয়ওনি এবং একে শেষ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে, আবার হবেও না, কেননা, তার মতে, দ্বন্দ্ববাদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রশ্নটিকে এইভাবেই নাকি রাখতে হবে! মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ সম্পর্কে আমাদের ধারণা কিন্তু ভিন্ন।...

আর আমাদের সেই ধারণা অনুসারে আমরা আর একটি উত্থানের দোর গোড়ায় ; বিপ্লবের গতিতে জোয়ার দেখা দিয়েছে এবং আমাদের অবশ্যই একে শেষ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে। এ-বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। কিন্তু কোন্ অবস্থাবিশেষে আমরা এটা করতে পারি, এবং আমাদের এটা করা উচিত ? শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বে, অথবা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অধিনায়কত্বে ? এখানেই আমাদের প্রধান মতপার্থক্যের সূচনা।

কমরেড মার্তিনভ তার 'দুই একনায়কতন্ত্র'-এ আগে বলেছেন যে, বর্তমান বুর্জোয়া বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কতন্ত্র একটি ক্ষতিকর কল্পনাবিলাস। তিনি গতকাল যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে আগাগোড়া এই একই ধারণা পরিব্যাপ্ত ছিল। যে কমরেডরা তাকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করেছিলেন, স্পষ্টতঃই তারা তার সঙ্গে একমত। ঘটনা যদি তাই হয়, মেনশেভিক কমরেডদের মত যদি এটাই হয় যে শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্ব নয়, আমাদের প্রয়োজন হ'ল গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া অধিনায়কত্ব, তাহলে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করা অথবা ক্ষমতা দখল করার ক্ষেত্রে আমাদের সরাসরি কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। এই হ'ল মেনশেভিকদের 'কর্ম-পরিকল্পনা'।

পক্ষান্তরে, যদি শ্রেণীগত স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্ব প্রয়োজনীয় হয়, যদি লেজুড় হয়ে না থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে বর্তমান বিপ্লবের নেতৃত্বে থাকতেই হয়, তাহলে এটা না বললেও চলে যে, শ্রমিকশ্রেণী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংগঠনে অথবা ক্ষমতা দখলের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে না। বলশেভিকদের 'কর্ম-পরিকল্পনা' হ'ল এই।

হয় শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্ব, না হয় গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের অধিনায়কত্ব —পার্টির সামনে এটাই হচ্ছে প্রশ্ন আর আমাদের মতপার্থক্যও এইখানেই।

১৯০৬ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির ঐক্য কংগ্রেসের কার্যবিবরণী।
মস্কো, ১৯০৭, পৃঃ ১৮৭

মেনশেভিক এন. এইচ.[৬৩] জানেন যে, স্পর্ধাই জয়লাভ করে আর…তিনি তাই স্পর্ধা দেখিয়েছেন বলশেভিকদের 'ব্লাঙ্কিপন্থী' বলে অভিযুক্ত করার (সিমার্ভলে[৬৪] ৭নং দেখুন)।

অবশ্য, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বার্ণস্টাইন ও ভলমার, এই জার্মান সুবিধাবাদীরা, বহুদিন ধরে বলে আসছেন, কাউটস্কি এবং বেবেল হলেন ব্লাঙ্কিপন্থী। তেমনি জারেস ও মিলের্যাঁদ, এই ফরাসী সুবিধাবাদীরাও বহুদিন ধরে অভিযোগ করে আসছেন যে গুয়েস্ত ও লাফার্গ হলেন ব্লাঙ্কিপন্থী ও জ্যাকোবিন। কিন্তু তাহলেও প্রত্যেকেই জানে যে, বার্ণস্টাইন, মিলের্যাঁদ, জারেস এবং অন্যেরা হলেন সুবিধাবাদী, তারা **মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে চলেছেন** আর কাউটস্কি, বেবেল, গুয়েস্ত, লাফার্গ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা হলেন বিপ্লবী মার্কসবাদী। এর মধ্যে অবাক হবার কি আছে যে রাশিয়ান সুবিধাবাদীরা এবং তাদের অনুগামী, এন. এইচ. ইউরোপীয় সুবিধাবাদীদের অনুকরণ করে আমাদের ব্লাঙ্কিপন্থী বলবেন? এটা কেবল এইটেই দেখিয়ে দিচ্ছে যে কাউটস্কি ও গুয়েস্তের মতো বলশেভিকরাই হলেন বিপ্লবী মার্কসবাদী।[৬৫]

এন. এইচের সঙ্গে কথাবার্তা আমরা এখানে শেষ করতে পারতাম, কিন্তু তিনি প্রশ্নটিকে 'অধিকতর প্রজ্ঞাপূর্ণ' করে তুলেছেন এবং তার বক্তব্য প্রমাণ করবার জন্য যত্নপর হয়েছেন। ভাল কথা, আমরা তাকে অসন্তুষ্ট করতে চাই না, শোনা যাক, তার কি বলবার আছে।

এন. এইচের মত বলশেভিকদের প্রকাশিত নিম্নোক্ত মতের বিরোধী :

'ধরে নেওয়া যাক যে* শহরের লোকেরা সরকারের প্রতি ঘৃণায় উদ্দীপ্ত** ; সুযোগ উপস্থিত হলে তারা সব সময় সংগ্রামে নামতে পারেন। এর অর্থ হ'ল, মাত্রাগতভাবে আমরা প্রস্তুত। কিন্তু এটাই তো যথেষ্ট নয়। অভ্যুত্থান

*এখানে এন. এইচ. 'ধরে নেওয়া যাক' কথাগুলির বদলে 'যখন' কথাটি বসিয়েছিলেন, এতে অর্থটি সামান্তরকমে পরিবর্তিত হয়।

**এখানে এন. এইচ. 'সরকারের প্রতি' কথাগুলি বাদ দিয়ে দিয়েছেন ('আখালি ত্‌খোভ্‌রেবা'[৬৬] দেখুন)।

সফল করতে হলে সংগ্রামের একটি পরিকল্পনা আগাম রচনা করা প্রয়োজন, প্রয়োজন যুদ্ধের রণকৌশল আগাম নির্ধারণ করা; প্রয়োজন সংগঠিত সেনাদলের অস্তিত্ব ইত্যাদি ('আখালি ত্‌খথোভ্‌রেবা' ৬নং দেখুন)।

এন. এইচ. এ থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেন? কারণ তিনি বলছেন, এটা হ'ল ব্লাঙ্কিবাদ! এবং সেহেতু এন. এইচ. 'যুদ্ধের রণকৌশল' চান না, চান না 'সংগঠিত সেনাদল' অথবা সংগঠিত কাজকর্ম—এ সমস্তই মনে হয় গুরুত্বহীন এবং অপ্রয়োজনীয়! বলশেভিকরা বলে, একমাত্র 'সরকারের প্রতি ঘৃণাই যথেষ্ট নয়', শুধু 'সচেতনতাই যথেষ্ট নয়', এর সঙ্গে আরও প্রয়োজন হ'ল, 'সেনাদল ও রণকৌশল'। এন. এইচ. এ সমস্তই বাতিল করে একে বলছেন ব্লাঙ্কিবাদ।

এটা মনে রেখে আসুন আমরা এগিয়ে যাই।

লেনিনের উপস্থাপিত নিম্নলিখিত মতকে এন. এইচ. অপছন্দ করেন: 'মস্কো, ডনেৎস্‌ উপত্যকা, রষ্টভ-অন-ডন এবং অন্যান্য স্থানের অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, এই **অভিজ্ঞতাকে ছড়িয়ে দিতে হবে** অধ্যবসায় ও যত্নসহকারে, নতুন সংগ্রামী শক্তিসমূহকে **প্রস্তুত** করতে হবে এবং একের পর এক জঙ্গী গেরিলা কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে তাদের **শিক্ষিত** এবং **ইস্পাত-দৃঢ়** করে তুলতে হবে। নতুন বিপ্লবী উত্থান এই বসন্তকালেও না ঘটতে পারে, তবে এটা এগিয়ে আসছে; এটা আর বেশি দূরে নেই। সশস্ত্র হয়ে, সামরিক কায়দায় সংগঠিত হয়ে, আমাদের একে অবশ্যই অভ্যর্থনা করতে হবে এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ আক্রমণমূলক কর্মতৎপরতায় আমাদের অবশ্যই সক্ষম হতে হবে' ('পার্‌তীনিইয়ে ইজভেস্তিইয়া' দেখুন[৬৭] ।

এন. এইচ. লেনিনের এই মতের বিরোধী। কেন?

যেহেতু, তিনি বলছেন, এটা হ'ল ব্লাঙ্কিবাদ!

আর তাই, এন. এইচের মতে, আমরা অবশ্যই 'ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করব' না, এবং অবশ্যই 'একে ছড়িয়ে দেব' না। সত্য বটে, বিপ্লবী উত্থান এগিয়ে আসছে, কিন্তু এন. এইচের মতানুযায়ী আমরা অবশ্যই সশস্ত্র হয়ে 'একে অভ্যর্থনা করব' না, আমরা অবশ্যই 'দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ আক্রমণমূলক কর্মতৎপরতার' জন্য প্রস্তুত হবো না। কেন? সম্ভবতঃ আমরা যদি নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত থাকি, তাহলেই আমাদের বিজয়ী হবার অধিকতর সম্ভাবনা। বলশেভিকরা বলছে, আমরা একটি বিপ্লবী উত্থান আশা করতে পারি এবং,

সেজন্ত, আমাদের কর্তব্য হ'ল সচেতনতা এবং অস্ত্রশস্ত্র উভয় বিষয়েই প্রস্তুত হওয়া। এন. এইচ. জানেন, একটি বিপ্লবী উত্থান আশা করা যাচ্ছে, কিন্তু তিনি মৌখিক আন্দোলনের চেয়ে আর বেশি কিছু মেনে নিতে অস্বীকার করছেন, এবং সেজন্ত তার সন্দেহ হচ্ছে সশস্ত্র হওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা; তার মনে হচ্ছে এটা অনাবশ্যক। বলশেভিকরা বলে, যে বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটছে, তার মধ্যে অবশ্যই সচেতনতা এবং সংগঠন প্রবর্তন করতে হবে। কিন্তু এন. এইচ. একে মেনে নিতে রাজী নন—তিনি বলেন, এ হ'ল ব্লাঙ্কিবাদ। বলশেভিকরা বলে, একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে অবশ্যই 'দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ আক্রমণমূলক কর্মতৎপরতা' গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এন. এইচ. দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং আক্রমণমূলক কর্মতৎপরতা দুই-ই অপছন্দ করেন—তিনি বলেন, এ সবকিছুই হ'ল ব্লাঙ্কিবাদ।

উল্লিখিত বিষয়গুলি মনে রেখে দেখা যাক সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল।

মার্কস পঞ্চম দশকে (উনবিংশ শতাব্দীর—অনুবাদক) লিখেছিলেন: '...অভ্যুত্থানের কর্মকাণ্ডে একবার প্রবেশ করলে প্রবলতম সংকল্প নিয়ে কাজ করতে হবে, আক্রমণের পর্যায়ে যেতে হবে। আত্মরক্ষামূলক পন্থা অবলম্বন করার অর্থ হ'ল প্রতিটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মৃত্যু।...শত্রুর সৈন্য-বাহিনী যখন বিক্ষিপ্ত, তখন তাদের সহসা আক্রমণ করে অভিভূত করো; যত ছোটই হোক, নতুন নতুন সাফল্য তৈরি করো, কিন্তু তা প্রতিদিন করো; প্রথম সফল অভ্যুত্থান যে মনোবল এনে দিয়েছে, প্রতিদিনই তাকে বাড়িয়ে যাও, এইভাবে যে-সমস্ত দোদুল্যমান উপাদান প্রবলতম প্রবৃত্তির মুখে কাজ করে এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দিকের সন্ধান করে, তোমাদের পাশে তাদের সমবেত করো; শত্রু তোমার বিরুদ্ধে তার শক্তি গুছিয়ে নেবার আগেই তাকে পিছু হঠতে বাধ্য করো; বৈপ্লবিক নীতির মহত্তম প্রবক্তা দাঁত-র ভাষায়: 'স্পর্ধা, স্পর্ধা, আবার স্পর্ধা!' (কার্ল মার্কস, হিস্টোরিকাল স্কেচেস, ৯৫ পৃঃ দেখুন)।[৬৮] প্রধানতম মার্কসবাদী কার্ল মার্কস এই কথা বলেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মার্কসের মতে, যিনিই অভ্যুত্থানের বিজয় চান, তাকেই আক্রমণের পথ গ্রহণ করতে হবে। আর আমরা জানি, যে-ই আক্রমণের পথ গ্রহণ করে, তারই অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক জ্ঞান এবং শিক্ষিত সৈন্যবাহিনী থাকা চাই। এগুলি ছাড়া আক্রমণ পরিচালনা করা অসম্ভব। মার্কসের মতে, সাহসী

আক্রমণাত্মক অভিযানই হ'ল প্রতিটি উত্থানের রক্তমাংস। এন. এইচ. অবশ্য সবকিছুকেই বিদ্রূপ করেন: সাহসী আক্রমণাত্মক অভিযান, আক্রমণের নীতি, সংগঠিত সেনাদল এবং সামরিক জ্ঞানের প্রচার, সবকিছু। তিনি বলেন, এ সবকিছুই হ'ল ব্লাঙ্কিবাদ! তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এন. এইচ. হলেন একজন মার্কসবাদী, কিন্তু মার্কস হলেন একজন ব্লাঙ্কিবাদী! বেচারা মার্কস! শুধু যদি তিনি একবার কবর থেকে উঠে এসে এন. এইচের বকবকানি শুনতে পেতেন!

এঙ্গেলসই বা অভ্যুত্থান সম্পর্কে কি বলেন? তার পুস্তিকার একটি অংশে তিনি স্পেনের অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করছেন এবং নৈরাজ্যবাদীদের জবাব দিতে গিয়ে বলছেন:

'এমনকি অভ্যুত্থানটি যদি নির্বোধের মতোও শুরু করা হয়ে থাকে, তাহলেও, তার সফল হবার মতো ভাল সম্ভাবনাই ছিল, যদি কিনা তা শুধু কিছুটা বুদ্ধির সঙ্গে পরিচালনা করা হ'ত; ধরুন, স্পেনের সামরিক বিদ্রোহের ধরণে, যাতে একটি শহরের দুর্গের সৈন্যদল অভ্যুত্থান করে, তারপর তারা পরবর্তী শহরের দিকে এগিয়ে যায়, সেই শহরের দুর্গের সৈন্যদল—যাদের আগে থেকেই গোপনে প্রভাবিত করা হয়েছে—তাদের সঙ্গে নিয়ে সবেগে, একটি তুষারস্তূপের মত বৃহদাকার ধারণ করে রাজধানীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যে পর্যন্ত না একটি অনুকূল লড়াই অথবা তাদের বিপক্ষে পাঠানো সেনাদলের তাদের সপক্ষে যোগদানের দ্বারা বিজয় নির্ধারিত হয়। এই সময়ে এই বিশেষ ধারণাটা বিশেষভাবেই কার্যক্ষেত্রে সম্ভব ছিল। অভ্যুত্থানীরা সর্বত্র **বহুপূর্বেই** স্বেচ্ছা সেনাদলে **সংগঠিত** হয়েছিল।' (কমরেডরা, শুনছেন এঙ্গেলসও সেনাদলের কথা বলছেন!) 'তাদের শৃঙ্খলা ছিল শোচনীয়রকম খারাপ, কিন্তু তাহলেও পুরানো, প্রধানতঃ ছত্রভঙ্গ স্পেনীয়, সৈন্যবাহিনীর অবশিষ্টদের শৃঙ্খলার চেয়ে নিশ্চয়ই তা বেশি শোচনীয় ছিল না। সরকারের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ফৌজ ছিল সামরিক পুলিশ (**গার্ডিয়াস সিভিলস**), এবং তারা ছিল সারা দেশময় ছড়িয়ে। প্রশ্নটা প্রধানতঃ হয়ে দাঁড়াল সামরিক পুলিশ বাহিনীদের কেন্দ্রীভূত হতে বাধা দেওয়া এবং তা ঘটানো যেত যদি **আক্রমণাত্মক** পর্যায়ে যাওয়া যেত এবং খোলাখুলি যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া হত।...' (শুনুন, কমরেডরা, শুনুন!) 'যে কেউ বিজয়লাভ চাইতেন, তার এছাড়া গত্যন্তর ছিল না।' এর পর এঙ্গেলস বাকুনিনপন্থীদের তিরস্কার করে বলছেন যা এড়ানো যেত তাই এরা এদের নীতি বলে ঘোষণা

করেছিল: 'বিপ্লবী শক্তিসমূহকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করা, যার ফলে একই সৈন্যবাহিনী একটার পর একটা অভ্যুত্থানকে দমন করতে সক্ষম হ'ল' (এঙ্গেলসের দি বাকুনিনিস্টস্ অ্যাট ওয়ার্ক'৬৯ দেখুন)।

প্রখ্যাত মার্কসবাদী এঙ্গেলস যা বলছেন, তা হ'ল এই।...সংগঠিত সেনাদল, আক্রমণাত্মক নীতি, অভ্যুত্থানকে সংগঠিত করা, পৃথক পৃথক অভ্যুত্থানকে ঐক্যবদ্ধ করা—এঙ্গেলসের মতে, অভ্যুত্থানের বিজয় সুনিশ্চিত করতে যা যা প্রয়োজন তা হ'ল এই।-তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এন. এইচ. একজন মার্কসবাদী, কিন্তু এঙ্গেলস একজন ব্লাঙ্কিবাদী! বেচারা এঙ্গেলস!

আপনারা তাহলে, দেখছেন এন. এইচ. অভ্যুত্থান সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতামতের সঙ্গে পরিচিত নন।

এটা ততো খারাপ হ'ত না। আমরা ঘোষণা করছি, এন. এইচ. যে রণ-কৌশলের ওকালতি করছেন তা অস্ত্রসজ্জার, লাল সেনাবাহিনীর এবং সামরিক জ্ঞানের গুরুত্বকে খর্ব করে এবং প্রকৃতপক্ষে সে-সবকে অস্বীকার করে। তার রণকৌশল হ'ল নিরস্ত্র উত্থানের রণকৌশল। তার রণকৌশল আমাদের 'ডিসেম্বরের পরাজয়ের' দিকে ঠেলে দেয়। ডিসেম্বরে আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র, সেনাবাহিনী, কোন সামরিক জ্ঞান ছিল না কেন? তার কারণ এই যে এন. এইচের মতো কমরেডরা যে রণকৌশলের ওকালতি করেছিলেন, তা পার্টিতে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল।...

কিন্তু মার্কসবাদ এবং বাস্তব জীবন নিরস্ত্র রণকৌশলকে বাতিল করে। বাস্তব ঘটনাসমূহ একথাই বলে।

আখালি ত্খখোভ্রেবা (নতুন জীবন), নং ১৯
১৩ই জুলাই, ১৯০৬
স্বাক্ষর: কোবা

আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লব

আজকের রাশিয়া, বহু দিক দিয়ে, মহান বিপ্লবের সময়কার ফ্রান্সের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তখনকার ফ্রান্সের সঙ্গে আজকের রাশিয়ার নানা বিষয়ে মিল রয়েছে, যেমন, ফ্রান্সের মত আমাদের দেশেও প্রতিবিপ্লব বিস্তারলাভ করছে এবং দেশের সীমানা ছাপিয়ে অন্যান্য দেশের প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে তা একটা আন্তর্জাতিক চরিত্র ধারণ করছে। ফ্রান্সে পুরানো সরকার অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ও প্রুশিয়ার রাজার সঙ্গে এক মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদন করে, তার সাহায্যে তাদের সৈন্যবাহিনীকে ডেকে আনে, এবং জনগণের বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। রাশিয়াতেও পুরানো সরকার জার্মানি ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদন করছে—এই সরকার তার সাহায্যে তাদের সৈন্যবাহিনীকে ডেকে এনে জনগণের বিপ্লবকে রক্তস্রোতে ডুবিয়ে দিতে চাইছে।

মাত্র একমাস আগে এই মর্মে সুনির্দিষ্ট গুজব চালু হয়েছিল যে 'রাশিয়া' এবং 'জার্মানি' গোপনে আপস-আলোচনা চালাচ্ছে (সেভেরনায়া জেমলাইয়া[৭০] ৩নং দেখুন)। পরবর্তী সময়ে এইসব গুজব ক্রমাগত আরো ছড়াতে থাকে। এবং যখন ঘটনা এমন পর্যায়ে উঠল যে ব্ল্যাক হাণ্ডেড সংবাদপত্র 'রুস্‌সিইয়া'[৭১] খোলাখুলিভাবেই বলতে শুরু করল যে 'রাশিয়ার' (অর্থাৎ প্রতিবিপ্লবের) বর্তমান অসুবিধাগুলির জন্য বিপ্লবীরাই দায়ী। ঐ পত্রিকাটি বলছে, 'জার্মান সম্রাটের সরকার পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত আছেন এবং সেইহেতু কতকগুলি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, যার ফলে আমরা নিশ্চিত যে ঈপ্সিত ফললাভ করা যাবে।' দেখা গেল যে, এই যথোপযুক্ত ব্যবস্থার মানে হ'ল—রুশ বিপ্লব যদি সাফল্যলাভ করছে মনে হয়, সেই অবস্থায় 'রাশিয়াকে' সাহায্য করার জন্য 'জার্মানি' ও 'অস্ট্রিয়ার' সৈন্যবাহিনী পাঠাবার প্রস্তুতি। এই প্রশ্নে তারা ইতিমধ্যেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, 'বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন অথবা খর্ব করার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সক্রিয় হস্তক্ষেপ ঈপ্সিত এবং কল্যাণকর হতে পারে।...'

একথা বলছে রুস্‌সিইয়া।

আপনারা দেখছেন, আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লব বহুদিন ধরে ব্যাপক প্রস্তুতি চালাচ্ছে। এটা সুবিদিত যে, আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লব দীর্ঘকাল ধরেই প্রতি-বিপ্লবী রাশিয়াকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছে। কিন্তু এতেই তারা সীমাবদ্ধ থাকেনি। এখন, দেখা যাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লব সৈন্যবাহিনী দিয়েও প্রতিবিপ্লবী রাশিয়াকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এর পরে, এমনকি একটি শিশুও সহজেই বুঝতে পারে ডুমা ভেঙে দেবার প্রকৃত তাৎপর্য, বুঝতে পারে স্তলিপিনের 'নতুন' আদেশনামার[১২] এবং দ্রেপভ-এর 'পুরানো' জাতিবিদ্বেষী অভিযানের তাৎপর্য।[১৩] এখন অবশ্যই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বিভিন্ন লিবারেল এবং সরলবুদ্ধি মানুষ, যারা মিথ্যা আশা পোষণ করেছিলেন, তাদের সেই আশা দূর হবে, এবং তারা অবশেষে উপলব্ধি করবেন যে আমাদের কোন 'সংবিধান' নেই, আমাদের যা আছে তা হ'ল গৃহযুদ্ধ এবং এটাও উপলব্ধি করবেন যে এই সংগ্রামকে সামরিক কায়দাতেই চালাতে হবে।...

কিন্তু সেদিনকার ফ্রান্সের সঙ্গে আজকের রাশিয়ার অন্য একটি বিষয়েও মিল আছে। সে-সময়ে, আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লব বিপ্লবের প্রসার ঘটিয়েছিল; বিপ্লব ফ্রান্সের সীমান্ত ছাপিয়ে এক প্রবল বন্যার আকারে ইউরোপের উপর দিয়ে ধাবিত হয়েছিল। ইউরোপের 'মুকুট-পরা রাষ্ট্র-প্রধানেরা' একটি পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, আবার অন্যদিকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির জনগণও পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। রাশিয়াতেও আমরা আজ এই একই জিনিস দেখতে পাচ্ছি। 'বুড়ো ছুঁচো তার গর্ত খোঁড়ার কাজ ভালই চালাচ্ছে।...' ইউরোপের প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাশিয়ার প্রতি-বিপ্লব ক্রমাগত বিপ্লবকে প্রসারিত করছে, সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যসূত্রে গাঁথছে এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ভিত্তি রচনা করছে। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বে থেকে দৃঢ়পদে এগোচ্ছে এবং ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর দিকে ভ্রাতৃত্বের হস্ত প্রসারিত করছে, তাদের সাথে ঐক্য গড়ে তুলছে—যে ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণী সূচনা করবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের। এটা সুবিদিত যে, ৯ই জানুয়ারির ঘটনার পর সারা ইউরোপ জুড়ে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডিসেম্বরের ঘটনায় জার্মানি ও ফ্রান্সে বিক্ষোভ-মিছিল হয়েছিল। এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না যে, রুশ

বিপ্লবের আসন্ন কর্মকাণ্ড ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামের জন্ত আরো প্রচণ্ড-ভাবে উদ্বুদ্ধ করবে। আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লব কেবল আন্তর্জাতিক বিপ্লবকে আরো শক্তিশালী, আরো গভীর, আরো তীব্র এবং আরো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। 'দুনিয়ার মজুর, এক হও!'—এই শ্লোগানের বাস্তব অভিব্যক্তি ঘটবে।

সুতরাং, ভদ্রমহোদয়গণ, এগিয়ে যান, আপনাদের কাজ আপনারা করুন। রুশ বিপ্লব প্রসারলাভ করবে, তার অনুবর্তী হবে ইউরোপীয় বিপ্লব—এবং তারপর··তারপর শেষ ঘণ্টা বাজবে কেবল ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষেরই নয়, আপনাদের প্রিয় পুঁজিবাদেরও।

হ্যাঁ, প্রতিবিপ্লবী মহাশয়রা, আপনারা 'খননকার্য ভালভাবেই করছেন।'

আখালি ত্‌খোভ্‌রেবা
(নতুন জীবন), নং ২০
১৪ই জুলাই, ১৯০৬
স্বাঃ কোবা

বর্তমান পরিস্থিতি এবং ওয়ার্কার্স পার্টির ঐক্য কংগ্রেস[৭৪]

১

যার জন্য আমরা এত অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলাম, তা ঘটে গেছে—ঐক্য (Unity) কংগ্রেস শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে, পার্টি ভাঙন এড়িয়েছে, গোষ্ঠীগুলির মিলেমিশে যাওয়া সরকারীভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং তার ফলে পার্টির রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

এখন আমরা অবশ্যই কংগ্রেসের গুণাগুণ বিচার করব, আরও ঘনিষ্ঠভাবে অনুধাবন করব এবং ধীরস্থিরভাবে এর ভাল-মন্দের মূল্যায়ন করব।

কংগ্রেস কি করেছে?

কংগ্রেসের কি করা উচিত ছিল?

প্রথম প্রশ্নটির জবাব রয়েছে কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির মধ্যে। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিতে হলে যে পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়েছিল তা অবশ্যই জানতে হবে, জানতে হবে বর্তমান পরিস্থিতি এর সামনে যে কর্তব্য-কাজ উপস্থাপিত করেছিল, সেসব।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিয়েই শুরু করা যাক।

এখন এটা স্পষ্ট যে, জনগণের বিপ্লব ধ্বংস হয়ে যায়নি, 'ডিসেম্বরের পরাজয় সত্ত্বেও এই বিপ্লব বেড়ে চলেছে এবং দ্রুত সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠছে। আমরা বলি, যেরকমটি হওয়া উচিত তাই হচ্ছে: বিপ্লবের সঞ্চালক শক্তিগুলি এখনো সজীব এবং সক্রিয়, যে শিল্প-সংকট আরম্ভ হয়েছে তা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এবং যে দুর্ভিক্ষ গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলিকে একেবারে ধ্বংস করছে, তা প্রতিদিন শোচনীয় থেকে আরো শোচনীয় হচ্ছে—এর অর্থ হ'ল, জনগণের বিপ্লবী ক্রোধ ভয়াবহ বন্যার আকারে যখন ফেটে পড়বে, সেই মুহূর্তটি এগিয়ে আসছে। ঘটনাবলী দেখিয়ে দিচ্ছে যে, রাশিয়ার সামাজিক জীবনে এক নতুন সংগ্রাম দানা বাঁধছে—এই সংগ্রাম ডিসেম্বরের সংগ্রামের তুলনায় ঢের বেশি শক্তিশালী। আমরা বিদ্রোহের প্রাক্-মুহূর্তে এসে গিয়েছি।

অন্তদিকে, যে প্রতিবিপ্লবকে জনগণ ঘৃণা করেন, সে তার সমস্ত শক্তিকে জড়ো করছে এবং ক্রমেই আরো শক্তি সঞ্চয় করছে। সে এরই মধ্যে একটি গুপ্তচক্র বাহিনী সংগঠিত করতে কৃতকার্য হয়েছে, সে তার পতাকার নিচে অন্ধকারের তাবৎ শক্তিকে সমবেত করছে, সে ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড 'আন্দোলনের' নেতৃত্ব গ্রহণ করছে ; জনগণের বিপ্লবের উপর আর একটি আক্রমণ চালাতে প্রস্তুত হচ্ছে ; রক্ত-পিপাসু জমিদার ও কারখানা-মালিকদের নিজের চারপাশে সমবেত করছে—এইভাবে সে জনগণের বিপ্লবকে চূর্ণবিচূর্ণ করবার জন্ম প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

এবং ঘটনাবলী যতই বিকশিত হচ্ছে, ততই আরো বেশি তীব্রভাবে দেশ দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে—বিপ্লবের শিবির আর প্রতি-বিপ্লবের শিবির—দুই শিবিরের দুই নেতা—একদিকে শ্রমিকশ্রেণী আর অন্ত-দিকে জার সরকার—তত বেশি মারাত্মকভাবে পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছে এবং এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে তাদের পরস্পরের মাঝখানে সমস্ত সেতু ভস্মীভূত হয়ে গেছে। দুটি জিনিসের একটি ঘটবে : হয় বিপ্লবের বিজয় এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব, নতুবা প্রতিবিপ্লবের বিজয় এবং জারের স্বৈরতন্ত্র। যে-ই দুয়ের মাঝামাঝি থাকতে চেষ্টা করবে, সে-ই বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। যারা আমাদের পক্ষে নয়, তারা আমাদের বিপক্ষে। ঠিক এটাই ঘটেছে হতভাগ্য ডুমার আর তার হতভাগা ক্যাডেটদের : তারা দুই পক্ষের মাঝামাঝি আটকে গেছে। ডুমা চায় বিপ্লবের সঙ্গে প্রতি-বিপ্লবের সমন্বয় সাধন করতে, ডুমা চায় সিংহ আর ভেড়াকে পাশাপাশি অবস্থান করাতে—এবং সেই পথে 'এক আঘাতে' বিপ্লবকে দমন করতে। এই জন্মই ডুমা আজ পর্যন্ত শুধু হামানদিস্তায় জল পিষেই চলেছে, এই কারণেই জনগণকে এর চারপাশে সমবেত করতে ডুমা ব্যর্থ হয়েছে। দাঁড়াবার জন্ম পায়ের নিচে মাটি না থাকায় ডুমা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

এখনো সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে রাস্তা। ঘটনা তা-ই বলছে। ঘটনাবলী বলছে যে, আজকের দিনের সংগ্রাম রাস্তার লড়াইতেই—ডুমার মধ্যে বক্‌বকানিতে নয়—প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলি প্রতিদিন দুর্বলতর হচ্ছে, ছত্রভঙ্গ হচ্ছে, আর বিপ্লবের শক্তিসমূহ বাড়ছে এবং জনগণকে সমবেত করছে ; বিপ্লবী শক্তিগুলি দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হচ্ছে, সংগঠিত হচ্ছে অগ্রণী শ্রমিকদের নেতৃত্বে—বুর্জোয়া নেতৃত্ব নয়। এবং এর অর্থ হ'ল, বর্তমান বিপ্লবের জয়লাভ, এবং এই

পূর্ণ পরিণতি নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু এটা সম্ভব একমাত্র তখনই যদি বিপ্লব পরিচালিত হতে থাকে অগ্রণী শ্রমিকদের দ্বারা, যদি শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবকে সুযোগ্যভাবে নেতৃত্ব দেবার কাজটি পালন করে।

সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতি কংগ্রেসের সামনে কি কি কর্তব্য উপস্থিত করেছিল এবং কংগ্রেসের কি কি করা উচিত ছিল, তা স্পষ্ট।

এঙ্গেলস বলেছেন যে, শ্রমিকদের পার্টি হ'ল 'একটি অচেতন প্রক্রিয়ার সচেতন প্রকাশ', অর্থাৎ যে-পথে জীবন নিজেই অচেতনভাবে এগিয়ে চলেছে পার্টিকে সে-পথ অবশ্যই সচেতনভাবে গ্রহণ করতে হবে; ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবন থেকে যে সমস্ত ধ্যানধারণা উদ্ভূত হয় পার্টি অবশ্যই সচেতনভাবে সেগুলিকে প্রকাশ করবে।

ঘটনাবলী দেখিয়ে দিচ্ছে যে, জারতন্ত্র জনগণের বিপ্লবকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছে; বিপ্লব বরং দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, উচ্চতর পর্যায়ে উঠছে, এবং আর একটি সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সুতরাং পার্টির কর্তব্য হ'ল সচেতনভাবে সেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি করা, জনগণের বিপ্লবকে তার পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া।

স্পষ্টতঃই, কংগ্রেসের উচিত ছিল এই কর্তব্যটি দেখিয়ে দেওয়া, উচিত ছিল এই কর্তব্যটি সততার সঙ্গে সম্পাদন করার বিষয়টি পার্টির সদস্যদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা। ঘটনাবলী দেখিয়ে দিচ্ছে বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের মাঝে আপসরফা অসম্ভব; দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ডুমা একেবারে প্রথম থেকেই আপস-রফার পথ অবলম্বন করেছে বলেই ডুমা কোনো কিছুই করতে পারে না; এ-রকমের একটা ডুমা কখনো দেশের রাজনৈতিক কেন্দ্র হতে পারে না, তার চারপাশে জনগণকে সমবেত করতে পারে না; ডুমা প্রতিক্রিয়ার লেজুড়ে পরিণত হতে বাধ্য হবে। অতএব, পার্টির কর্তব্য হ'ল ডুমার উপর যে মিথ্যা আশা স্থাপন করা হয়েছে তা দূর করা, জনগণের রাজনৈতিক মোহের সঙ্গে সংগ্রাম করা এবং সারা পৃথিবীর নিকট ঘোষণা করা যে, বিপ্লবের প্রধান রণ-ক্ষেত্র হ'ল ডুমা নয়, রাস্তা; জনগণের বিজয় অবশ্যই অর্জন করতে হবে প্রধানতঃ রাস্তায়, রাস্তায় লড়াই করে এবং ডুমার দ্বারা নয়, ডুমায় বক্তৃতা দিয়ে নয়।

স্পষ্টতঃ, ঐক্য কংগ্রেসের উচিত ছিল তার প্রস্তাবগুলিতে এই কর্তব্যটিকে দেখিয়ে দেওয়া, যাতে পার্টি তার কার্যকলাপের ধারাটিকে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে পারে।

ঘটনাবলী একথাই বলছে যে, যদি শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকেরা বিপ্লবের নেতৃত্বে থাকে, যদি বিপ্লব পরিচালিত হয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দ্বারা, বুর্জোয়াদের দ্বারা নয়, একমাত্র তখনই বিপ্লবের বিজয় অর্জন করা, বিপ্লবকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। সুতরাং পার্টির কর্তব্য হ'ল, বুর্জোয়াদের অধিনায়কত্বের কবর খোঁড়া, নিজের চারপাশে শহর ও গ্রামের বিপ্লবী অংশগুলিকে সমবেত করা, তাদের বিপ্লবী সংগ্রামের সম্মুখভাগে থাকা, এখন থেকে বরাবর তাদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া এবং এই উপায়ে শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বের ভিত্তিভূমি শক্তিশালী করা।

স্পষ্টতঃই, এই তৃতীয় এবং প্রধান কর্তব্যটির প্রকৃত গুরুত্ব পার্টির নিকট তুলে ধরার জন্য এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা ঐক্য কংগ্রেসের উচিত ছিল।

বর্তমান পরিস্থিতি ঐক্য কংগ্রেসের নিকট এই দাবিই করেছিল এবং কংগ্রেসের এটাই করা উচিত ছিল।

কংগ্রেস কি এই কর্তব্যগুলি সম্পাদন করেছিল?

২

পূর্ববর্তী প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রয়োজন কংগ্রেসের গুণাগুণ অনুধাবন করা।

কংগ্রেস তার অধিবেশনগুলিতে বহু সংখ্যক প্রশ্ন আলোচনা করেছিল। কিন্তু প্রধান যে প্রশ্ন, যার চারদিকে আর-সমস্ত প্রশ্ন আবর্তিত হচ্ছিল, তা ছিল বর্তমান পরিস্থিতির প্রশ্ন। **গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বর্তমান পরিস্থিতি এবং শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-কর্তব্য**—এই প্রশ্নেই রণকৌশলের ব্যাপারে আমাদের সমস্ত মতানৈক্য যেন একটা গিঁটের মধ্যে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। বলশেভিকরা বলেছিল, শহরগুলিতে সংকট তীব্রতর হচ্ছে; গ্রামাঞ্চলের পল্লীতে পল্লীতে দুর্ভিক্ষ প্রচণ্ডতর রূপ ধারণ করেছে; সরকারের সারা দেহে পচন ধরেছে, দিনের পর দিন জনগণের রোষ বেড়ে চলেছে। ফলে, প্রশমিত হওয়া দূরে থাক, বিপ্লব দিনের পর দিন শক্তি সঞ্চয় করে আর একটি আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। এ অবস্থায় কর্তব্য হ'ল ক্রমবর্ধমান বিপ্লবকে সাহায্য করা, এগিয়ে

নিয়ে যাওয়া, পূর্ণ পরিণতির লক্ষ্যে পরিচালিত করে তাকে জনগণের সার্বভৌমত্বে অভিষিক্ত করা (বলশেভিকদের উপস্থাপিত প্রস্তাব : 'বর্তমান পরিস্থিতি…' দেখুন)।

মেনশেভিকরাও প্রায় একই কথা বলেছিল।

কিন্তু কেমন করে বিপ্লবকে পূর্ণ পরিণতির লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হবে ; এরজন্য কি কি শর্ত প্রয়োজন ?

বলশেভিকদের মতে, একমাত্র যদি শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকেরা বিপ্লবের নেতৃত্বে থাকে, একমাত্র যদি সমাজতন্ত্রী শ্রমিকশ্রেণীর হাতে বিপ্লবের নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত থাকে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের হাতে নয়, তবেই বর্তমান বিপ্লবকে তার পরিণতির লক্ষ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে জনগণের সার্বভৌমত্বে অভিষিক্ত করা যায়। বলশেভিকরা বলে : 'একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পূর্ণ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে, অবশ্য তারা যদি…ব্যাপক কৃষক-সমাজকে তাদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যায় এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামে রাজনৈতিক সচেতনতা এনে দেয়…'। শ্রমিকশ্রেণী যদি এটা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা 'জনগণের বিপ্লবের নেতার' ভূমিকা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে এবং 'লিবারেল রাজতন্ত্রবাদীদের লেজুড়' হয়ে পড়বে—যারা কখনো বিপ্লবকে পূর্ণ পরিণতির লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হবে না ('শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-কর্তব্য…' প্রস্তাবটি দেখুন)। অবশ্য, আমাদের বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব, এবং এদিক থেকে এর সঙ্গে মহান ফরাসী বিপ্লবের সাদৃশ্য রয়েছে, যার সুফল ভোগ করেছিল বুর্জোয়ারা, কিন্তু এটাও সুস্পষ্ট যে, এই দুই বিপ্লবের মধ্যে আবার রয়েছে বিরাট পার্থক্য। ফরাসী বিপ্লবের সময় বৃহদায়তন যন্ত্রোৎপাদনের অস্তিত্ব ছিল না, যা এখন আমাদের দেশে রয়েছে, এবং তাছাড়া, আমাদের দেশে এখন যেমন তীব্র শ্রেণী-সংঘাত রয়েছে, তখন তেমন ছিল না ; এইজন্যে সেখানে শ্রমিকশ্রেণী ছিল দুর্বল, আর এখানে এখন শ্রমিকশ্রেণী ঢের বেশি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ। আমাদের এটাও বিবেচনা করতে হবে যে সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব কোনো পার্টি ছিল না, আর এখানে তাদের নিজস্ব একটা পার্টি আছে, আছে নিজেদের কর্মসূচী ও রণকৌশল। এটা বিস্ময়কর নয় যে, ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা, এবং শ্রমিকেরা ছিল এই ভদ্রলোকদের লেজুড় ; 'শ্রমিকেরা করল যুদ্ধ আর ক্ষমতা হস্তগত করল বুর্জোয়ারা।' অন্যদিকে এটা বুঝতে দেরি হয় না যে, রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী লিবারেলদের লেজুড় হয়ে

থাকতে সন্তুষ্ট নয়, তারা বিপ্লবের নেতা হয়ে দেখা দিয়েছে এবং তাদের পতাকা-তলে সমস্ত 'নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের' সমবেত করছে। এখানেই মহান ফরাসী বিপ্লবের তুলনায় আমাদের বিপ্লবের উৎকর্ষ, এবং এইজন্যই আমরা মনে করি যে এই বিপ্লবকে তার পূর্ণ পরিণতির লক্ষ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে জনগণের সার্বভৌমত্বে অভিষিক্ত করা সম্ভব। যা প্রয়োজন তা হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বের বনিয়াদ আমাদের সচেতনভাবে শক্তিশালী করতে হবে, জঙ্গী জনগণকে তার চারপাশে জড়ো করতে হবে এবং এইভাবে বর্তমান বিপ্লবকে তার পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর করে তুলতে হবে। কিন্তু বিপ্লবকে তার পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে যাতে বিপ্লবের ফসল কেবলমাত্র বুর্জোয়ারা ঘরে তুলতে না পারে এবং যাতে শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা ছাড়াও ৮ ঘণ্টা কাজের দিনের অধিকার প্রতিষ্ঠা, শ্রম-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং তার নিম্নতম কর্মসূচী সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে এবং এইভাবে সমাজতন্ত্রের পথ তৈরি করে এগিয়ে যেতে পারে। এই কারণে, যারা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে চায়, যারা চায় না যে, শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াদের লেজুড় বা কাজ গোছাবার হাতিয়ারে পরিণত হোক, যারা চায় শ্রমিকশ্রেণী একটি স্বাধীন শক্তি হিসাবে রূপান্তরিত হোক এবং বর্তমান বিপ্লবকে নিজেদের উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণী সদ্ব্যবহার করুক,—তাদের অবশ্যই খোলাখুলিভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের অধিনায়কত্বকে নিন্দা করতে হবে, বর্তমান বিপ্লবে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বের বনিয়াদকে শক্তিশালী করতে হবে। বলশেভিকরা এইভাবেই তাদের যুক্তিতর্ক উপস্থিত করেছিল।

মেনশেভিকরা কিন্তু বলেছিল এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ধরনের কথা। তারা বলেছিল, অবশ্যই বিপ্লব বেড়ে উঠছে এবং তাকে শেষ পরিণতিতে নিয়ে যেতে হবে, তবে সেজন্য সমাজতন্ত্রী শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই—বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাই বিপ্লবের নেতা হিসাবে কাজ করুক। কেন? যুক্তিটা কী? বলশেভিকরা জিজ্ঞাসা করল। মেনশেভিকরা জবাব দিল, যেহেতু এটা বুর্জোয়া বিপ্লব, সেহেতু বুর্জোয়ারাই এর নেতৃত্ব করবে। তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর কাজটা কী? এরা অবশ্যই বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের পেছনে পেছনে চলবে, 'এগোবার জন্য তাদের পেছন থেকে শক্তি যোগাবে', এইভাবে তারা 'বুর্জোয়া বিপ্লবকে পেছন থেকে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে

দেবে'। একথা বলেছেন মেনশেভিকদের নেতা মার্তিনভ, একেই তারা তাদের 'রিপোর্টার' হিসাবে খাড়া করেছিল। 'বর্তমান পরিস্থিতি'র প্রশ্নে মেনশেভিক-দের প্রস্তাবে এই একই ধারণামূলক বক্তব্য হাজির করা হয়েছিল, যদিও এত স্পষ্টভাবে নয়। কিন্তু এর আগেই মার্তিনভ তার 'দুই একনায়কত্ব'—বইয়ে বলেছেন, 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হ'ল একটি বিপজ্জনক কল্পনাবিলাস', একটি আকাশ কুসুম; বলেছেন, বুর্জোয়া বিপ্লবের 'নেতৃত্বে অবশ্যই থাকবে চরমপন্থী গণতান্ত্রিক প্রতিপক্ষ', সমাজতন্ত্রী শ্রমিকশ্রেণী এর নেতৃত্বে থাকবে না; বলেছেন, জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণী 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পেছনে পেছনে এগিয়ে যাবে' এবং একে পেছন থেকে ঠেলে ঠেলে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে (মার্তিনভের সুবিদিত পুস্তিকা **টু ডিক্টেটরশিপস্ঃ দুই একনায়কত্ব** দেখুন)। ঐক্য কংগ্রেসে তিনি তার এই ধারণাই আবার প্রকাশ করেন। তার মতে, মহান ফরাসী বিপ্লব ছিল মৌলিক, আর আমাদের বিপ্লব হ'ল তার দুর্বল অনুকরণ; এবং যেহেতু ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্বে প্রথমে ছিল জাতীয় পরিষদ এবং পরবর্তী-কালে ছিল জাতীয় কনভেনশন, যাতে বুর্জোয়াদেরই প্রাধান্য ছিল, সেইহেতু, আমাদের দেশেও বিপ্লবের নেতা, যে জনগণকে তার চারপাশে সমবেত করবে, তা প্রথমে হবে রাষ্ট্রীয় ডুমা, এবং পরবর্তীকালে অন্য কোন প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা, যা ডুমার চেয়ে বেশি বিপ্লবী হবে। ডুমা এবং ভবিষ্যতের এই প্রতিনিধিত্ব-মূলক সংস্থায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদেরই প্রাধান্য থাকবে—সেজন্য আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের অধিনায়কত্ব, সমাজতন্ত্রী শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্ব নয়। আমাদের যা প্রয়োজন তা হ'ল ধাপে ধাপে বুর্জোয়াদের **অনুসরণ করা** এবং পেছন থেকে তাকে ঠেলে ঠেলে প্রকৃত স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এটা লক্ষণীয় যে মেনশেভিকরা প্রবল হাততালি দিয়ে মার্তিনভের বক্তৃতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। এটাও লক্ষণীয় যে **তাদের কোন প্রস্তাবেই** তারা শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেনি—কংগ্রেসে তাদের প্রস্তাবগুলি থেকেও 'শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্ব' এই কথাটি তারা সম্পূর্ণভাবে মুছে দিয়েছে (কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি দেখুন)।

এই নীতি ও বক্তব্যই মেনশেভিকরা কংগ্রেসে উপস্থাপিত করেছিল।

আপনারা দেখছেন, এখানে প্রকাশ পেয়েছে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি, যার একটির সাথে আর একটির খাপ খাওয়ানো অসাধ্য। এবং অন্য সমস্ত মতানৈক্যের হেতুও হচ্ছে এই।

যদি শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকশ্রেণী বর্তমান বিপ্লবের নেতা হয় এবং বর্তমান ডুমায় বুর্জোয়া ক্যাডেটদের প্রাধান্য থাকে, তাহলে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে বর্তমান ডুমা 'দেশের রাজনৈতিক কেন্দ্র' হতে পারে না, বিপ্লবী জনগণকে এর চারপাশে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না, পারে না ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের নেতা হতে, —যত প্রচেষ্টাই সে চালাক না কেন। তা ছাড়া, যদি শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের নেতা হয় এবং ডুমা থেকে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া না যায়—তাহলে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে ডুমার মেঝে নয়, রাস্তাই হবে বর্তমান সময়ে আমাদের কার্যকলাপের প্রধান ক্ষেত্র। অধিকন্তু, যদি শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের নেতা হয় এবং রাস্তাই হয় সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র—তাহলে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের কর্তব্য হ'ল, রাস্তায় রাস্তায়, সংগ্রাম সংগঠিত করার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, সশস্ত্র করে তোলার কাজের প্রতি সমধিক মনোযোগ দেওয়া, লাল বাহিনীকে বাড়িয়ে তোলা এবং অগ্রণী অংশসমূহের মধ্যে সামরিক জ্ঞান প্রচার করা। সর্বশেষে, যদি অগ্রণী শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের নেতা হয় এবং তাকে যদি অভ্যুত্থান সংগঠিত করার কাজে সক্রিয় অংশ নিতে হয়, তাহলে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার সম্পর্কে আমরা হাত ধুয়ে-মুছে আলগা হয়ে দূরে বসে থাকতে পারি না; এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কৃষকসমাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করে নিতে হবে এবং অস্থায়ী সরকারে অংশগ্রহণ করতে হবে।* বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ রাস্তার নেতাকে অবশ্যই বিপ্লবপ্রসূত সরকারেরও নেতা হতে হবে।

এই নীতি ও মনোভাবই বলশেভিকরা গ্রহণ করেছিল।

পক্ষান্তরে—মেনশেভিকরা যেমন চিন্তা করে—যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে এবং ডুমার ক্যাডেটরা হ'ল 'এই ধরনের গণতন্ত্রীদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী'; যদি তাই হয়, তাহলে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে বর্তমান ডুমা 'দেশের রাজনৈতিক কেন্দ্র' হতে পারে, বর্তমান ডুমা বিপ্লবী জনগণকে তার চারপাশে সমবেত করতে পারে, পারে তাদের নেতা হতে এবং সংগ্রামের প্রধান অঙ্গনের উপযুক্ত সংস্থা হিসাবে কাজ করতে। আর ডুমা যদি সংগ্রামের প্রধান অঙ্গনই হতে পারে, তাহলে লাল বাহিনীগুলোকে সশস্ত্র ও সংগঠিত করার কাজে সমধিক মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই; রাস্তায় সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য সবিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা আমাদের কাজ নয়, আরো

*আমরা এখানে এই প্রশ্নের মূলগত নীতি সম্পর্কে আলোচনা করছি না।

অদরকারী কাজ হ'ল কৃষকসমাজের সাথে মিলিত হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে অস্থায়ী সরকারে অংশগ্রহণ করা—এসব নিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাই চিন্তা-ভাবনা করুক, কারণ তারাই তো হবে বিপ্লবের নেতা। অবশ্য, অস্ত্রশস্ত্র থাকা এবং লাল বাহিনী থাকা খারাপ কিছু হবে না, বস্তুতঃ তা প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন, কিন্তু ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেমন বলশেভিকরা ভেবে থাকে।

এই নীতি ও বক্তব্য রেখেছিল মেনশেভিকরা।

কংগ্রেস দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করল; অর্থাৎ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্ব নাকচ করে এবং মেনশেভিকদের নীতি ও বক্তব্য অনুমোদন করল।

এর দ্বারা কংগ্রেস প্রমাণ করল যে, বর্তমান পরিস্থিতির জরুরী দাবিকে অনুধাবন করতে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে।

কংগ্রেস এই মূলগত ভুলটিই করে বসল, এবং তা থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে অন্যান্য ভুলগুলিও দেখা দিল।

৩

কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বের ধারণা বাতিল করার পর এটা পরিষ্কার হ'ল যে অন্য প্রশ্নগুলি সম্পর্কে—'রাষ্ট্রীয় ডুমার প্রতি মনোভাব', 'সশস্ত্র অভ্যুত্থান' ইত্যাদি সম্পর্কে—কংগ্রেস কি ধরনের সিদ্ধান্ত করবে।

এই সমস্ত প্রশ্নে যাওয়া যাক।

রাষ্ট্রীয় ডুমার প্রশ্ন নিয়েই আরম্ভ করা যাক।

কোন্ কৌশল অধিকতর সঠিক ছিল—নির্বাচন বয়কট করা বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, আমরা সে প্রশ্ন আলোচনা করব না। আমরা শুধু নিম্নোক্ত বিষয়টি উল্লেখ করব: বর্তমানে ডুমাতে কিছু কাজের কাজ হয় না, কেবল বক্তৃতা হয়; ডুমা বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ যারা সমর্থন করেছিলেন, তারা ছিলেন ভ্রান্ত, তারা তখন জনগণকে ভোটদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তার দ্বারা তারা জনগণের মধ্যে মিথ্যা আশা জাগিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সেকথা এখন থাক। বিষয়টা হ'ল এই যে, যখন কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল, নির্বাচন তার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল (ককেশাস ও সাইবেরিয়া ছাড়া); নির্বাচনের

ফলাফলও আমাদের হাতে এসে গিয়েছিল এবং সেজন্ত আলোচনার একমাত্র বিষয় ছিল **ডুমা সম্পর্কেই**; ক'দিন পরে ডুমার অধিবেশন বসবার কথা। স্পষ্টতঃই কংগ্রেস অতীতের দিকে মুখ ফেরাতে পারল না; ডুমার ক্ষমতা কতটুকু এবং তার সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে, প্রধানতঃ সেই প্রশ্নের প্রতিই কংগ্রেসের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হ'ল।

তাহলে, বর্তমান ডুমাটা এবং তার সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিই বা কি হওয়া উচিত? ১৭ই অক্টোবরের ফতোয়া থেকে এর মধ্যেই জানা গিয়েছিল যে, ডুমার কোন বড় রকমের ক্ষমতা কিছু থাকবে না; ডুমা হ'ল এমন প্রতিনিধিদের একটি পরিষদ যাদের আলোচনা করার 'অধিকার আছে', কিন্তু বিদ্যমান 'মৌল বিধানগুলি' অতিক্রম করার 'কোনো ক্ষমতা নেই'। ডুমা থাকবে রাষ্ট্র পরিষদের তদারকিতে, যার অধিকার রয়েছে যেকোনো সিদ্ধান্ত নাকচ করে দেবার। আর তার পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকবে আগাগোড়া অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত জার সরকার, ডুমার আলোচনামূলক ভূমিকায় সন্তুষ্ট না হলে, ডুমাকেই ছত্রভঙ্গ করে দেবার 'অধিকার যার রয়েছে'।

ডুমার চরিত্র সম্পর্কে আমরা কংগ্রেসের অধিবেশনের আগেই জানতাম তার গঠন কি হবে; আমরা জানতাম যে, তা গঠিত হবে ক্যাডেটদের বেশি সংখ্যায় নিয়ে। আমরা একথা বলতে চাই না যে ক্যাডেটরা নিজেরাই হবে ডুমায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ—আমরা কেবল বলছি যে ডুমার প্রায় পাঁচশ' সদস্যের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ হবে ক্যাডেটরা আর এক-তৃতীয়াংশ হবে মধ্যবর্তী গোষ্ঠীসমূহ এবং দক্ষিণপন্থীদের নিয়ে ('গণতান্ত্রিক সংস্কারের পার্টি'[৭৫], নির্দলীয় ডেপুটিদের মধ্যে নরমপন্থীরা, অক্টোবরপন্থীরা[৭৬] ইত্যাদি), চরম বামপন্থীদের সঙ্গে (শ্রমিকদের গোষ্ঠী এবং বিপ্লবী কৃষকদের গোষ্ঠী) সংঘর্ষ উপস্থিত হলে যারা ক্যাডেটদেরই চারপাশে সমবেত হবে এবং তাদের দিকে ভোট দেবে; এর ফলে ক্যাডেটরাই হবে ডুমায় পরিস্থিতির নিয়ন্তা।

ক্যাডেট কি? তাদের কি বিপ্লবী বলা যায়? অবশ্যই না! তাহলে ক্যাডেটরা কি? ক্যাডেটারা হ'ল **আপসকারীদের একটি পার্টি**: তারা জারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করতে চায়, কিন্তু সেটা এজন্য নয় যে যেহেতু তা জনতার বিজয়ের অনুকূলে, সেইহেতু তারা তা চাইছে। জারের স্বৈরতন্ত্রের বদলে ক্যাডেটরা চায় বুর্জোয়াদের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে, তারা জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় না (তাদের কর্মসূচী দেখুন)। এবং জনগণের

বিপ্লবী মনোভাব হ্রাস করার জন্ত, তাদের বিপ্লবী দাবিগুলি প্রত্যাহার করিয়ে নেবার জন্ত এবং জারের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে আসার জন্ত, ক্যাডেটরা চায় জনগণ এবং জারের মধ্যে একটা আপস-মীমাংসা।

তাহলে দেখছেন, ডুমায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে আপসকারীরা, বিপ্লবীরা নয়। এপ্রিলের প্রথম ভাগেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এইভাবে, একদিকে ডুমা ছিল বয়কট-করা বন্ধ্যা একটা সংস্থা, যার অধিকারগুলি ছিল নগণ্য; অন্তদিকে তা ছিল এমন একটা সংস্থা যার সংখ্যা-গরিষ্ঠরা ছিল অ-বিপ্লবী এবং আপস-মীমাংসায় উদ্‌গ্রীব। যাই হোক না কেন, দুর্বলেরাই সচরাচর আপসের পথ নেয়; তার উপর যদি আবার তাদের ক্রিয়াকলাপ হয় অ-বিপ্লবী, তাহলে সহজেই অনুমেয় যে তারা আপসের পথেই গড়িয়া যাবে। রাষ্ট্রীয় ডুমায় ঠিক এই জিনিসটি ঘটাই ছিল অবধারিত। জারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করতে চায় বলে ডুমা সম্পূর্ণভাবে জারের পক্ষ অবলম্বন করতে পারছিল না, আবার সে জনগণের দিকেও যেতে পারছিল না কারণ জনগণ বিপ্লবী দাবি তুলছিল। অতএব ডুমাকে জার এবং জনগণের মাঝখানে অবস্থান গ্রহণ করতে হ'ল এবং দুটির মধ্যে খাপ খাওয়ানোর জন্ত চেষ্টা চালাতে হ'ল, অর্থাৎ হামানদিস্তার মধ্যে জল পেষার কাজে ব্যস্ত থাকতে হ'ল। একদিকে ডুমা জনগণকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মত করাবার চেষ্টা করতে লাগল যাতে তারা 'অত্যধিক দাবি-দাওয়া' পরিত্যাগ করে এবং কোনমতে জারের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়ায় আসা যায়; আর অন্তদিকে, তাকে মধ্যস্থের কাজ করতে হ'ল, জারের নিকট গিয়ে অনুনয়-বিনয় করতে হ'ল, যাতে তিনি জনগণকে সামান্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের 'বিপ্লবী বিক্ষোভ' শান্ত করেন। পার্টির ঐক্য কংগ্রেসকে এই ধরনের ডুমার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হ'ল।

এ ধরনের ডুমার প্রতি আমাদের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত ছিল? বলা নিষ্প্রয়োজন, পার্টি এ ধরনের ডুমাকে সমর্থন করার দায়িত্ব নিতে পারে না, কারণ এই ডুমাকে সমর্থন করার অর্থ হ'ল একটি আপসমূলক নীতিকে সমর্থন করা; কিন্তু একটি আপসমূলক নীতি বিপ্লবকে তীব্রতর করার কর্তব্যকর্মের মূলগতভাবে বিরোধী এবং শ্রমিকদের পার্টি অবশ্যই বিপ্লবকে শান্ত করার ভূমিকা গ্রহণ করবে না। অবশ্যই ডুমাকে পার্টির কাজে লাগাতে হবে এবং ডুমা ও সরকারের মধ্যে বিরোধের সদ্ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ডুমার অ-বিপ্লবী কৌশলগুলি সমর্থন করতে হবে। বরং ডুমার দু-মুখো

চরিত্রের মুখোস খুলে দেওয়া, নির্মমভাবে তার সমালোচনা করা এবং তার বিশ্বাসঘাতক কৌশলগুলিকে বর্তমানের আলোয় জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করা—রাষ্ট্রীয় ডুমা সম্পর্কে পার্টির মনোভাব এই রকমটিই হওয়া উচিত।

এবং ঘটনা যদি তাই হয় তাহলে এটা স্পষ্ট যে, ক্যাডেট ডুমা জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত করে না, জনগণের প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করতে পারে না, হতে পারে না সে দেশের রাজনৈতিক কেন্দ্র, পারে না এর চারপাশে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে।

এই পরিস্থিতিতে পার্টির কর্তব্য ছিল ডুমার উপর যে মিথ্যা বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে তাকে দূর করা এবং জনসাধারণ্যে ঘোষণা করা যে ডুমা জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে না এবং স্বভাবতঃই তা বিপ্লবের হাতিয়ার হতে পারে না; পার্টির কর্তব্য ছিল একথা ঘোষণা করা যে, উপস্থিত পরিস্থিতিতে প্রধান রণক্ষেত্র হ'ল রাস্তা, ডুমা নয়।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্পষ্ট ছিল যে ক্যাডেটদের তুলনায় সংখ্যায় কম 'মেহনতী মণ্ডল' ('গ্রুপ অব্ টয়েল')[৭৭] নামক কৃষক দলটিও একেবারে শেষ পর্যন্ত ক্যাডেটদের আপসকামী কৌশল মেনে নিয়ে চলতে পারবে না এবং অতি শীঘ্রই বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে নামতে হবে। পার্টির কর্তব্য ছিল ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'মেহনতী মণ্ডল'কে সমর্থন করা, এর বিপ্লবী প্রবণতাসমূহকে পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত করা, এর বিপ্লবী কৌশলের সঙ্গে ক্যাডেটদের অ-বিপ্লবী কৌশলের পার্থক্য তুলে ধরা এবং এইভাবে ক্যাডেটদের বিশ্বাসঘাতক ভূমিকাকে আরো স্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত করা।

কংগ্রেস কিভাবে তার কাজ করল? রাষ্ট্রীয় ডুমা সম্পর্কে তার প্রস্তাবে কংগ্রেস কি বলল?

কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হ'ল যে ডুমা হ'ল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা 'জাতির জঠর থেকে' উদ্ভূত হয়েছে। তার মানে একথা বলা যে ত্রুটিবিচ্যুতি সত্বেও, ডুমা জনগণের ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করছে।

স্পষ্টতঃই, কংগ্রেস ঐ ক্যাডেট ডুমার একটি সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে; কংগ্রেস ভুলে গিয়েছিল যে, ডুমার সংখ্যাধিক অংশই আপসপন্থী, যারা বিপ্লবকে নাকচ করে, আর যারা বিপ্লবকে নাকচ করে তারা জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে পারে না, এবং, সে কারণেই কংগ্রেসের একথা বলার অধিকার নেই যে, ডুমা 'জাতির জঠর থেকে' উদ্ভূত হয়েছে।

এই প্রশ্নে কংগ্রেসে বলশেভিকরা কি বলেছিল ?

তারা বলেছিল, 'রাষ্ট্রীয় ডুমা, যা এখন স্পষ্টতঃই (প্রধানতঃ) ক্যাডেট ডুমা, **কোন অবস্থাতেই** জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধির **ভূমিকা পালন করতে পারে না।** অর্থাৎ বর্তমান ডুমা জনগণের জঠর থেকে উদ্ভূত হয়নি, তা জনগণের বিরুদ্ধে এবং, সেজন্যই তা জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত করে না (বলশেভিকদের প্রস্তাব দেখুন)।

এই প্রশ্নে কংগ্রেস বলশেভিকদের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করল।

কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হ'ল যে, 'ডুমার' 'মেকি-নিয়মতান্ত্রিক' চরিত্র সত্ত্বেও ডুমা 'বিপ্লবের হাতিয়ার হয়ে উঠবে'…সরকারের সঙ্গে এর সংঘাতগুলি এমন আকার ধারণ করতে পারে 'যাতে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে উৎখাত করার দিকে চালিত ব্যাপক আন্দোলনের যাত্রাস্থল হিসাবে সেগুলিকে ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে।' এটা এমনই একটি কথা যার মানে দাঁড়ায়—ডুমা একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে, বিপ্লবী জনগণকে এর চারপাশে সমবেত করে বিপ্লবের ধ্বজা ওড়াতে পারে।

শ্রমিকেরা, শুনছেন ? দেখা যাচ্ছে যে, আপসপন্থী ক্যাডেট ডুমা বিপ্লবের কেন্দ্র হতে পারে, নেতৃত্ব দিতে পারে, মনে হচ্ছে, কুকুরে ভেড়ার ছানার জন্ম দিতে পারে! আপনাদের আর উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই—এরপর থেকে শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বের এবং জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর চারপাশে সমবেত করার আর কোনো প্রয়োজন নেই : অ-বিপ্লবী ডুমা স্বেচ্ছায় বিপ্লবী জনগণকে তার চারপাশে সমবেত করবে এবং সবকিছু নিয়মমাফিক সমাধা হয়ে যাবে! আপনারা দেখছেন তো বিপ্লব করা কত সহজ কাজ ? আপনারা বুঝছেন তো কিভাবে বর্তমান বিপ্লবকে তার পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে!

স্পষ্টতঃই, কংগ্রেস এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হ'ল যে, দু-মুখো ডুমা, তার দু-মুখো ক্যাডেটদের নিয়ে, অনিবার্যভাবেই দুটি টুলের মধ্যে আটকে যাবে, জার এবং জনগণের মধ্যে শান্তি স্থাপনে তৎপর হবে, এবং তারপর সমস্ত দু-মুখো লোকজনের মতই, যে পক্ষ সবচেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি দেবে তার দিকেই ঢলে পড়বে!

কংগ্রেসে বলশেভিকরা এই বিষয়ে কি বলেছিল ? তারা বলেছিল, 'আমাদের পার্টির পক্ষে সংসদীয় পথ অবলম্বন করার অবস্থা এখনো নাগালের মধ্যে নেই', অর্থাৎ আমরা এখনো শান্তিপূর্ণ সংসদীয় জীবনে প্রবেশ করতে

পারি না; এখনো সংগ্রামের প্রধান প্রাঙ্গন হ'ল রাস্তা, ডুমা নয় (বলশেভিক-দের প্রস্তাব দেখুন)।

এই বিষয়েও কংগ্রেস বলশেভিকদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ডুমাতে যে বিপ্লবী কৃষকদের প্রতিনিধিরা আছে ('মেহনতী মণ্ডল'), তারা যে সংখ্যালঘু অংশ, এবং তারা যে ক্যাডেটদের আপসপ্রবণ কর্মকৌশল প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়ে বিপ্লবের পথ নেবে, সে-সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রস্তাবে নির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি। তাদের উৎসাহ দেওয়া এবং ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমর্থন করা যে প্রয়োজন অথবা তারা যাতে বিপ্লবী পথে আরো দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ করতে পারে, সে-সম্পর্কেও কংগ্রেসের প্রস্তাবে কিছু বলা হয়নি।

স্পষ্টতঃই কংগ্রেস এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, বর্তমান বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজ হ'ল দুটি প্রধান শক্তি; বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে বিপ্লবের নেতা হিসাবে শ্রমিকশ্রেণী কি রাস্তায়, কি ডুমায় বিপ্লবী কৃষকদের অবশ্যই সমর্থন করবে, যদি কিনা তারা বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়।

এই বিষয়ে বলশেভিকরা কংগ্রেসে কি বলেছিল?

তারা বলেছিল, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি অবশ্যই নির্মমভাবে 'ক্যাডেটদের অসঙ্গতি ও দোদুল্যমানতার' মুখোস খুলে দেবে, সেই সঙ্গে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট কৃষক-বিপ্লবী-গণতন্ত্রের উপাদানগুলিকে বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করবে, তাদের ঐক্যবদ্ধ করবে; ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে তাদের উদ্বুদ্ধ এবং তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপকে সমর্থন করবে যেগুলি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ (প্রস্তাবগুলি দেখুন)।

কংগ্রেস বলশেভিকদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতেও ব্যর্থ হয়েছে। সম্ভবতঃ সেটা হ'ল এইজন্য যে, প্রস্তাবে খুব শানিতভাবে বর্তমান সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। কেননা, আমরা তো আগেই দেখেছি যে কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বকে অবিশ্বাসের চোখে দেখেছিল; কার্যতঃ কংগ্রেস বলেছিল, কৃষকসমাজকে ডুমার চারপাশেই সমবেত হতে হবে—শ্রমিকশ্রেণীর চারপাশে নয়।

এইজন্যই বুর্জোয়া সংবাদপত্র **নাশা ঝিজন্**[৭৮] কংগ্রেসের প্রস্তাবকে প্রশংসা করছিল; এইজন্যই **নাশা ঝিজনের** ক্যাডেটরা সমস্বরে চীৎকার শুরু করেছিল: অবশেষে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে

এসেছে, তারা ব্লাঙ্কিবাদ বর্জন করেছে (লাশা বিজন্, ৪৩২ নং দেখুন)।

স্পষ্টতঃই জনগণের শত্রুরা—ক্যাডেটরা অকারণে কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রশংসা করেনি। এবং বেবেলও অকারণে একথা বলেননিঃ যা আমাদের শত্রুদের খুশী করে তা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর!

৪

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রশ্নে যাওয়া যাক।

এটা আর এখন কারো কাছে গোপন নেই যে জনগণের দ্বারা সংগ্রাম অনিবার্য। যেহেতু শহরে ও গ্রামে সংকট ও দুর্ভিক্ষ তীব্রতর হচ্ছে, যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে অসন্তোষ দিনের পর দিন বাড়ছে, যেহেতু জার সরকার লয়ের পথে যাচ্ছে এবং যেহেতু, সেজন্য, বিপ্লবের গতি উর্ধ্বমুখে উঠছে, সেহেতু এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, বাস্তব জীবন জনগণের দ্বারা এমন আর একটি সংগ্রামের প্রস্তুতি করছে, যা অক্টোবর ও ডিসেম্বরের সংগ্রামের চেয়েও আরো ব্যাপক ও শক্তিশালী হবে। এই নতুন সংগ্রাম বাঞ্ছনীয় কি অবাঞ্ছনীয়, ভাল কি মন্দ, আজকে এ আলোচনা করা নিরর্থক; বিষয়টা আর আমাদের চাওয়া না চাওয়ার ব্যাপার নয়; ঘটনা হ'ল, জনগণের দ্বারা সংগ্রাম আপনা থেকে পরিপক্ক হচ্ছে এবং তা এখন অনিবার্য।

কিন্তু সংগ্রামে সংগ্রামে পার্থক্য আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, সেণ্ট পিটার্স-বুর্গের জানুয়ারি মাসের সাধারণ ধর্মঘট (১৯০৫) ছিল জনগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত সংগ্রাম। এইরকমই ছিল অক্টোবরের সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট জনগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত। মস্কোর 'ডিসেম্বরের সংঘর্ষ'-ও ছিল তাই, ল্যাটভিয়ার সংঘর্ষও তাই। আবার এটাও স্পষ্ট যে, এই সমস্ত সংগ্রামের মধ্যে পার্থক্যও ছিল। ১৯০৫ সালের জানুয়ারিতে ধর্মঘটেরই ছিল প্রধান ভূমিকা, আর ডিসেম্বরে ধর্মঘট শুধু প্রারম্ভিক ভূমিকা পালন করেছিল, তার পরে তা পরিণত হয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানই তখন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জানুয়ারি, অক্টোবর এবং ডিসেম্বরের সংগ্রামগুলি দেখিয়ে দিয়েছিল যে, যত 'শান্তিপূর্ণভাবেই' ধর্মঘট আরম্ভ করা যাক না কেন, দাবি উপস্থাপিত করতে গিয়ে যতই 'মার্জিত' আচরণ করা যাক না কেন এবং রণক্ষেত্রে এমনকি নিরস্ত্র-ভাবেও আসা হোক না কেন, তার পরিণতি অবশ্যই ঘটবে সংঘর্ষে

(সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ৯ই জানুয়ারির কথা স্মরণ করুন, যখন জনগণ ক্রুশ এবং জারের ছবি নিয়ে মিছিল করেছিল): তা সত্ত্বেও সরকার কামান ও রাইফেলের আশ্রয় নেবে; জনগণও তা সত্ত্বেও অস্ত্রধারণ করবে এবং এইভাবে সাধারণ ধর্মঘট সশস্ত্র অভ্যুত্থানে পর্যবসিত হবে। এতে কি প্রমাণিত হয়? কেবলমাত্র একথাই প্রমাণিত হয় যে, জনগণের আসন্ন সংগ্রাম শুধুমাত্র একটি বিক্ষোভ-মিছিল হবে না, পরন্তু তা অনিবার্যভাবেই সশস্ত্র চরিত্র ধারণ করবে; এইভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারাই চূড়ান্ত ভূমিকা পালিত হবে। রক্তপাত কাম্য কি কাম্য নয়, ভাল কি মন্দ, তা আলোচনা করা নিরর্থক: আমরা আবার বলছি—আমরা কি চাই না চাই, বিষয়টা তা নয়. ঘটনা হ'ল এই যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান নিঃসন্দেহে ঘটবে এবং তাকে এড়ানো হবে অসম্ভব।

আজকে আমাদের কর্তব্য হ'ল জনগণের সার্বভৌমত্ব অর্জন করা। আমরা চাই সরকারের বল্গা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের হাতে হস্তান্তরিত হোক। সাধারণ ধর্মঘটের মারফৎ কি এই উদ্দেশ্য পূরণ করা যেতে পারে? ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে যে তা পারা যায় না (আমরা উপরে কি বলেছি তা স্মরণ করুন)। অথবা ডুমা তার বচনবাগীশ ক্যাডেটদের নিয়ে আমাদের সাহায্য করবে, সম্ভবতঃ তার সাহায্যে জনগণের সার্বভৌমত্বও প্রতিষ্ঠিত হবে? ঘটনা আমাদের বলছে, এটাও অসম্ভব; কারণ ক্যাডেট ডুমা বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বৈরতন্ত্রই চায়, জনগণের সার্বভৌমত্ব চায় না (আমরা উপরে কি বলেছি, স্মরণ করুন)।

স্পষ্টতঃই একমাত্র নিশ্চিত পথ হ'ল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। কেবলমাত্র সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারাই জারের শাসন উৎখাত হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত হতে পারে জনগণের শাসন, যদি অবশ্য, এই অভ্যুত্থান পরিণামে বিজয়মণ্ডিত হয়। ঘটনা যখন এই, তখন, যেহেতু আজকের দিনে অভ্যুত্থানের বিজয় ছাড়া জনগণের বিজয় অসম্ভব, এবং অন্যদিকে, যেহেতু বাস্তব জীবন নিজেই জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের জমিন্ তৈরি করে দিচ্ছে এবং যেহেতু এই সংগ্রাম অনিবার্য—এটা সুস্পষ্ট যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্তব্য হ'ল সচেতন-ভাবে এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি করা, এর বিজয়ের জন্য সচেতনভাবে জমিন্ তৈরি করা। দুটি বিষয়ের একটি: হয় জনগণের সার্বভৌমত্ব (একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র) আমাদের বাতিল করতে হবে এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে—এবং সেক্ষেত্রে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করা আমাদের কাজ নয় বলাটা ঠিকই হবে; নতুবা জনগণের সার্বভৌমত্বকে (একটি গণতান্ত্রিক

সাধারণতন্ত্র) আমাদের অবিচল লক্ষ্য হিসাবে রাখতেই হবে. এবং জোরের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে—এবং, সেক্ষেত্রে, স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে ক্রমবর্ধমান সংগ্রামকে সচেতনভাবে সংগঠিত করা আমাদের কাজ নয়—একথা বলা ভুল হবে।

কিন্তু কেমন করে আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি সাধন করব? এই অভ্যুত্থানের বিজয়কে কিভাবে সুনিশ্চিত করব?

ডিসেম্বরের সংগ্রাম দেখিয়ে দিয়েছিল যে,অন্যান্য সব অপরাধ ছাড়াও, আমরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আর একটা গুরুতর অপরাধে অপরাধী। এই অপরাধ হ'ল যে, শ্রমিকদের সশস্ত্র করা এবং সেই সঙ্গে লাল বাহিনীকে সংগঠিত করার কাজে কষ্ট স্বীকার করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম, বা যতটা কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন ছিল তার অতি সামান্যই করেছি। ডিসেম্বরকে স্মরণ করুন। তিফলিসে, পশ্চিম ককেশাসে, রাশিয়ার দক্ষিণে, সাইবেরিয়ায়, মস্কোতে, সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এবং বাকুতে যে উদ্দীপিত জনগণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাদের কথা কে না স্মরণ করবে? স্বৈরতন্ত্র এই রোষোদ্দীপ্ত জনগণকে এত সহজেই ছত্রভঙ্গ করতে কেন সক্ষম হয়েছিল? তার কারণ কি এই যে জনগণ তখনো পর্যন্ত ঠিকভাবে উপলব্ধি করেননি যে জার সরকার ভাল নয়। নিশ্চয়ই তা নয়। তাহলে কেন এরকম হ'ল?

তার সর্বপ্রথম কারণ হ'ল, জনগণের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, থাকলেও খুবই কম ছিল। সচেতনতা যত বিপুলই হোক না কেন, খালি হাতে বুলেটের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায় না। হ্যাঁ, তারা আমাদের যখন অভিসম্পাত করে বলেছিল: তোমরা আমাদের কাছে থেকে অর্থ নাও, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র কোথায়?—তখন তারা খুব ঠিক কথাই বলেছিল।

দ্বিতীয় কারণ: আমাদের সুশিক্ষিত লাল বাহিনী ছিল না যারা বাকিদের নেতৃত্ব দিতে, অস্ত্রের জোরে অস্ত্র জোগাড় করতে এবং জনগণকে অস্ত্রে সজ্জিত করতে সক্ষম। রাস্তার লড়াই-এ জনগণ বীর, কিন্তু তারা যদি তাদের সশস্ত্র ভাইদের দ্বারা পরিচালিত না হয়, যদি তাদের সামনে উদাহরণ স্থাপন না করা হয়, তাহলে তারা পরিণত হয় নিছক একটা জনতায়।

তৃতীয় কারণ: আমাদের অভ্যুত্থান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও অসংগঠিত। মস্কো যখন ব্যারিকেড গড়ে তুলে লড়াই করেছিল, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ তখন ছিল নিষ্ক্রিয়। তিফলিস এবং কুতাইস যখন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তার

আগেই কিন্তু মস্কো 'অবদমিত' হয়ে গিয়েছিল। সাইবেরিয়া যখন অস্ত্র ধরল, ততদিনে দক্ষিণের মানুষ এবং লেটরা 'পরাজিত' হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী বিচ্ছিন্ন গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে অভ্যুত্থানের ধ্বজা তুলেছিল, ফলে সরকার অপেক্ষাকৃত সহজেই 'পরাজয়' চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

চতুর্থ কারণ: আমাদের অভ্যুত্থানে আমরা আত্মরক্ষার নীতি আঁকড়ে ধরেছিলাম, আক্রমণের নীতি নয়। সরকার নিজেই ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানকে প্ররোচিত করে। সরকার আমাদের আক্রমণ করল; তার একটি পরিকল্পনা ছিল; পক্ষান্তরে, আমরা সরকারের আক্রমণ অপ্রস্তুত অবস্থায় মোকাবিলা করলাম; আমাদের কোন সুনিশ্চিত পরিকল্পনা ছিল না, আমরা বাধ্য হলাম আত্মরক্ষার নীতি আঁকড়ে ধরে থাকতে এবং এইভাবে ঘটনার পিছন পিছন টেনে হিঁচড়ে চললাম। মস্কোবাসীরা যদি প্রথম থেকেই আক্রমণের নীতি স্থির করত, তাহলে তারা অবিলম্বে নিকোলায়েভস্কি রেলস্টেশন দখল করে নিতে পারত, সেক্ষেত্রে সরকার সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কোতে সৈন্য ট্রেনে পাঠাতে পারত না, এবং তার ফলে মস্কো অভ্যুত্থান আরো অধিককাল স্থায়ী হ'ত আর তাতে অন্যান্য শহরের উপরেও অনুরূপ প্রভাব বিস্তৃত হ'ত। লেটদের সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়; তারা যদি প্রথমেই আক্রমণের রাস্তা ধরত, তাহলে তারা সর্বপ্রথমে শত্রুদের কামানগুলি দখল করে নিত এবং এইভাবে সরকারের শক্তি নিঃশেষ করে দিত।

এর জন্যই মার্কস বলেছিলেন:

'......অভ্যুত্থানমূলক কর্মকাণ্ডে একবার প্রবেশ করলে কাজ করতে হবে প্রবলতম সংকল্প নিয়ে, **যেতে হবে আক্রমণের পর্যায়ে। আত্মরক্ষামূলক পন্থা অবলম্বন করার অর্থই হ'ল প্রতিটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মৃত্যু।**... শত্রুর সৈন্যবাহিনী যখন বিক্ষিপ্ত তখন তাদের সহসা আক্রমণ করে অভিভূত করো, যত ছোটই হোক, নতুন নতুন সাফল্য তৈরি করো, কিন্তু তা প্রতিদিন করো; প্রথম সফল অভিযানে যে নৈতিক মনোবল গড়ে উঠেছে প্রতিদিনই তাকে বাড়িয়ে চলো; এইভাবে, যে-সমস্ত দোদুল্যমান ব্যক্তি প্রবলতম আবেগের অনুশাসনে চলে এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পক্ষের সন্ধানে থাকে, তোমাদের পাশে তাদের সমবেত করো; শত্রু তোমার বিরুদ্ধে তার শক্তি গুছিয়ে নেবার আগেই তাকে পিছু হঠতে বাধ্য করো; বৈপ্লবিক নীতির

মহোত্তম প্রবক্তা বলে সুবিদিত দাঁত-র ভাষায় স্পর্ধা, স্পর্ধা, আবারও স্পর্ধা!' (কার্ল মার্কস, হিস্টোরিক্যাল স্কেচেস, ২৫ পৃঃ দেখুন)।

ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের ঠিক এই 'স্পর্ধা' ও আক্রমণাত্মক নীতিরই অভাব ছিল।

আমাদের বলা হবে: ডিসেম্বরের 'পরাজয়ের' এইগুলিই একমাত্র কারণ নয়; তোমরা ভুলে গেছ যে, কৃষকেরা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়েছিল, এবং এটাও ডিসেম্বরের পিছু হটার অন্যতম প্রধান কারণ। একথা সম্পূর্ণ সত্য এবং আমরা তা ভুলতেও চাই না। কিন্তু কেন কৃষকেরা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়েছিল? তার কারণ কি ছিল? আমাদের বলা হবে: সচেতনতার অভাবই তার কারণ। সেটাও মেনে নেওয়া হ'ল; কিন্তু কিভাবে আমরা কৃষকদের সচেতন করব? পুস্তিকা বিতরণ করে? সেটা অবশ্যই যথেষ্ট নয়! তাহলে কিভাবে?—লড়াই করে, তাদের লড়াই-এর মধ্যে টেনে এনে এবং লড়াই-এর সময় তাদের নেতৃত্ব দিয়ে। আজকে শহরের দায়িত্ব হ'ল গ্রামাঞ্চলকে নেতৃত্ব দেওয়া, শ্রমিকদের দায়িত্ব হ'ল কৃষকদের নেতৃত্ব দেওয়া, এবং শহরে যদি অভ্যুত্থান সংগঠিত না হয়, তাহলে এই সংগ্রামে কৃষক-সমাজ কখনো অগ্রণী শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে অগ্রসর হবে না।

ঘটনা হ'ল এই।

অতএব সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে কংগ্রেসের যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত ছিল এবং পার্টি কমরেডদের নিকট কংগ্রেসের যে নির্দিষ্ট স্লোগান দেওয়া উচিত ছিল, তা স্বতঃস্পষ্ট

সশস্ত্র হবার ব্যাপারে পার্টি ছিল দুর্বল এবং সশস্ত্র হওয়া পার্টিতে ছিল একটি অবহেলিত বিষয়—সেজন্য পার্টিকে কংগ্রেসের বলা উচিত ছিল: **সশস্ত্র হও**, সশস্ত্র হবার ব্যাপারে আরো মনোযোগ দেও, যাতে অন্ততঃ কতকটা প্রস্তুত হয়ে আসন্ন সংগ্রামের মোকাবিলা করতে পার।

তা ছাড়া, সশস্ত্র বাহিনী সংগঠনে পার্টি ছিল দুর্বল; লাল বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধির কর্তব্যকর্মটির দিকে পার্টি যথোচিত মনোযোগ দেয়নি। সুতরাং কংগ্রেসের পার্টিকে বলা উচিত ছিল: **লাল বাহিনী গড়ে তোল, জনগণের মধ্যে সামরিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেও**, লাল বাহিনী সংগঠনের কাজে আরো বেশি মনোযোগ দেও, যাতে পরবর্তীকালে অস্ত্রের জোরেই অস্ত্র জোগাড় করতে এবং অভ্যুত্থানকে প্রসারিত করতে সক্ষম হও।

তা ছাড়া, ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের সময় শ্রমিকশ্রেণী ছিল অনৈক্যবদ্ধ; অভ্যুত্থানকে সংগঠিত করার ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে কেউ চিন্তা করেনি—সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের উচিত ছিল, পার্টির নিকট স্লোগান উপস্থিত করে আহ্বান জানানো যাতে পার্টি জঙ্গী অংশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে প্রবলোদ্যমে অগ্রসর হয়, সামগ্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের সংগ্রামে সামিল করে এবং সক্রিয়ভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করে।

তা ছাড়া, সশস্ত্র অভ্যুত্থানে শ্রমিকশ্রেণী আত্মরক্ষামূলক নীতি আঁকড়ে ধরেছিল, তারা কখনো আক্রমণের পথে যায়নি, তার জন্যই বিপ্লবের বিজয় ব্যাহত হয়েছিল। তজ্জন্য, কংগ্রেসের উচিত ছিল পার্টি-কর্মীদের দেখিয়ে দেওয়া যে, অভ্যুত্থানের বিজয়-মুহূর্ত আগতপ্রায় এবং **প্রয়োজন আক্রমণের নীতি গ্রহণ করা।**

কংগ্রেস কিভাবে আচরণ করল, পার্টির সামনে কংগ্রেস কি কি স্লোগান উপস্থিত করল?

কংগ্রেস বলল, '…বর্তমান মুহূর্তে পার্টির প্রধান কর্তব্য হ'ল শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও সৈন্যদের ব্যাপক অংশসমূহের মধ্যে বিক্ষোভমূলক কার্যকলাপ আরো বাড়িয়ে তোলা, আরো তীব্র করে তোলা এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি ও শ্রমিকশ্রেণীর—দেশের রাজনৈতিক জীবনের সকল অভিব্যক্তিতে যে-শ্রেণী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়, সেই শ্রমিকশ্রেণীর—প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ঐ ব্যাপক অংশসমূহকে সরকার-বিরোধী সংগ্রামে টেনে এনে বিপ্লবের বিকাশসাধন করা।' পার্টি 'জনগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার দায়িত্ব নিতে পারে না; তাতে জনগণের মধ্যে কেবল মিথ্যা আশাই সৃষ্টি হতে পারে; জনগণ যাতে নিজ নিজ অস্ত্রসজ্জার ব্যবস্থা নিজেরা করে নেয় তার সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া এবং সংগ্রামী স্কোয়াডগুলিকে সংগঠিত ও সশস্ত্র করে তোলার ব্যাপারেই পার্টি তার কর্তব্যকর্ম সীমাবদ্ধ রাখবে…।' 'পার্টির কর্তব্য হ'ল, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীকে সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্যে টেনে আনার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা'…ইত্যাদি, ইত্যাদি (কংগ্রেসের প্রস্তাব দেখুন)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, **আজকের দিনে, বর্তমান মুহূর্তে,** যখন আমরা জনগণের আর একটি সংগ্রামের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছেছি, তখন **অভ্যুত্থানের বিজয় অর্জনে প্রধান বিষয় হ'ল বিক্ষোভ-আন্দোলন,**

পক্ষান্তরে লাল বাহিনীকে সশস্ত্র ও সংগঠিত করা হ'ল গুরুত্বহীন কাজ : এসব সম্পর্কে আমরা অবশ্যই আগ্রহী হবো না এবং 'সুযোগ-সুবিধা করে দেবার' ব্যাপারেই নিজেদের কর্মতৎপরতা অবশ্যই 'সীমাবদ্ধ' রাখব। অভ্যুত্থান সংগঠিত করা, বিক্ষিপ্ত শক্তি নিয়ে অভ্যুত্থান না করা এবং আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা (মার্কসের কথাগুলি স্মরণ করুন) সম্পর্কে কংগ্রেস একটি কথাও বলল না। স্পষ্টতঃ, এগুলিকে কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি।

বাস্তব ঘটনাগুলি কিন্তু নির্দেশ দিচ্ছে : লাল বাহিনীগুলিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করো এবং তাদের শক্তিশালী করতে সবকিছু করো। তথাপি কংগ্রেস বলছে : লাল বাহিনীকে সশস্ত্র ও সংগঠিত করতে অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ো না, এ ব্যাপারে তোমাদের কর্মতৎপরতা 'সীমাবদ্ধ' রাখো, কেননা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল বিক্ষোভ-আন্দোলন।

যে কেউ ভাববে যে আমরা এ পর্যন্ত অস্ত্রসজ্জায় ব্যস্ত রয়েছি, আমরা কমরেডদের একটি বিরাট অংশকে অস্ত্রসজ্জিত করেছি কিন্তু বিক্ষোভ-আন্দোলনকে অবহেলা করেছি—এবং সেইজন্যই কংগ্রেস আমাদের ভর্ৎসনা করছে : অস্ত্রসজ্জার ব্যাপারে যথেষ্ট হয়েছে, এ-বিষয়ে তোমরা যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছ ; কিন্তু প্রধান বিষয় হ'ল বিক্ষোভ-আন্দোলন!

বলা বাহুল্য, বিক্ষোভ-আন্দোলন সর্বদা এবং সর্বত্র পার্টির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ; কিন্তু বিক্ষোভ-আন্দোলন কি আসন্ন অভ্যুত্থানে বিজয়লাভের প্রশ্ন মীমাংসা করবে? কংগ্রেস যদি একথা চার বছর আগে বলত, তখন অভ্যুত্থানের প্রশ্নটি আসন্ন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়নি, তাহলে সেটা বোঝা যেত ; কিন্তু আজ, যখন আমরা একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দোর গোড়ায় পৌঁছেছি, যখন অভ্যুত্থানের প্রশ্নটি আসন্ন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন আমাদের ছাড়াই এমনকি আমাদের সত্ত্বেও অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়ে যেতে পারে, তখন 'প্রধানতঃ' বিক্ষোভ-আন্দোলন কি করতে পারে? এই 'বিক্ষোভ-আন্দোলনের' মাধ্যমে কি অর্জন করা সম্ভব?

অথবা একথা বিবেচনা করুন। ধরে নেওয়া যাক, আমরা আমাদের বিক্ষোভ-আন্দোলন প্রসারিত করেছি ; ধরে নেওয়া যাক, জনগণের অভ্যুত্থান ঘটেছে। তার পরে কী? অস্ত্র ছাড়া তারা কিভাবে লড়াই করতে পারে? নিরস্ত্র জনগণের যথেষ্ট রক্তপাত কি হয়নি? এবং তা ছাড়া, অস্ত্রশস্ত্র জনগণের কি প্রয়োজনে লাগবে যদি তারা তা দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে না পারে, যদি

তাদের লাল বাহিনীর সংখ্যা যথেষ্ট না হয়? আমাদের বলা হবে: কিন্তু আমরা তো অস্ত্রশস্ত্র ও লাল বাহিনী বাতিল করছি না। ভালো কথা, কিন্তু যদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার কাজে তোমরা যথোপযুক্ত মনোযোগ একান্তভাবে না দেও, যদি তোমরা সেটা অবহেলা কর—তাহলে সেটা প্রমাণ করে যে কার্যতঃ তোমরা তা বাতিলই করেছ।

অভ্যুত্থান সংগঠিত করা এবং একটি আক্রমণমূলক নীতিকে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনের দিকে কংগ্রেস যে এমনকি ইঙ্গিতমাত্রও দেয়নি, আমরা সে-বিষয়ে যাচ্ছি না। এটা অন্যরকম হতে পারত না, কেননা কংগ্রেসের প্রস্তাব বাস্তব জীবন থেকে চার বা পাঁচ বছর পিছিয়ে আছে, এবং কংগ্রেসের দৃষ্টিতে বিদ্রোহ এখনো একটা তত্ত্বগত প্রশ্নমাত্র।

এই প্রশ্নে বলশেভিকরা কংগ্রেসে কি বলেছিল?

তারা বলেছিল যে, '...পার্টির প্রচার ও বিক্ষোভ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুধাবনের দিকে অধিকতর মনোযোগ অবশ্যই দিতে হবে, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে সমালোচনা করতে হবে, এবং ভবিষ্যতের জন্য এ থেকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে'; বলেছিল যে, 'জঙ্গী স্কোয়াডের সংখ্যা বাড়াবার দিকে, তাদের সংগঠন উন্নত করার দিকে এবং তাদের সমস্ত রকমের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার দিকে আরো বেশি সক্রিয় কর্মতৎপরতা অবশ্যই বিকশিত করতে হবে, এবং অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা অনুসারে শুধু পার্টির সংগ্রামী স্কোয়াড সংগঠিত করলেই চলবে না, পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল, এমনকি পার্টির বাইরেকার জনগণেরও স্কোয়াড সংগঠিত করতে হবে', বলেছিল যে, 'ক্রমবর্ধমান কৃষক-আন্দোলন, যা অত্যন্ত নিকট ভবিষ্যতে একটা অভ্যুত্থানে বিস্ফোরিত হতে পারে, তার পরিপ্রেক্ষিতে, যতদূর সম্ভব, যুক্ত এবং যুগপৎ সামরিক কার্যকলাপ সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক ও কৃষকদের তৎপরতা ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে · '; বলেছিল যে, সুতরাং ' ··আর একটি রাজনৈতিক সংকটের উদ্ভব এবং তার তীব্রতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, সশস্ত্র সংগ্রামের আত্মরক্ষামূলক রূপ আক্রমণাত্মক রূপে উত্তরণের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হবে'; বলেছিল যে, সৈন্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে, 'সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাধিক দৃঢ়পণ আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ' আরম্ভ করা প্রয়োজন···, ইত্যাদি (বলশেভিকদের প্রস্তাব দেখুন)।

বলশেভিকরা যা বলেছিল তা এই।

কিন্তু কংগ্রেস বলশেভিকদের নীতি ও বক্তব্য অগ্রাহ্য করে।

এরপর এটা বুঝতে আর অসুবিধা হয় না যে কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি লিবারেল ক্যাডেটরা এমন উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছিল কেন (নাশা বিজন্, ৪৩২ নং দেখুন): তারা উপলব্ধি করল যে, এই প্রস্তাবগুলি বর্তমান বিপ্লবের কয়েক বছর পিছিয়ে পড়ে আছে; উপলব্ধি করল যে, এই প্রস্তাবগুলি শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-কর্তব্যকে প্রকাশ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ; উপলব্ধি করল যে, এই প্রস্তাবগুলিকে যদি কার্যে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তা শ্রমিকশ্রেণীকে একটি স্বাধীন শক্তিতে পরিণত না করে বরং লিবারেলদের লেজুড়ে পরিণত করবে—তারা এ সমস্তই উপলব্ধি করল, তাই তারা প্রস্তাবগুলির প্রশংসায় এত সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

পার্টি-কমরেডদের কর্তব্য হ'ল, কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রতি সমালোচনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা এবং উপযুক্ত সময়ে, প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রবর্তন করা।

যখন আমরা এই পুস্তিকা লিখতে বসেছিলাম, তখন ঠিক এই কর্তব্যের কথাই আমাদের মনে ছিল।

সত্য বটে, আমরা এখানে মাত্র দুটি প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু বলেছি: 'রাষ্ট্রীয় ডুমার প্রতি কি দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে সেই প্রশ্ন' এবং 'সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রশ্ন', কিন্তু এই দুটি প্রস্তাবই হ'ল, নিঃসন্দেহে, প্রধান প্রস্তাব যা রণকৌশলের প্রশ্নে কংগ্রেসের নীতি ও মনোভাবকে সর্বাধিক স্পষ্টরূপে প্রকাশ করছে।

এইভাবে আমরা যে মুখ্য সিদ্ধান্তটিতে পৌছেছি, তা এই: পার্টি আজ যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে তা হ'ল—**শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকশ্রেণী কি বর্তমান বিপ্লবের নেতা হবে, না তারা বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাটদের লেজুড় হয়ে চলবে?**

আমরা দেখেছি যে, এই প্রস্তাবের যে ধরনের নিষ্পত্তি হবে, তা-ই অন্য সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা নির্ধারিত করবে।

অতএব, আরো বেশি সযত্নে কমরেডরা এই দুটি নীতি ও মনোভাবের সার-মর্ম বিচার-বিবেচনা করবেন।

১৯০৬ সালে প্রলেটারিয়েট পাবলিশার্স-এর
প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।
স্বাঃ কমরেড কে.

শ্রেণী-সংগ্রাম

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যই কেবল পারে
ধনিকশ্রেণীর ঐক্যকে টলিয়ে দিতে।
—কার্ল মার্কস

আজকের সমাজ অত্যন্ত জটিল। এ হ'ল রঙ-বেরঙের শ্রেণী ও গোষ্ঠী-গুলির জোড়াতালি—বৃহৎ মাঝারি, ও পেটিবুর্জোয়া; বৃহৎ, মাঝারি ও পেটি সামন্ততান্ত্রিক জমিদার; দিনমজুর, অদক্ষ শ্রমিক ও দক্ষ কারখানা-শ্রমিক; উচ্চতন, মাঝারি ও নিম্নতন যাজকমণ্ডলী; উচ্চতন, মাঝারি ও খুদে আমলাতন্ত্র; নানামতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং অনুরূপ নানারকমের অন্যান্য গোষ্ঠী। আমাদের সমাজের এই হ'ল বহুবর্ণ ছবি!

কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে সমাজ যত বেশি বিকশিত হতে থাকে, ততই অধিকতর স্পষ্টভাবে দুটি প্রধান প্রবণতা এই জটিলতার মধ্যেও ফুটে ওঠে এবং ততই বেশি তীব্রতরভাবে এই জটিল সমাজ দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত হয় —ধনিকশ্রেণীর শিবির ও শ্রমিকশ্রেণীর শিবির। জানুয়ারি মাসের অর্থনৈতিক দাবিতে অনুষ্ঠিত ধর্মঘটগুলি (১৯০৫) স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, রাশিয়া বস্তুতঃ দুটি শিবিরে বিভক্ত, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের নভেম্বর মাসের ধর্মঘটগুলি (১৯০৫) এবং সারা রাশিয়া ব্যাপী জুন-জুলাই মাসের ধর্মঘটগুলি (১৯০৬) এই দুটি শিবিরের নেতাদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং তার দ্বারা বর্তমান সময়কার শ্রেণী-বিরোধ পরিপূর্ণভাবে উদঘাটিত করে। তার পর থেকে পুঁজিবাদী শিবির পুরোপুরি সজাগ আছে। এই শিবিরে উত্তেজনাপূর্ণ এবং বিরামহীন প্রস্তুতি চলছে: পুঁজিবাদীদের স্থানীয় সমিতি গঠিত হচ্ছে। স্থানীয় সমিতিগুলি মিলে গঠন করছে আঞ্চলিক সমিতি, আবার আঞ্চলিক সমিতিগুতি মিলে গড়ে তুলছে সারা-রাশিয়া সমিতি; টাকা-পয়সা তোলা এবং সংবাদপত্র বের করা আরম্ভ হচ্ছে, এবং পুঁজিবাদীদের সারা-রাশিয়া কংগ্রেস ও কনফারেন্স আহ্বান করা হচ্ছে।...

এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদীরা একটি পৃথক শ্রেণীতে সংগঠিত হচ্ছে।

অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরও সম্পূর্ণ জাগ্রত। এখানেও চলছে আসন্ন সংগ্রামের জন্য ব্যাগ্র প্রস্তুতি। প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে নির্যাতন সত্ত্বেও এখানেও স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হচ্ছে, স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি মিলে গড়ে তুলছে আঞ্চলিক ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়নের তহবিল তোলা আরম্ভ হচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়নের ছাপাখানা গড়ে উঠছে এবং শ্রমিকদের ইউনিয়নসমূহের সারা-রাশিয়া কংগ্রেস ও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে।...

এটাও সুস্পষ্ট যে শোষণকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণীও একটি পৃথক শ্রেণীতে সংগঠিত হচ্ছে।

একটা সময় ছিল, যখন সমাজে 'শান্তি ও স্বস্তি' বিরাজ করত। সে-সময় এইসব শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগঠনের কোনো চিহ্ন ছিল না। সে-সময়েও, অবশ্য, একটা সংগ্রাম চলত, কিন্তু সে-সংগ্রামের চরিত্র ছিল স্থানীয়, তার কোনো সার্বিক শ্রেণীচরিত্র থাকত না; পুঁজিপতিদের নিজস্ব কোনো সমিতি ছিল না এবং প্রত্যেক পুঁজিপতি নিজে নিজেই 'তার' 'তার' শ্রমিকদের সাথে মোকাবিলা করতে বাধ্য হতো। শ্রমিকদেরও কোনো ইউনিয়ন ছিল না এবং, সেজন্য, প্রত্যেক কারখানার শ্রমিকরা একমাত্র তাদের নিজস্ব শক্তির উপরেই নির্ভর করতে বাধ্য হতো। সত্য বটে, স্থানীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংগঠনগুলি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দিত, কিন্তু সকলেই স্বীকার করবেন যে, তখন নেতৃত্ব ছিল দুর্বল এবং নৈমিত্তিক। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংগঠনগুলি তখন তাদের নিজেদের পার্টির ব্যাপারই পুরোপুরি সামলাতে পারত না।

কিন্তু জানুয়ারির অর্থনৈতিক দাবিতে অনুষ্ঠিত ধর্মঘটসমূহ একটি নতুন মোড় সূচিত করল। পুঁজিপতিরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল এবং স্থানীয় সমিতি গড়তে শুরু করল। জানুয়ারির ধর্মঘটগুলিই সেন্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, ওয়ারশ', রিগা এবং অন্যান্য শহরে পুঁজিপতিদের সমিতির জন্ম দেয়। তৈল, ম্যাংগানিজ, কয়লা এবং চিনি শিল্পসমূহে পুঁজিপতিরা তাদের পুরানো 'শান্তিপূর্ণ' সমিতিগুলিকে 'সংগ্রামী' সমিতিতে রূপান্তরিত করল এবং তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে আরম্ভ করল। কিন্তু পুঁজিপতিরা এতেই সন্তুষ্ট থাকেনি। তারা একটি সারা-রাশিয়া সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিল, এবং তদনুসারে ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে মরোজভের উদ্যোগে তারা মস্কোতে একটি সাধারণ কংগ্রেসে সমবেত হ'ল। এইটি হ'ল পুঁজিপতিদের প্রথম সারা-রাশিয়া কংগ্রেস। এখানে তারা একটি চুক্তি সম্পাদন করল; এই চুক্তি দ্বারা তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হ'ল

যে, নিজেদের মধ্যে আগে বন্দোবস্ত না করে তারা শ্রমিকদের কোনো সুযোগ-সুবিধা দেবে না এবং 'চরম' অবস্থায় তারা লক-আউট* ঘোষণা করবে। পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রামের এই হ'ল সূচনা। এ থেকে রাশিয়ায় একের পর এক বড় বড় লক-আউট ঘোষণার হিড়িক পড়ল। একটি বিরাট সংগ্রাম চালাতে হলে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী সমিতির; এবং সেজন্য একটি আরো বেশি সুসংবদ্ধ সমিতি গড়ে তোলার জন্য পুঁজিপতিরা আরেকবার মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নিল। তাই, প্রথম কংগ্রেসের (১৯০৫ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত) তিন মাস পরে পুঁজিপতিদের দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস মস্কোতে আহূত হ'ল। এখানে তারা প্রথম কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি পুনরনুমোদন করল, পুনরনুমোদন করল লক-আউটের প্রয়োজনীয়তা এবং নিয়ম-কানুনের খসড়া তৈরির জন্য ও আর একটি কংগ্রেস-অধিবেশনের বন্দোবস্ত করার জন্য একটি কমিটি নির্বাচিত করল। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করা হ'ল। বাস্তব ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে, পুঁজিপতিরা অক্ষরে অক্ষরে এই প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করছে। রিগা, ওয়ারশ', ওডেসা, মস্কো এবং অন্যান্য বড় বড় নগরের লক-আউটগুলির কথা যদি স্মরণ করা যায়, যদি স্মরণ করা যায় সেণ্ট পিটার্সবুর্গের নভেম্বরের দিনগুলির কথা, যখন ৭২ জন পুঁজিপতি ২ লক্ষ সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের নিষ্ঠুর লক-আউটের ভয় দেখিয়েছিল, তাহলে সহজেই বোঝা যায়, পুঁজিপতিদের সারা-রাশিয়া সমিতি কী প্রচণ্ড শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, কিভাবে খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তারা তাদের সমিতির সিদ্ধান্তগুলি কার্যে পরিণত করছে। তারপর, দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর পুঁজিপতিরা আর একটি কংগ্রেস ডাকল (১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে), এবং, সর্বশেষে, এ-বছরের এপ্রিল মাসে পুঁজিপতিদের সারা-রাশিয়া উদ্বোধনী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হ'ল। এখানে সকলের জন্য একরূপ আইন-কানুন তৈরি হ'ল এবং একটি কেন্দ্রীয় ব্যুরো (দফ্তর) নির্বাচিত হ'ল। সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এই সমস্ত নিয়ম-কানুন এর মাঝেই সরকার অনুমোদন করেছে।

তাই কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, রাশিয়ার বৃহৎ বুর্জোয়ারা ইতিমধ্যেই একটা পৃথক শ্রেণীতে সংগঠিত হয়েছে; এর নিজস্ব, স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় সংগঠন

---

*লক-আউট—মালিকদের ধর্মঘট; এই সময়ে শ্রমিকদের প্রতিরোধ ভাঙার এবং তাদের দাবি খর্ব করার উদ্দেশ্যে মালিকরা ইচ্ছা করে তাদের কল-কারখানা বন্ধ করে রাখে।

আছে, এবং তারা একটিমাত্র পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র রাশিয়ার পুঁজিপতিদের জাগিয়ে তুলতে পারে।

মজুরি কমানো, কাজের দিন লম্বা করা, শ্রমিকশ্রেণীকে দুর্বল করা, তার সংগঠনগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা—পুঁজিপতিদের সাধারণ সমিতির এই হ'ল উদ্দেশ্য।

ইতিমধ্যে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বাড়ছে ও এগোচ্ছে। এখানেও অর্থনৈতিক দাবির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত জানুয়ারির ধর্মঘটগুলির (১৯০৫) প্রভাব অনুভূত হ'ল। আন্দোলন গণ-চরিত্র ধারণ করল; এর প্রয়োজনগুলিও ব্যাপকতর হ'ল, এবং, কালে, এটা সুস্পষ্ট হ'ল যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংগঠনগুলি পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজ দুই-ই চালাতে পারছে না। পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়গুলির মধ্যে শ্রমবিভাগের ধরনের একটা কিছুর প্রয়োজন দেখা দিল। পার্টির বিষয়গুলি পার্টি সংগঠনসমূহের দ্বারা পরিচালিত করতে হ'ল, আর ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়গুলি ট্রেড ইউনিয়নসমূহের দ্বারা। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠন আরম্ভ হ'ল, সারা দেশজুড়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হ'ল —মস্কো, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ওয়ারশ', ওডেসা, রিগা, খারকভ এবং তিফলিসে। সত্য বটে, প্রতিক্রিয়াশীলরা ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার পথে বাধা জন্মাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্দোলনের প্রয়োজন বৃহত্তর হয়ে দাঁড়াল এবং ইউনিয়নের সংখ্যা বেড়েই চলল। শীঘ্রই স্থানীয় ইউনিয়নের পেছনে পেছনে গড়ে উঠল আঞ্চলিক ইউনিয়ন এবং, অবশেষে, অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছাল যখন, গতবছর সেপ্টেম্বর মাসে ট্রেড ইউনিয়নের একটা সারা-রাশিয়া সম্মেলন আহূত হ'ল। শ্রমিকদের ইউনিয়নের সেইটিই হ'ল প্রথম সম্মেলন। অন্যান্য ফলাফলের মধ্যে এই সম্মেলনের অন্যতম ফলাফল হ'ল; এই সম্মেলন বিভিন্ন শহর থেকে ইউনিয়ন-গুলিকে এক জায়গায় টেনে আনল এবং অবশেষে ট্রেড ইউনিয়নগুলির একটি সাধারণ কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তুতির জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যুরো (দফতর) নির্বাচিত করল। অক্টোবরের দিনগুলি এসে গেল—এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি তখন আগেকার তুলনায় দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়ে দেখা দিল। স্থানীয়, এবং শেষে, আঞ্চলিক ইউনিয়নগুলি দিনের পর দিন বেড়ে যেতে লাগল। সত্য বটে, 'ডিসেম্বরের পরাজয়' ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের গতিবেগ লক্ষনীয়ভাবে মন্দীভূত করল, কিন্তু পরবর্তীকালে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হ'ল এবং ঘটনা এমন ভালভাবে এগোল যে এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ট্রেড ইউনিয়ন-

গুলির দ্বিতীয় সম্মেলন ডাকা হ'ল, এবং প্রথম সম্মেলনের তুলনায় তা আরো ব্যাপক হ'ল এবং সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিধিত্বমূলক হ'ল। সম্মেলন স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং সারা-রাশিয়া কেন্দ্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিল; আসন্ন সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের বন্দোবস্ত করার জন্য একটি 'সংগঠনী কমিশন' নির্বাচিত করল এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংক্রান্ত সমসাময়িক প্রশ্নের উপর যথোপযুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করল।

সুতরাং কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ড মার-মূর্তি ধারণ করা সত্ত্বেও, শ্রমিকশ্রেণীও পৃথক শ্রেণীতে সংগঠিত হচ্ছে; তার স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিকে ক্রমাগত জোরদার করছে এবং পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে তার অগণিত সহকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নিয়মিত প্রচেষ্টাও চালাচ্ছে।

উচ্চতর মজুরি অর্জন করা, কাজের দিনের সময় কমানো, শ্রম-সংক্রান্ত উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা কায়েম করা, শোষণ বন্ধ করা এবং পুঁজিপতিদের সমিতিগুলি প্রতিহত করা—শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির এই হ'ল উদ্দেশ্য। এইভাবে, আজকের দিনের সমাজ দুটি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হচ্ছে; প্রত্যেকটি শিবির পৃথক শ্রেণীতে সংগঠিত হচ্ছে; তাদের মধ্যে যে শ্রেণী-সংগ্রাম প্রজ্বলিত হয়েছে, তা বিস্তৃতিলাভ করছে, প্রতিদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এবং অন্যান্য সমস্ত গোষ্ঠী এই দুই শিবিরের চারপাশে সমবেত হচ্ছে।

মার্কস বলেছেন, প্রতিটি শ্রেণী-সংগ্রামই একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম। এর অর্থ হ'ল, যদি আজ শ্রমিকেরা ও পুঁজিপতিরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালায়, তাহলে আগামী কাল তারা রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে বাধ্য হবে এবং এইভাবে একটি সংগ্রামে, তাঁরা তাদের নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করবে। এই সংগ্রামের দুটি ধরন আছে। পুঁজিপতিদের বিশেষ ব্যবসায়গত স্বার্থ আছে। এবং এই সমস্ত স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই তাদের অর্থনীতি-ভিত্তিক সংগঠনগুলি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যবসায়গত স্বার্থের অতিরিক্ত তাদের সাধারণ শ্রেণীস্বার্থও রয়েছে, যে স্বার্থ হ'ল পুঁজিবাদকে জোরদার করা। এবং এই সমস্ত সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করতে তাদের অবশ্যই রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে হবে এবং তাদের প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক পার্টি। রাশিয়ার পুঁজিপতিরা এই সমস্যা খুব সহজেই সমাধান করল। তারা উপলব্ধি করল যে, একমাত্র যে পার্টি 'অকপটে ও নির্ভীকভাবে' তাদের স্বার্থ রক্ষা করে, তা হ'ল

অক্টোবরী পার্টি এবং সেইজন্ত তারা এই পার্টির চারপাশে সমবেত হতে এবং তার ভাবাদর্শগত নেতৃত্ব মেনে নিতে মনস্থ করল। তারপর থেকে পুঁজিপতিরা এই পার্টির ভাবাদর্শগত নেতৃত্বের অধীনে তাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে আসছে এবং এর সাহায্যে তারা বর্তমান সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে (যে সরকার শ্রমিকদের ইউনিয়ন দাবিয়ে রাখে কিন্তু পুঁজিপতি সমিতির সংগঠনের মঞ্জুরি ত্বরান্বিত করে), ডুমায় তাদের প্রার্থীদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইভাবে সমিতিগুলির সাহায্যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং অক্টোবরী পার্টির মতবাদগত নেতৃত্বের অধীনে সাধারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম—বৃহৎ বুর্জোয়াদের চালিত শ্রেণী-সংগ্রাম আজ এই রূপই ধারণ করছে।

বিপরীত দিকে, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-আন্দোলনেও আজ অনুরূপ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর পেশাগত স্বার্থ রক্ষা করার জন্ত ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হচ্ছে এবং এগুলি উচ্চতর মজুরি অর্জন, কাজের দিনের সময় কমানো ইত্যাদির জন্ত সংগ্রাম করছে। কিন্তু এই পেশাগত স্বার্থের অতিরিক্ত শ্রমিকশ্রেণীর অভিন্ন শ্রেণীস্বার্থও আছে; তা হ'ল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংঘটন এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী যতদিন একটি ঐক্যবদ্ধ এবং অবিভাজ্য শ্রেণী হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় না করে, ততদিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন করা অসম্ভব। এইজন্তই শ্রমিকশ্রেণীকে অতি অবশ্যই রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে হবে, এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাবাদর্শগত নেতারূপে কাজ করার জন্ত তার একটি রাজনৈতিক দল প্রয়োজন। অবশ্য, অধিকাংশ শ্রমিক ইউনিয়ন কোনো দলভুক্ত নয় এবং নিরপেক্ষ; কিন্তু এর মানে কেবল এই যে অর্থ ও সাংগঠনিক বিষয়ে এগুলি পার্টি-নিরপেক্ষ; অর্থাৎ তাদের নিজস্ব পৃথক তহবিল আছে, তাদের নিজস্ব পরিচালক সংস্থা আছে, তারা নিজেদের কংগ্রেস আহ্বান করে এবং সরকারীভাবে তারা রাজনৈতিক পার্টিগুলির সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নয়। কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পার্টির উপর ট্রেড ইউনিগুলির ভাবাদর্শগত নির্ভরতা সম্পর্কে বলতে গেলে, এ-রকম নির্ভরতা সন্দেহাতীত-ভাবেই বিদ্যমান এবং তা না হয়ে পারে না, কেননা, অন্ত সবকিছু ছাড়াও, বিভিন্ন পার্টির সদস্যরা ইউনিয়নগুলির অন্তর্ভুক্ত এবং তারা অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের রাজনৈতিক প্রত্যয় ইউনিয়নগুলির ভিতর নিয়ে যায়। স্পষ্টতঃই শ্রমিকশ্রেণী যদি রাজনৈতিক সংগ্রাম ছাড়া কাজ না চালাতে পারে, তাহলে তারা কোনো

না কোনো রাজনৈতিক পার্টির ভাবাদর্শগত নেতৃত্ব ছাড়াও চলতে পারে না। এর চেয়ে আরো কিছু বেশি। তারা নিজেরাই একটা পার্টি খুঁজবেই যে পার্টি সুযোগ্যভাবে তার ইউনিয়নগুলিকে নেতৃত্ব দিয়ে সমাজতন্ত্রের 'প্রতিশ্রুত দেশের' দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু এখানে শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং সব দিকে নজর রেখে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক পার্টিগুলির ভাবাদর্শগত সম্পদ তাকে অবশ্যই সযত্নে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে এবং অবাধে সেই পার্টির ভাবাদর্শগত নেতৃত্বই সে গ্রহণ করবে, যে পার্টি সাহসিকতার সঙ্গে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে তার শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করবে, সর্বহারার লাল পতাকা উচ্চে তুলে ধরবে, এবং অকুতোভয়ে তাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার দিকে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে—পরিচালিত করবে।

এই পর্যন্ত এই ভূমিকা **রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি** পালন করে এসেছে, এবং সেজন্য, ট্রেড ইউনিয়নগুলির কর্তব্য হ'ল এই পার্টির ভাবাদর্শগত নেতৃত্ব মেনে নেওয়া।

সর্বসাধারণ জানে যে, তারা প্রকৃতপক্ষে তা-ই করে।

এইভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাহায্যে অর্থনৈতিক দাবিতে অনুষ্ঠিত সংঘর্ষ এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ভাবাদর্শগত নেতৃত্বে রাজনৈতিক আক্রমণ—শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রাম আজ এই রূপই ধারণ করেছে।

শ্রেণী-সংগ্রাম যে ক্রমবর্ধমান উদ্দীপনায় জ্বলে উঠবে, তাতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণীর করণীয় কাজ হ'ল, তার সংগ্রামে সংগঠনের পদ্ধতি ও মনোভাব প্রবর্তন করা। এই কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হ'ল, ইউনিয়নগুলিকে শক্তিশালী করা এবং ঐক্যবদ্ধ করা, এবং এই কাজে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সারা-রাশিয়া কংগ্রেস বিপুল সাহায্য দিতে পারে। একটি 'দল-নিরপেক্ষ শ্রমিকদের কংগ্রেস' নয়, আমরা আজ যা চাই তা হ'ল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কংগ্রেস, যাতে শ্রমিকশ্রেণী এক ঐক্যবদ্ধ ও অবিভাজ্য শ্রেণীতে সংগঠিত হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই সেই পার্টিকে শক্তিশালী ও সুসংহত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে, যে পার্টি তার শ্রেণী-সংগ্রামের রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত নেতা হিসাবে কাজ করবে।

আখালি ড্রোয়েবা (নতুন যুগ)[৭৯], ১নং
১৪ই নভেম্বর, ১৯০৬
স্বাঃ কো…

‘কারখানা আইন’ ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম
(১৫ই নভেম্বরের আইন জুটি প্রসঙ্গে)

এমন এক সময় ছিল, যখন আমাদের শ্রমিক আন্দোলন ছিল প্রারম্ভিক স্তরে। সে-সময় শ্রমিকশ্রেণী পৃথক পৃথক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল; তারা তখন অভিন্ন সাধারণ সংগ্রামের কথা ভাবত না। রেলওয়ে শ্রমিক, খনি শ্রমিক, কারখানাশ্রমিক, কারিগর, দোকান কর্মচারী এবং করণিক—এই সমস্ত গোষ্ঠীতে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর শ্রমিকেরা, আবার, তাদের বাস করার ও কাজ করার ছোট বা বড় শহর অনুযায়ী বিভক্ত ছিল; তাদের মধ্যে পার্টি বা ট্রেড ইউনিয়নগত কোনো সংযোগ ছিল না। তাই ঐক্যবদ্ধ ও অবিভাজ্য শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। তার ফলে অভিন্ন সাধারণ শ্রেণীগত অভিঘাতের আকারে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের কোনো চিহ্ন ছিল না। এইজন্যই জার সরকার ধীরে-সুস্থে তার ‘শ্রেণীগত’ নীতি অনুসরণ করতে সমর্থ হতো। সেইজন্য ১৮৯৩ সালে যখন ‘শ্রমিক বীমা বিল’ স্টেট কাউন্সিলে প্রবর্তন করা হ’ল, তখন প্রতিক্রিয়ার প্রেরণাদাতা পোবেডনোস্তেসেভ, বিলের প্রবর্তকদের বিদ্রূপ করে আত্মম্ভরিতার সঙ্গে বলেছিল, ‘ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা খামোখা এইসব ঝঞ্ঝাট করলেন, আমি আপনাদের নিশ্চিতভাবে বলছি, **আমাদের দেশে কোনো শ্রমিক সমস্যা নেই**…’

কিন্তু সময় কেটে গেল, অর্থনৈতিক সংকট এগিয়ে এল, ধর্মঘট আরো ঘন ঘন ঘটতে লাগল এবং ঐক্যহীন শ্রমিকশ্রেণী ক্রমে ক্রমে একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীতে সংগঠিত হ’ল। ১৯০৩ সালের ধর্মঘটগুলি দেখিয়ে দিল যে, আমাদের দেশে শ্রমিক সমস্যা আছে এবং অনেককাল ধরেই ছিল। ১৯০৫ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের ধর্মঘটসমূহ সর্বপ্রথম বিশ্বের কাছে ঘোষণা করে যে, শ্রমিকশ্রেণী একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী হিসাবে রাশিয়ায় বেড়ে উঠছে এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তারপর, ১৯০৫ সালের অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসের সাধারণ ধর্মঘটগুলি এবং ১৯০৬ সালের জুন-জুলাইয়ের ‘মামুলি’ ধর্মঘটগুলি কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন শহরের শ্রমিকদের একত্রিত করল, প্রকৃতপক্ষে দোকান কর্মচারী, করণিক, কারিকর এবং শিল্প-শ্রমিকদের একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীতে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করল, এবং এর দ্বারা দুনিয়ার নিকট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল যে, একদিনকার

ঐক্যহীন শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিগুলি এখন মিলে-মিশে যাওয়ার পথ ধরছে এবং নিজেদের একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীতে সংগঠিত করছে। বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম চালানোর পদ্ধতি হিসাবে রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের ফলাফল অনুভূত হ'ল…। এখন 'শ্রমিক সমস্যার' অস্তিত্ব আর অস্বীকার করা সম্ভব হ'ল না। জার সরকার ইতিমধ্যে আন্দোলনকে হিসাবের মধ্যে ধরতে বাধ্য হয়েছিল। সেইজন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের অফিসে অফিসে সমবেত হয়ে বিভিন্ন কমিশন স্থাপন করতে এবং 'কারখানা আইনের' খসড়া রচনা করতে বসে গেল: শিদ্‌লভস্কি কমিশন[৮০], কোকোভৎসেভ কমিশন[৮১], অ্যাসোসিয়েশনস অ্যাক্ট[৮২] (১১ই অক্টোবরের 'ফতোয়া' দেখুন), উইত্তে-ডুরনোভো সার্কুলারস[৮৩], বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা এবং এখন এসেছে কারিকর ও সওদাগরী অফিসের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১৫ই নভেম্বরের ছুটি আইন।

যতদিন আন্দোলন দুর্বল ছিল, যতদিন তার গণ-চরিত্রের অভাব ছিল, ততদিন প্রতিক্রিয়াশীলরা শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে একটিমাত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করত—কারাবাস, সাইবেরিয়ায় নির্বাসন, বেত্রাঘাত এবং ফাঁসিতে লটকানো। সর্বদা এবং সর্বত্র প্রতিক্রিয়াশীলরা একটি লক্ষ্য অনুসরণ করে: শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত রাখা, তার অগ্রণী বাহিনীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, নিরপেক্ষ জনসাধারণকে ভয় দেখিয়ে নিজের দিকে টেনে আনা এবং এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। আমরা দেখেছি, বেত্রাঘাত ও কারাগারে নিক্ষেপের সাহায্যে তারা তাদের উদ্দেশ্য ভালভাবেই হাসিল করেছিল। কিন্তু আন্দোলন যখন গণ-চরিত্র ধারণ করল, তখন ঘটনাবলী পুরোপুরি নতুন মোড় নিল। এই সময়ে প্রতিক্রিয়ার শক্তি আর শুধু 'পাণ্ডাদের' সঙ্গেই মোকাবিলা করতে বাধ্য হচ্ছিল না—তাকে সম্মুখীন হতে হচ্ছিল বৈপ্লবিক মহিমা ও সমারোহে সমৃদ্ধ অগণিত জনগণের। এবং এই জনগণকে তার রীতিমত হিসাবের মধ্যে ধরতে হ'ল। কিন্তু সমগ্র জনগণকে ফাঁসিতে লটকানো তো অসম্ভব, সাইবেরিয়ায় তাদের নির্বাসিত করাও চলে না, এত জেলও নেই যেখানে তাদের আটকে রাখা যায়। এই সময়ে, যখন প্রতিক্রিয়ার পায়ের তলা থেকে ক্রমাগত মাটি সরে যেতে আরম্ভ করেছে, তখন তাদের বেত মারাও আর সব সময় প্রতিক্রিয়ার পক্ষে সুবিধাজনক থাকে না। সুতরাং পুরানো পদ্ধতিগুলির সঙ্গে, একটি নতুন 'অধিকতর মার্জিত' পদ্ধতি

প্রয়োগ করতে হ'ল; প্রতিক্রিয়ার মতে এই পদ্ধতি শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, শ্রমিকদের পশ্চাদ্‌পদ অংশের মধ্যে মিথ্যা আশা জাগিয়ে তুলতে পারে, তাদের সংগ্রাম বর্জনে প্রণোদিত করতে পারে এবং তাদেরকে সরকারের চারপাশে সমবেত করাতে পারে।

'কারখানা আইন' হ'ল ঠিক এই নতুন পদ্ধতি।

এইভাবে, জার সরকার তখনো পুরানো পদ্ধতিগুলি আঁকড়ে থেকে সঙ্গে সঙ্গে 'কারখানা আইনের' সদ্ব্যবহার করতে চায় এবং তার ফলে বেত ও আইন দুই উপায়েই 'জলন্ত শ্রমিক সমস্যা'র সমাধান করতে চায়। কাজের দিনের সময় কমানো, শিশু ও নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধান, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, শ্রমিকদের জন্য বীমা প্রবর্তন, জরিমানা প্রথার বিলোপ এবং অনুরূপ ধরনের হিতসাধনের প্রতিশ্রুতিদানের মাধ্যমে, এই সরকার শ্রমিকদের পশ্চাদ্‌পদ অংশের আস্থা অর্জন করতে এবং এর জোরে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-ঐক্যের কবর খুঁড়তে চায়। জার ভালভাবেই জানে, এখনকার মত আর কোনোদিনই এ ধরনের 'কার্যকলাপে' প্রবৃত্ত হবার দরকার তার পড়েনি—এই মুহূর্তে, যখন অক্টোবরের সাধারণ ধর্মঘট বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে প্রতিক্রিয়ার মূলে আঘাত করেছে, যখন ভবিষ্যতের কোন সাধারণ ধর্মঘট সশস্ত্র সংগ্রামে উন্নীত হয়ে পুরানো ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে পারে, তখন, (এইজন্য) প্রতিক্রিয়াকে তার বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যই শ্রমিক শিবিরে বিভ্রান্তি জাগিয়ে তুলতে হবে, পশ্চাদ্‌পদ শ্রমিকদের বিশ্বাস অর্জন করে তার দিকে টেনে আনতে হবে।

এই সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহলকর এই বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে: ১৫ই নভেম্বরের আইনের দ্বারা প্রতিক্রিয়ার শক্তি কেবল দোকান কর্মচারী ও কারিকরদের উপরেই সদয় দৃষ্টি দিল, কিন্তু পক্ষান্তরে শিল্প-শ্রমিকদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আগের মতই জেলে পুরতে, ফাঁসির দড়িতে লটকাতে থাকল। তবে একটু চিন্তা করলে এটা বিস্ময়কর মনে হবে না। প্রথমতঃ, দোকান কর্মচারী, কারিকর এবং সওদাগরী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীরা শিল্প-শ্রমিকদের মত বড় বড় কারখানা এবং মিলে কেন্দ্রীভূত থাকে না; তারা ছোট ছোট কর্ম-সংস্থায় ছড়িয়ে থাকে, তারা অপেক্ষাকৃত কম শ্রেণী-সচেতন এবং এইজন্য অন্যদের তুলনায় তাদের অধিকতর সহজে প্রতারিত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, দোকান কর্মচারী, অফিসের করণিক এবং কারিকরদের নিয়ে

বর্তমান দিনের রাশিয়ার একটি বড় অংশ গঠিত এবং, এইজন্ত তারা যদি জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণীকে পরিত্যাগ করে, তাহলে বর্তমান নির্বাচন এবং আসন্ন সংগ্রাম, উভয়ক্ষেত্রেই তা শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিকে লক্ষণীয়ভাবে দুর্বল করে দেবে। সর্বশেষে, এটা সর্বসাধারণের জানা কথা যে, শহরের পেটিবুর্জোয়ারা বর্তমান বিপ্লবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে তাদের অবশ্যই বিপ্লবী করে তুলবে এবং কারিকর, দোকান কর্মচারী এবং অফিসের করণিকদের মত এত ভালভাবে কেউ তাদের জয় করে আনতে পারবে না—শ্রমিকশ্রেণীর অন্তান্ত অংশের তুলনায় এরাই তাদের নিকটতর। স্পষ্টতঃ, দোকান কর্মচারীরা এবং কারিকরেরা যদি শ্রমিকশ্রেণীকে পরিত্যাগ করে, তাহলে পেটিবুর্জোয়ারাও তার কাছ থেকে সরে যাবে, এবং শ্রমিকশ্রেণী:কে শহরে সঙ্গহীন অবস্থায় পড়তে হবে; আর ঠিক এই জিনিসই জার সরকার চায়। এই ঘটনাগুলির আলোকে, ১৫ই নভেম্বরের যে আইনগুলি একমাত্র কারিকর, দোকান কর্মচারী এবং অফিসের করণিকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য, সেগুলি প্রতিক্রিয়া কেন উদ্ভাবন করেছিল তা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। সরকার যাই করুক না কেন, শিল্প-শ্রমিকেরা তাকে বিশ্বাস করবে না। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে 'কারখানা আইনের' প্রয়োগ শুধু পণ্ডশ্রম হবে। হতে পারে, একমাত্র বুলেটই শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজনীয় সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে পারে। আইন যা করতে পারে না, বুলেট তা অবশ্যই করবে!

জার সরকার ঠিক এই কথাই ভাবে।

এবং একমাত্র আমাদের সরকারেরই ধারণা যে এই তা নয়, সামন্ত-স্বৈরতন্ত্রী, বুর্জোয়া-রাজতন্ত্রী, বুর্জোয়া-সাধারণতন্ত্রী—পরিচয়-নিবিশেষে অন্তান্ত প্রত্যেকটি শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী সরকারেরও এই একই ধারণা। সর্বত্রই শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো হয় বুলেট ও আইনের সাহায্যে এবং যতদিন না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, যতদিন না সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এই রকমই চলতে থাকবে। নিয়মতান্ত্রিক ইংল্যাণ্ডে ১৮২৪ ও ১৮২৫ সালের কথা স্মরণ করুন; তখন ধর্মঘট করার স্বাধীনতা মঞ্জুরের আইনের খসড়া রচনা হচ্ছিল আর ঠিক সেই সময়েই জেলগুলিতে ধর্মঘটী শ্রমিকদের গাদাগাদি করে ভরে রাখা হয়েছিল। গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকের ফ্রান্সের কথা স্মরণ করুন, তখন 'কারখানা আইনের' কথাবার্তা চলছিল, আর ঠিক সেই সময়েই প্যারী শহরের রাস্তায় রাস্তায় শ্রমিকদের রক্ত ঝরানো হচ্ছিল। এই সমস্ত ঘটনা এবং

এই ধরনের আরো অগণিত ঘটনা স্মরণ করুন, তাহলে দেখবেন—আমরা যা বলেছি ঘটনা ঠিক তাই।

অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, শ্রমিকশ্রেণী এই সমস্ত আইন তাদের কাজে লাগাতে পারে না। সত্য বটে, 'কারখানা আইনগুলি' পাশ করাবার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার মনে রয়েছে তার নিজের পরিকল্পনা—সে শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করতে চায়ঃ কিন্তু ধাপে ধাপে সামাজিক অবস্থা প্রতিক্রিয়ার পরিকল্পনাগুলিকে ব্যর্থ করছে এবং এরূপ অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সুবিধাদায়ক কিছু কিছু ধারা সব সময়েই আইনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এটা ঘটে, কেননা কোনো 'কারখানা আইনই' একটা কারণ ছাড়া, একটা সংগ্রাম ছাড়া জন্মগ্রহণ করে না; সরকার একটিও 'কারখানা আইন' পাশ করে না, যে পর্যন্ত না শ্রমিকেরা সংগ্রামের ময়দানে বেরিয়ে আসে, যে পর্যন্ত না সরকার শ্রমিকদের দাবি মেটাতে বাধ্য হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেকটি 'কারখানা আইনের' পূর্বে রয়েছে এক-একটি আংশিক ধর্মঘট বা সাধারণ ধর্মঘট। ১৮৮২ সালের জুন মাসের আইনের (শিশুদের কর্মে নিয়োগ, তাদের জন্য কাজের দিনের সময় এবং কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা সম্পর্কে) পূর্বে ছিল সেই একই বছরে নার্ভা, পার্ম, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ এবং ঝিরার্দভের ধর্মঘট। ১৮৮৬ সালের জুন-অক্টোবরের আইনগুলি (জরিমানা, শ্রমিকদের বেতনের হিসাবখাতা ইত্যাদি) হ'ল ১৮৮৫-৮৬ সালে মধ্য প্রদেশগুলিতে অনুষ্ঠিত ধর্মঘটগুলির প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। ১৮৯৭ সালের জুন মাসের আইনের (কাজের দিনের সময় সংক্ষিপ্ত করা) পূর্বে ঘটেছিল সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ১৮৯৫-৯৬ সালের ধর্মঘটগুলি। ১৯০৩ সালের আইনগুলি ('মালিকদের দায়-দায়িত্ব' এবং 'দোকান তত্ত্বাবধায়ক' সম্পর্কে) সেই বছরের 'দক্ষিণের ধর্মঘটের' প্রত্যক্ষ ফল। সর্বশেষে, ১৯০৬ সালের ১৫ই নভেম্বরের আইনগুলি (দোকান কর্মচারী, কারিকর ও অফিস-করণিকদের রবিবারে বিশ্রাম ও কাজের ঘণ্টা কমানো সম্পর্কে) এই বছর জুন ও জুলাই মাসে সারা রাশিয়াব্যাপী যে ধর্মঘটগুলি ঘটেছিল, তাদের প্রত্যক্ষ ফল।

তাহলে দেখছেন, প্রত্যেকটি 'কারখানা আইনের' পূর্বে ঘটেছিল ব্যাপক জনগণের আন্দোলন, যারা একভাবে না একভাবে তাদের দাবিগুলি মেটাতে পেরেছিল—পুরোপুরি না হলেও অন্তত আংশিকভাবে। অতএব এটা স্বতঃপ্রমাণিত যে একটি 'কারখানা আইন' যতই খারাপ হোক না কেন, এর মধ্যে, তৎসত্ত্বেও, এমন কতকগুলি ধারা থাকে যা শ্রমিকশ্রেণী তাদের সংগ্রামকে

তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে পারে। বলা নিষ্প্রয়োজন, শ্রমিকশ্রেণী এই সমস্ত ধারা অবশ্যই আঁকড়ে ধরে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে, যার দ্বারা তারা তাদের সংগঠনগুলিকে আরো জোরদার করে তুলবে, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম আরো প্রচণ্ডভাবে জাগিয়ে তুলবে। বেবেল ঠিকই বলেছিলেন, 'শয়তানের মাথা অবশ্যই তার নিজের তলোয়ার দিয়েই কেটে ফেলতে হবে...।'

এই সম্পর্কে, ১৫ই নভেম্বরের দুটি আইনই যারপরনাই কৌতূহলকর। এগুলিতে বহুসংখ্যক খারাপ ধারা আছে, কিন্তু এদের মধ্যে এমন সব ধারাও আছে যা প্রতিক্রিয়া না জেনে সন্নিবেশিত করেছিল, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী যাকে জেনে-বুঝে নিজেদের কাজে লাগাবে।

এই সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, যদিও আইন দুটিকে বলা হয় 'শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য' আইন, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন সব সাংঘাতিক ধারা আছে, যেগুলি 'শ্রমিকদের রক্ষা করার' সব ব্যবস্থাই বাতিল করে এবং, এখানে-সেখানে, সেগুলি এমনই নৃশংস যে, এমনকি, মালিকেরাও তা কাজে লাগাতে কুণ্ঠাবোধ করবে। অনেক জায়গায় বারো ঘণ্টার কাজের দিন এরমধ্যেই উঠে গেছে এবং দশ ঘণ্টা বা আট ঘণ্টার কাজের দিন চালু হয়েছে; তা সত্ত্বেও সওদাগরী প্রতিষ্ঠান এবং কারিকরদের কারখানাসমূহে বারো ঘণ্টার কাজের দিন দুটি আইনেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। প্রায় সর্বত্রই সমস্তরকম অতিরিক্ত সময়ের জন্য কাজের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে; তা সত্ত্বেও দুটি আইনেই সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে ৪০ দিন এবং কারখানায় ৬০ দিনের সময়-কালের অতিরিক্ত প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করে কাজের (অর্থাৎ দিনে ১৪ ঘণ্টা কাজের) সংস্থান রাখা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 'শ্রমিকদের সঙ্গে চুক্তি করে' অর্থাৎ শ্রমিকদের বাধ্য করে অতিরিক্ত কাজের সময় বাড়ানো এবং কাজের দিনের সময় ১৭ ঘণ্টা পর্যন্ত দীর্ঘ করা ইত্যাদি ইত্যাদির অধিকারও মালিকদের দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণী, অবশ্য, এর আগেই যে অধিকার জয় করে নিয়েছে, তার সামান্য কণামাত্রও মালিকদের প্রত্যর্পণ করবে না, এবং উল্লিখিত আইনগুলির অদ্ভুত ধারাগুলি উপহাসের বিষয় হিসাবেই থেকে যাবে।

অন্যদিকে আবার আইনগুলির মধ্যে এমন ধারাও আছে, শ্রমিকশ্রেণী তার অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য যেগুলির সদ্ব্যবহারও করতে পারে। দুটি আইনই বলছে, যেখানে কাজের দিনের সময় আট ঘণ্টার কম নয়, সেখানে খাবার জন্য

শ্রমিকদের অবশ্যই দুই ঘণ্টার বিরতি দিতে হবে। সবাই জানেন যে বর্তমানে সর্বত্র কারিকরেরা, দোকান কর্মচারীরা এবং অফিসের করণিকেরা দুই ঘণ্টার বিরতি উপভোগ করে না। দুটি আইনেই একথাও বলছে যে ১৭ বৎসরের কমবয়স্ক লোকদের, স্কুলে পড়াশুনা করার জন্য, দোকান বা কারখানা থেকে এই দুই ঘণ্টার অতিরিক্ত আরো তিন ঘণ্টা অনুপস্থিত থাকার অধিকার থাকবে। এটা অবশ্যই আমাদের তরুণ কমরেডদের পক্ষে একটা বড় রকমের সুবিধা…।

কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, শ্রমিকশ্রেণী এই ধরনের ধারাগুলির উপযুক্ত ব্যবহারই করবে, সর্বহারার সংগ্রামকে যথোচিতভাবে তীব্রায়িত করবে এবং জগৎকে আর একবার দেখিয়ে দেবে যে, শয়তানের মাথা অবশ্যই তার নিজের তলোয়ার দিয়েই কেটে ফেলতে হবে।

আখালি ত্রোয়েবা (নতুন যুগ), ৪নং
৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯০৬
স্বাক্ষর : কো··

সমসাময়িক সামাজিক জীবনের নাভিকেন্দ্র হ'ল শ্রেণী-সংগ্রাম। এই সংগ্রামের গতিপথে প্রত্যেকটি শ্রেণী তার আপন ভাবাদর্শের দ্বারা চালিত হয়। বুর্জোয়াদের আপন ভাবাদর্শ আছে—তথাকথিত **উদারনীতিবাদ** (**লিবারেলিজ্‌ম্**)। আর এটাও সুবিদিত যে শ্রমিকশ্রেণীরও আছে তার আপন ভাবাদর্শ, তা হ'ল **সমাজতন্ত্র** (**সোশ্যালিজ্‌ম্**)।

উদারনীতিবাদকে অবশ্যই অখণ্ড ও অবিভাজ্য কিছু মনে করাই উচিত নয়। বুর্জোয়াদের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী উদারনীতিবাদেরও ভিন্ন ভিন্ন ধারা রয়েছে।

সমাজতন্ত্রও অখণ্ড এবং অবিভাজ্য নয়। এর মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন ধারা।

আমরা এখানে উদারনীতিবাদের সমীক্ষা করব না। সে কাজ অন্য সময়ের জন্য রেখে দিলে ভাল হবে।

আমরা পাঠকদের কেবল সমাজতন্ত্র আর তার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত করতে চাই। আমাদের মনে হয়, সেটাই হবে তাদের কাছে অধিকতর আগ্রহের বিষয়।

সমাজতন্ত্র তিনটি প্রধান ধারায় বিভক্ত : **সংস্কারবাদ**, **নৈরাজ্যবাদ** এবং **মার্কসবাদ**।

সংস্কারবাদ (বার্ণস্টাইন এবং অন্যান্যেরা), যা সমাজতন্ত্রকে একটি বহুদূরবর্তী লক্ষ্য বলে গণ্য করে, তার বেশি কিছু নয়; সংস্কারবাদ যা প্রকৃতপক্ষে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবকে প্রত্যাখ্যান করে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যার লক্ষ্য; সংস্কারবাদ যা শ্রেণী-সংগ্রামকে সমর্থন করে না, সমর্থন করে শ্রেণী-সহযোগিতাকে;—এই সংস্কারবাদ প্রতিদিন অবক্ষয়ের পথে যাচ্ছে, দিনের পর দিন সমাজতন্ত্রের সমস্ত চেহারা হারাচ্ছে এবং আমাদের মতে, সমাজতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করার সময় এই প্রবন্ধগুলিতে একে পরীক্ষা করা একেবারে অপ্রয়োজনীয়।

কিন্তু মার্কসবাদ ও নৈরাজ্যবাদের সম্পর্কের ব্যাপারটা একেবারেই ভিন্ন : দুটিই বর্তমান সময়ে সমাজতান্ত্রিক ধারা হিসাবে স্বীকৃত হচ্ছে, এরা পরস্পরের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করছে, উভয়েই শ্রমিকশ্রেণীর নিকট খাঁটি সমাজতান্ত্রিক

মতবাদ হিসাবে নিজেদের উপস্থিত করতে চেষ্টা করছে এবং, স্বভাবতঃই, এই দুটির পর্যালোচনা ও তুলনা পাঠকের পক্ষে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হবে।

আমরা সে ধরনের লোক নই, যারা, 'নৈরাজ্যবাদ' শব্দটার উল্লেখ হলেই অবজ্ঞাভরে মুখ ফেরায় এবং উদ্ধত ও উন্নাসিকভাবে হাত নাড়িয়ে বলে, 'ঐ সম্পর্কে সময় নষ্ট করে কি হবে, ওটা তো আলোচনারই যোগ্য নয়!' আমরা মনে করি, এ-রকম সস্তা 'সমালোচনা' অমর্যাদাকর ও অর্থহীন।

আমরা আবার সে ধরনের লোকও নই, যারা এই চিন্তা করে নিজেদের সান্ত্বনা দেয় যে, নৈরাজ্যবাদীদের 'পেছনে কোন ব্যাপক জনসাধারণ নেই এবং, সেজন্য, তারা ততটা বিপজ্জনক নয়।' আজকের দিনে কত বেশি বা কত কম 'গণ'সমর্থন আছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হ'ল মতবাদের সারমর্ম। যদি নৈরাজ্যবাদীদের 'মতবাদ' সত্য প্রকাশ করে, তাহলে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তা নিশ্চিতভাবেই নিজের জন্য পথ কেটে নেবে এবং তার চারপাশে জনগণকে সমবেত করবে। কিন্তু যদি তা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা বেশিদিন স্থায়ী হবে না বরং তা শূন্য পথে ঝুলতে থাকবে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদের ভুল অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে।

কিছু লোক বিশ্বাস করে যে, মার্কসবাদ ও নৈরাজ্যবাদ একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের মধ্যে মতের অমিল কেবল রণকৌশল নিয়ে; তাই এই লোকগুলির মতে, এই দুটি ধারার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যই টানা যায় না।

এটা একটা মস্ত ভুল।

আমরা বিশ্বাস করি যে, নৈরাজ্যবাদীরা মার্কসবাদের প্রকৃত শত্রু। তদনুসারে, আমরা মনে করি প্রকৃত শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগ্রাম অবশ্যই চালাতে হবে। সুতরাং গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নৈরাজ্যবাদীদের 'মতবাদ' পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং সব দিক থেকে এর পুরোপুরি মূল্যায়নও প্রয়োজন।

প্রকৃত বিষয় হ'ল এই যে মার্কসবাদ ও নৈরাজ্যবাদ সম্পূর্ণ পৃথক নীতির উপর গঠিত, যদিও তারা উভয়েই সমাজতন্ত্রের পতাকাতলে সংগ্রামের ক্ষেত্রে আসে। নৈরাজ্যবাদের ভিত্তি-প্রস্তর হ'ল ব্যক্তি-মানুষ এবং এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তি-মানুষের মুক্তিই হ'ল জনগণের—যৌথ ব্যক্তিবর্গের—মুক্তির প্রধান শর্ত। নৈরাজ্যবাদের মতবাদ অনুযায়ী যতদিন না ব্যক্তি-মানুষের মুক্তি হচ্ছে, ততদিন জনগণের মুক্তি অসম্ভব। সুতরাং তার স্লোগান হ'ল: 'ব্যক্তি-মানুষের জন্যই সবকিছু।' কিন্তু মার্কসবাদের ভিত্তি-প্রস্তর হ'ল জনগণ, এবং

এই মতবাদ অনুযায়ী জনগণের মুক্তিই হ'ল ব্যক্তি-মানুষের মুক্তির প্রধান শর্ত। অর্থাৎ মার্কসবাদের নীতি অনুযায়ী যতদিন না জনগণের মুক্তি হচ্ছে, ততদিন ব্যক্তি-মানুষের মুক্তি অসম্ভব। সুতরাং এর স্লোগান হ'ল: 'জনগণের জন্যই সবকিছু।'

পরিষ্কারভাবেই আমরা এখানে দুটি নীতি পাচ্ছি, তার একটি আর একটিকে নিরাকরণ করে; কেবল রণকৌশলের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতের অমিল নয়।

আমাদের প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য হ'ল, এই দুটি মতবাদকে পাশাপাশি স্থাপন করা, মার্কসবাদকে নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে তুলনা করা এবং এর দ্বারা এদের নিজ নিজ দোষ-গুণের উপর আলোকপাত করা। এই প্রবন্ধগুলির রূপরেখার সঙ্গে পাঠকদের ঠিক এখানেই পরিচিত করানো আমরা প্রয়োজন মনে করি।

আমরা মার্কসবাদ সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিয়ে আরম্ভ করব এবং, প্রসঙ্গতঃ, মার্কসবাদ সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদীদের মতামতের আলোচনা করব, এবং তারপরেই নৈরাজ্যবাদকে সমালোচনা করতে অগ্রসর হবো। অর্থাৎ, আমরা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি ও এই পদ্ধতি সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদীদের মতামত ব্যাখ্যা করব এবং সে সম্পর্কে আমাদের সমালোচনা রাখব; ব্যাখ্যা করব বস্তুবাদী তত্ত্ব, নৈরাজ্যবাদীদের মতামত, তার উপর রাখব আমাদের সমালোচনা (এখানেও আমরা আলোচনা করব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র, নিম্নতম কর্মসূচী এবং সাধারণভাবে রণকৌশল); তারপর থাকবে নৈরাজ্যবাদীদের দর্শন এবং আমাদের সমালোচনা; নৈরাজ্যবাদীদের সমাজতন্ত্র এবং আমাদের সমালোচনা; নৈরাজ্যবাদীদের রণকৌশল ও সংগঠন—এবং, উপসংহারে, দেব আমাদের সিদ্ধান্ত।

আমরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করব, যেহেতু তারা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা, সেহেতু এই নৈরাজ্যবাদীরা খাঁটি সমাজতন্ত্রী নয়।

আমরা আরও প্রমাণ করতে চেষ্টা করব, যেহেতু তারা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অস্বীকার করে, সেহেতুও এই নৈরাজ্যবাদীরা খাঁটি সমাজতান্ত্রিক নয়।

তাহলে এখন আমরা আমাদের বিষয় নিয়ে অগ্রসর হই।

১

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি

> বিশ্বে সবকিছুই গতিশীল……জীবন বদলে যায়, উৎপাদনশীল শক্তিসমূহ বৃদ্ধি পায়, পুরানো সম্পর্কসমূহ ধ্বসে পড়ে।
>
> —কার্ল মার্কস

মার্কসবাদ শুধু সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব নয়, মার্কসবাদ একটি অখণ্ড বিশ্ববীক্ষা, একটি দার্শনিক প্রণালী, যা থেকে মার্কসের সর্বহারার সমাজতন্ত্র যুক্তিসঙ্গতভাবেই এসে পড়ে। এই দার্শনিক প্রণালীকে বলা হয় 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'।

সুতরাং মার্কসবাদকে ব্যাখ্যা করার অর্থ হ'ল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকেও ব্যাখ্যা করা।

এই প্রণালীকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলে কেন?

যেহেতু এর পদ্ধতি হ'ল দ্বন্দ্বমূলক এবং এর তত্ত্ব হ'ল বস্তুবাদী।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিটি কি?

বলা হয়, সামাজিক জীবন অবিরাম গতিশীল ও বিকাশমান। এটা সত্য: জীবনকে অব্যয় অপরিবর্তনীয় একটা কিছু বলে গণ্য করা অবশ্যই ভুল; জীবন কখনো একই স্তরে থাকে না। জীবন নিত্য গতিময়, জীবন হচ্ছে ধ্বংস ও সৃষ্টির এক চিরন্তন প্রক্রিয়া। সেইজন্য, জীবনের মধ্যে সব সময়ে রয়েছে নতুন এবং পুরাতন, জায়মান এবং ক্ষীয়মান, বৈপ্লবিক এবং প্রতি-বৈপ্লবিক।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি আমাদের বলে যে, জীবন বাস্তবিক পক্ষে যা, জীবনকে সেই মতোই বিবেচনা করতে হবে। আমরা দেখেছি, জীবন নিরন্তর গতিশীল সুতরাং আমরা জীবনকে অবশ্যই তার গতিশীলতার মধ্যেই বিবেচনা করব এবং জিজ্ঞাসা করব: জীবন কোথায় যাচ্ছে? আমরা দেখেছি, জীবন অবিরাম ধ্বংস ও সৃষ্টির একটি চলৎ চিত্র। সুতরাং আমরা অবশ্যই জীবনকে তার ধ্বংস ও সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া হিসাবেই বিবেচনা করব এবং জিজ্ঞাসা করব: জীবনে কী ধ্বংস হচ্ছে, এবং কী সৃষ্টি হচ্ছে?

জীবনে যা জন্মাচ্ছে এবং দিনের পর দিন বেড়ে উঠছে তা অজেয়, তার অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে না। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসাবে, শ্রমিকেরা যদি শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে জন্মায় এবং দিনের পর দিন বাড়তে থাকে, তাহলে তারা আজ যত দুর্বলই এবং সংখ্যায় যত অল্পই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না, পরিণামে তাদের বিজয় অবধারিত। কেন? এর কারণ হ'ল, শ্রমিকশ্রেণী বেড়ে উঠছে, শক্তি অর্জন করছে এবং সম্মুখপানে অভিযান করছে। পক্ষান্তরে, জীবনে যা পুরানো হচ্ছে, কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা অবশ্যম্ভাবীরূপে পরাজয় বরণ করবে, এমনকি যদিও আজ সে একটি বিরাট শক্তির প্রতিনিধিত্বও করে। যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে, আজ যদি বুর্জোয়াদের পায়ের তলা থেকে ক্রমশঃ মাটি সরে যেতে আরম্ভ করে থাকে এবং তারা প্রতিদিনই পিছন থেকে আরো পিছনে সরে যেতে শুরু করে, তাহলে তারা আজ যতই সবল এবং সংখ্যায় যতই বেশি হোক না কেন, পরিণামে তারা অবশ্যই পরাজয় বরণ করবে। কেন? কারণ শ্রেণী হিসাবে তারা ক্ষয় পাচ্ছে, দুর্বল হচ্ছে, পুরানো হচ্ছে এবং জীবনের নিকট বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এ থেকেই সুবিদিত দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির উদ্ভব: যা-কিছু বাস্তবক্ষেত্রে বিদ্যমান, অর্থাৎ যা-কিছু দিনের পর দিন বেড়ে উঠছে তা যুক্তিসিদ্ধ এবং যা দিনের পর দিন ক্ষয় পাচ্ছে তা যুক্তিহীন এবং, সেজন্য, তা পরাজয় এড়াতে পারে না।

উদাহরণ: গত শতাব্দীর আশির দশকে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক বিরাট বিতর্ক উঠেছিল। নারদনিকরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করল—প্রধান যে শক্তি 'রাশিয়াকে মুক্ত করার' দায়িত্ব নিতে পারে, তারা হ'ল গ্রাম ও শহরের পেটিবুর্জোয়ারা। কেন?—মার্কসবাদীরা তাদের জিজ্ঞাসা করল। নারদনিকরা জবাব দিল, এর কারণ—গ্রাম ও শহরের পেটিবুর্জোয়ারা এখন সংখ্যাগুরু এবং, অধিকন্তু, তারা গরিব, তারা দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করে।

এর জবাবে মার্কসবাদীরা বলল: একথা সত্য যে, গ্রাম ও শহরের পেটিবুর্জোয়ারা এখন সংখ্যাগুরু এবং সত্যসত্যই গরিব, কিন্তু সেটাই কি সব? পেটিবুর্জোয়ারা বহুদিন ধরে সংখ্যাগুরু রয়েছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত শ্রমিক-শ্রেণীর সাহায্য ব্যতীত তারা 'মুক্তির' সংগ্রামে কোন উদ্যোগ নেয়নি। কেন? কারণ—পেটিবুর্জোয়ারা, শ্রেণী হিসাবে, বাড়ছে না; পক্ষান্তরে, তারা দিনের পর দিন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে এবং ভেঙে গিয়েই বুর্জোয়া আর

শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে, এখানে দারিদ্র্যেরও চূড়ান্ত গুরুত্ব নেই: 'ভবঘুরেরা' পেটিবুর্জোয়া থেকে অধিকতর গরিব, কিন্তু কেউ বলবে না যে, তারা 'রাশিয়াকে মুক্ত করার' দায়িত্ব নিতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রশ্ন এ নয় যে, কোন্ শ্রেণী আজ সংখ্যাগুরু, কিংবা কোন্ শ্রেণী বেশি গরিব; প্রশ্ন এই যে, কোন্ শ্রেণী শক্তিলাভ করছে এবং কোন্ শ্রেণী লয় পাচ্ছে।

এবং যেহেতু শ্রমিকেরা হ'ল একমাত্র শ্রেণী যা নিশ্চিত গতিতে বেড়ে উঠছে এবং শক্তিলাভ করছে, যা সামাজিক জীবনকে সামনের পানে টেনে নিচ্ছে এবং সমস্ত বিপ্লবী অংশকে তার নিজের চারপাশে সমবেত করছে, অতএব আজকের আন্দোলনে একে আমরা প্রধান শক্তি হিসাবে গণ্য করব, এরই সারিতে যোগ দেব এবং এরই ক্রমবর্ধমান সংগ্রামকে আমাদের নিজেদের সংগ্রাম করে নেব।

মার্কসবাদীরা এইভাবেই জবাব দিয়েছিল।

মার্কসবাদীরা জীবনকে দেখেছিল দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে; পক্ষান্তরে, নারদনিকেরা তর্ক তুলেছিল আধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে—তারা সামাজিক জীবনকে এমন কিছু একটার মতো চিত্রিত করেছিল যা নিশ্চল থাকে।

এইভাবেই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি জীবনের বিকাশকে দেখে থাকে।

কিন্তু আন্দোলন আছে নানারকমের। 'ডিসেম্বরের দিনগুলিতে' সামাজিক জীবনে আন্দোলন ঘটেছিল, যখন শ্রমিকশ্রেণী শিরদাঁড়া সোজা করে অস্ত্রশস্ত্রের ডিপো প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করল এবং প্রতিক্রিয়ার উপর আক্রমণ চালালো। কিন্তু পূর্ববর্তী বছরগুলির আন্দোলন, যখন শ্রমিকশ্রেণী 'শান্তিপূর্ণ' বিকাশের অবস্থাতে আলাদা আলাদা ধর্মঘটে এবং ছোট ছোট ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল, তাকেও কিন্তু সামাজিক আন্দোলনই বলতে হবে।

স্পষ্টতঃ, আন্দোলনে আন্দোলনে পার্থক্য আছে এবং এই জন্যই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি বলে, আন্দোলনের দুটি রূপ আছে: বিকাশমূলক এবং বিপ্লবমূলক।

যখন প্রগতিশীল অংশসমূহ তাদের প্রাত্যহিক কার্যকলাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চালিয়ে যেতে থাকে এবং পুরানো ব্যবস্থায় গৌণ, মাত্রাগত পরিবর্তন আনে, তখন সে আন্দোলন হ'ল বিকাশমূলক।

আন্দোলন বিপ্লবমূলক হয়, যখন সেই একই অংশসমূহ একত্রিত হয়, একটি মাত্র ধারণায় পরিপূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত হয়, এবং পুরানো ব্যবস্থা সমূলে

উৎপাটিত করার জন্য, জীবনে গুণগত পরিবর্তন ঘটাবার জন্য শত্রু-শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বিকাশ বিপ্লবের আয়োজন করে এবং তার ভিত্তি রচনা করে; বিপ্লব বিকাশের ক্রিয়াকে সম্পূর্ণতা দান করে এবং তার পরবর্তী সক্রিয়তাকে সহজ করে।

প্রকৃতিতেও অনুরূপ প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। বিজ্ঞানের ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি একটি খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি: জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে সমাজবিজ্ঞান—প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এই ধারণারই অনুমোদন পাই যে, এই বিশ্বে কিছুই শাশ্বত নয়, প্রকৃতিতে প্রতিটি বস্তুই পরিবর্তিত হয়, প্রতিটি বস্তুই বিকশিত হয়। এজন্য, প্রকৃতিতে প্রতিটি বস্তুকেই গতি ও বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হয়। এবং এর অর্থ এই যে, দ্বন্দ্ববাদের মূলনীতি আজকের দিনের সমস্ত বিজ্ঞানেই পরিব্যাপ্ত।

গতির বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে, দ্বন্দ্ববাদী তত্ত্বের যে সিদ্ধান্ত—ছোট ছোট মাত্রাগত পরিবর্তন, শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক, বড় বড় গুণগত পরিবর্তনে পরিণতি লাভ করে—এই সিদ্ধান্ত, এই নিয়ম সমানভাবে প্রকৃতির ইতিহাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মেনডেলিয়েভ-এর 'উপাদানসমূহের পর্যাবৃত্ত প্রণালী' সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে প্রকৃতির ইতিহাসে মাত্রাগত পরিবর্তনের উদ্ভব কত গুরুত্বপূর্ণ। জীববিদ্যায় নয়া-লামার্কবাদী তত্ত্ব একই জিনিস দেখিয়েছে—যে তত্ত্বের কাছে নয়া-ডারুইনবাদ নতি স্বীকার করছে।

অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আমরা কিছু বলব না; এফ. এঙ্গেলস তার অ্যান্টি-ডুরিং পুস্তকে সেগুলির উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছেন।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির এই হ'ল বিষয়বস্তু।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে নৈরাজ্যবাদীরা কিভাবে দেখেন?

প্রত্যেকেই জানে হেগেল দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির স্রষ্টা ছিলেন। মার্কস এই পদ্ধতিকে পরিশোধিত করে উন্নত করেছিলেন। অবশ্যই নৈরাজ্যবাদীরাও তা জানে। আর তারা এটাও জানে যে, হেগেল ছিলেন সংরক্ষণশীল, এবং এইজন্যই তারা তার সুবিধা নিয়ে, হেগেলকে 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার' প্রবক্তা বলে তাকে প্রচণ্ডভাবে গালাগালি করে, এবং পরম উৎসাহভরে তারা 'প্রমাণ' করতে চেষ্টা করে যে, 'হেগেল হচ্ছেন পুনঃপ্রতিষ্ঠার দার্শনিক…হেগেল আমলাতান্ত্রিক

নিয়মতান্ত্রিকতার চরম রূপের স্তুতিকার; তার ইতিহাসের দর্শনের সাধারণ ভাবধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কালের দার্শনিক প্রবণতার বশবর্তী এবং সেই প্রণবতারই সহায়ক' ইত্যাদি ইত্যাদি। (৬নং নোবাভিতে[৮৫] ভি. চেরকেজিশভিলির প্রবন্ধ দেখুন।)

প্রখ্যাত নৈরাজ্যবাদী ক্রোপটকিনও তার রচনাবলীতে একই বিষয় প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন (উদাহরণস্বরূপ, রুশভাষায় লেখা তার 'বিজ্ঞান ও নৈরাজ্যবাদ' দেখুন)।

চেরকেজিশভিলি থেকে এস-এইচ. জি. পর্যন্ত আমাদের সমস্ত ক্রোপটকিনপন্থীরাই সমস্বরে ক্রোপটকিনের কথারই পুনরাবৃত্তি করে থাকেন (নোবাভি দেখুন)।

সত্য বটে, এই প্রশ্নে তারা যা বলে, কেউ তার প্রতিবাদ করেন না। বরং প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, হেগেল বিপ্লবী ছিলেন না। অন্য সবার আগে মার্কস ও এঙ্গেলস নিজেরাই তাদের 'ক্রিটিক অব্ ক্রিটিক্যাল ক্রিটিসিজ্ম্' গ্রন্থে প্রমাণ করেছিলেন যে, ইতিহাস সম্পর্কে হেগেলের মতামত জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাকে মূলগতভাবে অস্বীকার করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নৈরাজ্যবাদীরা 'প্রমাণ' করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং দিনের পর দিন এটাই 'প্রমাণ করার' চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে যে হেগেল ছিলেন 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার' প্রবক্তা। কেন তারা তা করছেন? সম্ভবতঃ এই সবের দ্বারা তারা হেগেলকে অপদস্থ করতে চান এবং তাদের পাঠকদের বোঝাতে চান, 'প্রতিক্রিয়াশীল' হেগেলের পদ্ধতিটিও 'অপাংক্তেয়' ও অবৈজ্ঞানিক না হয়ে পারে না।

নৈরাজ্যবাদীরা মনে করেন যে তারা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে এইভাবে অপ্রমাণ করতে পারবেন।

আমরা দৃঢ়তাসহকারে বলছি, এইভাবে তাদের নিজেদের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই তারা সপ্রমাণ করতে পারবেন না। পাসক্যাল এবং লাইবনিৎস্ বিপ্লবী ছিলেন না, কিন্তু যে গাণিতিক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিলেন, তা আজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত। মেয়ার ও হেল্ম্হোল্ৎস্-ও বিপ্লবী ছিলেন না, কিন্তু পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তাদের আবিষ্কার বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছিল। লামার্ক ও ডারুইন-ও বিপ্লবী ছিলেন না, কিন্তু তাদের বিবর্তনমূলক পদ্ধতি জীববিজ্ঞানকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছিল। ...তাহলে একথা কেন

স্বীকার করে নেওয়া হবে না যে, হেগেল তার সংরক্ষণশীলতা সত্ত্বেও একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রচনায় সফল হয়েছিলেন, যাকে বলা হয় দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি?

না, আমরা আবার বলছি যে এইভাবে নৈরাজ্যবাদীরা তাদের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই সপ্রমাণ করতে পারবেন না।

আরও দেখা যাক। নৈরাজ্যবাদীদের মতে, 'দ্বন্দ্ববাদ হ'ল অধিবিদ্যা' এবং যেহেতু তারা 'বিজ্ঞানকে অধিবিদ্যা থেকে এবং দর্শনকে ঈশ্বরতত্ত্ব থেকে মুক্ত করতে চান', সেইহেতু তারা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে অস্বীকার করেন (৩নং এবং ৯নং নোবাত্তি দেখুন, এস-এইচ. জি.; ক্রোপটকিনের বিজ্ঞান এবং নৈরাজ্যবাদও দেখুন)।

হায়, এই নৈরাজ্যবাদীরা! কথায় বলে, 'নিজের পাপের দায় অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেও।' অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ববাদ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হ'ল এবং এই সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা অর্জন করল, কিন্তু নৈরাজ্যবাদীদের মতে দ্বন্দ্ববাদ হ'ল অধিবিদ্যা!

দ্বন্দ্ববাদ আমাদের বলে, এজগতে কিছুই শাশ্বত নয়, এই জগতে প্রতিটি বস্তু অস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল; প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, সমাজ পরিবর্তিত হয়, অভ্যাস ও প্রথা বদলায়, বদলায় ন্যায়বিচার সম্পর্কিত ধারণা, সত্য নিজেও পরিবর্তিত হয়—এই জন্যই দ্বন্দ্ববাদ সবকিছুকেই সমালোচকের দৃষ্টিতে বিবেচনা করে, এই জন্য দ্বন্দ্ববাদ একবার চিরতরের জন্য প্রতিষ্ঠিত সত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। এজন্য, দ্বন্দ্ববাদ অমূর্ত 'আপ্তবাক্য, যা একবার আবিষ্কৃত হলে তারপর শুধু কণ্ঠস্থই করতে হবে' তাকেও অস্বীকার করে (লাডউইগ ফয়েরবাখ—এফ. এঙ্গেলস' দেখুন)।[৮৬]

অধিবিদ্যা কিন্তু আমাদের বলে সম্পূর্ণ অন্য কথা। তার দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ হ'ল শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় (অ্যান্টি-ডুরিং—এফ. এঙ্গেলস, দেখুন); যাকে চিরকালের মতো কোন কেউ বা কোন কিছু নির্ধারণ করে দিয়েছে…এই জন্যই অধিবিদ্যাবিৎদের মুখে সব সময়েই ধ্বনিত হয় 'চিরন্তন ন্যায়' বা 'অব্যয় সত্য'।

নৈরাজ্যবাদীদের 'জনক' প্রুঁধো বলেছিলেন যে জগতে চিরকালের জন্য নির্ধারিত অপরিবর্তনীয় ন্যায় বিদ্যমান রয়েছে। যা অবধারিতরূপেই ভবিষ্যৎ সমাজের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। এই জন্যই প্রুঁধোকে বলা হয়েছে অধিবিদ্যাবিদ্। মার্কস দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির সাহায্যে প্রুঁধোর সঙ্গে সংগ্রাম

করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন, যেহেতু পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তুই বদলায়, সেহেতু 'ন্যায়-ও' অবশ্যই বদলাবে এবং, সেজন্য 'অপরিবর্তনীয় ন্যায়' হ'ল কেবল অধিবিদ্যার অর্থহীন বুলি ('দর্শনের দৈন্য': পভার্টি অফ্ ফিলজফি—কার্ল মার্কস, দেখুন)। তবু অধিবিদ্যাবিদ্ প্রঁধোর শিষ্যেরা বারবার অবৃত্তি করে চলেছে, 'মার্কসের দ্বন্দ্ববাদ হ'ল অধিবিদ্যা'।

অধিবিদ্যা নানাবিধ ধোঁয়াটে আপ্তবাক্যকে স্বীকৃতি দেয়, যেমন, 'অজ্ঞেয়', 'স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা', এবং তার ফলে তা পর্যবসিত হয় নীরস ঈশ্বরতত্ত্বে। প্রঁধো এবং স্পেন্সারের প্রতিপক্ষে এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির সাহায্যে এই সমস্ত আপ্তবাক্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন (লাডউইগ ফয়েরবাখ দেখুন); কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা—প্রঁধো এবং স্পেন্সারের শিষ্যেরা—আমাদের বলেন যে, প্রঁধো এবং স্পেন্সার ছিলেন বৈজ্ঞানিক, পক্ষান্তরে মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন অধিবিদ্যাবিদ্।

দুটি জিনিসের একটি: হয় নৈরাজ্যবাদীরা নিজেদের প্রতারিত করছে, না হয় তারা যে-বিষয়ে বলছে, তা তারা বোঝে না।

সে যাই হোক, নৈরাজ্যবাদীরা যে হেগেলের আধিবিদ্যক মতবাদকে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে, তা সন্দেহাতীত।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, হেগেলের দার্শনিক মতবাদ, যা অপরিবর্তনীয় ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আধিবিদ্যক। কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে, হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি যা সমস্ত অপরিবর্তনীয় ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করে, তা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক এবং বৈপ্লবিক।

এই জন্যই কার্ল মার্কস যিনি হেগেলের আধিবিদ্যক মতবাদের মারাত্মক সমালোচনা করেছিলেন, তিনিই আবার সঙ্গে সঙ্গে হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির প্রশংসা করেছিলেন; যে পদ্ধতি, মার্কস বলেছেন, কোনো কিছুকেই নিজের উপর আরোপ করতে দেয় না এবং যা মর্মগতভাবে সমালোচনামূলক ও বৈপ্লবিক' (মূলধন: প্রথম খণ্ডের, ভূমিকা দেখুন)।

এই জন্যই এঙ্গেলস হেগেলের পদ্ধতি এবং হেগেলের মতবাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য তুলে ধরেন। 'যে কেউ হেগেলীয় মতবাদের উপর প্রধান জোর দিয়েছে, সে-ই দুটি ক্ষেত্রে পুরাদস্তুর রক্ষণশীল হতে পারে; যে কেউ দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে মুখ্য বিষয় হিসাবে ধরে নিয়েছে, সে-ই, চরমতম বিরোধী

পক্ষের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে—রাজনীতি এবং ধর্ম উভয়ক্ষেত্রেই' (লাডউইগ ফয়েরবাখ দেখুন)।

নৈরাজ্যবাদীরা এই পার্থক্য দেখতে পায় না এবং চিন্তা না করেই জোর করে বলতে থাকে, 'দ্বন্দ্ববাদ হ'ল অধিবিদ্যা'।

আরো এগোনো যাক। নৈরাজ্যবাদীরা বলে যে, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি হ'ল, 'সূক্ষ্ম কথার জাল বোনা', 'কুতর্কের কৌশল', 'তর্কশাস্ত্রের ভিগবাজি' (৮নং নোবাত্তি দেখুন, এস-এইচ. জি)—'যার সাহায্যে সত্য এবং মিথ্যা দুই-ই সমান স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে প্রমাণ করা হয়' (৪নং নোবাত্তি, ভি. চেরকেজিস-ভিলির প্রবন্ধ দেখুন)।

তাহলে, নৈরাজ্যবাদীদের মতে, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি সত্য ও মিথ্যা উভয়কেই প্রমাণ করে।

প্রথমে দেখলে মনে হবে যে, নৈরাজ্যবাদীদের উপস্থাপিত অভিযোগের কিছুটা ভিত্তি আছে। উদাহরণস্বরূপ, আধিবিদ্যক পদ্ধতির অনুসরণকারী সম্পর্কে এঙ্গেলস কি বলেন মনোযোগ দিয়ে শুনুন: '...তার বাণী হ'ল: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হ্যাঁ; না, নিশ্চয়ই না, কারণ যা-কিছু এ দুয়ের অতিরিক্ত তাই অশুভ থেকে আগত। আধিবিদ্যক পদ্ধতির অনুসরণকারীর মতে একটি জিনিস হয় বিদ্যমান, না হয়, বিদ্যমান নয়। কোনো বস্তুর পক্ষে একই সময়ে সেই বস্তু এবং অন্য কোন বস্তু হওয়া অসম্ভব। ইতি এবং নেতি চূড়ান্তভাবে পরস্পরের ব্যাতিরেকী ...' (অ্যান্টি-ডুরিং, ভূমিকা দেখুন)।

সে কি রকম?—নৈরাজ্যবাদীরা উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে বলে। কোন বস্তুর পক্ষে একই সময়ে ভাল ও মন্দ হওয়া কি সম্ভব? এটা হ'ল 'কুতর্ক', 'কথার মারপ্যাঁচ'। এটা দেখাচ্ছে যে, 'তুমি সত্যকে এবং মিথ্যাকে সমান আবেশে প্রমাণ করতে চাও'!...

আচ্ছা বিষয়টির মর্মে যাওয়া যাক।

আজ আমরা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র দাবি করছি।

আমরা কি বলতে পারি যে, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র সব দিক থেকে ভাল, অথবা সব দিক থেকে খারাপ! না, আমরা পারি না! কেন? কারণ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র কেবল একটি দিক থেকে ভাল: যখন তা সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে; কিন্তু অন্য দিক থেকে তা খারাপ: যখন তা বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। এই জন্য আমরা বলি:

একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র যতদূর পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে, ততদূর পর্যন্ত ভাল—এবং আমরা তার সপক্ষে লড়াই করি, কিন্তু যতদূর পর্যন্ত তা বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ততদূর পর্যন্ত তা খারাপ—এবং আমরা তার বিপক্ষে লড়াই করি।

সুতরাং একই গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র একই সময়ে 'ভাল' এবং 'মন্দ' হতে পারে—তা একই সঙ্গে 'হ্যাঁ' এবং 'না'।

আট ঘণ্টা কাজের দিন সম্পর্কে একই কথা বলা যেতে পারে—একই সময়ে তা ভাল এবং খারাপ : যতখানি তা শ্রমিকশ্রেণীকে জোরদার করে, ততখানি 'ভাল', এবং যতখানি তা মজুরি প্রথাকে জোরদার করে, ততখানি তা 'খারাপ'।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির চরিত্র বর্ণনায় উপরিউক্ত কথাগুলি বলার সময় এই ধরনের বিষয়গুলিই এঙ্গেলসের মনে ছিল।

কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা তা বুঝতে পারে না; তাই একটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ধারণা তাদের কাছে মনে হয় ধোঁয়াটে 'কুতর্ক' বলে।

অবশ্য, এসব ঘটনা লক্ষ্য করার বা উপেক্ষা করার স্বাধীনতা নৈরাজ্যবাদীদের আছে, তারা বালুকাময় সমুদ্র তীরের বালুকারাশিকেও উপেক্ষা করতে পারে—তাদের তা করার সম্পূর্ণ স্বাধিকার আছে। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে টেনে আনা কেন? দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি নৈরাজ্যবাদের মতো নয়, তা চোখ বন্ধ করে জীবনের দিকে তাকায় না, জীবনের স্পন্দনের উপর তার আঙুল রয়েছে এবং তা খোলাখুলিভাবে বলে: যেহেতু জীবন পরিবর্তনশীল ও গতিময়, সেজন্য জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে দুটি প্রবণতা আছে: একটি ইতিবাচক, অন্যটি নেতিবাচক; প্রথমটিকে আমরা অবশ্যই রক্ষা করব, দ্বিতীয়টিকে আমরা নিশ্চিতই বাতিল করব।

আরো এগোনো যাক। নৈরাজ্যবাদীদের মতে, 'দ্বন্দ্বমূলক বিকাশ হ'ল প্রলয়মূলক বিকাশ, যার দ্বারা প্রথমে অতীতকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেওয়া হয় এবং তারপর ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়…। কুভিয়ারের প্রলয় ঘটেছিল অজ্ঞাত কারণে, কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রলয়ের কারণ হ'ল দ্বন্দ্ববাদ' (৮নং নোবাতি দেখুন, এস-এইচ. জি)।

অন্য জায়গায় একই লেখক লিখছেন, 'মার্কসবাদ ডারুইনবাদের উপর নির্ভর করে এবং বিনা সমালোচনায় তাকে গ্রহণ করে (৬নং নোবাতি দেখুন)। •

কথাটায় মনোযোগ দিন!

কুভিয়ার ডারুইনের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব বাতিল করেন, তিনি কেবল প্রলয়কেই স্বীকার করেন, এবং প্রলয় হ'ল অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় 'যার কারণ অজ্ঞাত।' নৈরাজ্যবাদীরা বলে, মার্কসবাদীরা কুভিয়ারের মতের অনুগত তাই তারা ডারুইনবাদকে অগ্রাহ্য করে।

ডারুইন কুভিয়ারের প্রলয়তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেন; তিনি স্বীকার করেন ক্রমিক বিবর্তনের তত্ত্ব। কিন্তু সেই নৈরাজ্যবাদীরাই বলে যে, 'মার্কসবাদ ডারুইনবাদের উপর নির্ভর করে এবং বিনা সমালোচনায় তাকে গ্রহণ করে', অর্থাৎ মার্কসবাদীরা কুভিয়ারের প্রলয়কে প্রত্যাখ্যান করে।

সংক্ষেপে, নৈরাজ্যবাদীরা অভিযোগ করে মার্কসবাদীরা নাকি কুভিয়ারের মতের প্রতি অনুগত; আবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা মার্কসবাদীদের তিরস্কার করে তারা নাকি ডারুইনের মতের প্রতি অনুগত, কুভিয়ারের মতের প্রতি নয়।

ইচ্ছা হলে একে নৈরাজ্যবাদ বলতে পারেন! কথায় বলে: সার্জেন্টের বিধবা নিজেই নিজেকে বেত মেরেছিল! স্পষ্টতঃই, ৮নং নোবাভির এস এইচ. জি ৬নং এস-এইচ. জি কি বলেছিলেন, তা ভুলে বসে আছেন।

কোন্‌টা সঠিক ৮নং, না ৬নং?

প্রকৃত ঘটনার দিকে তাকানো যাক। মার্কস বলেছেন: 'বিকাশের একটি স্তরে সমাজের বস্তুগত উৎপাদিকা শক্তিগুলি তৎকালীন উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের সঙ্গে, অথবা, আইনের ভাষায় বলতে গেলে সম্পত্তিগত সম্পর্ক-সমূহের সঙ্গে সংঘর্ষে আসে…তখন শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের একটি যুগ।' কিন্তু 'সমস্ত উৎপাদিকা শক্তিগুলির যতদূর পর্যন্ত বিকাশের সুযোগ আছে, ততদূর অবধি বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত, কোন সামাজিক ব্যবস্থা কখনোই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না…।' (কার্ল মার্কস: 'অর্থনীতির সমালোচনায় একটি অবদান': এ কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি, ভূমিকা দেখুন)।[৮৭]

মার্কসের এই তত্ত্ব যদি সমসাময়িক সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করা হয়, তা-হলে আমরা দেখব আজকের দিনের উৎপাদিকা শক্তিগুলি, (যার চরিত্র সামাজিক, এবং উৎপাদিত বস্তুর আত্মসাতের ধরন, যার চরিত্র ব্যক্তিগত— এই দুইয়ের মধ্যে একটি মূলগত বিরোধ রয়েছে, যা অবশ্যই পরিণতি লাভ

করবে সামাজিক বিপ্লবে (এঙ্গেলসের অ্যান্টি-ডুরিং, তৃতীয় অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন)।

আপনারা দেখছেন, মার্কস এবং এঙ্গেলসের মতে বিপ্লব কুভিয়ারের 'অজ্ঞাত কারণের' জন্ম সংঘটিত হয় না, সংঘটিত হয় অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং মৌল সামাজিক কারণে, যাকে বলা হয়, 'উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ।'

আপনারা দেখছেন, মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে বিপ্লব শুধু তখনই আসে যখন উৎপাদিকা শক্তিগুলি পর্যাপ্তভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়,—অপ্রত্যাশিতভাবে নয়, যেমন কুভিয়ার ভেবেছিলেন।

স্পষ্টতঃই কুভিয়ারের প্রলয় এবং মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির মধ্যে কোনই মিল নেই।

পক্ষান্তরে, ডারুইনবাদ কেবল প্রলয়কেই অস্বীকার করে না, দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিকাশ—যার মধ্যে বিপ্লবও অন্তর্ভুক্ত—তাকেও অস্বীকার করে। অন্যদিকে, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে, বিবর্তন ও বিপ্লব, মাত্রাগত ও গুণগত পরিবর্তন, একই গতির ছুটি আবশ্যিক রূপ। স্পষ্টতঃই, এটা বলা ভুল যে মার্কসবাদ···ডারুইনবাদকে বিনা সমালোচনায় গ্রহণ করে।

তাহলে ফলতঃ প্রমাণিত হয় যে, যেমন ৬নং-এ তেমনি ৮নং-এ—উভয় ক্ষেত্রেই নোবাত্তি ভুল করেছে।

সর্বশেষে নৈরাজ্যবাদীরা আমাদের এই বলে দোষারোপ করে যে, 'দ্বন্দ্ববাদ নিজের থেকে বেরিয়ে বা লাফিয়ে যাওয়া বা লাফিয়ে নিজেকে টপকে যাওয়ার কোন সুযোগই দেয় না' (৮নং নোবাত্তি দেখুন, এস-এইচ. জি)।

নৈরাজ্যবাদী মহাশয়েরা, হ্যাঁ এটাই হ'ল খাঁটি সত্য কথা! প্রিয় মশাইরা, এখানে আপনারা পুরোপুরি সঠিক: দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে সত্যসত্যই, এ-রকম কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কেন নেই? কারণ, 'নিজের থেকে বেরিয়ে বা লাফিয়ে যাওয়া বা লাফিয়ে নিজেকে টপকে যাওয়া' হ'ল বুনো ছাগলদের কসরৎ, কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে তো মানুষের জন্ম!

এই হ'ল গোপন তত্ত্ব!···সাধারণভাবে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির প্রশ্নে নৈরাজ্যবাদীদের মত হচ্ছে এই। স্পষ্টতঃ, নৈরাজ্যবাদীরা মার্কস ও এঙ্গেলসের দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি বুঝতে অপারগ; তারা তাদের নিজস্ব দ্বন্দ্ববাদ সৃষ্টি করেছে এবং তারই বিরুদ্ধে তারা এত নির্মমভাবে লড়াই করে চলেছে।

এই দৃশ্য দেখে আমরা শুধু হাসতেই পারি, কারণ, কেউ যখন দেখে যে

একজন তার নিজেরই কল্পনার সঙ্গে লড়াই করছে, নিজেরই আবিষ্কারকে চূর্ণ করছে আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে জোর দিয়ে বলছে যে সে তার প্রতিপক্ষকেই চূর্ণ করছে, তখন কেউ না হেসে থাকতে পারে না।

২

বস্তুবাদী তত্ত্ব

> 'মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না, বরং, পক্ষান্তরে, তার সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে।'
>
> —কার্ল মার্কস

আমরা এর মাঝেই জেনেছি দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিটি কি?

এখন দেখা যাক বস্তুবাদী তত্ত্বটা কি?

পৃথিবীতে সব জিনিসেরই পরিবর্তন ঘটে, জীবনে সব কিছুই বিকশিত হয়, কিন্তু কী ভাবে এই পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হয়? কী রূপে এই বিকাশ এগিয়ে চলে?

উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি, একদিন পৃথিবী ছিল একটি জলন্ত অগ্নিপিণ্ড, তারপর তা ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হ'ল, গাছপালা ও জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটল, জীবজগতের বিকাশের পথে দেখা দিল এক জাতের বানর, এবং এ-সবকিছুর পরে এল মানুষ।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, এইভাবে প্রকৃতির বিকাশ ঘটেছিল।

আমরা এ-ও জানি যে, সামাজিক জীবন স্থাণু ছিল না। এমন একটা সময় ছিল, যখন মানুষ আদিম সাম্যবাদের ভিত্তিতে বাস করত; সে-সময় তারা সেই আদিম শিকারের সাহায্যে জীবিকা অর্জন করত; তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত এবং এইভাবে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করত। একটা সময় এল, যখন আদিম সাম্যবাদের স্থান গ্রহণ করল মাতৃতন্ত্র—সে-সময় মানুষ তার প্রয়োজন মেটাত প্রধানতঃ সেই আদিম কৃষির সাহায্যে। পরবর্তীকালে মাতৃতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করল পিতৃতন্ত্র; তখন মানুষ তাদের জীবিকা অর্জন

করত প্রধানতঃ গবাদি পশু পালনের দ্বারা। পরে পিতৃতন্ত্রের স্থান নিল দাস-মালিকানা ব্যবস্থা—সে-সময় মানুষ তার জীবিকা অর্জন করত, অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃষি দ্বারা। দাস-মালিকানা ব্যবস্থার পরে এল সামন্ততন্ত্র এবং পর পর এই সবকিছুর পরে এল বুর্জোয়া ব্যবস্থা।

মোটামুটি, এইভাবে সামাজিক জীবনের বিকাশ ঘটে।

হ্যাঁ, এ-সবকিছুই সুবিদিত…। কিন্তু **কী ভাবে** এই বিকাশ ঘটেছিল? চেতনা কি 'প্রকৃতি' ও 'সমাজের' বিকাশ ঘটিয়েছিল? না, পক্ষান্তরে, 'প্রকৃতি' ও 'সমাজের' বিকাশই চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল?

বস্তুবাদী তত্ত্ব এইভাবে প্রশ্নটিকে উপস্থাপিত করে।

কোন কোন লোক বলে যে, 'প্রকৃতি' ও 'সমাজজীবনের' পূর্বে ছিল বিশ্ব চৈতন্য যা পরবর্তীকালে তাদের বিকাশের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। ফলে, বলতে গেলে, 'প্রকৃতি' এবং 'সমাজজীবন'-এর ঘটনাবলীর বিকাশ হ'ল বিশ্ব চৈতন্যেরই বাইরের রূপ—কেবলমাত্র বিশ্ব চৈতন্যেরই বিকাশের অভিব্যক্তি।

উদাহরণস্বরূপ, এটা ছিল **ভাববাদীদের** মতবাদ, যারা কালক্রমে বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ল।

অন্য অনেকে বলে যে, একেবারে গোড়া থেকেই পৃথিবীতে পরস্পরের নেতিকারক দুটি শক্তি বিদ্যমান রয়েছে—ভাব এবং বস্তু, চেতনা এবং বাস্তব অস্তিত্ব এবং অনুরূপভাবে, ঘটনাসমূহও দুটি শ্রেণীতে পড়ে—ভাবগত এবং বস্তুগত; তারা পরস্পর পরস্পরের নিরাকরণ করে, পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে, ফলে প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশ হ'ল ভাবগত ও বস্তুগত ঘটনার মধ্যে একটি চিরন্তন সংগ্রাম।

উদাহরণস্বরূপ, এটাই ছিল **দ্বৈতবাদীদের** মতবাদ, যারা, কালক্রমে, ভাববাদীদের মত বিভিন্ন ধারায় ভাগ হয়ে গেল।

বস্তুবাদীতত্ত্ব এই উভয় বাদকেই—দ্বৈতবাদ এবং ভাববাদ উভয়কেই—চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

অবশ্য, ভাবগত ও বস্তুগত ঘটনা—দুই-ই এই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা পরস্পরকে **নিরাকরণ** করে। বিপরীত পক্ষে, ভাবগত ও বস্তুগত দিক হ'ল একই প্রকৃতি বা সমাজের দুটি বিভিন্ন রূপ। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা ভাবা যায় না। তারা একত্রে বিদ্যমান থাকে,

একত্রে বিকশিত হয়, কিন্তু, সেজন্য, এটা মনে করার কোন যুক্তিই নেই যে, তারা পরস্পর পরস্পরের নিরাকরণ করে।

অতএব, তথাকথিত দ্বৈতবাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়।

এক ও অবিভাজ্য প্রকৃতি দুটি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত—বস্তুগত ও ভাবগত; এক এবং অবিভাজ্য সামাজিক জীবন দুটি বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত—বস্তুগত ও ভাবগত—এইভাবেই আমাদের প্রকৃতির ও সমাজজীবনের বিকাশকে গণ্য করতে হবে।

এটাই হ'ল বস্তুবাদী তত্ত্বের অদ্বৈতবাদ। সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদী তত্ত্ব ভাববাদকেও প্রত্যাখ্যান করে।

এটা ভাবা ভুল যে, ভাবগত দিক, এবং সাধারণভাবে চেতনা তার বিকাশে বস্তুগত দিকের বিকাশের পূর্ববর্তী! তথাকথিত বাহ্য 'প্রাণহীন' প্রকৃতি জীবন্ত সত্তাসমূহের অস্তিত্বের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। প্রথম জীবন্ত বস্তুর কোনো চেতনা ছিল না; এর কেবল ছিল উত্তেজনা ও সংবেদনার প্রথম অঙ্কুর। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে প্রাণীরা তাদের সংবেদন শক্তির বিকাশ ঘটালো। তাদের দেহের কাঠামো এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ অনুযায়ী এই সংবেদন চেতনায় রূপান্তরিত হ'ল। বানর যদি চিরকাল চার হাত-পায়ে হেঁটে বেড়াত, সে যদি কোনোদিনই সোজা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে তার বংশধর—মানুষ—তার ফুসফুস্ ও স্বরতন্ত্রীসমূহ অবাধে ব্যবহার করতে পারত না, এবং, ফলে, কথা বলতে সক্ষম হ'ত না এবং মূলগতভাবে তার চেতনার বিকাশে বাধা সৃষ্টি হ'ত। অন্যভাবে বলা যাক: বানর যদি তার পেছনের পা দুটিকে ভর করে না দাঁড়াত, তাহলে তার বংশধর—মানুষ—সর্বদা চার হাত-পায়ে হাঁটতে বাধ্য হ'ত, বাধ্য হ'ত নিচের দিকে তাকাতে এবং সেখান থেকে তার সব ধারণা লাভ করত; সে উপরের দিকে বা নিজের চারপাশে তাকাতে অসমর্থ হ'ত এবং, সেজন্য, তার মস্তিষ্ক একটি চতুষ্পদের মস্তিষ্কের চেয়ে বেশি ধারণা অর্জন করত না। এ-সবকিছুই মূলগতভাবে মানবিক চেতনার বিকাশের বাধা সৃষ্টি করত।

সুতরাং এ থেকে আসে যে, চেতনার বিকাশের পক্ষে প্রয়োজন হয় দেহের বিশেষ কাঠামো এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ।

সুতরাং এ থেকে আসে যে, ভাবগত দিকের বিকাশ—চেতনার বিকাশের পূর্বশর্ত; বস্তুগত দিকের বিকাশ, বাইরের পরিবেশের বিকাশ: প্রথমে

বাইরের পরিবেশ বদলায়; বদলায় বস্তুগত দিক এবং তারপর চেতনা—ভাবগত দিক তদনুযায়ী বদলায়।

এইভাবে, প্রকৃতির বিকাশের ইতিহাস তথাকথিত ভাববাদকে চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করে।

মানব সমাজের বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে একই কথা বলতেই হবে।

ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে মানুষ যে বিভিন্ন ভাবনা ও কামনায় অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে তার কারণ হ'ল, মানুষ তার প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতির সঙ্গে বিভিন্ন উপায়ে লড়াই করেছে, এবং, তদনুযায়ী, তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। একটা সময় ছিল যখন মানুষ আদিম সাম্যবাদের ভিত্তিতে প্রকৃতির সঙ্গে যৌথভাবে লড়াই করত; সেই সময়ে তাদের সম্পত্তি ছিল সাম্যবাদী সম্পত্তি এবং সেজন্য, সে-সময়ে তারা 'আমার' এবং 'তোমার' মধ্যে বড় একটা পার্থক্য টানত না, তাদের চেতনা ছিল সাম্যবাদী। এমন একটা সময় এল যখন 'আমার' এবং 'তোমার' পার্থক্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করল, সে-সময় সম্পত্তিও একটি নিজগত, ব্যক্তিগত চরিত্র ধারণ করল, এবং সেজন্য মানুষের চেতনা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'ল। তারপর সময় এল—বর্তমান সময়—যখন উৎপাদন আবার সামাজিক চরিত্র ধারণ করছে এবং, ফলে সম্পত্তিও শীঘ্রই সামাজিক চরিত্র ধারণ করবে—এবং ঠিক এজন্যই মানুষের চেতনা ক্রমশঃ সমাজতন্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে।

একটি ছোট্ট উদাহরণ। একজন মুচির কথা ধরা যাক,—সে একটি ক্ষুদ্র কর্মশালার মালিক ছিল; কিন্তু বড় বড় উৎপাদকারীদের প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে সে তার কর্মশালা বন্ধ করে দিয়ে একটি চাকরী নিল, ধরা যাক—তিফলিসের অ্যাদেলখানভের জুতোর কারখানায়। সে অ্যাদেলখানভের জুতোর কারখানায় কাজ করতে গেল, এই উদ্দেশ্য নিয়ে নয় যে সে স্থায়ীভাবে একজন মজুরি-শ্রমিক হবে, গেল এই উদ্দেশ্যে যে কিছু অর্থ বাঁচাবে, কিছু পুঁজি সঞ্চয় করবে, যাতে করে সে তার কর্মশালাটি আবার খুলতে পারে। তাহলে দেখছেন, মুচির অবস্থা ইতিমধ্যেই শ্রমিকের মত হয়ে গেছে, কিন্তু তার চেতনা এখনও অ-শ্রমিকোচিত, তার চেতনা পুরাদস্তুর পেটিবুর্জোয়াসুলভ। অন্য কথায়, এই মুচি ইতিমধ্যেই তার পেটিবুর্জোয়া অবস্থা হারিয়েছে, তা চলে গেছে, কিন্তু তার পেটিবুর্জোয়াসুলভ চেতনা এখনো যায়নি; তা তার প্রকৃত অবস্থার পেছনে পড়ে আছে।

স্পষ্টতঃ, এখানেও, সামাজিক জীবনে প্রথমে বাইরের অবস্থাগুলি বদলায়, প্রথমে মানুষের অবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং তারপরে তদনুযায়ী তার চেতনা বদলায়।

আবার সেই মুচির কথায় আসা যাক। আমরা ইতিমধ্যেই জানি, সে কিছু অর্থসঞ্চয় করে তারপর তার কর্মশালা আবার খুলতে চায়। শ্রমিকে-পরিণত এই মুচি কাজ করে চলে, কিন্তু দেখে যে অর্থসঞ্চয় করা বড় দুরূহ ব্যাপার, কেননা সে যা আয় করে তাতে কোনোরকমে বেঁচে থাকা যায়। অধিকন্তু, সে উপলব্ধি করে যে, একটি নিজস্ব কর্মশালা খোলা শেষ পর্যন্ত ততো লোভনীয় নয়: তার কর্মশালার জায়গা ও বাড়ির জন্য তাকে ভাড়া গুণতে হবে, ক্রেতাদের খেয়াল, অর্থের ঘাটতি, বড় বড় উৎপাদকদের প্রতিযোগিতা এবং তদনুরূপ ঝঞ্ঝাট—এইগুলি হ'ল অশান্তি যা ব্যক্তিগত খুদে কারখানা-মালিকের মনে যন্ত্রণা দেয়। পক্ষান্তরে, শ্রমিকটি এখন এসব উদ্বেগ থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত; জ্বালাতন নেই, কারখানার জায়গা-বাড়ির ভাড়া গোনার উদ্বেগও তার নেই। সে প্রতিদিন সকালে কারখানায় যায়, 'শান্তভাবে' সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসে, এবং শনিবারগুলিতে অনুরূপ শান্তভাবে তার 'মজুরি' পকেটস্থ করে। এখানে এই প্রথম—আমাদের মুচির পেটিবুর্জোয়াসুলভ স্বপ্নের ডানা কাটা পড়ে। এখানে এই প্রথম—শ্রমিকসুলভ প্রচেষ্টা তার মনে জাগরিত হয়।

সময় এগিয়ে চলে এবং আমাদের মুচি দেখে যে, তার সর্বাধিক অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহ মেটাবার পক্ষে তার পর্যাপ্ত অর্থ নেই; দেখে যে, মজুরিবৃদ্ধি হ'ল তার খুব জরুরী প্রয়োজন। একই সময়ে, সে তার সহ-শ্রমিকদের মুখে ইউনিয়ন, ধর্মঘটের কথা আলোচনা করতে শোনে। তখন আমাদের মুচি উপলব্ধি করে যে, তার অবস্থার উন্নতি করতে হলে নিজস্ব কর্মশালা না খুলে তাকে অবশ্যই মালিকদের সাথে লড়াই করতে হবে। তখন সে ইউনিয়নে যোগদান করে, ধর্মঘট-আন্দোলনে অংশ নেয় এবং শীঘ্রই সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়।...

এইভাবে, অবশেষে, মুচির বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনকে অনুগমন করে তার চেতনার পরিবর্তন: প্রথম, তার বাস্তব অবস্থা বদলালো এবং তারপর, কিছুকাল পরে তার চেতনা তদনুযায়ী পরিবর্তিত হ'ল।

বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ সম্পর্কেও এই একই কথা বলতে হবে।

সামাজিক জীবনেও, প্রথম বাইরের অবস্থা বদলায়, প্রথম বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন হয়, এবং তারপরে তদনুযায়ী পরিবর্তিত হয় মানুষের ধ্যানধারণা, তাদের অভ্যাস, তাদের রীতিনীতি এবং বিশ্ব দৃষ্টি।

এর জন্যই মার্কস বলেছেন:

'মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না, বরং পক্ষান্তরে, তার সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে।'

আমরা যদি বাস্তব দিককে, বাইরের অবস্থাবলীকে, অস্তিত্বকে এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারকে বলি—বিষয়বস্তু (কনটেন্ট), তাহলে ভাবগত দিককে, চেতনাকে এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারকে বলতে পারি—রূপ (ফর্ম)। এখান থেকেই এল সুবিদিত বস্তুবাদী সিদ্ধান্ত: বিকাশের ধারায় বিষয়বস্তু রূপের পুরোবর্তী, রূপ বিষয়বস্তুর পেছনে পড়ে থাকে।

এবং যেহেতু, মার্কসের মতে, অর্থনৈতিক বিকাশ হ'ল সমাজজীবনের 'বাস্তব ভিত্তি', তার বিষয়বস্তু এবং আইনগত-রাজনীতিগত, ধর্মগত-দর্শনগত বিকাশ হ'ল এই বিষয়বস্তুর 'ভাবাদর্শগত রূপ', তার উপরি-কাঠামো, সেহেতু মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, 'অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সমগ্র বিশাল উপরি-কাঠামো কম-বেশি দ্রুত রূপান্তরিত হয়।'

অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, মার্কসের মতে রূপ ছাড়া বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব, যেমন এস-এইচ. জি. ভেবেছেন (১নং নোবাত্তি দেখুন—'অদ্বৈতবাদের সমালোচনা')। রূপ ছাড়া বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব, কিন্তু প্রশ্ন হ'ল যে, যেহেতু একটি নির্দিষ্ট রূপ পড়ে থাকে বিষয়বস্তুর পেছনে, সেহেতু তা কখনো পরিপূর্ণভাবে বিষয়বস্তুর অনুরূপ নয়, এবং সেহেতু একটি নতুন বিষয়বস্তু একটা সময়ের জন্য নিজেকে পুরানো রূপেই আবৃত রাখতে 'বাধিত' হয়, এবং এর ফলে তাদের মধ্যে বিরোধ ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্তমানে উৎপাদন-ফল আত্মসাৎ করার রূপ—যার চরিত্র হ'ল ব্যক্তিগত—তা সামাজিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এবং আজকের দিনের সামাজিক 'বিরোধ'-এর এটাই হ'ল ভিত্তি।

পক্ষান্তরে, চেতনা বাস্তব অস্তিত্বের একটি রূপ এই ধারণার অর্থ এই নয় যে, চেতনাও তার প্রকৃতির দিকে থেকে একটি বস্তু। এই মত পোষণ করতেন স্থূল বস্তুবাদীরা (দৃষ্টান্তস্বরূপ, বুকনার এবং মলেশট)। তাদের তত্ত্ব মূলগতভাবে মার্কসের বস্তুবাদের বিরোধী এবং এঙ্গেলস তার লুডউইগ

কয়েরবাখে সঠিকভাবেই তাদের বিদ্রূপ করেছিলেন। মার্কসের বস্তুবাদ অনুযায়ী, চেতনা এবং অস্তিত্ব, ভাব এবং বস্তু একই ঘটনার দুটি বিভিন্ন রূপ, যাকে মোটামুটি বলা হয় প্রকৃতি, অথবা সমাজ। সুতরাং তারা পরস্পর পরস্পরে নিরাকরণ করে না,* আবার তারা এক ও অভিন্ন ব্যাপারও নয়। একমাত্র লক্ষনীয় ঘটনা এই যে, প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশে, চেতনার অর্থাৎ যা আমাদের মাথায় আসে, তার আগে ঘটে থাকে একটি তদুপযোগী বস্তুগত পরিবর্তন, অর্থাৎ যা আমাদের বাইরে ঘটে। কোন নির্দিষ্ট বস্তুগত পরিবর্তনের পেছনে অনিবার্যভাবেই আসে একটি তদনুযায়ী ভাবগত পরিবর্তন—তা তাড়াতাড়িই আসুক আর দেরিতেই আসুক। এটা এই ধারণাকে অস্বীকার করে না যে, রূপ এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে বিরোধ রয়েছে। ঘটনা এই যে, বিরোধ সাধারণভাবে রূপ এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে নয়, বিরোধ পুরানো রূপ এবং নতুন বিষয়বস্তুর মধ্যে—এই নতুন বিষয়বস্তু নতুন রূপ খুঁজছে এবং সেদিকে যেতে চেষ্টা করছে।

আমাদের বলা হবে—ভাল কথা, প্রকৃতি ও সমাজের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে সম্ভবতঃ একথা সত্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ধারণা ও ভাব কিভাবে আমাদের মাথার মধ্যে জাগে? তথাকথিত বাইরের অবস্থা কি যথার্থই বিদ্যমান, না এইসব বাইরের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ধারণাই শুধু বিদ্যমান? এবং যদি বাইরের অবস্থাগুলি বিদ্যমান থাকে, তাহলে কোন্‌মাত্রায় সেগুলি প্রত্যক্ষ ও পরিজ্ঞেয়?

এই বিষয়টি সম্পর্কে বস্তুবাদী তত্ত্ব বলে যে, বাইরের অবস্থাবলী আমাদের অহং-এর মধ্যে ধ্যানধারণার উদ্ভব ঘটায়; এই অবস্থাবলী যতখানি বিদ্যমান, আমাদের ধ্যানধারণা, আমাদের 'অহং'ও ততখানি বিদ্যমান। যে কেউই না ভেবে-চিন্তে বলে যে, আমাদের ধারণা ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই, তাকেই বাইরের যাবতীয় অবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার করতেই হবে এবং সেই কারণেই তাকে অন্য সমস্ত মানুষের অস্তিত্বও অস্বীকার করতে হয় এবং স্বীকার করতে হয় শুধু নিজের 'অহং'-এর অস্তিত্ব, এটা

*এটা এই ধারণাকে অস্বীকার করে না যে, রূপ এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে বিরোধ রয়েছে। ঘটনা এই যে, বিরোধটি সাধারণভাবে রূপ এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে নয়, বিরোধ পুরানো রূপ এবং নতুন বিষয়বস্তুর মধ্যে—এই নতুন বিষয়বস্তু নতুন রূপ খুঁজছে এবং সেদিকে যেতে চেষ্টা করছে।

একেবারে আজগুবি, বৈজ্ঞানিক নীতিসমূহের চূড়ান্ত বিরোধী।

স্পষ্টতঃ, বাইরের অবস্থাবলী বস্তুতঃই বিদ্যমান, এই অবস্থাগুলি আমাদের আগেও ছিল, আমাদের পরেও থাকবে ; এবং যত ঘন ঘন এবং যত প্রবলভাবে তারা আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করে, তত সহজে তারা প্রত্যক্ষ ও পরিজ্ঞেয় হয়।

কিভাবে বিভিন্ন ধারণা ও ভাব বর্তমান সময়ে আমাদের মাথার মধ্যে জাগে, সে-প্রশ্নে আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করব যে, প্রকৃতি ও সমাজের ইতিহাসে যা ঘটছে এখানে সংক্ষেপে আমরা তারই পুনরাবৃত্তি পাই। এ-ব্যাপারেও আমাদের বাইরের বাস্তব আমাদের ধারণার পূর্ববর্তী ছিল ; এ-ব্যাপারেও আমাদের ধারণা তথা 'রূপ' বাস্তবের পেছনে অর্থাৎ 'বিষয়বস্তু'র পেছনে পড়ে থাকে। যখন আমি একটা গাছের দিকে তাকাই এবং তাকে দেখি তা কেবল এটাই দেখিয়ে দেয় যে, আমার মাথার মধ্যে একটি গাছের ধারণা জাগবার আগেই গাছটির অস্তিত্ব ছিল ; দেখিয়ে দেয় যে, এই গাছটিই আমার মাথার মধ্যে তদনুরূপ ধারণা জাগিয়ে তুলেছিল।...

সংক্ষেপে এই হ'ল মার্কসের বস্তুবাদী তত্ত্ব।

মানবজাতির ব্যবহারিক কার্যকলাপে বস্তুবাদী তত্ত্বের গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়।

যদি অর্থনৈতিক অবস্থাগুলি প্রথমে পরিবর্তিত হয় এবং মানুষের চেতনার তদনুরূপ পরিবর্তন পরে ঘটে, তাহলে এটা স্পষ্ট যে, একটি নির্দিষ্ট ভাবাদর্শের জন্য ভিত্তি আমাদের অবশ্যই খুঁজতে হবে—মানুষের মনে নয়, নয় তাদের কল্পনায়, খুঁজতে হবে তাদের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে। একমাত্র সেই আদর্শই ভাল এবং গ্রহণীয়, যা অর্থনৈতিক অবস্থার সমীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে-সমস্ত ভাবাদর্শ অর্থনৈতিক অবস্থাকে উপেক্ষা করে এবং তার বিকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেগুলি অকার্যকরী ও অগ্রহণীয়।

বস্তুবাদী তত্ত্ব থেকে উপনীত প্রথম ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত হ'ল এইটি।

যদি মানুষের চেতনা, তাদের অভ্যাস ও রীতিনীতি বাইরের অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যদি আইনগত ও রাজনীতিগত রূপের অনুপযোগিতা অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট যে, অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহে একটি মূলগত পরিবর্তন ঘটাতে আমরা অবশ্যই সাহায্য করব, যাতে এই পরিবর্তনের সাথে জনসাধারণের অভ্যাসে,

রীতিনীতিতে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি মূলগত পরিবর্তন ঘটানো যায়।

এই প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস বলেন:

'বস্তুবাদের সঙ্গে… সমাজতন্ত্রের আবশ্যিক আন্তঃসংযোগ প্রত্যক্ষ করার জন্য খুব বিরাট একটা বিচারশক্তির দরকার হয় না। যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে মানুষ তার সমস্ত জ্ঞান, প্রত্যক্ষ ইত্যাদি গঠন করে…তাহলে প্রশ্নটা এই দাঁড়ায় যে, অভিজ্ঞতাগোচর এই পৃথিবীকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে সে এর ভিতর সত্যকারের যা মানবিক তার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে, যাতে সে একজন মানুষ হিসাবে নিজের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা গ্রহণে অভ্যস্ত হয়।… মানুষ যদি বস্তুবাদী অর্থে স্বাধীন না হয়—এটা বা ওটাকে এড়িয়ে চলতে সমর্থ হওয়ার নেতিবাচক শক্তির কারণে স্বাধীন নয়, সে স্বাধীন হয় তার প্রকৃত ব্যক্তিসত্তাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করার ইতিবাচক ক্ষমতার কারণে, তাহলে অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি-মানুষকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়; বরং উচিত অপরাধের সমাজবিরোধী প্রজনন ক্ষেত্রগুলিকে ধ্বংস করা।…মানুষ যদি অবস্থার দ্বারা গঠিত হয়, তাহলে অবস্থাকেও অবশ্যই মানবিকভাবে গঠন করতে হবে' (লুডউইগ ফয়েরবাখ, পরিশিষ্ট দেখুন: 'অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদের ইতিহাস সম্পর্কে কার্ল মার্কস')।[৮৮]

বস্তুবাদী তত্ত্ব থেকে উপনীত দ্বিতীয় ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত হ'ল এইটি।

মার্কস এবং এঙ্গেলসের বস্তুবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদীদের মতামত কি?

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির উদ্ভব হ'ল হেগেল থেকে, কিন্তু বস্তুবাদী তত্ত্ব হ'ল ফয়েরবাখের বস্তুবাদের আরো বিকাশ। নৈরাজ্যবাদীরা এটা ভালভাবেই জানে, এবং তারা মার্কস ও এঙ্গেলসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে অপদস্থ করার জন্য হেগেল ও ফয়েরবাখের ত্রুটির সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করে। আমরা হেগেল ও দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনায় এর আগেই দেখিয়েছি যে, নৈরাজ্যবাদী-দের এই সমস্ত চাতুরি তাদের নিজেদের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করে না। ফয়েরবাখ ও বস্তুবাদী তত্ত্বের উপর তাদের যে আক্রমণ তার সম্পর্কেও ঐ একই কথাই প্রযোজ্য।

দৃষ্টান্ত দেখুন। প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদীরা আমাদের বলছে 'ফয়েরবাখ ছিলেন একজন সর্বেশ্বরবাদী…'; বলছে যে, তিনি 'মানুষের উপর

দেবত্ব আরোপ করেছিলেন…' (৭নং নোবাত্তি দেখুন, ভি. ভেলেশ্ভি); বলছে যে, 'ফয়েরবাখের মতে মানুষ যা খায় সে তাই…'; তারা অভিযোগ করেছে, এ থেকে মার্কস নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন: 'অতএব, প্রধান ও প্রাথমিক জিনিস হ'ল অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ…' (৬নং নোবাত্তি দেখুন, এস-এইচ. জি)।

সত্য বটে, ফয়েরবাখের সর্বেশ্বরবাদ, তার মানুষের উপর দেবত্ব আরোপ এবং তার একইরকমের অন্যান্য ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে, মার্কস এবং এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম ফয়েরবাখের ভুলভ্রান্তিগুলি উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। সে যাই হোক, নৈরাজ্যবাদীরা আগেই উন্মোচিত ভুলভ্রান্তিকে পুনরায় 'উদ্‌ঘাটিত' করা প্রয়োজন বলে মনে করে। কেন? সম্ভবতঃ, যেহেতু তারা ফয়েরবাখকে তীব্রভাবে গালাগালি করে পরোক্ষভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদী তত্ত্বকে অপদস্থ করতে চায়। অবশ্য, আমরা যদি পক্ষপাতহীনভাবে বিষয়টি বিচার করি, তাহলে আমরা নিশ্চিতরূপে দেখব যে ভুল ধারণাগুলি ছাড়াও ফয়েরবাখ অনেক সঠিক ধারণারও উল্লেখ করে গিয়েছেন—ইতিহাসের বহু পণ্ডিতব্যক্তির ক্ষেত্রে যা ঘটেছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা 'উদ্‌ঘাটনের কাজ' করেই চলেছে।…

আমরা আবার বলছি, এই ধরনের চাতুরি দ্বারা নৈরাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করে না।

মজার ব্যাপার এই যে, (পরে যে রকম ব্যাপার আরো দেখব), বস্তুবাদী তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত না হয়েই শোনা কথা থেকে একে সমালোচনা করার দুর্বুদ্ধি নৈরাজ্যবাদীদের মাথায় গজিয়েছে। ফলে, তারা প্রায়ই পরস্পর পরস্পরের বিরোধিতা এবং খণ্ডন করে; এতে অবশ্য আমাদের 'সমালোচকেরা' উপহাসের পাত্রই হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, যদি মিঃ চেরকেজিসভিলির বক্তব্য শোনা যায়, মনে হবে মার্কস ও এঙ্গেলস অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদকে ঘৃণা করতেন এবং তাদের বস্তুবাদ ছিল স্থূল এবং তা অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ ছিল না।

'প্রকৃতিবিদ্‌দের মহান বিজ্ঞান, তার বিবর্তনের প্রণালী, রূপান্তরবাদ এবং অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ—যা এঙ্গেলস এত আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন… দ্বন্দ্ববাদকে পরিহার করেছে' ইত্যাদি (৪নং নোবাত্তি দেখুন, ভি. চেরকেজিসভিলি)।

সুতরাং এ থেকে এটাই আসে যে, চেরকেজিসভিলি কর্তৃক অনুমোদিত

এবং এঙ্গেলস কর্তৃক 'ঘৃণিত' প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ ছিল অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ এবং সেইজন্য অনুমোদন পাবার যোগ্য, পক্ষান্তরে মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদ অদ্বৈতবাদী নয় এবং, অবশ্যই স্বীকৃতি পাবার যোগ্য নয়।

কিন্তু আর একজন নৈরাজ্যবাদী বলেন যে, মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদ অদ্বৈতবাদী এবং সেজন্য বর্জনীয়। •

'মার্কসের ইতিহাসের ধারণা হেগেলের ধারণাতেই প্রত্যাবর্তন। সাধারণভাবে পরম বিষয়মুখিতার অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ এবং বিশেষভাবে মার্কসের অর্থনৈতিক অদ্বৈতবাদ প্রকৃতিগতভাবে অসম্ভব এবং তত্ত্বগতভাবে অযৌক্তিক ··অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ হ'ল অক্ষমভাবে প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ এবং অধিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি আপস ·' (৬নং নোবাতি দেখুন, এস-এইচ. জি)।

সুতরাং এ থেকে আসে যে, অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ গ্রহণীয় নয়, আসে যে মার্কস ও এঙ্গেলস একে ঘৃণা করেন না, বরং পক্ষান্তরে, তারা নিজেরা অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদী—এবং সেজন্য অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

এরা সকলেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। বের করতে চেষ্টা করুন, এদের মধ্যে কে ঠিক, প্রথমোক্ত জন, না শেষোক্ত জন। মার্কসের বস্তুবাদের গুণাগুণ সম্পর্কে এরা নিজেদের মধ্যেই এখনো একমত হননি, তারা এখনো বোঝেননি যে, মার্কসের বস্তুবাদ অদ্বৈতবাদী কি না, এবং এরা এখনো মনঃস্থির করে উঠতে পারেননি কোন্‌টি অধিকতর গ্রহণীয়। স্থূল অথবা অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ—কিন্তু মার্কসবাদকে চূর্ণ করে দেওয়ার উদ্ধত দাবিতে এরা এর মধ্যেই কান ঝালাপালা করে দিচ্ছেন!

ভাল, ভাল, যদি নৈরাজ্যবাদী মশাইরা যেমন উৎসাহের সঙ্গে এখন করছেন তেমনি উৎসাহের সঙ্গে তাদের পরস্পরের মতামত চূর্ণ করতে থাকেন, তাহলে আমাদের আর কিছু বলবার প্রয়োজন পড়বে না; ভবিষ্যৎ নৈরাজ্যবাদীদেরই হাতে।···

এ ঘটনাও কম হাস্যকর নয় যে, কয়েকজন 'খ্যাতিমান' নৈরাজ্যবাদী তাদের 'খ্যাতি' সত্ত্বেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে এখনো নিজেদের পরিচিত করেননি। মনে হয়, তারা এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ যে, বিজ্ঞানে বিভিন্ন ধরনের বস্তুবাদ আছে, যারা পরস্পরের থেকে বহুল পরিমাণে বিভিন্ন: উদাহরণস্বরূপ, আছে স্থূল বস্তুবাদ যা ভাবগত দিকের গুরুত্ব এবং বস্তুগত দিকের উপর তার

ফলাফলকে অস্বীকার করে, কিন্তু আবার তথাকথিত অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদও আছে—মার্কসের বস্তুবাদী তত্ত্ব—যা বস্তুবাদী ও ভাববাদী দিকের আন্তঃ-সম্পর্ককে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা বস্তুবাদের এই বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে **তালগোল পাকিয়ে ফেলে,** এমনকি তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যও দেখতে পায় না, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জাহির করে যে, তারা বিজ্ঞানকে দান করছে নবজন্ম।

উদাহরণস্বরূপ, পি. ক্রোপটকিন তার 'দার্শনিক' রচনাবলীতে আত্মতৃপ্তির সঙ্গে ঘোষণা করেছেন নৈরাজ্য-সাম্যবাদ 'সমসাময়িক বস্তুবাদী দর্শনের' উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু নৈরাজ্য-সাম্যবাদ কোন্ বস্তুবাদী দর্শন—স্থূল, অদ্বৈতবাদী বা অন্য কোনো বস্তুবাদী দর্শন; কার উপর প্রতিষ্ঠিত তার ব্যাখ্যায় তিনি একটি কথাও বলেননি। স্পষ্টতঃ, বস্তুবাদের বিভিন্ন ধারার মধ্যে যে মূলগত বিরোধিতা আছে সে-সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ এবং তিনি এটা বুঝতে পারছেন না যে, এই সমস্ত ধারার মধ্যে তালগোল পাকানোর অর্থ 'বিজ্ঞানকে নবজন্ম দেওয়া' নয়, নিজের ডাহা অজ্ঞতা প্রদর্শন করা (ক্রোপটকিনের **বিজ্ঞান ও নৈরাজ্যবাদ** এবং **নৈরাজ্যবাদ ও তার দর্শন** দেখুন)।

ক্রোপটকিনের জর্জিয়ান শিষ্যদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। শুনুন:

'এঙ্গেলসের এবং কাউটস্কিরও মতে মার্কস · অন্যান্য জিনিস ছাড়াও' 'বস্তুবাদী ধারণা' আবিষ্কার করে মানবজাতির বিরাট কল্যাণ সাধন করেছেন। এটা কি সত্য? আমরা তা মনে করি না, কেননা আমরা জানি···যে-সমস্ত ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা এই মতের অনুগামী যে, সমাজব্যবস্থা ভৌগোলিক, আবহগত, জাগতিক, মহাজাগতিক, নৃতাত্ত্বিক এবং জীব-তাত্ত্বিক অবস্থাবলী দ্বারাই গতিশীল, তারা **সকলেই বস্তুবাদী** (২নং নোবাতি দেখুন)।

সুতরাং এ থেকে আসে যে, অ্যারিষ্টটল এবং হল্‌ব্যাকের 'বস্তুবাদ' এবং মার্কস ও মলেশটের 'বস্তুবাদের' মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই! এই হ'ল সমালোচনা যদি একে সমালোচনা বলতে চান! এবং **এই লোকগুলি যাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত তারাই নাকি** বিজ্ঞানকে নবজন্ম দেবার দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছে! বাস্তবিকই ঠিকই বলা হয় যে, 'একজন মুচি যখন পিঠে ভাজে, দৃশ্যটা দেখায় বাজে!'···

আরো দেখা যাক। আমাদের 'খ্যাতিমান্' নৈরাজ্যবাদীরা কোথাও শুনেছিলেন যে মার্কসের বস্তুবাদ একটি 'পৈটিকতত্ত্ব', সুতরাং তারা আমাদের, মার্কসবাদীদের, এই বলে ভৎর্সনা করেছেন:

'ফয়েরবাখের মতে মানুষ যা খায় সে তাই। এই সূত্র মার্কস ও এঙ্গেলসের উপর ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করেছিল' এবং ফলে মার্কস এই সিদ্ধান্তটা নেন যে, 'প্রধান ও প্রাথমিক জিনিস হ'ল অর্থনৈতিক অবস্থা, উৎপাদন সম্পর্ক।..' এবং তারপর নৈরাজ্যবাদীরা এগিয়ে এলেন দার্শনিকের সুরে আমাদের শিক্ষা দিতে: 'এটা বলা ভুল হবে যে সমাজ-জীবনের এই উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায় হ'ল **খাওয়া** এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন। অদ্বৈতবাদী মতানুযায়ী যদি **ভাবাদর্শ নির্ধারিত হ'ত** প্রধানতঃ **খাওয়া** এবং অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা, তাহলে পেটুক ব্যক্তিই হ'ত প্রতিভার অধিকারী' (৬নং **নোবাত্তি** দেখুন, এস-এইচ. জি)।

তাহলে দেখুন মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদ খণ্ডন করা কত সহজ! রাস্তায় কোন স্কুলের বালিকার কাছ থেকে মার্কস এবং এঙ্গেলস সম্পর্কে চুটকি কথা শোনাই যথেষ্ট, যথেষ্ট সেই রাস্তার চুটকি কথাকে দার্শনিক আত্মবিশ্বাসের মোড়কে মুড়ে **নোবাত্তির** মতো সংবাদপত্রের পাতায় পুনরাবৃত্তি করা এবং মার্কসের 'সমালোচক' হিসাবে রাতারাতি খ্যাতি অর্জন করা!

কিন্তু ভদ্রলোকেরা বলুন: কোথায়, কখন্, কোন্ গ্রহে, কোন্ মার্কসকে আপনারা বলতে শুনেছেন, যে, **'খাওয়া ভাবাদর্শকে নির্ধারণ করে?'** আপনাদের ঘোষণার সমর্থনে মার্কসের রচনাবলী থেকে একটিমাত্র বাক্য, একটিমাত্র শব্দ উদ্ধৃত করলেন না কেন? সত্য কথা, মার্কস বলেছেন যে, মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা তার চেতনাকে তার **ভাবাদর্শকে** নির্ধারণ করে, কিন্তু কে আপনাদের বলেছে যে খাওয়া আর অর্থনৈতিক অবস্থা একই জিনিস? আপনারা কি সত্যসত্যই জানেন না যে, শারীরবৃত্তীয় ব্যাপার, যেমন **খাওয়া**, সমাজতন্ত্রীয় ব্যাপার, যেমন মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা, থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন? এই দুটি ভিন্ন ব্যাপারের মধ্যে তালগোল পাকানোর জন্য একটি স্কুল-বালিকাকে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু এটা কেমন যে আপনারা, 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির পরাভবকারীরা', 'বিজ্ঞানের নবজন্মদাতারা' এত অসতর্কভাবে একটি স্কুল-বালিকার ভুলের পুনরাবৃত্তি করছেন?

বাস্তবিকপক্ষে, **খাওয়া** কিভাবে সামাজিক মতবাদকে নির্ধারণ করতে

পারে? আপনারা নিজেরাই যা বলেছেন, তা ভেবে দেখুন; খাওয়া বা খাওয়ার ধরন বদলায় না; এখন যেভাবে খাওয়া হয় পুরাকালে ঠিক সেইভাবে মানুষ খেত, চিবোত এবং খাদ্য হজম করত, কিন্তু ভাবাদর্শ সব সময় বদলায়। প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক, বুর্জোয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীয় (প্রলেতারীয়)—এইগুলি হ'ল ভাবাদর্শের বিভিন্ন রূপ। এটা কি কল্পনীয় যে, যা বদলায় না তা, যা প্রতিনিয়ত বদলায়, তাকে নির্ধারণ করতে পারে?

আরো দেখা যাক। নৈরাজ্যবাদীদের মতে মার্কসের বস্তুবাদ 'হ'ল সমান্তরালবাদ।...' অথবা পুনরায় 'অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ হ'ল অক্ষমভাবে প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ এবং অধিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি আপস।...' 'মার্কস দ্বৈতবাদের মধ্যে পড়ে যান, কেননা তিনি উৎপাদন-সম্পর্ককে বস্তুগত হিসাবে এবং মানুষের প্রচেষ্টা ও সংকল্পকে মায়া তথা কল্পনা হিসাবে চিত্রিত করেন, যা যদি থেকেও থাকে তবু গুরুত্বহীন' (৬নং নোবাতি দেখুন, এস-এইচ. জি)।

প্রথমতঃ, নির্বোধ সমান্তরালবাদের সঙ্গে মার্কসের অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুগত দিক তথা বিষয়-বস্তু, অবশ্যই ভাবগত দিকের তথা রূপের পুরোবর্তী। কিন্তু সমান্তরালবাদ এই মতকে অস্বীকার করে এবং ঘোষণা করে যে, বস্তুগত বা ভাবগত, কোনোটিই কারো আগে আসে না এবং উভয়েই যুগপৎ পাশাপাশি বিকশিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এমনকি যদি মার্কস সত্যই 'উৎপাদন সম্পর্ককে বস্তুগত এবং মানুষের প্রচেষ্টা ও সংকল্পকে মায়া তথা কল্পনা হিসাবে চিত্রিত করেন, যা যদি থেকেও থাকে তবু গুরুত্বহীন', তার অর্থ কি এই যে মার্কস দ্বৈতবাদী ছিলেন? এটা সুবিদিত যে দ্বৈতবাদীরা ভাবগত ও বস্তুগত দিককে দুটি বিরোধী নীতি হিসাবে সমান গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু 'সমালোচক' মশাইরা, আপনারা যেমন বলছেন, মার্কস যদি বস্তুগত দিকের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, এবং 'কল্পনা' বলে ভাবগত দিকের উপর গুরুত্ব না দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনারা কি করে প্রমাণ করলেন যে মার্কস একজন দ্বৈতবাদী?

তৃতীয়তঃ, বস্তুবাদী অদ্বৈতবাদের সঙ্গে দ্বৈতবাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে, যখন এমনকি একটি শিশুও জানে যে, অদ্বৈতবাদ উৎসারিত হয় একটিমাত্র নীতি থেকে—হয় প্রকৃতি থেকে, নয়তো সত্তা থেকে, যার প্রত্যেকটিরই একটি বস্তুগত ও একটি ভাবগত রূপ আছে আর অন্যদিকে দ্বৈতবাদ উৎসারিত হয়

দুটি নীতি থেকে—বস্তুগত নীতি এবং ভাবগত নীতি, যে দুটি নীতির একটি অন্যটির নেতিকারক।

চতুর্থতঃ, মার্কস কখন্ 'মানুষের প্রচেষ্টা ও সংকল্পকে একটি মায়া তথা কল্পনা বলে' চিত্রিত করেছিলেন? সত্য বটে, মার্কস অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বারা 'মানুষের প্রচেষ্টা ও সংকল্পকে' ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং যখন কতিপয় আরাম কেদারায় বসা দার্শনিকদের প্রচেষ্টা অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হ'ল তখন তিনি তাদের কল্পনাবিলাসী বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে, মার্কস বিশ্বাস করতেন যে সাধারণভাবে মানুষের প্রচেষ্টা হচ্ছে কল্পনা? সত্যসত্যই কি এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে? আপনারা কি সত্য-সত্যই মার্কসের এই বক্তব্য পড়েননি, **'মনুষ্যজাতি সব সময়ে কেবল সেই কাজই নিজের জন্য ধার্য্য করে, যার সমাধান সে করতে পারে'** (এ **কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি'** ভূমিকা দেখুন), অর্থাৎ, সাধারণভাবে বলতে গেলে, মনুষ্যজাতি নিছক কাল্পনিক উদ্দেশ্য অনুসরণ করে না? স্পষ্টতঃই, হয় আমাদের 'সমালোচক' জানেন না কি বিষয়ে তিনি বলছেন, অথবা তিনি ইচ্ছা করেই ঘটনাকে বিকৃত করছেন।

পঞ্চমতঃ, কে আপনাদের বলেছে যে মার্কস এবং এঙ্গেলসের মতে 'মানুষের প্রচেষ্টা ও সংকল্পের কোনো গুরুত্ব নেই?' কোথায় একথা বলেছেন, তারা তা দেখিয়ে দেন না কেন? মার্কস কি তার **'এইটিনথ ব্রুমেয়ার অব্ লুই বোনাপার্টি'**, তার **'ক্লাস ষ্ট্রাগলস্ ইন ফ্রান্স'**, তার **'সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স'** এবং তার একই ধরনের অন্যসব পুস্তিকায় একই ধরনের প্রচেষ্টা ও সংকল্পের গুরুত্বের কথা বলছেন না? তাহলে মার্কস কেন শ্রমিকশ্রেণীর প্রচেষ্টা ও সংকল্পকে সমাজতান্ত্রিক ধারায় বিকশিত করতে চেয়েছিলেন? যদি তিনি প্রচেষ্টা ও সংকল্পের উপর গুরুত্ব না দিয়ে থাকেন, তাহলে কেন তিনি তাদের মধ্যে প্রচার-আন্দোলন চালিয়েছিলেন? অথবা এঙ্গেলস তার ১৮৯১-৯৪এর সুবিদিত প্রবন্ধগুলিতে কি সম্পর্কে বলেছিলেন, যদি প্রচেষ্টা ও সংকল্পের গুরুত্বের কথাই না বলে থাকেন? সত্য বটে, মার্কসের মতে মানুষের প্রচেষ্টা ও সংকল্প অর্থনৈতিক অবস্থাবলী থেকে তাদের **বিষয়বস্তু** অর্জন করে। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশের উপর তারা নিজেরা প্রভাব বিস্তার করে না? সত্যসত্যই কি নৈরাজ্যবাদীদের পক্ষে এমন একটি সরল ধারণা বুঝতে পারা এত কঠিন?

নৈরাজ্যবাদী মশাইদের উত্থাপিত আর একটি 'অভিযোগ' এই : 'বিষয়বস্তু ছাড়া রূপ অকল্পনীয়…' সুতরাং একথা বলা, যায় না যে, 'রূপ বিষয়বস্তুর পরে আসে (বিষয়বস্তুর পেছনে আসে রূপ)…তারা "সহ-অবস্থান করে" …তা না হলে অদ্বৈতবাদ হয়ে পড়ত একটি অসম্ভব ব্যাপার' (১নং নোবাত্তি দেখুন, এস-এইচ. জি)।

আমাদের 'পণ্ডিতব্যক্তিটি' 'আবার কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এটা সম্পূর্ণ সত্য যে, রূপ ছাড়া বিষয়বস্তু অকল্পনীয়। কিন্তু এ-ও সত্য বিদ্যমান রূপ কখনো বিদ্যমান বিষয়বস্তুর সঙ্গে হুবহু সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। প্রথমোক্তটি শেষোক্তটির পেছনে থাকে; নতুন বিষয়বস্তু, কিছুদূর পর্যন্ত, সব সময়ে পুরানো রূপে আবৃত থাকে এবং এর ফলে সব সময়ে পুরানো রূপ এবং নতুন বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা বিরোধ বাধে। ঠিক এই কারণেই বিপ্লব ঘটে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটাও একটা যা মার্কসের বস্তুবাদের বৈপ্লবিক মর্মকে প্রকাশ করে। কিন্তু 'খ্যাতনামা' নৈরাজ্যবাদীরা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অবশ্য এর জন্য, বস্তুবাদী তত্ত্ব নয়, তারা নিজেরাই দোষী।

মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদী তত্ত্বের প্রশ্নে এই হ'ল নৈরাজ্যবাদীদের মত —অবশ্য, যদি আদৌ একে মত বলা চলে।

৩

সর্বহারার সমাজতন্ত্র

আমরা এখন মার্কসের তত্ত্বমূলক মতবাদের সঙ্গে পরিচিত, পরিচিত তার পদ্ধতি এবং তার তত্ত্বের সঙ্গেও।

এই মতবাদ থেকে কী ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত আমরা টানব?

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতন্ত্রের মধ্যে সম্বন্ধ কি?

বস্তুবাদী পদ্ধতি ঘোষণা করে যে একমাত্র সেই শ্রেণীই, যা দিন দিন বেড়ে চলে, যা সর্বদাই সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে, একমাত্র সেই শ্রেণীই শেষ পর্যন্ত প্রগতিশীল থাকতে পারে, গোলামির জোয়াল ধ্বংস করতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে একমাত্র সেই শ্রেণী, যা ক্রমাগত বেড়ে উঠছে, যা সর্বদাই এগিয়ে চলছে এবং

ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করছে, সে-শ্রেণী হ'ল শহরে ও গ্রামের সর্বহারা। সুতরাং আমরা অবশ্যই সর্বহারাশ্রেণীর সেবা করব এবং তাদের উপর আমাদের আশা-ভরসা স্থাপন করব।

মার্কসের তত্ত্বমূলক মতবাদ থেকে যেসব ব্যবহারিক সিদ্ধান্তে আসা যায় তার প্রথমটি হ'ল এই।

কিন্তু সেবা আছে নানারকমের। বার্ণস্টাইন যখন সর্বহারাশ্রেণীকে সমাজ-তন্ত্রের কথা ভুলে যেতে আহ্বান করেন, তখন তিনিও সর্বহারাশ্রেণীর 'সেবা' করছেন। ক্রোপটকিন যখন তাদের গোষ্ঠীগত সমাজতন্ত্র—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, ব্যাপক শিল্প-ভিত্তিবিহীন সমাজতন্ত্র—উপহার দেন, তখন তিনিও সর্বহারাশ্রেণীর সেবা করছেন। এবং কার্ল মার্কসও সর্বহারাশ্রেণীর সেবা করেন, যখন তিনি তাদের সর্বহারার সমাজতন্ত্র অর্জনে আহ্বান জানান যা হবে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের প্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের কার্যকলাপ যাতে সর্বহারাশ্রেণীর উপকার করতে পারে, তার জন্য আমাদের কি করতে হবে? কিভাবে আমরা সর্বহারাশ্রেণীর সেবা করব?

বস্তুবাদী তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে বলে যে, একটি নির্দিষ্ট আদর্শ সর্বহারাশ্রেণীর প্রত্যক্ষ সেবায় কেবল তখনই লাগতে পারে, যখন তা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিকূলে না যায়, যখন তা সেই বিকাশের চাহিদাগুলিকে পরিপূর্ণভাবে পূরণ করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক বিকাশ দেখিয়ে দেয় যে, আজকের উৎপাদন সামাজিক চরিত্র গ্রহণ করছে; দেখিয়ে দেয় যে, উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র বর্তমান পুঁজিবাদী সম্পত্তির মূলগত নিরাকরণ; ফলতঃ আমাদের প্রধান কর্তব্য হ'ল পুঁজিবাদী সম্পত্তি বিলোপে এবং সামাজিক সম্পত্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা। এবং তার অর্থ হ'ল, বার্ণস্টাইনের মতবাদ—যিনি উপদেশ দেন যে সমাজতন্ত্রের কথা ভুলে যেতে হবে—তার মতবাদ অর্থনৈতিক বিকাশের চাহিদাগুলিকে মূলতঃ নাকচ করে—তাই এটা সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর।

তাছাড়া, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক বিকাশ দেখিয়ে দেয় যে, আজকের উৎপাদন দিনের পর দিন প্রসারিত হচ্ছে; বিশেষ কোন শহর বা প্রদেশের মধ্যে তা আর সীমাবদ্ধ নয়, তা আজ প্রতিনিয়ত এই সীমাগুলিকে ছাপিয়ে যায় এবং সমগ্র রাষ্ট্রের সীমানা জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়—সেজন্য আমরা অবশ্যই উৎপাদনের প্রসারকে অভ্যর্থনা জানাব এবং ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে পৃথক পৃথক শহর ও গোষ্ঠী-সমাজকে নয়, গোটা রাষ্ট্রের সামগ্রিক ও অবিভাজ্য ভূভাগকেই

গণ্য করব—যা ভবিষ্যতে অবশ্যই আরো বেশি বেশি করে বিস্তারলাভ করবে। এবং এর অর্থ হ'ল, ক্রোপটকিনের মতবাদ যা ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রকে বিভিন্ন শহরে ও গোষ্ঠী-সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে, তা উৎপাদনের ব্যাপক বিস্তৃতির পরিপন্থী—সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর।

প্রধান লক্ষ্য হিসাবে একটি প্রশস্ত সমাজতান্ত্রিক জীবনের জন্য সংগ্রাম কর—এইভাবেই আমাদের সর্বহারাশ্রেণীর সেবা করা উচিত।

মার্কসের তত্ত্বমূলক মতবাদ থেকে দ্বিতীয় ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত যা আসে তা এই।

স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে যে সর্বহারার সমাজতন্ত্র হ'ল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যুক্তিসিদ্ধ ফলশ্রুতি।

সর্বহারার সমাজতন্ত্র কি?

বর্তমান ব্যবস্থা হ'ল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এর অর্থ হ'ল, পৃথিবীটা এখন দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত—একদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিবাদীদের শিবির এবং অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের—সর্বহারাদের শিবির। সর্বহারারা দিবারাত্র পরিশ্রম করে, তা সত্ত্বেও তারা গরিব থেকে যায়। পুঁজিবাদীরা কাজ করে না, তা সত্ত্বেও তারা ধনী। এটা ঘটে এজন্য নয় যে, সর্বহারারা বুদ্ধিহীন এবং পুঁজিপতিরা প্রতিভাসম্পন্ন; ঘটে এজন্যই যে পুঁজিবাদীরা সর্বহারাদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে, ঘটে এজন্যই যে পুঁজিবাদীরা সর্বহারাদের শোষণ করে।

সর্বহারাদের শ্রমের ফল পুঁজিপতিরা কেন আত্মসাৎ করে এবং সর্বহারারা কেন তা পায় না? পুঁজিপতিরা কেন শ্রমিকদের শোষণ করে, বিপরীতটি ঘটে না কেন?

তার কারণ এই যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পণ্য উৎপাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত: এখানে প্রতিটি দ্রব্য পণ্যের রূপ ধারণ করে, সর্বত্র কেনা-বেচার নীতি চালু। এখানে শুধু ভোগ্যপণ্য এবং খাদ্য-সামগ্রীই কেনা যায় তা নয়, এখানে কেনা যায় মানুষের শ্রমশক্তি ও তাদের রক্ত, তাদের বিবেক। পুঁজিবাদীরা এ সবই জানে, তারা সর্বহারাদের শ্রমশক্তি ক্রয় করে, তারা তাদের ভাড়া করে। এর অর্থ হ'ল, মালিকেরা যে-শ্রমশক্তি কেনে তার মালিক হয়। অন্যদিকে, সর্বহারারা তাদের যে-শ্রমশক্তি বিক্রি করেছে, তার উপর তাদের অধিকার হারায়। অর্থাৎ সেই শ্রমশক্তির দ্বারা যা উৎপাদিত হয়, তা আর শ্রমিকদের

অধিকারে থাকে না, তার অধিকারী হয় একমাত্র পুঁজিপতিরা, তা তাদেরই পকেটে যায়। যে-শ্রমশক্তি তুমি বিক্রি করেছ, তা একদিনে ১০০ রুবল মূল্যের জিনিস উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু এখন তা তোমার ব্যাপার নয়, ওই সব জিনিসের মালিক তুমি নও, এখন তা হয়ে পড়েছে কেবল পুঁজিপতিদের ব্যাপার, উৎপন্ন জিনিসের মালিক তারা—উৎপাদনকারীর প্রাপ্য তার প্রাত্যহিক মজুরি, যা হয়ত, তার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাবি মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে, অবশ্য যদি সে মিতব্যয়ী হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। সংক্ষেপে, পুঁজিপতিরা শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমশক্তি ক্রয় করে, তারা তাদের ভাড়া করে, এবং ঠিক এই জন্যই পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে, ঠিক এই জন্যই পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শোষণ করে, আর তাই তার বিপরীতটা ঘটে না।

কিন্তু বিশেষ করে পুঁজিপতিরাই বা কেন শ্রমিকদের শ্রমশক্তি ক্রয় করে? কেন তারাই শ্রমিকদের ভাড়া করে এবং বিপরীতটা ঘটে না কেন?

এর কারণ হ'ল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি হ'ল উৎপাদনের উপায় ও উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা। এর কারণ হ'ল, কল-কারখানা, জমি, খনি, বন, রেলপথ, কলকব্জা এবং উৎপাদনের অন্যান্য সমস্ত উপকরণ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে গেছে। এর কারণ হ'ল, শ্রমিক-শ্রেণীর এসব কিছুই নেই। এই জন্যই পুঁজিপতিরা কল-কারখানা চালু রাখার জন্য শ্রমিকদের ভাড়া করে—তারা যদি এটা না করত, তাদের উৎপাদনের উপায়-উপকরণ কোনো মুনাফা সৃষ্টি করত না। এই জন্যই শ্রমিকেরা পুঁজিপতি-দের নিকট তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করে—তারা যদি তা না করত, তাহলে তারা অনাহারে মারা যেত।

এ-সবকিছুই পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার সামগ্রিক চরিত্রটি উদ্ঘাটিত করে দেয়। প্রথমতঃ, এটা সুস্পষ্ট যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ঐক্যবদ্ধ এবং সংগঠিত হতে পারে না: তা ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের সংস্থানগুলির মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এটাও সুস্পষ্ট যে, এই বিক্ষিপ্ত উৎপাদনের আশু উদ্দেশ্য জনগণের প্রয়োজন মেটানো নয়; উদ্দেশ্য হ'ল, পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিক্রি করার জন্য জিনিসের উৎপাদন। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক পুঁজিপতিই তার মুনাফা বাড়াতে সচেষ্ট হয়, প্রত্যেকেই চেষ্টা করে সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করতে,

সেইহেতু বাজার শীঘ্রই জিনিসপত্রে ভরে যায়, দাম কমে যায়—এবং একটি সর্বাত্মক সংকট আরম্ভ হয়।

অতএব, সংকট, বেকারি, উৎপাদনের সাময়িক বিরতি, উৎপাদনে অরাজকতা প্রভৃতি আজকের দিনের অসংগঠিত পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থারই প্রত্যক্ষ ফল।

এই অসংগঠিত সামাজিক ব্যবস্থা যদি এখনো চলতে থাকে, তা যদি এখনো শ্রমিকশ্রেণীর আক্রমণ দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করতে থাকে, তার প্রধান কারণ এই যে, এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তথা পুঁজিবাদী সরকারের দ্বারা সংরক্ষিত হচ্ছে।

আজকের দিনের পুঁজিবাদী সমাজের এই হ'ল ভিত্তি।

কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ভবিষ্যৎ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভিত্তির উপর।

ভবিষ্যতের সমাজ হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। মুখ্যতঃ, এর অর্থ হ'ল, এই সমাজে কোনো শ্রেণী থাকবে না ; এই সমাজে পুঁজিপতিও থাকবে না, সর্বহারাও থাকবে না এবং, সেজন্য, কোনো শোষণও থাকবে না। এই সমাজে থাকবে কেবল যৌথ শ্রমে ব্রতী শ্রমিকেরা।

ভবিষ্যতের সমাজ হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এর অর্থ হ'ল এই যে, শোষণের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই পণ্য উৎপাদন এবং ক্রয়-বিক্রয়ও বিলুপ্ত হবে এবং, সেজন্যই শ্রমশক্তির ক্রেতা ও বিক্রেতাদের জন্য, নিয়োগকারী ও নিযুক্তদের জন্য কোনো ঠাঁই থাকবে না ; থাকবে কেবল স্বাধীন শ্রমিকেরা।

ভবিষ্যতের সমাজ হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সর্বশেষে, এর অর্থ হ'ল এই যে, মজুরি-শ্রমের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে উৎপাদনের উপায় ও উপকরণের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ; এই সমাজে গরিব সর্বহারারাও থাকবে না, ধনী পুঁজিপতিরাও থাকবে না—থাকবে শুধু শ্রমিকেরা, যারা যৌথভাবে মালিক হবে সমস্ত জমি, খনি, বন, সমস্ত কল-কারখানা, সমস্ত রেলপথের, ইত্যাদি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে উৎপাদনের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে সমাজের প্রয়োজন মেটানো ; মালিকদের মুনাফা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিক্রির জন্য জিনিসের উৎপাদন নয়, পণ্য উৎপাদন, মুনাফার জন্য লড়াই ইত্যাদির কোনো সুযোগ থাকবে না সেখানে।

এটাও স্পষ্ট যে, ভবিষ্যৎ উৎপাদন হবে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত, অতি উন্নত উৎপাদন, যা সমাজের প্রয়োজনসমূহ বিবেচনা করবে এবং সমাজের প্রয়োজনের পরিমাণ অনুযায়ী উৎপাদন করবে। সেখানে বিক্ষিপ্ত উৎপাদন, প্রতিযোগিতা, সংকট অথবা বেকারির কোনো স্থান থাকবে না।

সেখানে কোনো শ্রেণী নেই, যেখানে বড়লোক বা গরিব লোক নেই, সেখানে রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার, যা গরিবদের নিপীড়ন করে এবং বড়লোকদের রক্ষা করে। সুতরাং, সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

এই জন্যই সেই ১৮৪৬ সালেই কার্ল মার্কস বলেছিলেন:

'বিকাশের পথে শ্রমিকশ্রেণী পুরানো বুর্জোয়া সমাজের বদলে প্রতিষ্ঠা করবে একটি সম্মিলনী যা থেকে অন্তর্হিত হবে সমস্ত শ্রেণী এবং শ্রেণীগত বিরোধ, যেখানে থাকবে না যথার্থ অর্থে যাকে বলা হয় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা, তেমন কোনো ক্ষমতা (দি পভার্টি অব্ ফিলজফি: দর্শনের দৈন্য দেখুন)।[৮৯]

এই জন্যই এঙ্গেলস ১৮৮৪ সালে লিখেছিলেন:

'তাহলে, রাষ্ট্র আবহমান কাল ধরে বিদ্যমান থাকেনি। এমন সব সমাজ ছিল যারা রাষ্ট্র ছাড়াই চলেছে। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রশক্তির কোন ধারণাই তাদের ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের এক বিশেষ স্তরে আবশ্যিকভাবেই সমাজের শ্রেণীবিভাগ ঘটে আর ঠিক সেই স্তরেই রাষ্ট্র একটি আবশ্যিক প্রয়োজন হিসাবে দেখা দেয়...আমরা উৎপাদনের বিকাশে এমনই এক স্তরের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি যেখানে এই সমস্ত শ্রেণীর অস্তিত্বের আবশ্যিকতা শেষ হয়ে যাবে, আর শুধু তাই নয়, বরং সেখানে তাদের অস্তিত্ব উৎপাদনের পক্ষে একটি নিশ্চিত বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আগেকার কোন এক বিশেষ স্তরে তারা যেমন আবশ্যিক হয়ে দেখা দিয়েছিল তেমনি আবশ্যিকভাবেই আবার তাদের অবসান ঘটবে। আর সেই সঙ্গে আবশ্যিকভাবেই রাষ্ট্রেরও পতন ঘটবে। সমাজ তখন উৎপাদনকে সংগঠিত করবে উৎপাদনকারীদের স্বাধীন ও সমান সম্মেলনের ভিত্তিতে; এবং সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্থাপন করবে সেইখানে যেখানে তার স্থান—স্থাপন করবে প্রত্নচিহ্নের যাদুঘরে, চরকা এবং ব্রোঞ্জের কুঠারের পাশে, যা তখন হবে সমজেরই সম্পত্তি' (দি অরিজিন অব্

দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যাণ্ড দি স্টেট : পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি দেখুন)।৮০

একই সঙ্গে, এটাও সুস্পষ্ট যে সর্বজনিক ব্যাপারাদি পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় অফিসগুলি, যা সবরকমের তথ্য সংগ্রহ করবে, সেগুলি ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক সমাজে থাকবে একটি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বিভাগ, যা সমগ্র সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তারপর তদনুযায়ী শ্রমশীল জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ বণ্টন করে দেবে। সম্মেলন অনুষ্ঠানের, বিশেষ করে, কংগ্রেস অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে। পরবর্তী কংগ্রেসে অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ কমরেডদের পক্ষে অবশ্যই বাধ্যতামূলক হবে।

সর্বশেষে, এটা সুস্পষ্ট যে, স্বাধীন ও কমরেডসুলভ শ্রমের ফলে ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত প্রয়োজনেরই অনুরূপ কমরেডসুলভ ও সর্বাঙ্গীণ পরিতৃপ্তি ঘটবে। এর অর্থ হ'ল, যদি ভবিষ্যৎ সমাজ তার প্রত্যেকটি সদস্যের নিকট থেকে, সে যত পরিমাণ শ্রম দিতে পারে, তার কাছ থেকে তত পরিমাণ শ্রম দাবি করে, সমাজও, তার অবশ্য-কর্তব্য হিসাবে, প্রত্যেকটি সদস্য যাতে তার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য পায়, তার ব্যবস্থা করবে। **প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজনানুযায়ী!** —এই হ'ল ভিত্তি যার উপর ভবিষ্যৎ যৌথ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বলা বাহুল্য, সমাজতন্ত্রের **প্রথম** স্তরে, যখন সমাজের যে-সমস্ত অংশ তখনো কাজে অভ্যস্ত হয়নি, তাদের নতুন জীবনের ধারার মধ্যে টেনে আনা না যাচ্ছে, যখন পর্যন্ত উৎপাদিকা শক্তিসমূহের পর্যাপ্ত পরিমাণ বিকাশ না ঘটছে এবং যখন পর্যন্ত 'নোংরা' আর 'পরিষ্কার' কাজকর্ম থেকে যাচ্ছে, তখনো পর্যন্ত 'প্রত্যেককে তার প্রয়োজন মতো দেবার' যে নীতি তার প্রয়োগ নিঃসন্দেহে *প্রবলভাবে* ব্যাহত হবে, এবং, এর ফলে সমাজ বাধ্য হবে **সাময়িকভাবে** অন্য পথ নিতে—একটি মধ্য পথ। কিন্তু এটাও সুস্পষ্ট যে, যখন ভবিষ্যৎ সমাজ তার পূর্ণতা লাভ করবে, যখন পুঁজিবাদের **অবশেষ** নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখন উল্লিখিত নীতিটিই হবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একমাত্র নীতি।

এর জন্যই মার্কস ১৮৭৫ সালে বলেছিলেন :

কমিউনিস্ট (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক) সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে শ্রমবিভাগের কাছে ব্যক্তির দাসসুলভ বশ্যতা এবং সেই সঙ্গে কায়িক ও মানসিক শ্রমের

বৈপরীত্য যখন শেষ হয়ে যাবে তার পরে, নিছক জীবন ধারণের উপায় মাত্র না থেকে শ্রম যখন পরিণত হবে জীবনের প্রধান অভাবে, এবং, তার পরে, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তিগুলিরও যখন ঘটবে সংবৃদ্ধি ·· তার পরেই কেবল বুর্জোয়া অধিকারের সঙ্কীর্ণ দিগন্ত সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করা সম্ভব হবে এবং সমাজ তার পতাকায় খোদিত করবে : "প্রত্যেকের কাছ থেকে নিতে হবে তার সামর্থ্যানুযায়ী এবং প্রত্যেককে দিতে হবে তার প্রয়োজনানুযায়ী'। (এ ক্রিটিক অব্ গোথা প্রোগ্রাম: গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা দেখুন)।[১১]

মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী এই হ'ল, সাধারণভাবে, ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজের ছবি।

এগুলি তো সবই বেশ ভালো কথা। কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কি কল্পনা করা যায়? আমরা কি ধরে নিতে পারি, মানুষ তার 'বর্বর অভ্যাসাদি' থেকে কখনো মুক্ত হবে?

অথবা পুনরায়: প্রত্যেকেই যদি তার প্রয়োজনানুযায়ী পায়, তাহলে আমরা কি ধরে নিতে পারি যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির স্তর সমাজের পক্ষে পর্যাপ্ত হবে?

উৎপাদিকা শক্তিসমূহের যথেষ্ট বিকাশ, জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনার পর্যাপ্ত অগ্রগতি, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় তাদের শিক্ষাপ্রাপ্তি—এসবের অস্তিত্ব সমাজতান্ত্রিক সমাজের পূর্ব-শর্ত। বর্তমান সময়ে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ পুঁজিবাদী সম্পত্তির অস্তিত্বের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু আমরা যদি মনে রাখি যে, ভবিষ্যৎ সমাজে এই পুঁজিবাদী সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকবে না তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে উৎপাদিকা শক্তিগুলিও তখন দশগুণ বেড়ে যাবে। এটাও অবশ্য ভুলা উচিত নয় যে, ভবিষ্যৎ সমাজে আজকের দিনের শত-সহস্র পরগাছা, এবং বেকারেরাও কাজে ব্রতী হবে এবং শ্রমশীল মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে, এবং তার ফলে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ প্রবলরূপে উদ্দীপিত হবে। মানুষের 'বর্বর' প্রবৃত্তি ও মতামতগুলি কিছু লোক যতটা শাশ্বত মনে করে ততটা নয়; আদিম সাম্যবাদী সমাজের অধীনে এক সময় ছিল যখন মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি কি তা জানত না; তার পরে একটা সময় এল, ব্যক্তিগত উৎপাদনের সময়, যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষের হৃদয়-মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করল;

একটা নতুন সময়, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সময়, আসছে ; এটা কি বিস্ময়কর যে তখন মানুষের হৃদয়-মন অনুপ্রাণিত হবে সমাজতান্ত্রিক কর্মোদ্যোগে ? বাস্তব অস্তিত্বই কি মানুষের প্রবৃত্তি ও মতামতকে নিয়ন্ত্রণ করে না ?

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যে অবশ্যম্ভাবী তার প্রমাণ কি ? আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশের পর কি অনিবার্যভাবেই সমাজতন্ত্র আসবে, অথবা অন্য কথায়, আমরা কিভাবে জানি যে মার্কসের সর্বহারার সমাজতন্ত্র নিছক একটা আবেগময় স্বপ্ন নয় ? একটা অলীক কল্পনা নয় ? এ যে তা নয়, কোথায় সেই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ?

ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, সম্পত্তির রূপ সরাসরি উৎপাদনের রূপের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং এজন্য, উৎপাদনের রূপে কোন পরিবর্তন ঘটলে শীঘ্র হোক বা দেরিতে হোক সম্পত্তির রূপের একটি পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটে। একটা সময় ছিল যখন সম্পত্তির একটা সাম্যবাদী চরিত্র ছিল, যখন যেসব বনে-প্রান্তরে আদিম মানুষ ঘুরে বেড়াত, সেসব ছিল সকলেরই অধিকারে, কোন ব্যক্তি-মানুষের নয়। সেই সময় সাম্যবাদী সম্পত্তি ছিল কেন ? কারণ উৎপাদন ছিল সাম্যবাদী ধরনের, সকলে, যৌথভাবে একযোগে কাজ করত—সকলে একত্রে কাজ করত এবং পরস্পরের পরস্পরকে ছাড়া চলত না। তার পরে এল এক নতুন কাল—পেটিবুর্জোয়া উৎপাদনের কাল, যখন সম্পত্তি একটি ব্যক্তিগত চরিত্র ধারণ করল, মানুষের প্রয়োজনের সবকিছুই (অবশ্য আলো, বাতাস ইত্যাদি ছাড়া) ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হ'ল। এই পরিবর্তন কেন ঘটল ? কেননা উৎপাদন হয়ে গেল ব্যক্তিগত : প্রত্যেকেই তার নিজের জন্য কাজ আরম্ভ করল, তার নিজের ক্ষুদ্র কোণে আবদ্ধ থাকল। শেষে এল নতুন আর এক কাল—বৃহদায়তন পুঁজিবাদী উৎপাদনের কাল, তখন শত-সহস্র শ্রমিক একই ছাদের তলে, একই কারখানায় একত্র হয় এবং যৌথ শ্রমে ব্যাপৃত হয়। এখানে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করার পুরানো পদ্ধতি দেখা যাবে না, দেখা যাবে না যে প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ পদ্ধতিতে চলছে—এখানে প্রতিটি শ্রমিক তার নিজের কর্মশালায় তার কাজে তার সাথীদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত এবং তাদের সকলেই অন্যান্য কর্মশালার সাথীদের সঙ্গে সংযোগবদ্ধ। সমগ্র কারখানাটির শ্রমিকদের অলস হয়ে বসে থাকার পক্ষে একটা কর্মশালার কাজ বন্ধ করে দেওয়াই যথেষ্ট। আপনারা দেখছেন, উৎপাদন ও শ্রমের প্রক্রিয়া এর মাঝেই সামাজিক চরিত্র

ধারণ করেছে, অর্জন করেছে একটি সমাজতান্ত্রিক রঙ: এবং এটা কেবল একটি কারখানায় ঘটছে না, এটা ঘটছে শিল্পের সমস্ত শাখায়, ঘটছে শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে; সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থাকে বেকায়দায় ফেলার জন্য রেল-শ্রমিকদের নামাই যথেষ্ট; সমস্ত কল-কারখানা কিছুকালের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পক্ষে তৈল ও কয়লার উৎপাদন থেমে যাওয়াই যথেষ্ট। স্পষ্টতঃই, এখানে উৎপাদনের প্রতিক্রিয়া একটি সামাজিক, যৌথ চরিত্র ধারণ করেছে। কিন্তু যেহেতু আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত চরিত্র উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রের সাথে সঙ্গতিবিহীন, সেহেতু বর্তমানের সমষ্টিগত শ্রমের পরিণতি অনিবার্যরূপেই যৌথ সম্পত্তিতে, যেহেতু এটা সুস্পষ্ট যে রাত্রির শেষে যেমন দিন আসে, তেমনি পুঁজিবাদের শেষে অবশ্যই আসবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

এই ভাবেই ইতিহাস মার্কসের প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবিতাকে প্রমাণ করে দেয়।

ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়, যে শ্রেণী অথবা সামাজিক গোষ্ঠী সামাজিক উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং উৎপাদনের প্রধান কার্যগুলি সম্পাদন করে তারা, কালক্রমে অবশ্যম্ভাবীরূপেই সেই উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেবে। একটা সময় ছিল—মাতৃতান্ত্রিক সমাজে, যখন নারী উৎপাদনের কর্ত্রী বলে ধরা হ'ত। কেন তা ধরা হ'ত? যেহেতু তখনকার প্রচলিত উৎপাদনের পদ্ধতিতে —আদিম কৃষি ব্যবস্থায়, মেয়েরাই উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা পালন করত, তারা সমস্ত প্রধান প্রধান কাজকর্ম সম্পাদন করত, আর পুরুষেরা শিকারের সন্ধানে বনে বনে ঘুরে বেড়াত। তারপর আর একটি সময় এল—পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, যখন উৎপাদনের প্রধান ভূমিকা চলে গেল পুরুষদের হাতে। কেন এই পরিবর্তন ঘটল? কেননা তখনকার প্রচলিত উৎপাদনের পদ্ধতিতে—পশুপালনে—উৎপাদনের প্রধান হাতিয়ার ছিল বর্শা, দড়ির ফাঁস, তীর-ধনুক; তাতে প্রধান ভূমিকা নিতো পুরুষেরা…। তারপর এল বৃহৎ পুঁজিবাদী উৎপাদনের কাল, যখন উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা শ্রমিকশ্রেণীর, যখন উৎপাদনের সমস্ত প্রধান কাজকর্ম তাদের হাতে চলে যায়, যখন তাদের ছাড়া উৎপাদন একদিনও চলতে পারে না (সাধারণ ধর্মঘটের কথা স্মরণ করা যাক) এবং পুঁজিবাদীরা যখন, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় হওয়া দূরে থাকুক, উৎপাদনের পক্ষে বাধাস্বরূপই হয়ে দাঁড়ায়। এতে কি বোঝায়? এতে এ-ই বোঝায় যে, হয়

সমস্ত সামাজিক জীবন সামগ্রিকভাবে ভেঙে পড়বে, না হয়, শ্রমিকশ্রেণী, শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক, কিন্তু অবশ্যম্ভাবীরূপেই, আধুনিক উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই নিজেদের হাতে তুলে নেবে, তারাই হবে একমাত্র মালিক—সমাজতান্ত্রিক মালিক।

যে আধুনিক শিল্প-সংকটগুলি পুঁজিবাদী সম্পত্তির মৃত্যুঘণ্টা বাজাচ্ছে এবং সোজাসুজি এই প্রশ্ন উত্থাপন করছে: পুঁজিবাদ অথবা সমাজতন্ত্র—তারা এই সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্তভাবে সুস্পষ্ট করে তুলছে। তারা সুস্পষ্টরূপে পুঁজিবাদীদের পরগাছা চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করে, আর উদ্ভাসিত করে সমাজতন্ত্রের জয়ের অবশ্যম্ভাবিতা।

মার্কস-বিঘোষিত সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক অবশ্যম্ভাবিতার এটা হ'ল ইতিহাসপ্রদত্ত আর একটি প্রমাণ।

সর্বহারার সমাজতন্ত্র কোন ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রতিষ্ঠিত নয় কোন অমূর্ত 'ন্যায়পরতা' বা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ভালবাসার উপর, তা প্রতিষ্ঠিত উপরে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলির উপর।

এই জন্যই সর্বহারার সমাজতন্ত্রকে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রও' বলা হয়।

সেই ১৮৭৭ সালেই এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'শ্রমফলের বর্তমান বণ্টন-পদ্ধতির আসন্ন উৎপাটনের স্বপক্ষে···আমাদের এই বোধের চেয়ে উৎকৃষ্টতর গ্যারান্টি যদি কিছু না থাকত, যে, বণ্টনের এই পদ্ধতি অন্যায়, এবং পরিণামে ন্যায়-নীতির জয় হবেই—তাহলে আমাদের অবস্থা বেশ খারাপ হত, এবং আমাদের সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হ'ত···। এখানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল এই যে, উৎপাদনের আধুনিক পুঁজিবাদী পদ্ধতির দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদিকা শক্তিসমূহ এবং তার দ্বারা স্থাপিত বণ্টন-পদ্ধতি ঠিক এই উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গেই একটা প্রচণ্ড বিরোধিতায় এসেছে, এবং বস্তুতঃ সে বিরোধিতা এমন মাত্রায় উঠেছে যে, যদি বর্তমান সমাজের গোটাটাই ধ্বংস না হতে হয়, তাহলেও এই উৎপাদন এবং বণ্টন-পদ্ধতিতে একটি বিপ্লব ঘটাতেই হবে, এমন একটা বিপ্লব, যা সমস্ত শ্রেণী-বিভাজনের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। এই সুস্পষ্ট বাস্তব ঘটনার উপরেই···আধুনিক সমাজতন্ত্রের নিশ্চিত বিজয়লাভের দৃঢ়-প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত, আরাম কেদারায়-বসা কোনো দার্শনিকের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণার উপর নয়' (অ্যান্টি-ডুরিং দেখুন)।[১২]

অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, যেহেতু পুঁজিবাদ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক

ব্যবস্থা আমাদের ইচ্ছামতো যেকোনো সময়েই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কেবল নৈরাজ্যবাদীরা এবং অন্যান্য পেটিবুর্জোয়া মতবাদীরাই তা ভাবতে পারে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সমস্ত শ্রেণীর আদর্শ নয়। এটা কেবল সর্বহারাশ্রেণীর আদর্শ; এর বিজয়লাভে সমস্ত শ্রেণীগুলিই প্রত্যক্ষভাবে আগ্রহী নয়, একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই এর পরিপূর্ণ বিজয়লাভে আগ্রহী। এর অর্থ হ'ল, সর্বহারাশ্রেণী যতদিন সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ থাকবে, ততদিন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। উৎপাদনের পুরানো রূপের ক্ষয়প্রাপ্তি, পুঁজিবাদী উৎপাদনের আরো বেশি কেন্দ্রীভবন, এবং সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাব অর্জন—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এগুলো হ'ল আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। সমাজের সংখ্যাগুরু অংশ সর্বহারাশ্রেণীর মনোভাবাপন্ন হতে পারে, কিন্তু তখনো সমাজতন্ত্র অর্জিত নাও হতে পারে। এর কারণ হ'ল, এসব ছাড়াও, সমাজতন্ত্র অর্জনের জন্য প্রয়োজন শ্রেণীচেতনা, প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য এবং নিজেদের ব্যাপার পরিচালনা করার সামর্থ্য। যাতে এই সবকিছু অর্জন করা যেতে পারে, তারজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থাৎ বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রণের স্বাধীনতা, ধর্মঘট করা ও সমিতি গড়ার স্বাধীনতা, সংক্ষেপে, শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনার স্বাধীনতা। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা সর্বত্র সমভাবে নিশ্চিত নয়। সেইজন্য যে অবস্থাগুলির অধীনে থেকে সর্বহারাশ্রেণী সংগ্রাম চালাতে বাধ্য হয়—সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র (রাশিয়া), নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (জার্মানি), বৃহৎ বুর্জোয়াদের সাধারণতন্ত্র (ফ্রান্স) অথবা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের. (যা রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি দাবি করছে) সেই অবস্থাগুলি সম্পর্কে সর্বহারাশ্রেণী উদাসীন থাকতে পারে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে সর্বোৎকৃষ্টভাবে এবং সর্বাধিক পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত থাকে, অবশ্য একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পুঁজিবাদের অধীনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যতখানি নিশ্চিত থাকতে পারে, ততখানি। সেইজন্য, সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতন্ত্রের যারা সমর্থক, তারা সমাজতন্ত্রের পথে সর্বোৎকৃষ্ট 'সেতু' হিসাবে একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে।

এইজন্য, বর্তমান অবস্থায়, মার্কসীয় কর্মসূচী দুইটি অংশে বিভক্ত: **সর্বোচ্চ কর্মসূচী**, যার লক্ষ্য হ'ল সমাজতন্ত্র এবং **সর্বনিম্ন কর্মসূচী**, যার উদ্দেশ্য হ'ল গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির পথ নির্মাণ।

সর্বহারাশ্রেণী কি করবে? সচেতনভাবে তাদের কর্মসূচী পালনে—পুঁজিবাদকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র গঠনে, সর্বহারাশ্রেণী কোন্ পথ অবলম্বন করবে?

উত্তরটা স্পষ্ট: বুর্জোয়াদের সাথে শান্তিস্থাপন করে সর্বহারাশ্রেণী সমাজতন্ত্র অর্জন করতে পারে না—তারা অবশ্যই সংগ্রামের পথ ধরবে, এবং এই সংগ্রাম অবশ্যই হবে একটি শ্রেণী-সংগ্রাম, সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সমগ্র সর্বহারা-শ্রেণীর সংগ্রাম। হয় বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তার পুঁজিবাদ, না হয় সর্বহারা-শ্রেণী আর তার সমাজতন্ত্র!—এটা-ই হবে সর্বহারাশ্রেণীর কর্মকাণ্ডের, তার সর্বহারা শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তি।

কিন্তু সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের নানাবিধ রূপ আছে। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মঘট—তা আংশিকই হোক বা সার্বিকই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না—তা হ'ল শ্রেণী-সংগ্রাম। বয়কট এবং অন্তর্ঘাতী কাজ নিঃসন্দেহে শ্রেণী-সংগ্রাম। সভা-সমিতি, বিক্ষোভ-মিছিল, জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলিতে কার্যকলাপ ইত্যাদি—তা সে জাতীয় পার্লামেন্টেই হোক বা স্থানীয় সংস্থাতেই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না—এ সবই হ'ল শ্রেণী-সংগ্রাম। একই শ্রেণী-সংগ্রামের এসবগুলি হ'ল বিভিন্ন রূপ। শ্রেণী-সংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে সংগ্রামের কোন্ রূপটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা এখানে পরীক্ষা করতে যাচ্ছি না, আমরা কেবল বলছি যে, যথাযথ সময়ে ও স্থানে, এর প্রত্যেকটি সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণীচেতনা ও সংগঠনের অগ্রগতি সাধনে অপরিহার্য উপায় হিসাবে সন্দেহাতীতভাবেই সর্বহারাশ্রেণীর প্রয়োজন; এবং সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে শ্রেণী-চেতনা ও সংগঠনের ততখানি প্রয়োজন, যতখানি তার প্রয়োজন বাতাসের। অবশ্য, আরো বলতে হবে যে, সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে এই সমস্ত রূপই হ'ল কেবল **প্রস্তুতিমূলক** উপায়; বলতে হবে যে এগুলির একটিও, আলাদাভাবে ধরলে, **চূড়ান্ত** উপায় নয়, যার দ্বারা সর্বহারাশ্রেণী ধনতন্ত্রকে চূর্ণ করতে পারে। এককভাবে সাধারণ ধর্মঘট দিয়ে পুঁজিবাদকে বিলুপ্ত করা যায় না: সাধারণ ধর্মঘট কেবল এমন কতগুলি অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে যা পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজন। এটা অকল্পনীয় যে, কেবল পার্লামেন্টীয় কার্যকলাপের দ্বারা সর্বহারাশ্রেণী পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে: সংসদ ব্যবহারের দ্বারা কেবল এমন কতগুলি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যা পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

তাহলে চূড়ান্ত উপায়টি কি যার দ্বারা সর্বহারাশ্রেণী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে পারে?

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই হচ্ছে এই উপায়।

ধর্মঘট, বয়কট সংসদ ব্যবহার, সভা, মিছিল, সর্বহারাশ্রেণীকে প্রস্তুত এবং সংগঠিত করবার উপায় হিসাবে, এদের সবগুলিই হ'ল সংগ্রামের উৎকৃষ্ট রূপ। কিন্তু এই উপায়গুলির কোনো একটিও বর্তমান অসাম্যগুলি বিলোপ করতে পারে না। একটিমাত্র প্রধান এবং চূড়ান্ত উপায়ের মধ্যে এই সমস্ত উপায়কে কেন্দ্রীভূত করতে হবে; পুঁজিবাদের ভিত্তি পর্যন্ত ধ্বংস করবার জন্য সর্বহারা-শ্রেণীকে অবশ্যই উঠে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়াদের উপর দৃঢ়পণ আক্রমণ চালাতে হবে। এই প্রধান ও চূড়ান্ত উপায় হ'ল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে অবশ্যই একটা আকস্মিক এবং সংক্ষিপ্ত আঘাত হিসাবে মনে করা চলবে না, শ্রমজীবী জনসাধারণের চালিত এটি একটি দীর্ঘ-স্থায়ী সংগ্রাম; এই সংগ্রামে তারা বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত করে তাদের ঘাঁটিগুলি দখল করে নেয়। এবং যেহেতু সর্বহারাশ্রেণীর বিজয়লাভের অর্থ হ'ল সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত বুর্জোয়াদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা—কেননা **শ্রেণীগত সংঘর্ষে** একটি শ্রেণীর পরাজয়ের অর্থই হ'ল তার উপর অন্য শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম পর্যায় হবে বুর্জোয়াদের উপর শ্রমিক-শ্রেণীর রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্যের পর্যায়।

সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব, সর্বহারাশ্রেণী দ্বারা ক্ষমতা দখল—যা দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আরম্ভ হবে, তা হ'ল এই।

এর অর্থ হ'ল, **যতদিন না বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হচ্ছে**, যতদিন না তাদের ধনদৌলত বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে, ততদিন অবশ্যই সর্বহারাশ্রেণীর একটি সামরিক বাহিনী থাকছে—তাদের **'শ্রমিক রক্ষী-বাহিনী'**, যার সাহায্যে তারা মুমূর্ষু বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী আঘাতকে প্রতিহত করবে—যেমন প্যারীর সর্বহারাশ্রেণী **কমিউনের** সময়ে করেছিল, ঠিক সেইভাবে।

সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বের প্রয়োজন হয় এইজন্য, যাতে সর্বহারাশ্রেণী বুর্জোয়াদের সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়, সক্ষম হয় সমস্ত বুর্জোয়াদের জমি, বন, কল-কারখানা, কলকব্জা, রেলওয়ে ইত্যাদিকে বাজেয়াপ্ত করতে।

বুর্জোয়াদের উচ্ছেদসাধন—এই হ'ল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নিশ্চিত পরিণতি।

তাহলে, এই হ'ল প্রধান এবং চূড়ান্ত উপায় যার দ্বারা সর্বহারাশ্রেণী বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করবে।

এই জন্যই সেই ১৮৪৭ সালেই কার্ল মার্কস বলেছিলেন :

'...শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ হবে শ্রমিকশ্রেণীকে শাসক-শ্রেণীর অবস্থায় উন্নীত করা...। ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়াদের নিকট থেকে তাদের সমস্ত পুঁজি কেড়ে নিতে, শাসকশ্রেণী হিসাবে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপকরণ কেন্দ্রীভূত করতে, শ্রমিকশ্রেণী ব্যবহার করবে তার রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য...' (**কমিউনিস্ট ইস্তেহার** দেখুন)।

সমাজতন্ত্র আনতে হলে এইভাবেই সর্বহারাশ্রেণীকে অগ্রসর হতে হবে।

এই সাধারণ নীতি থেকেই রণকৌশল সম্পর্কে অন্যান্য সব ধারণা উদ্ভূত হয়। ধর্মঘট, বয়কট, মিছিল এবং সংসদ ব্যবহার কেবল ততদূর পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যতদূর পর্যন্ত তা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনে সর্বহারাশ্রেণীকে সংগঠিত করতে সাহায্য করে, সাহায্য করে তার সংগঠনসমূহকে শক্তিশালী ও অধিকতর সম্প্রসারিত করতে।

এইভাবে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রয়োজন, এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যই আরম্ভ হবে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব দিয়ে. অর্থাৎ বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করার উপায় হিসাবে সর্বহারাশ্রেণী অবশ্যই দখল করবে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা। কিন্তু এই লক্ষ্য সাধনের জন্য সর্বহারাশ্রেণীকেও অবশ্যই হতে হবে সংগঠিত, সর্বহারা-সাধারণকে অবশ্যই হতে হবে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ, অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে মজবুত সংগঠন আর সেগুলিকে অবশ্যই বাড়িয়ে যেতে হবে অবিচল গতিতে।

সর্বহারাদের সংগঠনগুলি কোন্ কোন্ রূপ ধারণ করবে ?

সবচেয়ে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত গণ-সংগঠন হ'ল ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের সমবায় সমিতি (প্রধানতঃ উৎপাদকদের এবং ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারীদের সমবায়)। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার মধ্যে শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির উদ্দেশ্য হ'ল (প্রধানতঃ) শিল্প-পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সমবায় সমিতিগুলির উদ্দেশ্য হ'ল, প্রাথমিক প্রয়োজনীয়

জিনিসগুলির দাম কমিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ভোগ্যবস্তুর ব্যবহারে বৃদ্ধি করার জন্য (প্রধানতঃ) বাণিজ্য-পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, অবশ্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার পরিধির মধ্যেই। ব্যাপক সর্বহারা জনসাধারণকে সংগঠিত করার উপায় হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর নিঃসন্দেহে ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় সমিতির প্রয়োজন। অতএব, মার্কস ও এঙ্গেলসের সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বহারাশ্রেণী অবশ্যই সংগঠনের উভয় রূপকেই কাজে লাগাবে এবং সেগুলিকে নব বলে বলীয়ান করে তুলবে—অবশ্য বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় তা করা যতদূর সম্ভব।

কিন্তু কেবল ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায় সমিতি সংগ্রামী সর্বহারাশ্রেণীর সাংগঠনিক প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এর কারণ, এইসব সংগঠন পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারে না, কেননা তাদের লক্ষ্যই হ'ল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন করা। কিন্তু শ্রমিকেরা চায় পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করতে, তারা চায় এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা গুড়িয়ে দিতে—শুধুমাত্র পুঁজিবাদী সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে চায় না। এইজন্য এসব ছাড়াও অতিরিক্ত একটি সংগঠনের প্রয়োজন যা সমস্ত শিল্পের ও বৃত্তির শ্রমিকদের শ্রেণী-সচেতন অংশগুলিকে তার চারিপাশে সমবেত করবে, যা সর্বহারাদের রূপান্তরিত করবে একটি সচেতন শ্রেণীতে এবং যার প্রধান লক্ষ্য হবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চূর্ণ করা ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি করা।

এরূপ একটি সংগঠন হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি।

এই পার্টি হবে একটি শ্রেণী-পার্টি, এই পার্টি অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে অন্য পার্টি-নিরপেক্ষ হয়ে স্বাধীন হবে। এর কারণ, এই পার্টি হ'ল সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি, যার মুক্তি কেবলমাত্র এই শ্রেণীই ঘটাতে পারে।

এই পার্টি অবশ্যই হবে একটি বিপ্লবী পার্টি—এবং এর কারণ এই যে, সর্বহারাদের মুক্তি ঘটতে পারে একমাত্র বৈপ্লবিক উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে।

এই পার্টি অবশ্যই হবে একটি আন্তর্জাতিক পার্টি, এই পার্টির দরজা অবশ্যই খোলা থাকবে শ্রেণী-সচেতন সমস্ত শ্রমিকদের জন্য—এবং এর কারণ এই যে, সর্বহারাদের মুক্তি জাতীয় প্রশ্ন নয়, এটা সামাজিক প্রশ্ন, জর্জীয় সর্বহারা, রুশীয় সর্বহারা এবং অন্যান্য দেশের সর্বহারাদের জন্য এটা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, বিভিন্ন জাতির সর্বহারারা যত বেশি ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে, তাদের মধ্যে যেসব জাতীয় প্রতিবন্ধক খাড়া করা হয়েছে তা যত পুরাদস্তুরভাবে ভেঙে পড়বে, ততই বেশি শক্তিশালী হবে সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি এবং তত বেশি সহজতর হবে শ্রমিকশ্রেণীর একটি অবিভাজ্য শ্রেণীতে সংগঠিত হওয়া।

অতএব, সর্বহারাশ্রেণীর সংগঠনগুলিতে যতদূর সম্ভব, ফেডারেশনের ঢিলে-ঢালাভাবের পাল্টা এক কেন্দ্রিকতার নীতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন—তা এই সব সংগঠন পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন বা সমবায় সমিতি—যা-ই হোক না কেন।

এটাও সুস্পষ্ট যে, এই সংগঠনগুলি অবশ্যই গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত হবে, অবশ্য যতদূর পর্যন্ত রাজনৈতিক অবস্থা অথবা অন্যান্য অবস্থার দ্বারা তা ব্যাহত না হয়।

একদিকে পার্টি, অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায় সমিতির মধ্যে কি সম্পর্ক হবে? শেষোক্তগুলি পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন হবে কি হবে না? পার্টির আওতার বাইরে থাকবে কি থাকবে না? এই প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে কোথায় এবং কোন্ অবস্থায় সর্বহারাশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে তার উপর। কোনো অবস্থাতেই এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায় সমিতিগুলি সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক পার্টির প্রতি যত বেশি বন্ধুভাবাপন্ন হবে, তত পরিপূর্ণভাবে তাদের উভয়েরই অগ্রগতি ঘটবে। এবং এটা এই কারণে যে, এই দুটি অর্থনৈতিক সংগঠন যদি একটি সমাজতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত না থাকে, তাহলে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রমনা হয়ে পড়ে, অভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থকে আড়াল করে সংকীর্ণ পেশাগত স্বার্থকে সামনে আসতে দেয় এবং এর ফলে সর্বহারাশ্রেণীর সমূহ ক্ষতি করে। সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই এটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায় সমিতিগুলি পার্টির ভাবাদর্শগত প্রভাব এবং রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে থাকবে। একমাত্র তা করা হলে উল্লিখিত সংগঠনগুলি এক-একটি সমাজতান্ত্রিক শিক্ষালয়ে পরিণত হবে, যা বর্তমানে বিভিন্ন গোষ্ঠিতে বিভক্ত, সর্বহারাশ্রেণীকে পরিণত করবে একটি সচেতন শ্রেণীতে।

সাধারণভাবে, এই হ'ল মার্কস ও এঙ্গেলসের সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

সর্বহারার সমাজতন্ত্রকে নৈরাজ্যবাদীরা কি চোখে দেখে ?

প্রথমেই আমাদের জানতে হবে, সর্বহারার সমাজতন্ত্র কেবল একটি দার্শনিক মতবাদ নয়। এ হ'ল সর্বহারা জনগণের মতবাদ, তাদের পতাকা ; সারা পৃথিবীর সর্বহারা একে সম্মান করে, একে 'পবিত্র' মনে করে। এজন্য মার্কস ও এঙ্গেলস শুধুমাত্র একটি দার্শনিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা নন—তারা জীবন্ত সর্বহারা আন্দোলন যা প্রতিদিনই বাড়ছে এবং শক্তি অর্জন করছে তার প্রাণবন্ত নেতা। যে কেউ এই মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, যে কেউ একে 'উৎখাত' করতে চায়, তাকে একথা বেশ ভালভাবেই মনে রাখতে হবে যাতে এক অসম সংগ্রামে অনর্থক মস্তিষ্ক বিকৃতি সে এড়াতে পারে। নৈরাজ্যবাদী মহাশয়েরা এ-সম্পর্কে ভালমত সচেতন। সেজন্য মার্কস এবং এঙ্গেলসের বিরুদ্ধে লড়াই করবার সময় তারা একটি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং এক হিসাবে একটি অভিনব হাতিয়ারের শরণাপন্ন হয়।

এই নতুন হাতিয়ারটি কী ? পুঁজিবাদী উৎপাদনের এক নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ? মার্কসের 'মূলধন' ('ক্যাপিট্যাল')-এর খণ্ডন ? অবশ্যই না ! তারা হয়ত 'নতুন নতুন তথ্যে' ও 'আরোহী' পদ্ধতিতে সজ্জিত হয়ে 'বিজ্ঞান-সম্মতভাবে' সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির 'বাইবেল'-কে—মার্কস-এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারকে' খণ্ডন করছে ? তাও না। তাহলে কী সেই অসাধারণ হাতিয়ার ?

এটা হ'ল এই অভিযোগ যে মার্কস ও এঙ্গেলস অপরের লেখা অপহরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আপনারা কি এটা বিশ্বাস করবেন ? মনে হবে যে মার্কস ও এঙ্গেলস মৌলিক কিছুই লেখেননি ; মনে হবে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র একটি নিছক অলীক কাহিনী, কেননা মার্কস ও এঙ্গেলসের **কমিউনিস্ট ইস্তেহার** প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিক্টর কনসিডেরাণ্টের **'ইস্তেহার'** থেকে 'চুরি করা'। এটা অবশ্য নিতান্তই হাস্যকর, কিন্তু নৈরাজ্যবাদীদের 'অতুলনীয়' নেতা ভি. চেরকেজিশভিলি এই মজার গল্প এমন আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন এবং চের-কেজিশভিলির নির্বোধ 'স্তাবক' জনৈক পিয়ের রেমাস এবং আমাদের দেশজ নৈরাজ্যবাদীরা এই 'আবিষ্কারকে' এমন উৎসাহের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করে যে, অন্ততঃ সংক্ষেপে হলেও এই 'গল্প' সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

চেরকেজিশভিলির কথা শুনুন :

'কমিউনিস্ট ইস্তেহারের সমগ্র তাত্ত্বিক অংশ, অর্থাৎ তার প্রথম ও দ্বিতীয়

অধ্যায়…ভি. কনসিডেরাণ্ট থেকে নেওয়া। এজন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের 'ইস্তেহার'—আইনী বিপ্লবী গণতন্ত্রের এই বাইবেল—ভি. কনসিডেরাণ্টের 'ইস্তেহার'এর স্থূল সহজতর ভাবান্তরে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কস ও এঙ্গেলস কনসিডেরাণ্টের ইস্তেহারের বিষয়বস্তু শুধু আত্মসাৎ করেননি …এমনকি অনেকগুলি অধ্যায়ের শিরোনামা পর্যন্ত ধার করেছেন' (দি অরিজিন অব্ দি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো—কমিউনিস্ট ইস্তেহারের উৎপত্তি সম্পর্কে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত চেরকেজিশভিলি, রেমাস ও লাত্রিওলার প্রবন্ধের সার-সংকলন, ১০ পৃঃ দেখুন)।

আর একজন নৈরাজ্যবাদী পি. রেমাস এই গল্পেরই পুনরাবৃত্তি করছেন :

'জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, তাদের (মার্কস ও এঙ্গেলসের) প্রধান রচনা ('কমিউনিস্ট ইস্তেহার') পরিষ্কার একটি চুরি (লেখাপহরণ), একটি নির্লজ্জ চুরি; তারা অবশ্য সাধারণ চোরের মত হুবহু প্রতিটি শব্দ নকল করেননি, চুরি করেছেন কেবল তার ভাব ও তত্ত্বসমূহ…' (ঐ, ৪ পৃঃ দেখুন)।

'নোবাত্তি', 'মুশা',[৯৩] 'খ্‌মা'[৯৪] এবং অন্যান্য পত্রিকায় নৈরাজ্যবাদীরা এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

এ থেকে মনে হবে যে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং তার তত্ত্বমূলক নীতি-সমূহ কনসিডেরাণ্টের ইস্তেহার থেকে চুরি করা হয়েছিল।

এ বক্তব্যের পেছনে কোনো যুক্তি আছে কি?

কে এই ভি. কনসিডেরাণ্ট?

আর কার্ল মার্কসই বা কে?

ভি. কনসিডেরাণ্ট ১৮৯৩ সালে মারা যান। তিনি কল্পলোকচারী ফোরিয়ারের শিষ্য ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সংশোধনের অতীত কল্পলোকচারী হিসাবেই থেকে গিয়েছিলেন, যিনি 'ফ্রান্সের মুক্তির' আশা স্থাপন করেছিলেন শ্রেণীগত সমঝোতার উপর।

কার্ল মার্কস মারা যান ১৮৮৩ সালে। তিনি ছিলেন বস্তুবাদী, কল্পলোক-চারীদের একজন শত্রু। তিনি উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ এবং শ্রেণী-সংগ্রামকেই মানবজাতির মুক্তির গ্যারান্টি হিসাবে গণ্য করতেন।

এদের মধ্যে কোনো মিল আছে?

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বমূলক ভিত্তি হ'ল মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদী তত্ত্ব। এই তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক জীবনের বিকাশ উৎপাদিকা

শক্তির বিকাশের দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয়। যদি সামন্ততান্ত্রিক—জমিদারী ব্যবস্থা বুর্জোয়া ব্যবস্থা দ্বারা অপসারিত হয়ে থাকে, তাহলে 'দোষ' দিতে হবে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের উপর, যা বুর্জোয়া ব্যবস্থার উদ্ভবকে অনিবার্য করে তুলেছিল। অথবা পুনরায়: যদি বর্তমানের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অনিবার্যরূপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা অপসারিত হয়, তার কারণ হ'ল আধুনিক উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের এটাই দাবি। এই জন্যই পুঁজিবাদ ধ্বংসের এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক আবশ্যিকতা। এই জন্যই মার্কসীয় বক্তব্য এই যে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের ইতিহাসের মধ্যেই আমরা আমাদের আদর্শসমূহের সন্ধান করব, মানুষের মনের মধ্যে নয়।

এই হ'ল মার্কস ও এঙ্গেলসের **কমিউনিস্ট ইস্তেহারের** তত্ত্বগত ভিত্তি (**কমিউনিস্ট ইস্তেহার**, ১নং ও ২নং অধ্যায় দেখুন)।

ভি. কনসিডেরান্টের **গণতান্ত্রিক ইস্তেহার** এ-ধরনের কিছু বলে? কনসিডেরান্ট কি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন?

আমরা জোর দিয়ে বলছি যে, কি চেরকেজিশভিলি, কি রেমাস অথবা আমাদের নোবাতিপন্থীরা **একটিমাত্র** বিবৃতিও কিংবা কনসিডেরান্টের **গণতান্ত্রিক ইস্তেহার** থেকে **একটিমাত্র** শব্দও উদ্ধৃত করেননি, যা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করবে যে, কনসিডেরান্ট ছিলেন একজন বস্তুবাদী এবং তিনি সামাজিক জীবনের বিবর্তন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন উৎপাদিকা শক্তিগুলির উপর। পক্ষান্তরে, আমরা ভালভাবেই জানি যে, কনসিডেরান্ট সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে একজন ভাববাদী কল্পলোকচারী বলেই পরিচিত (পল লুই-এর **ফরাসী দেশের সমাজতন্ত্রের ইতিহাস** দেখুন)।

তাহলে কিসের জন্য এইসব বিচিত্র 'সমালোচকেরা' এইরকম নিরর্থক বকবকানিতে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত হন? তারা যখন এমনকি বস্তুবাদ থেকে ভাববাদকে পৃথক করতে পারেন না, তখন কেন মার্কস ও এঙ্গেলসকে সমালোচনা করার দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেন? এ কি কেবল লোকেদের সঙ্গে মজা করবার জন্য?...

• বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের **রণকৌশলগত** ভিত্তি হ'ল আপসহীন শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ, কেননা এটাই হ'ল **সর্বোৎকৃষ্ট** হাতিয়ার যা সর্বহারাশ্রেণীর অধিকারে আছে। সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রাম হ'ল সেই হাতিয়ার যার

সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখল করবে এবং তারপর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়াদের ধনদৌলত থেকে উচ্ছেদ করবে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের 'ইস্তেহারে' ব্যাখ্যাত এটাই হ'ল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের রণকৌশলগত ভিত্তি।

কনসিডেরাণ্টের **গণতান্ত্রিক ইস্তেহারে** এরূপ কিছু বলা হয়েছে? কনসিডেরাণ্ট কি শ্রেণী-সংগ্রামকে সর্বহারাদের অধিকারে সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করেছেন?

চেরকেজিশভিলি ও রেমাসের প্রবন্ধগুলি (উপরোক্ত সংকলন দেখুন) থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, কনসিডেরাণ্টের 'ইস্তেহারে' এ-সম্পর্কে একটি শব্দও নেই —এতে কেবলমাত্র উল্লিখিত আছে যে, শ্রেণী-সংগ্রাম একটি শোচনীয় ঘটনা। পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার উপায় হিসাবে শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে কনসিডেরাণ্ট তার '**ইস্তেহারে**' যা বলেছিলেন তা নীচে দেওয়া হ'ল:

'পুঁজি, শ্রম ও বিশেষ দক্ষতা—এইগুলি হ'ল উৎপাদনের তিনটি মৌলিক উপাদান, ধনের তিনটি উৎস, শিল্প-যন্ত্রের তিনটি চাকা...যে তিনটি শ্রেণী তাদের প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের 'স্বার্থ অভিন্ন'; তাদের কাজ হ'ল পুঁজিপতি ও জনগণের জন্য যন্ত্রগুলিকে কাজ করানো...তাদের সামনে রয়েছে...জাতির ঐক্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর সম্মিলন গড়ে তোলার মহান লক্ষ্য...' (কার্ল কাউৎস্কির পুস্তিকা, **কমিউনিস্ট ইস্তেহার—একটি চুরি**, ১৪ পৃঃ দেখুন, যেখানে কনসিডেরাণ্টের ইস্তেহার থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে)।

সমস্তশ্রেণী এক হও!—এই স্লোগানটিই ভি. কনসিডেরাণ্ট তার **গণতান্ত্রিক ইস্তেহারে** ঘোষণা করেছিলেন।

শ্রেণী **সমঝোতার** এইসব রণকৌশলের সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের বিঘোষিত আপসহীন শ্রেণী সংগ্রামের মিলটা কোথায়? তাদের উদাত্ত আহ্বান ছিল: **সকল দেশের শ্রমিকেরা শ্রমিক-বিরোধী সকল শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক হও।**

স্বভাবতঃই এ দুটির মধ্যে কোন মিলই নেই!

তবে কেন মঁসিয়ে চেরকেজিশভিলি ও তার নির্বোধ অনুসারীরা এই অর্থহীন উক্তি করেন? তারা কি মনে করেন আমরা কতকগুলি শবদেহ? তারা কি মনে করেন আমরা তাদের দিনের আলোয় টেনে আনব না?।"

এবং সর্বশেষে, আর একটি কৌতূহলকর বিষয় আছে। ভি. কনসিডেরাণ্ট ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তিনি তার 'গণতান্ত্রিক ইস্তেহার' ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত করেন। ১৮৪৭ সালের শেষে মার্কস ও এঙ্গেলস তাদের 'কমিউনিস্ট ইস্তেহার' রচনা করেন। তারপর থেকে মার্কস ও এঙ্গেলসের 'ইস্তেহার' সমস্ত ইউরোপীয় ভাষায় বারবার প্রকাশিত হয়েছিল। প্রত্যেকেই জানেন যে, মার্কস ও এঙ্গেলসের ইস্তেহার এক যুগান্তকারী দলিল। তথাপি কোথাও কনসিডেরাণ্ট অথবা তার বন্ধুরা মার্কস ও এঙ্গেলসের জীবদ্দশায় কখনো বলেননি যে শেষোক্তরা কনসিডেরাণ্টের 'ইস্তেহার' থেকে 'সমাজতন্ত্র' চুরি করেছেন। পাঠক, এটা কি অদ্ভুত নয়?

তাহলে কিসের ভিত্তিতে এই 'আরোহী' ভুঁইফোঁড়েরা—মাপ করবেন, 'পণ্ডিত ব্যক্তিরা'—এই আজেবাজে বকবার উৎসাহ পায়? কার হয়ে তারা কথা বলছে?

কনসিডেরাণ্টের ইস্তেহারের সঙ্গে কনসিডেরাণ্ট নিজে যতটা পরিচিত ছিলেন তার চেয়ে তারা কি বেশি পরিচিত! অথবা তাদের পক্ষে একথা মনে করা কি সম্ভব যে, ভি. কনসিডেরাণ্ট এবং তার সমর্থকেরা **কমিউনিস্ট ইস্তেহার** পড়েননি?

কিন্তু বিলক্ষণ।...বিলক্ষণ এইজন্য যে, নৈরাজ্যবাদীরা নিজেরাই রেমাস এবং চেরকেজিশভিলি দ্বারা বিঘোষিত কুইক্সোটীয় জেহাদ গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেনি: এই হাস্যকর জেহাদের লজ্জাকর পরিণাম এত সুস্পষ্ট যে তা বিশেষ মনোযোগের যোগ্য নয়।...

এবার আমরা সত্যিকারের সমালোচনায় অগ্রসর হই।

নৈরাজ্যবাদীরা একটা রোগ থেকে ভোগে; তারা তাদের বিরোধী পার্টি-গুলিকে 'সমালোচনা' করতে খুব ভালবাসে। কিন্তু এই পার্টিগুলি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র পরিচিত হবার কষ্ট স্বীকার করতে তারা চায় না। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি ও বস্তুবাদী তত্ত্ব 'সমালোচনা' করার সময় নৈরাজ্যবাদীদের ঠিক এইভাবে আচরণ করতে আমরা দেখেছি (১নং ও ২নং অধ্যায় দেখুন)। তারা ঠিক একইরকম আচরণ করে যখন তারা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের মোকাবিলা করে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে নিম্নলিখিত ঘটনাটি ধরা যাক। কে জানে না যে সোশ্যালিষ্ট

রিভলিউশনারিদের এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মধ্যে মূলগত মতানৈক্য রয়েছে? কে জানে না যে পূর্বোক্তরা মার্কসবাদকে অস্বীকার করে, অস্বীকার করে মার্কসবাদের বস্তুবাদী তত্ত্ব, তার কর্মসূচী এবং শ্রেণী-সংগ্রামকে—অন্যপক্ষে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা সমগ্রভাবে মার্কসবাদকেই তাদের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। কেউ যদি অন্যমনস্কভাবেও রেভল্যুৎসিয়ন্নায়া রস্‌সিইয়া (সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মুখপত্র) এবং ইসক্রা (সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মুখপত্র)-র বিতর্কমূলক আলোচনা কিছুমাত্র শুনে থাকেন, তার কাছেও এই মূলগত মতানৈক্য অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আপনি সেই সব 'সমালোচকদের' সম্পর্কে কি বলবেন যারা এই দুটির ভিতর পার্থক্য দেখতে পায় না এবং গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে যে, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা উভয়েই মার্কসবাদী। উদাহরণস্বরূপ, নৈরাজ্যবাদীরা জোর দিয়ে বলে যে, 'রেভল্যুৎসিয়ন্নায়া রস্‌সিইয়া' এবং 'ইসক্রা' দুই-ই নাকি মার্কসবাদী মুখপত্র (নৈরাজ্যবাদীদের সংকলন, রুটি এবং স্বাধীনতার ২০২ পৃঃ দেখুন)।

এ থেকে বোঝা যায়, নৈরাজ্যবাদীরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির 'নীতিগুলির' সঙ্গে কতটা পরিচিত!

এর পরে, তাদের 'বৈজ্ঞানিক সমালোচনার' সারবত্তা স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে...।

এখন তাদের এই 'সমালোচনা' যাচাই করা যাক।

নৈরাজ্যবাদীদের প্রধান 'অভিযোগ' হ'ল এই যে, তারা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদী মনে করে না; তারা বারংবার একই কথা বলে, তোমরা সমাজতন্ত্রবাদী নও, তোমরা সমাজতন্ত্রবাদের শত্রু।

এ-ব্যাপারে ক্রোপটকিন বলেন:

'... আমরা যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছাই তা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক মতবাদী অর্থনীতিবিদদের সংখ্যাগুরু অংশের সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক...আমরা...উপনীত হই অবাধ সাম্যবাদে, বিপরীত পক্ষে, সমাজতান্ত্রিকদের (সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদেরও ধরে নিয়ে—লেখক) সংখ্যাগুরুরা উপনীত হন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে এবং যৌথবাদে (ক্রোপটকিনের আধুনিক বিজ্ঞান ও নৈরাজ্যবাদ দেখুন, পৃঃ ৭৪-৭৫)।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' এবং 'যৌথবাদ' কী?

এ-সম্পর্কে ক্রোপটকিন এই বলেছেন :

'জার্মান সমাজতন্ত্রবাদীরা বলে যে, সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ অবশ্যই রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে হবে; রাষ্ট্র সেই সম্পদকে শ্রমিকদের সমিতিগুলির হেফাজতে রাখবে, উৎপাদন বিনিময় সংগঠিত করবে এবং সমাজের জীবন ও কাজ নিয়ন্ত্রিত করবে' (ক্রোপট্‌কিনের একজন বিদ্রোহীর বক্তৃতাবলী দেখুন, পৃঃ ৬৪)।

এবং আরও :

তাদের 'পরিকল্পনায়…যৌথবাদীরা…ডবল ভুল করে। তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিলোপ করতে চায়, অথচ যে-দুটি প্রতিষ্ঠান এই ব্যবস্থার ভিত্তি-স্থানীয় সে-দুটিকে তারা বজায় রাখে: প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার এবং মজুরিশ্রম' (কংকোয়েষ্ট অব ব্রেড, '১৪৮ পৃঃ দেখুন)। 'এটা সুবিদিত যে, যৌথবাদ মজুরিশ্রম বজায় রাখে। পার্থক্য শুধু এই যে এখানে নিয়োগকর্তার স্থান গ্রহণ করে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার।' এই সরকারের প্রতিনিধিরা 'উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত মূল্য সকলের স্বার্থে সদ্ব্যবহার করার অধিকার নিজের হাতে রাখে। অধিকন্তু, এই ব্যবস্থায় একটি পার্থক্য করা হয়…সাধারণ শ্রমিকের শ্রম এবং শিক্ষিত মানুষের শ্রমের মধ্যে পার্থক্য : যৌথবাদীদের মতে, অদক্ষ শ্রমিকদের শ্রম সহজ শ্রম, আর দক্ষ কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্যেরা করে মার্কস যাকে বলেন জটিল শ্রম এবং এদের উচ্চতর মজুরি পাবার অধিকার আছে' (ঐ, পৃঃ ৫২)। তাহলে শ্রমিকেরা তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাবে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নয়, পাবে 'সমাজকে তারা যে পরিমাণ সেবা দেয় সেই অনুপাতে' (ঐ, পৃঃ ১৫৭)।

জর্জিয়ার নৈরাজ্যবাদীরা আরো সাড়ম্বরে ঐ একই কথা বলে। তাদের মধ্যে বেপরোয়া বিবৃতির জন্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন মিঃ বেটন। তিনি লিখেছেন :

'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের যৌথবাদ কী? যৌথবাদ, অথবা আরো সঠিক-ভাবে, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ নিম্নলিখিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত : প্রত্যেকেই কাজ করবে যতখানি সে করতে চাইবে, অথবা যতখানি রাষ্ট্র তার জন্ম স্থির করে দেবে, এবং প্রতিদান হিসাবে সে তার শ্রমের মূল্য পাবে জিনিসের আকারে।…' ফলে 'এখানে চাই একটি বিধানসভা… চাই একটি কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রী, হরেকরকমের প্রশাসক, ঠ্যাঙাড়েবাহিনী এবং গুপ্তচর এবং সম্ভবতঃ

সৈন্তদলও, যদি অসন্তুষ্টের সংখ্যা অত্যধিক হয়' (৫নং বোবাত্তি দেখুন, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯)।

নৈরাজ্যবাদী বাবুমশাইদের এই হ'ল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে প্রথম 'অভিযোগ'।

তাহলে, নৈরাজ্যবাদীদের যুক্তি অনুসারে একথাই বেরিয়ে আসে:

১। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মতে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ একটি সরকার ব্যতিরেকে অসম্ভব: যে সরকার প্রধান অধিকর্তার ক্ষমতা বলে শ্রমিকদের ভাড়া করবে, এবং নিশ্চয়ই 'মন্ত্রী···ঠ্যাঙাড়েবাহিনী এবং গুপ্তচর' পোষণ করবে।

২। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মতে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে 'নোংরা' ও 'পরিচ্ছন্ন' কাজের মধ্যে পার্থক্য রাখা হবে, 'প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী' এই নীতি বাতিল করে আর একটি নীতি চালু হবে, অর্থাৎ 'প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী'।

এই হ'ল দুটি বিষয় যার উপর সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীদের 'অভিযোগ' প্রতিষ্ঠিত।

নৈরাজ্যবাদী বাবুমশাইদের উপস্থাপিত এইসব 'অভিযোগের' কোনো ভিত্তি আছে?

আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, নৈরাজ্যবাদীরা এ-সম্পর্কে যা কিছু বলছে তা হ'ল **নিছক আহাম্মকি** অথবা জঘন্য কুৎসা।

সত্য ঘটনা এই।

সেই সুদূর ১৮৪৬ সালেই কার্ল মার্কস বলেছিলেন:

'বিকাশের পথে শ্রমিকশ্রেণী পুরানো বুর্জোয়া সমাজের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা করবে একটি **সম্মিলনী**, যা থেকে বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হবে এবং যাকে বলা হয় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা যথার্থ অর্থে তা আর থাকবে না' (**দর্শনের দৈন্য** দেখুন)।

এক বছর পরে মার্কস ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারে' সেই একই ধারণা প্রকাশ করেন (**কমিউনিস্ট ইস্তেহার**, ২ নং অধ্যায়)।

১৮৭৭ সালে এঙ্গেলস লেখেন: 'সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র সর্ব-প্রথম যে কাজে এখন প্রকৃতপ্রস্তাবে এগিয়ে আসে তা হ'ল—সমাজের পক্ষ থেকে উৎপাদনের উপায়-উপকরণগুলির দখল নেওয়া—সেই সঙ্গে সেটাই হয় রাষ্ট্র

হিসাবে তার সর্বশেষ স্বাধীন কাজ। সামাজ-সম্পর্কের ব্যাপারে রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ একটির পর একটি ক্ষেত্রে অনাবশ্যক হয়ে পড়ে এবং তারপর তা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। রাষ্ট্রকে 'উঠিয়ে' দেওয়া হয় না, রাষ্ট্র শুকিয়ে যায়' (অ্যান্টি-ডুরিং)।

১৮৮৪ সালে একই এঙ্গেলস লেখেন: 'তাহলে, রাষ্ট্র আবহমানকাল থেকে বিদ্যমান থাকেনি। এমন সব সমাজ ছিল যারা রাষ্ট্র ছাড়াই কাজ চালিয়েছে, যাদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের কোনো ধারণাই ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের কোন এক স্তরে—যা বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাজনের সঙ্গে আবশ্যিকভাবেই যুক্ত ছিল—তাতে রাষ্ট্র একটি প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিল। ··উৎপাদনের বিকাশের পথে এখন আমরা এক স্তরের দিকে দ্রুত এগোচ্ছি, যেখানে এই সমস্ত শ্রেণীর প্রয়োজনই শুধু ফুরিয়ে যাবে না, বরং সেখানে তাদের অস্তিত্ব উৎপাদনের পক্ষে একটি প্রত্যক্ষ বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আগেকার কোন এক স্তরে যেমন অনিবার্যভাবে তারা দেখা দিয়েছিল, তেমনি অনিবার্যভাবেই তাদের পতন ঘটবে। তাদের সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে রাষ্ট্রেরও পতন হবে। উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান সম্মিলনের ভিত্তিতে যে সমাজ উৎপাদন সংগঠিত করবে, তা সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে যেখানে তাদের জায়গা সেখানে রেখে দেবে: রেখে দেবে প্রাচীন যুগের নিদর্শনের যাদুঘরে, চরকার এবং ব্রোঞ্জের কুঠারের পাশে' (পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি দেখুন)।

১৮৯১ সালে এঙ্গেলস এই একই কথা আবার বলেন (ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ পুস্তকে তার ভূমিকা দেখুন)।

তাহলে দেখছেন, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ হ'ল এমন একটি সমাজ, যেখানে তার মন্ত্রী, প্রশাসক, ঠ্যাঙাড়ে, পুলিশ ও সৈন্যদল সমেত তথাকথিত রাষ্ট্রের, অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার কোনো স্থান থাকবে না। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সর্বশেষ স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়কাল, যখন শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখল করবে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর চূড়ান্ত অবসান ঘটানোর জন্য তার নিজের সরকার (একনায়কত্ব) প্রতিষ্ঠা করবে। যখন বুর্জোয়াশ্রেণী বিলুপ্ত হবে, সমস্ত শ্রেণী বিলুপ্ত হবে, যখন সমাজতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির প্রয়োজন থাকবে না এবং তথাকথিত রাষ্ট্র ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত হবে।

তাহলে দেখছেন, নৈরাজ্যবাদীদের উপরিউক্ত 'অভিযোগ' একেবারে ভিত্তিহীন বকবকানি।

'অভিযোগটির' দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কে কার্ল মার্কস নিজের বক্তব্য রাখছেন :

'কমিউনিস্ট (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক) সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে, শ্রম বিভাজনের কাছে ব্যক্তি-মানুষের দাসসুলভ বশ্যতার, এবং সেই সঙ্গে মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বৈপরীত্য অন্তর্হিত হওয়ার পরে এবং শ্রম ...জীবনের প্রাথমিক চাহিদা হয়ে দাঁড়ানোর পরে; এবং ব্যক্তি-মানুষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন শক্তিগুলিও বেড়ে যাবার পরে...কেবল তখনই সর্বাঙ্গীণ বুর্জোয়া অধিকারের সঙ্কীর্ণ দিগন্ত সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করা যাবে' এবং সমাজ তার পতাকায় খোদিত করতে পারে "প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্যানুযায়ী, এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজনানুযায়ী", (ক্রিটিক অব্ দি গোথা প্রোগ্রাম : গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা দেখুন)।

তাহলে দেখছেন, মার্কসের মতে, কমিউনিস্ট (অর্থাৎ সোশ্যালিষ্ট) সমাজের উচ্চতর স্তর হবে এমন একটি ব্যবস্থা যার অধীনে 'নোংরা' ও 'পরিচ্ছন্ন' হিসাবে কাজের বিভাজন এবং দৈহিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে বিরোধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে, শ্রম হবে সমমর্যাদাসম্পন্ন, এবং সমাজে চালু হবে খাঁটি কমিউনিস্ট নীতি : প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সাধ্যানুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী। এখানে মজুরিশ্রমের কোনো স্থান নেই।

স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে এই 'অভিযোগ' একেবারেই ভিত্তিহীন।

দুটি জিনিসের একটি : হয় নৈরাজ্যবাদী মশাইরা মার্কস ও এঙ্গেলসের উপরিউক্ত রচনাবলী কখনো দেখেননি এবং শোনা কথার ভিত্তিতে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন, না হয় তারা মার্কস ও এঙ্গেলসের উপরিউক্ত রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত তবে ইচ্ছা করেই মিথ্যা কথা বলছেন।

প্রথম 'অভিযোগের' এই-ই হ'ল হাল।

নৈরাজ্যবাদীদের দ্বিতীয় 'অভিযোগ' হ'ল : সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি যে বৈপ্লবিক তারা তা স্বীকার করে না। 'তোমরা বিপ্লবী নও, তোমরা সহিংস বিপ্লবকে অস্বীকার করো মাত্র, ব্যালট পেপারের মাধ্যমে তোমরা সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও'—নৈরাজ্যবাদী মহাশয়েরা আমাদের একথা বলেন।*

শোনা যাক তারা কি বলেন :

'…সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা "বিপ্লব", "বৈপ্লবিক সংগ্রাম", "অস্ত্র হাতে যুদ্ধ" ইত্যাদির উপর সাড়ম্বরে ভাষণ দিতে ভালবাসে। কিন্তু আপনি যদি, সরল মনে, তাদের নিকট অস্ত্র চান, তাহলে তারা নির্বাচনে ভোট দেবার জন্য গুরুগম্ভীরভাবে আপনার হাতে একখানি ব্যালট পেপার তুলে দেবে।' তারা জোর দিয়ে বলে, 'বিপ্লবের উপযোগী একমাত্র সুবিধাজনক রণকৌশল হ'ল শান্তিপূর্ণ ও আইনসঙ্গত সংসদীয় পথ, সঙ্গে থাকবে পুঁজিবাদের প্রতি, প্রতিষ্ঠিত শাসন ক্ষমতার প্রতি এবং প্রচলিত সমগ্র বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যের শপথ' (ব্রেড অ্যাণ্ড ফ্রীডম, সংকলন দেখুন, পৃঃ ২১, ২২, ২৩)।

জর্জিয়ান নৈরাজ্যবাদীরা একই কথা বলে, অবশ্যই, আরো জোর গলায়। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন, বেটন কি বলছেন :

সমগ্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি খোলাখুলিভাবে জোর দিয়ে বলে, রাইফেল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ হ'ল বিপ্লবের একটি বুর্জোয়া পদ্ধতি, একমাত্র ব্যালট পেপারের সাহায্যে, শুধুমাত্র সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে, পার্টি ক্ষমতা দখল করতে পারে এবং, তারপর, সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং আইন প্রণয়নের সাহায্যে সমাজকে পুনর্গঠিত করতে পারে' (দি ক্যাপচার অব্ পলিটিক্যাল পাওয়ার : রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, ৩-৪ পৃঃ দেখুন)।

মার্কসবাদীদের সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদী মহাশয়দের এই হ'ল বক্তব্য।

এই 'অভিযোগের' কি কোনো ভিত্তি আছে ?

আমরা দৃঢ়তা সহকারে বলছি যে, এখানেও নৈরাজ্যবাদীদের অজ্ঞতা এবং কুৎসার প্রতি আসক্তিই কেবল প্রকাশ পাচ্ছে।

আসল ঘটনা এই।

সেই ১৮৪৭ সালের শেষের দিকেই কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস লেখেন :

'কমিউনিস্টরা তাদের মত ও লক্ষ্য গোপন করতে ঘৃণাবোধ করে। তারা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে, সমস্ত বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থাকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করেই কেবল তাদের লক্ষ্য সাধিত হতে পারে। কমিউনিস্ট বিপ্লবে শাসকশ্রেণীগুলি কেঁপে উঠুক। সর্বহারাদের শৃংখল ছাড়া হারবার কিছু নেই। তাদের জয় করবার জন্য রয়েছে বিশ্ব। সব দেশের মেহনতী

মানুষ এক হও!' (কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার দেখুন। কতকগুলি আইনী সংস্করণের অনুবাদে কিছু কিছু কথা বাদ দেওয়া হয়েছে।)

১৮৫০ সালে, জার্মানিতে আর একটি বিস্ফোরণের প্রত্যাশায় কার্ল মার্কস সে-সময়কার জার্মান কমরেডদের নিম্নোক্ত মর্মে লিখেছিলেন:

'কোন অজুহাতেই অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ সমর্পণ করা চলবে না... শ্রমিকরা অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের সংগঠিত করবে...সেনাপতি-সহ সর্বহারার রক্ষীবাহিনী হিসাবে তাদের থাকবে একটি সেনাপতি-মণ্ডলী (জেনারেল স্টাফ)।...' এবং একথা 'আসন্ন অভ্যুত্থানের সময়কালে এবং পরে আপনারা অবশ্যই স্মরণে রাখবেন' (কোলোন ট্রায়াল দেখুন। কমিউনিস্টদের নিকট মার্কসের ভাষণ)।[২৫]

১৮৫১-৫২ সালে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস লেখেন:

'...অভ্যুত্থানের কর্মকাণ্ডে একবার প্রবেশ করলে, কাজ করতে হবে প্রবলতম সংকল্প নিয়ে, যেতে হবে আক্রমণাত্মক অবস্থানে। আত্মরক্ষামূলক পন্থা হ'ল প্রতিটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মৃত্যু।...শত্রুর সৈন্যবাহিনী যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে তখন সহসা তাদের আক্রমণ করে অভিভূত করতে হবে—যত ছোটই হোক, নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করো, কিন্তু তা প্রতিদিনই করো... শত্রু তোমার বিরুদ্ধে তার শক্তি গুছিয়ে নেবার আগেই তাকে পিছু হঠতে বাধ্য করো; বৈপ্লবিক নীতির মহত্তম প্রবক্তা বলে বিদিত দাতঁ-র ভাষায়: স্পর্ধা, স্পর্ধা, আবারও স্পর্ধা!' (জার্মানিতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব।)

আমরা মনে করি. 'ব্যালট পেপারের' চেয়ে কিছু বেশি এখানে বলা হয়েছে।

সর্বশেষে প্যারী কমিউনের কথা স্মরণ করুন। স্মরণ করুন কী রকম শান্তিপূর্ণভাবে কমিউন কাজ করেছিল, যখন তা প্যারীর বিজয়লাভে সন্তুষ্ট থেকে প্রতিবিপ্লবের লালনক্ষেত্র ভার্সাই আক্রমণ না করে নিরস্ত হ'ল। মার্কস তখন কি বলেছিলেন মনে পড়ে? তিনি কি প্যারীর নাগরিকদের ব্যালট বাক্সের আশ্রয় নিতে বলেছিলেন? তিনি কি প্যারীর শ্রমিকদের আত্মসন্তুষ্টিতে অনুমোদন জানিয়েছিলেন? (সমস্ত প্যারী নগরী শ্রমিকদের হস্তগত ছিল।) তারা পরাভূত ভার্সাই-এর প্রতি যে শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিল মার্কস কি তা সমর্থন করেছিলেন? তবে শুনুন মার্কস কি বলেছিলেন:

'এই প্যারীবাসীদের মধ্যে কী প্রাণবন্ততা, কী ঐতিহাসিক উদ্যোগ, স্বার্থ-

বিসর্জনের অপরিমেয় কী শক্তি! ছ'মাসের ক্ষুধাভোগের পর ...তারা প্রুশিয়ার বেয়নটের তলায় অভ্যুত্থান করল...এমন মহত্ত্বের অনুরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই! যদি তারা পরাজিত হয়, তা হবে শুধু তাদের 'শিষ্টাচারের' জন্য। প্রথম ভিনয়ের পর **তাদের তৎক্ষণাৎ ভার্সাই-এর উপর অভিযান চালানো উচিত ছিল,** তখন প্যারী ন্যাশনাল গার্ডের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ নিজেরাই পিছু হটেছিল। নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি প্রণোদিত সংকোচের জন্য প্যারীবাসী সুযোগ হারালো। তারা **গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করতে** চাইল না—যেন তখনো বজ্জাত গর্ভস্রাব থিয়ের্স প্যারীকে নিরস্ত্র করবার জন্য আগেই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করেনি! (**কুগেলম্যানের নিকট চিঠি**[১৬]।)

এইভাবেই কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস চিন্তা করেছিলেন এবং কাজও করেছিলেন।

এইভাবেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা চিন্তা করে এবং কাজ করে।

কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা তবু ঘ্যান ঘ্যান করে: মার্কস এবং এঙ্গেলস এবং তাদের অনুবর্তীরা কেবল ব্যালট পেপারেই আগ্রহী—তারা সহিংস বিপ্লবী সংগ্রাম বাতিল করে দিয়েছেন!

তাহলে দেখছেন, এই 'অভিযোগ'ও হ'ল একটা কুৎসা যা মার্কসবাদের সারবস্তু সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদীদের অজ্ঞতাই কেবল প্রকাশ করে।

তাহলে দ্বিতীয় 'অভিযোগের' হালও এই।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি যে একটি জনপ্রিয় আন্দোলন তা অস্বীকার করার মধ্যেই রয়েছে নৈরাজ্যবাদীদের তৃতীয় 'অভিযোগ'; এতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট-দের বর্ণনা করা হয়েছে আমলাতান্ত্রিক বলে, এবং দৃঢ়তাসহকারে ঘোষণা করা হয়েছে যে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের পরিকল্পনা বিপ্লবের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজাবে, এবং যেহেতু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা এ-রকম একনায়কত্বের পক্ষাবলম্বী, সেহেতু তারা প্রকৃতপ্রস্তাবে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, চায় সর্বহারাশ্রেণীর উপর নিজেদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে।

ক্রোপটকিন কি বলেন, শুনুন।

'আমরা নৈরাজ্যবাদীরা একনায়কতন্ত্রের উপর চূড়ান্ত রায়দান করেছি।... আমরা জানি প্রতিটি একনায়কতন্ত্র, তা তার অভিপ্রায় যত সৎই থাকুক না

কেন, বিপ্লবকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে। আমরা জানি···একনায়কতন্ত্রের ধারণা শাসনক্ষমতার প্রতি অন্ধ আসক্তিরই অতীব ক্ষতিকর ফল—তার কমও কিছু নয় বেশিও নয়, তা দাসত্বকে চিরস্থায়ী করার কাজেই সর্বদা সচেষ্ট' (ক্রোপটকিন **একজন বিদ্রোহীর বক্তৃতাবলী**, পৃঃ ১৩১)। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা শুধু বিপ্লবী একনায়কতন্ত্রকে স্বীকার করে না, তারা 'সর্বহারাশ্রেণীর উপর একনায়কতন্ত্রেরও ওকালতি করে। শ্রমিকদের প্রতি তাদের আগ্রহ ঠিক ততটাই, যতটা তারা তাদের নেতৃত্বাধীনে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী হিসাবে চলতে প্রস্তুত।·· সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি চায় কেবল সর্বহারাশ্রেণীর মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রকে দখল করতে' (**ব্রেড অ্যাণ্ড ফ্রীডম**, পৃঃ ৬২, ৬৩ দেখুন)।

জর্জিয়ার নৈরাজ্যবাদীরাও একই কথা বলে : 'সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র উক্তিটি প্রত্যক্ষ অর্থে চূড়ান্তরূপে অসম্ভব, কারণ একনায়কতন্ত্রের সমর্থকরা আবার রাষ্ট্রেরও কর্ণধার, এবং তাদের একনায়কতন্ত্রের অর্থ সমগ্র সর্বহারাশ্রেণীর স্বাধীন কার্যকলাপ হবে না, তা হবে সমাজের মাথায় আজ যে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বিদ্যমান রয়েছে, সেই একই সরকারের প্রতিষ্ঠা' (**রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল**, বেটন, ৪৫ পৃঃ দেখুন)। সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তি সহজতর করার উদ্দেশ্যেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা একনায়কতন্ত্রের সমর্থন করে না, তাদের উদ্দেশ্য হ'ল, **'তাদের নিজেদের শাসনের মাধ্যমে একটি নতুন দাসত্ব প্রথা প্রতিষ্ঠা করা'** (১নং **নোবাত্তি**, পৃঃ ৫, বেটন)।

এই হ'ল নৈরাজ্যবাদী মশাইদের তৃতীয় 'অভিযোগ'।

তাদের পাঠকদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে নৈরাজ্যবাদীদের দ্বারা নিয়মিত প্রচারিত কুৎসাগুলির মধ্যে একটা মুখোস খুলে দেওয়ার জন্য খুব বেশি চেষ্টার একটা দরকার হয় না।

এখানে আমরা ক্রোপটকিনের একান্ত ভ্রান্ত মতকে বিশ্লেষণ করব না—তার মতে **প্রতিটি একনায়কতন্ত্রই বিপ্লবের মৃত্যু ডেকে আনে।** পরে যখন আমরা নৈরাজ্যবাদীদের রণকৌশল বিশ্লেষণ করব, তখন আমরা এটা আলোচনা করব।

বর্তমানে আমরা কেবল 'অভিযোগটি' সম্পর্কে কিছু বলব।

সুদূর ১৮৪৭ সালের শেষের দিকে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বলেছিলেন যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বহারাদের অবশ্যই রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে একনায়কতন্ত্রের সাহায্যে বুর্জোয়াদের

প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ প্রতিহত করা যায় এবং তাদের নিকট থেকে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ নিয়ে নেওয়া যায়; এই একনায়কতন্ত্র কয়েকজন ব্যক্তি-মানুষের একনায়কতন্ত্র হবে না, হবে শ্রেণী হিসাবে সমগ্র সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র।

'সর্বহারাশ্রেণী তার রাজনৈতিক প্রাধান্য ব্যবহার করবে, বুর্জোয়াশ্রেণীর হাত থেকে, ধাপে ধাপে, সমস্ত পুঁজি করায়ত্ত করতে, উৎপাদনের সমস্ত হাতিয়ার শাসকশ্রেণী হিসাবে সংগঠিত সর্বহারাশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত করতে...' (**কমিউনিস্ট ইস্তেহার** দেখুন)।

অর্থাৎ 'সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র হবে বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর শ্রেণী হিসাবে সমগ্র সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র, তা হবে না' সর্বহারাশ্রেণীর উপর কয়েকজন ব্যক্তি-মানুষের একনায়কতন্ত্র।

পরবর্তীকালে তারা তাদের প্রায় সমস্ত রচনাতেই এই একই ধারণার পুনরাবৃত্তি করেন—দৃষ্টান্তস্বরূপ, '**দি এইটিন্থ ব্রুমেয়ার অব্ লুই বোনাপার্ট**', '**দি ক্লাস স্ট্রাগল ইন ফ্রান্স**, '**দি সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স**', '**রিভলিউশন অ্যাণ্ড কাউন্টার-রিভলিউশন ইন জার্মানি**', '**অ্যান্টি-ডুরিং**' এবং অন্যান্য রচনাবলী।

কিন্তু এই-ই সব নয়। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস কি ধারণা পোষণ করেন, এই একনায়কতন্ত্র কতদূর পর্যন্ত সম্ভব সে সম্পর্কে তারা কি মনে করতেন—এই সমস্ত নির্ণয় করার জন্য প্যারি কমিউন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানা একান্ত শিক্ষাপ্রদ। ঘটনা হ'ল এই যে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রকে শুধু নৈরাজ্যবাদীরাই প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করে না, করে সমস্ত ধরনের কসাই ও মদের দোকানওয়ালা সমেত শহরের সমস্ত পেটিবুর্জোয়ারা—মার্কস ও এঙ্গেলস যাদের বলতেন 'ফিলিস্তাইন'। এই সমস্ত ফিলিস্তাইনদের সম্বোধন করে এঙ্গেলস সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন:

'সম্প্রতি জার্মানির ফিলিস্তাইনরা "সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র"-এর কথায় স্বাভাবিক কারণেই আর একবার সন্ত্রাসগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ভালো কথা, ভদ্রমহোদয়গণ, একনায়কতন্ত্র কি জিনিস আপনারা কি তা জানতে চান? তাহলে প্যারি কমিউনের দিকে তাকান। হ্যাঁ, এটা-ই হ'ল সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র' (**দি সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স** দেখুন, এঙ্গেলসের ভূমিকা)।[৯৭]

তাহলে, দেখছেন, এঙ্গেলস একনায়কত্বের ধারণা করেছিলেন প্যারি কমিউন-এর আকারে সর্বহারাশ্রেণীর।

স্পষ্টতঃই মার্কস ও এঙ্গেলস সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতেন, কেউ তা জানতে চাইলে, তাকে অবশ্যই প্যারি কমিউন অনুধাবন করতে হবে। তাহলে প্যারি কমিউনের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাক। যদি এটা বেরিয়ে আসে যে, প্যারি কমিউন বাস্তবিকপক্ষে সর্বহারাশ্রেণীর উপরে কয়েকজন ব্যক্তি-মানুষের একনায়কতন্ত্র, তাহলে—মার্কসবাদ নিপাত যাক, নিপাত যাক সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র! কিন্তু আমরা যদি দেখি, প্যারি কমিউন হ'ল বাস্তবিকপক্ষে বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব তাহলে আমরা নৈরাজ্যবাদী কুৎসাকারীদের সম্পর্কে প্রাণভরে বিদ্রূপ করব—মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যাদের কুৎসা উদ্ভাবন করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

প্যারি কমিউনের ইতিহাস দুটি সময়-পর্বে ভাগ করা যেতে পারে: প্রথম পর্ব হ'ল, যখন প্যারীর যাবতীয় ব্যাপার ছিল সুবিদিত 'কেন্দ্রীয় কমিটি'র নিয়ন্ত্রণে এবং দ্বিতীয় সময়-পর্ব হ'ল 'কেন্দ্রীয় কমিটি'র কর্তৃত্ব শেষ হবার পর, যখন সেই ব্যাপারগুলির নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরিত হ'ল নতুন নির্বাচিত কমিউনের হাতে। 'কেন্দ্রীয় কমিটি' কি ছিল? কি ছিল তার সংগঠন? আমাদের সামনে রয়েছে আর্থার আর্ণল্ডের **পপুলার হিস্ট্রি অব্ দি প্যারি কমিউন** ('প্যারি কমিউনের জনবোধ ইতিহাস'), আর্ণল্ডের মতে, যা সংক্ষেপে এই প্রশ্নের জবাব দেয়। সংগ্রাম সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে, সেই সময় প্যারির ৩ লক্ষ শ্রমিক কোম্পানী ও ব্যাটেলিয়নে সংগঠিত হ'ল, তাদের নিজেদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ নির্বাচিত করল। এইভাবে 'কেন্দ্রীয় কমিটি' গঠিত হ'ল।

আর্ণল্ড বলছেন—'আংশিক নির্বাচনকালে নির্বাচিত এই সমস্ত নাগরিকেরা ('কেন্দ্রীয় কমিটির' সদস্যেরা) কেবলমাত্র সেই সব ছোট ছোট গোষ্ঠীর কাছেই পরিচিত ছিল যেসব গোষ্ঠী তাদেরকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিল। এই লোকগুলি কারা ছিল, কি ধরনের লোক ছিল তারা, এবং তারা কি করতে চেয়েছিল? এরা ছিল 'একটা বেনামী সরকার, এই সরকার গঠিত হয়েছিল প্রায় বিনা ব্যতিক্রমে সাধারণ শ্রমিক এবং নিচুতলার অফিস কর্মচারীদের দ্বারা এবং এদের তিন-চতুর্থাংশের নাম তাদের রাস্তায় বা অফিসের বাইরের কেউ জানত

না।…চিরাচরিত প্রথা উল্টে গেল। দুনিয়ার বুকে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটল। তাদের মধ্যে শাসকশ্রেণীগুলির একজন সদস্যও ছিল না। একটি বিপ্লব ঘটে গেল, যার প্রতিনিধি হিসাবে একজনও উকিল বা ডেপুটি বা সাংবাদিক বা সেনাপতি ছিল না। পরিবর্তে ক্রুসট থেকে এল একজন খনিশ্রমিক, একজন দফ্‌তরী, একজন পাচক এবং এমনি বাকি সব' (এ পপুলার হিস্ট্রি অব্‌ দি প্যারি কমিউন, ১০৭ পৃঃ দেখুন)।

আর্থার আর্ণল্ড আরো বলেছেন:

'কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরা' বলেছিল: 'আমরা অজানা অখ্যাত ব্যক্তি, আমরা আক্রান্ত লোকদের সামান্য হাতিয়ার…জনগণের সংকল্পের হাতিয়ার, আমরা এখানে আছি তাদের মতামতের প্রতিধ্বনি হিসাবে, তাদের বিজয় অর্জনের জন্য। জনগণ একটি কমিউন চায় এবং আমরা থাকব সেই কমিউন-নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য। এর বেশিও নয়, এর কমও নয়। এই একনায়কেরা জনগণের মাথার উপর নিজেদের স্থাপন করেনি; তাদের থেকে দূরেও সরে থাকেনি। যে কেউ বোধ করবে, তারা জনগণের সঙ্গে থাকছে, জনগণের মধ্যে থাকছে, জনগণকে অবলম্বন করে থাকছে, বোধ করবে যে প্রতি মুহূর্তে তারা জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করছে, তারাও মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনছে, যা শুনেছে তা তাদের জানাচ্ছে—শুধুমাত্র চেষ্টা করে, সংক্ষিপ্ত আকারে…তিন লক্ষ মানুষের মতামত জ্ঞাপন করতে' (ঐ, পৃঃ ১০৯)।

তার অস্তিত্বের প্রথম সময়-পর্বে প্যারি কমিউন তার কাজকর্ম চালিয়েছিল এইভাবে।

এই হ'ল প্যারি কমিউন।

এই-ই হ'ল সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র।

এখন কমিউনের দ্বিতীয় সময়-পর্বে যাওয়া যাক। এই সময় কমিউন কাজ করছিল 'কেন্দ্রীয় কমিটির' জায়গায়। দু'মাস স্থায়ী এই দুই সময়-পর্বের কথা বলতে গিয়ে আর্ণল্ড উৎসাহভাবে বলে ওঠেন, এই-ই ছিল জনগণের সত্যিকারের একনায়কতন্ত্র। শুনুন:

'এই দু'মাসে জনগণ যে মহিমময় দৃশ্য উপস্থিত করল, তা আমাদের শক্তি ও আশা-ভরসায় উদ্দীপ্ত করে…ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঘটনার দিকে। এই দুমাস ধরে প্যারিতে ছিল, একটি সত্যিকারের একনায়কতন্ত্র, ছিল একটি

পূর্ণতম অপ্রতিদ্বন্দ্বী একনায়কতন্ত্র এবং তা একজন লোকের নয়, সমগ্র জনগণের—তারাই ছিল পরিস্থিতির একমাত্র প্রভু।...১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ থেকে ২২শে মে পর্যন্ত দু'মাসের বেশি সময়কাল ধরে এই একনায়কতন্ত্র অব্যাহতভাবে চলেছিল।...' 'স্বীয় অস্তিত্বের দিক দিয়ে' কমিউন ছিল কেবল একটি নৈতিক শক্তি, নাগরিকগণের সর্বজনীন সহানুভূতি ছাড়া আর কোনো বৈষয়িকশক্তি তার ছিল না, জনগণই ছিল শাসক, একমাত্র শাসক, তারা নিজেরাই তাদের পুলিশ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ স্থাপন করেছিল...' (ঐ, পৃঃ ২৪২, ২৪৪)।

এইভাবেই আর্থার আর্ণল্ড প্যারি কমিউনের বর্ণনা দেন—তিনি ছিলেন কমিউনের একজন সদস্য। হাতাহাতি যুদ্ধেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

প্যারি কমিউনের আর একজন সদস্য, যিনিও সমভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেই লিসাগ্যারেও একইভাবে প্যারি কমিউনের বর্ণনা দিয়েছেন। (তার প্যারি কমিউনের ইতিহাস দেখুন)।

জনগণই ছিল 'একমাত্র শাসক', 'একটিমাত্র ব্যক্তির একনায়কত্ব নয়, সমগ্র জনগণেরই একনায়কত্ব'—এই-ই ছিল প্যারি কমিউন।

'প্যারি কমিউনের দিকে তাকাও। এই-ই হ'ল সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব'—ফিলিস্তাইনদের উদ্দেশ্যে এঙ্গেলস বলেছিলেন একথা।

সুতরাং এই-ই ছিল মার্কস ও এঙ্গেলসের বিঘোষিত সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব।

তাহলে, প্রিয় পাঠক, আপনি দেখছেন, নৈরাজ্যবাদী মহাশয়েরা সর্বহারা-শ্রেণীর একনায়কত্ব প্যারি কমিউন এবং মার্কসবাদ—যেসব সম্পর্কে তারা প্রায়ই 'সমালোচনা' করে—সেসব সম্পর্কে তারা ঠিক ততখানি জানে যতখানি আপনার ও আমার জ্ঞান চীনা ভাষা সম্পর্কে।

এটা স্পষ্ট যে একনায়কতন্ত্র আছে দুই ধরনের। আছে সংখ্যালঘিষ্ঠদের একনায়কতন্ত্র, একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠির একনায়কতন্ত্র, ত্রেপভ এবং ইগনাটিয়েভদের একনায়কতন্ত্র—যা পরিচালিত হয় জনগণের বিরুদ্ধে। এই একনায়কতন্ত্রের নেতৃত্বে সাধারণতঃ থাকে গোপন ষড়যন্ত্রকারীদের একটি চক্র যারা গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের গলার চারিপাশে সজোরে ফাঁস টেনে দেয়।

মার্কসবাদীরা এ-ধরনের একনায়কতন্ত্রের শত্রু, এবং আমাদের হৈ-চৈ-বাজ

নৈরাজ্যবাদীদের তুলনায় এ-ধরনের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা অনেক বেশি অনমনীয়ভাবে, অনেক বেশি স্বার্থত্যাগ সহকারে সংগ্রাম করে।

আর এক ধরনের একনায়কতন্ত্র আছে, তা হ'ল সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র, ব্যাপক জনগণের একনায়কতন্ত্র; তা পরিচালিত হয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর বিরুদ্ধে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। এই একনায়কতন্ত্রের নেতৃত্বে থাকে ব্যাপক জনগণ, এখানে গোপন ষড়যন্ত্রকারীদের কোনো চক্র নেই, নেই কোনো গোপন সিদ্ধান্তের সুযোগ, এখানে সবকিছুই করা হয় খোলাখুলিভাবে, রাস্তায়, সভা-সমিতিতে—কেননা এই একনায়কতন্ত্র হ'ল রাস্তার একনায়কতন্ত্র, জনগণের একনায়কতন্ত্র এবং তা পরিচালিত হয় সমস্ত অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে।

মার্কসবাদীরা এই ধরনের একনায়কতন্ত্রকে 'দুই হাত তুলে' সমর্থন করে—এবং তার কারণ হ'ল, এই ধরনের একনায়কতন্ত্র মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহিমময় উদ্বোধন।

নৈরাজ্যবাদী মহাশয়েরা এই দুই ধরনের একনায়কতন্ত্র—যারা পরস্পরকে নাকচ করে—তাদের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন এবং তার জন্য নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন: তারা মার্কসবাদীদের সঙ্গে লড়ছেন না, লড়ছেন তাদের স্বকপোলকল্পিত ছায়ামূর্তি বিরুদ্ধে; তারা মার্কস ও এঙ্গেলসের সঙ্গে লড়াই করছেন না, লড়াই করছেন হাওয়াকলের বিরুদ্ধে—যা তার দিনে করেছিলেন মহিমান্বিত স্মৃতিসমৃদ্ধ ডন কুইকজোট।...

এই হ'ল তৃতীয় 'অভিযোগের' হাল।

(ক্রমশঃ)*

আখালি দ্রোয়েবা (নতুন যুগ), ৫, ৬, ৭ এবং ৮ নং
১১, ১৮, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯০৬ এবং ১লা জানুয়ারি, ১৯০৭
চ্‌ভেনি ত্‌খোভরেবা (আমাদের জীবন), ৩, ৫, ৮ এবং ৯ নং
২১, ২৩, ২৭ এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭
দ্রো (সময়), ২১, ২২, ২৩ এবং ২৬ নং
৪, ৫, ৬ এবং ১০ই এপ্রিল, ১৯০৭
স্বাক্ষর কো...

* লেখাটি আর সংবাদপত্রে বের হয়নি, যেহেতু ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে পার্টির কাজের জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কমরেড স্তালিনকে স্থানান্তরিত করে এবং কয়েকমাস পরে তিনি সেখানে গ্রেপ্তার হন। যখন পুলিশ তার বাসস্থান তল্লাসি করে, তখন তার রচিত 'নৈরাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্র?'র শেষ অধ্যায়গুলি সম্পর্কে তার খসড়া হারিয়ে যায়।

পরিশিষ্ট

নৈরাজ্যবাদ, না সমাজতন্ত্র?

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

১

আমরা সে-ধরনের লোক নই, যারা 'নৈরাজ্যবাদ' শব্দটার উল্লেখ হলেই, অবজ্ঞাভরে মুখ ফেরায় এবং উন্নাসিকভাবে হাত নেড়ে বলে, 'ও সম্পর্কে সময় নষ্ট করে কি হবে? ওটা তো আলোচনারই যোগ্য নয়!' আমরা মনে করি এ-রকম শস্তা সমালোচনা মর্যাদাহানিকর ও নিরর্থক।

আমরা আবার সে-ধরনের লোকও নই, যারা এই চিন্তা করে নিজেদের সান্ত্বনা দেয় যে নৈরাজ্যবাদীদের 'পেছনে কোনো ব্যাপক জনসাধারণ নেই এবং সেজন্য তারা ততটা বিপজ্জনক নয়।' আজ কার কত বেশি বা কম 'গণ'সমর্থন আছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হ'ল মতবাদের সারবস্তু। যদি নৈরাজ্যবাদীদের 'মতবাদ' সত্য প্রকাশ করে, তাহলে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তা নিশ্চয়ই নিজের পথ নিজেই কেটে নেবে এবং তার চারিপাশে জনগণকে সমবেত করবে। কিন্তু যদি তা অযৌক্তিক ও মিথ্যা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা বেশিদিন স্থায়ী হবে না এবং শূন্যে ঝুলতে থাকবে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদের অযৌক্তিতা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, নৈরাজ্যবাদীরা মার্কসবাদের প্রকৃত শত্রু। তদনুযায়ী, আমরা এই মত পোষণ করি যে, প্রকৃত শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগ্রাম অবশ্যই চালাতে হবে। সুতরাং গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নৈরাজ্যবাদীদের 'মতবাদ' পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং সমস্ত দিক থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার মূল্য নির্ণয় করা প্রয়োজন।

কিন্তু নৈরাজ্যবাদকে সমালোচনা করা ছাড়াও আমাদের নিজেদের অবস্থান আমাদের অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এইভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদের সাধারণ রূপরেখা সংক্ষেপে উপস্থিত করতে হবে। এটা আরো বেশি প্রয়োজন এইজন্য যে, কিছু কিছু নৈরাজ্যবাদী মার্কসবাদ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা

প্রচার করছে এবং পাঠকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তাহলে এখন আলোচ্য বিষয় নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাক।

*

> বিশ্বে সবকিছুই গতিশীল…জীবন বদলে যায়, উৎপাদনশীল শক্তিসমূহ বৃদ্ধি পায়, পুরানো সম্পর্কসমূহ ধ্বসে পড়ে · চিরন্তন গতিশীলতা, চিরন্তন ধ্বংস এবং সৃষ্টি—এটাই হ'ল জীবনের মর্ম।
>
> —কার্ল মার্কস
>
> ('দর্শনের দৈন্য' দেখুন)

মার্কসবাদ শুধু সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব নয়, মার্কসবাদ একটি অখণ্ড বিশ্ববীক্ষা, একটি দার্শনিক প্রণালী, যা থেকে মার্কসের সর্বহারার সমাজতন্ত্র যুক্তিসঙ্গত-ভাবেই এসে পড়ে। এই দার্শনিক প্রণালীকে বলা হয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। সুতরাং মার্কসবাদকে ব্যাখ্যা করার অর্থ হ'ল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকেও ব্যাখ্যা করা।

এই দার্শনিক প্রণালীকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলে কেন?

বলে এই জন্য যে, এর পদ্ধতি হ'ল দ্বন্দ্বমূলক এবং এর তত্ত্ব হ'ল বস্তুবাদী।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিটি কি?

বস্তুবাদী তত্ত্বটি কি?

বলা হয়, নিরন্তর জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারাই জীবন। এটা সত্য, সামাজিক জীবন অবশ্যই অব্যয় ও স্থাণু একটা কিছু নয়, জীবন কখনো একই স্তরে থাকে না। শাশ্বত গতিশীলতায়, ধ্বংস ও সৃষ্টির এক শাশ্বত প্রক্রিয়ায় জীবনের প্রবাহ। সঙ্গত কারণেই মার্কস বলেছিলেন যে, চিরন্তন গতিশীলতা, এবং চিরন্তন ধ্বংস ও সৃষ্টিই হ'ল জীবনের মর্ম। সুতরাং, জীবনের মধ্যে সব সময়েই রয়েছে নতুন এবং পুরাতন, জয়মান এবং ক্ষীয়মান, বিপ্লব এবং প্রতিক্রিয়া—এর মধ্যে প্রতিনিয়ত একটা কিছু মারা যাচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে সব সময়েই একটা কিছু জন্মাচ্ছে।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি আমাদের বলে যে, জীবন বাস্তবিকপক্ষে যা জীবনকে সেই মতোই বিবেচনা করতে হবে। জীবন অবিরাম গতিশীল, এবং সেজন্য জীবনকে অবশ্যই তার গতিশীলতা, তার ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যেই বিবেচনা করতে হবে।

জীবন কোথায় যাচ্ছে, জীবনে কী লয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং কী-ই বা জন্মলাভ করছে, কী ধ্বংস হচ্ছে এবং কী-ই বা সৃষ্টি হচ্ছে?—সর্বপ্রথম এই প্রশ্নগুলিরই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির এই হ'ল প্রথম সিদ্ধান্ত।

জীবনে যা জন্মাচ্ছে এবং দিনের পর দিন বেড়ে উঠছে তা অজেয়, তার অগ্রগতি প্রতিহত হতে পারে না, তার বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ, শ্রমিকশ্রেণী যদি জন্মগ্রহণ করে, দিনের পর দিন বাড়তে থাকে, তাহলে তারা আজ দুর্বল এবং সংখ্যায় যত অল্পই হোক না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না, পরিণামে তারা নিশ্চয়ই বিজয়ী হবে। পক্ষান্তরে, জীবনে যা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং কবরের দিকে এগিয়ে চলেছে, তা অবশ্যম্ভাবীরূপে পরাজয় বরণ করবে। অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ, আজ যদি বুর্জোয়াদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে থাকে এবং তারা প্রতিদিন পিছন থেকে আরো পিছনে যেতে থাকে, তাহলে তারা আজ যতই সবল এবং সংখ্যায় যত বেশিই হোক না কেন পরিণামে তারা অবশ্যই পরাজয় বরণ করবে এবং কবরে যাবে। এ থেকেই সুবিদিত দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির উদ্ভব: যাকিছু বাস্তবক্ষেত্রে বিদ্যমান, অর্থাৎ যা-কিছু দিনের পর দিন বেড়ে উঠছে, তা যুক্তিসিদ্ধ।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির এই হ'ল দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

গত শতাব্দীর আশির দশকে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক বিরাট বিতর্ক উঠেছিল। নারদনিকেরা ঘোষণা করল—প্রধান যে শক্তি 'রাশিয়াকে মুক্ত করার' দায়িত্ব নিতে পারে, তারা হ'ল গরিব কৃষকেরা। কেন?—মার্কসবাদীরা তাদের জিজ্ঞাসা করল। নারদনিকরা জবাব দিল, এর কারণ কৃষক-সমাজ সংখ্যায় সর্বাধিক এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা রাশিয়ার সমাজের দরিদ্রতম অংশ। এর জবাবে মার্কসবাদীরা বলল: একথা সত্য যে, কৃষক-সমাজ আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা অত্যন্ত গরীব, কিন্তু এটাই কি প্রশ্ন? কৃষক-সমাজ তো বহুদিন ধরেই সংখ্যাগরিষ্ঠ রয়েছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্য ব্যতীত তারা 'মুক্তির' সংগ্রামে কোন উদ্যোগ দেখায়নি। কেন? কারণ কৃষক-সমাজ, শ্রেণী হিসাবে দিনের পর দিন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে এবং ভেঙে গিয়ে বুর্জোয়ায় ও শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে; অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণী হিসাবে দিনের পর দিন বাড়ছে এবং শক্তিলাভ করছে। এখানে দারিদ্র্যেরও চূড়ান্ত গুরুত্ব নেই: ভবঘুরেরা কৃষকদের তুলনায় অধিকতর গরিব, কিন্তু কেউ

বলবে না যে, তারা 'রাশিয়াকে মুক্ত করার' দায়িত্ব নিতে পারে। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল : জীবনে কারা বেড়ে উঠছে এবং কারা ক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে। যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী হ'ল একমাত্র শ্রেণী যা নিশ্চিত গতিতে বেড়ে উঠছে এবং শক্তি সঞ্চয় করছে, আমাদের কর্তব্য হ'ল, এদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো এবং রাশিয়ার বিপ্লবে একে প্রধান শক্তি হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া—মার্কসবাদীরা এইভাবেই জবাব দিয়েছিল। তাহলে আপনারা দেখছেন, মার্কসবাদীরা প্রশ্নটিকে দেখেছিল দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে, পক্ষান্তরে নারদনিকেরা তাকে দেখেছিল আধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে, কেননা তারা জীবনকে গণ্য করতো এমন একটা কিছু বলে যা 'অনড়, অব্যয় এবং চিরকালের মত নির্দিষ্ট' (এফ. এঙ্গেলসের 'ফিলজফি, পলিটিক্যাল ইকনমিক, সোশ্যালিজম' দেখুন)।

এইভাবেই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি সমাজজীবনের আন্দোলনকে দেখে থাকে।

কিন্তু আন্দোলন আছে নানারকমের। 'ডিসেম্বরের দিনগুলিতে' সামাজিক আন্দোলন ঘটেছিল, যখন শ্রমিকশ্রেণী শিরদাঁড়া সোজা করে অস্ত্রশস্ত্রের ডিপো প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করল এবং প্রতিক্রিয়ার উপর আক্রমণ চালাল। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলির আন্দোলন, যখন শ্রমিকশ্রেণী 'শান্তিপূর্ণ' বিকাশের অবস্থাতে বিচ্ছিন্ন ধর্মঘটে এবং ছোট ছোট ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল, তাকেও সামাজিক আন্দোলনই বলতে হবে। স্পষ্টতঃ, আন্দোলন বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এবং এই জন্যই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি বলে, আন্দোলনের দুটি রূপ আছে : বিকাশমূলক রূপ এবং বিপ্লবমূলক। যখন অগ্রগতিশীল অংশসমূহ তাদের প্রাত্যহিক কার্যকলাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চালিয়ে যেতে থাকে এবং পুরানো ব্যবস্থার গৌণ, মাত্রাগত পরিবর্তন ঘটায়, তখন সে আন্দোলন হ'ল বিকাশমূলক। আন্দোলন বিপ্লবী হয়, যখন সেই একই অংশসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়, একটিমাত্র ধারণায় পরিপূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং পুরানো ব্যবস্থা ও তার গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলি সমূলে উৎপাটিত করার জন্য এবং একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য শত্রু শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিকাশ বিপ্লবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং তার ভিত্তি রচনা করে; বিপ্লব বিকাশের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণতা দান করে এবং তার পরবর্তী কর্মকাণ্ড সহজ করে।

প্রকৃতিতেও অনুরূপ প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। বিজ্ঞানের ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি একটি খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি : জোতির্বিজ্ঞান থেকে সমাজ-

বিজ্ঞান—প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এই ধারণারই অনুমোদন পাই যে, এই বিশ্বে কিছুই শাশ্বত নয়, প্রকৃতিতে প্রতিটি বস্তুই পরিবর্তিত হয়, প্রতিটি বস্তুই বিকাশিত হয়। এজন্য প্রকৃতিতে প্রতিটি বস্তুকেই গতি এবং বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করতে হবে। এবং এর অর্থ এই যে, দ্বন্দ্ববাদের মূল নীতি আজকের দিনের সমস্ত বিজ্ঞানেই পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

গতির বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে, দ্বন্দ্ববাদী তত্ত্বের যে সিদ্ধান্ত—ছোট ছোট মাত্রাগত পরিবর্তন, শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক, বড় বড় গুণগত পরিবর্তনে পরিণতি লাভ করে—এই সিদ্ধান্ত, এই নিয়ম সমানভাবে প্রকৃতির ইতিহাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মেনডিলিয়েভে 'উপাদানসমূহের 'পর্যাবৃত্ত প্রণালী' সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, প্রকৃতির ইতিহাসে মাত্রাগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের উদ্ভব কত গুরুত্বপূর্ণ। জীববিদ্যায় নয়া-লামার্কবাদী তত্ত্ব এই একই জিনিস দেখিয়েছে। এই তত্ত্বের কাছে নয়া-ডারুইনবাদ নতি স্বীকার করছে।

অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে আমরা কিছুই বলব না; এফ. এঙ্গেলস তার অ্যান্টি-ডুরিংএ তাদের উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছেন।

তাহলে, আমরা এখন দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত। আমরা জানি যে এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিশ্বজগৎ চিরন্তন গতিশীল, ধ্বংস এবং সৃষ্টির চিরন্তন প্রক্রিয়ায় চলমানএবং সেইজন্য, প্রকৃতি ও সমাজের প্রতিটি ঘটনাই দেখতে হবে গতিময়তার দিক থেকে, দেখতে হবে ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রক্রিয়ার দিক থেকে, নিশ্চল এবং গতিহীন কিছু বলে একে বিবেচনা করলে চলবে না। আমরা আরো জানি এই গতির দুটি রূপ আছে: বিকাশমূলক রূপ এবং বিপ্লবী রূপ।

নৈরাজ্যবাদীরা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে কি চোখে দেখে?

প্রত্যেকেই জানে, হেগেল দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির স্রষ্টা ছিলেন। মার্কস কেবল এই পদ্ধতিকে পরিশোধিত করে উন্নত করেছিলেন। নৈরাজ্যবাদীরাও তা জানে; তারা এও জানে যে হেগেল ছিলেন রক্ষণশীল, এবং এইজন্য তারা তার 'সুযোগের' সুবিধা নিয়ে তাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে, 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার' প্রবক্তা বলে প্রচণ্ডভাবে গালিগালাজ করে, তার দিকে কাদা ছোড়ে এবং চরম উৎসাহ নিয়ে 'প্রমাণ' করতে চেষ্টা করে যে হেগেল হচ্ছেন 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার দার্শনিক', প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, 'হেগেল আমলাতান্ত্রিক নিয়ম-

তান্ত্রিকতার চরম রূপের স্তুতিকার, তার **ইতিহাসের দর্শন**-এর সাধারণ ভাবধারা হ'ল পুনঃপ্রতিষ্ঠার কালের দার্শনিক প্রবণতার বশবর্তী এবং তাকেই তা সাহায্য করে' ইত্যাদি ইত্যাদি (৬ নং **নোবাত্তিতে** ভি. চেরকেজিশভিলির প্রবন্ধ দেখুন)। সত্য বটে, এই প্রশ্নে তারা যা বলে, কেউ তার প্রতিবাদ করে না এবং প্রত্যেকেই স্বীকার করে যে, হেগেল বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের একজন সমর্থক; তা সত্ত্বেও, নৈরাজ্যবাদীরা 'প্রমাণ' করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং অবিরাম এটাই 'প্রমাণ' করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে যে হেগেল 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার' প্রবক্তা ছিলেন। কেন তারা তা করে? সম্ভবতঃ এইসবের দ্বারা তারা হেগেলকে অপদস্থ করতে চায়, পাঠককে বোঝাতে চায়, 'প্রতিক্রিয়াশীল' হেগেলের পদ্ধতিটিই 'অগ্রহণীয়' ও অবৈজ্ঞানিক। তাই যদি হয়, যদি নৈরাজ্যবাদী মশাইরা মনে করেন যে তারা **এইভাবে** দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে অপ্রমাণ করতে সক্ষম, তাহলে আমি বলব যে **এইভাবে** তারা তাদের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই সপ্রমাণ করতে পারেন না। পাসক্যাল ও লাইবনিৎস্ বিপ্লবী ছিলেন না, কিন্তু যে গাণিতিক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিলেন তা আজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত; মেয়ার ও হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎস্‌ও বিপ্লবী ছিলেন না, কিন্তু পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তাদের আবিষ্কার বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছিল! লামার্ক ও ডারুইন বিপ্লবী ছিলেন না, কিন্তু তাদের বিবর্তনমূলক পদ্ধতি জীববিজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।...হ্যাঁ, **এই-ভাবে** নৈরাজ্যবাদী মশাইরা তাদের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই সপ্রমাণ করছেন না।

আরো এগোনো যাক। নৈরাজ্যবাদীদের মতে 'দ্বন্দ্ববাদ হ'ল অধিবিদ্যা' (৯ নং **নোবাত্তি** দেখুন, এস-এইচ. জি.) এবং যেহেতু তারা 'বিজ্ঞানকে অধি-বিদ্যা থেকে এবং দর্শনকে ঈশ্বরতত্ত্ব থেকে মুক্ত করতে চায়' (৩ নং **নোবাত্তি** দেখুন, এস-এইচ. জি.), সেইজন্য তারা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে অস্বীকার করে।

হায়, এই নৈরাজ্যবাদীরা! কথায় বলে, 'নিজের পাপের দায় অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেও।' অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিতর দিয়েই দ্বন্দ্ববাদ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হ'ল এবং এই সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা অর্জন করল; কিন্তু নৈরাজ্যবাদীদের মতে সেই দ্বন্দ্ববাদই হ'ল অধিবিদ্যা! নৈরাজ্যবাদীদের 'জনক' প্রুঁধো বিশ্বাস করতেন যে, জগতে **চিরকালের জন্য** নির্ধারিত 'অপরিবর্তনীয় ন্যায়' বিদ্যমান রয়েছে (এল্‌জ্‌বাচার-এর **নৈরাজ্যবাদ**, পৃঃ ৬৪-৬৮, বিদেশী সংস্করণ দেখুন)

এবং এর জন্যই প্রুঁধোকে বলা হয়েছে অধিবিদ্যাবিদ্। মার্কস দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির সাহায্যে প্রুঁধোর সাথে সংগ্রাম করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন, যেহেতু পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তুই বদলায়, 'ন্যায়' অবশ্যই বদলাবে এবং, সেজন্য 'অপরিবর্তনীয় ন্যায়' হ'ল কেবল অধিবিদ্যার অর্থহীন বুলি (মার্কসের দর্শনের দৈন্য : 'পভার্টি অব্ ফিলজফি' দেখুন)। কিন্তু তবুও অধিবিদ্যাবিদ্ প্রুঁধোর জর্জিয়ান শিষ্যেরা 'প্রমাণ' করার চেষ্টায় লেগে যায় যে 'বস্তুবাদ হ'ল অধিবিদ্যা' এবং অধিবিদ্যা 'অজ্ঞেয়' ও 'স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা' স্বীকার করে এবং পরিণামে নীরস ঈশ্বরতত্ত্বে পর্যবসিত হয়। প্রুঁধো এবং স্পেন্সারের বিরুদ্ধে এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির সাহায্যে অধিবিদ্যা এবং ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন (এঙ্গেলসের লাডউইগ ফয়েরবাখ এবং অ্যান্টি-ডুরিং দেখুন)। তিনি প্রমাণ করেছিলেন তারা কেমন হাস্যকরভাবে ধোঁয়াটে ছিলেন। কিন্তু আমাদের নৈরাজ্যবাদীরা 'প্রমাণ' করতে সচেষ্ট যে প্রুঁধো এবং স্পেন্সার ছিলেন বৈজ্ঞানিক, পক্ষান্তরে মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন অধিবিদ্যাবিদ্। দুটি জিনিসের একটি : হয় নৈরাজ্যবাদী মশাইরা নিজেদের প্রতারিত করছে, না হয় অধিবিদ্যা কি, তা তারা বোঝে না। সে যাই হোক, কোনোটার জন্যই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে দোষ দেওয়া যায় না।

নৈরাজ্যবাদী মশাইরা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির বিরুদ্ধে আর কি কি অভিযোগ আনেন? তারা বলেন দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি হ'ল 'সূক্ষ্ম কথার জাল বোনা', 'কুতর্কের কৌশল', 'তর্কশাস্ত্রের এবং মানসিক ডিগবাজি।' (৮নং নোবাতি দেখুন, এস-এইচ. জি.), 'যার সাহায্যে সত্য এবং মিথ্যা দুই-ই সমান স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে প্রমাণ করা হয়' (ভি. চেরকেজিশভিলির ৪ নং নোবাতি দেখুন)।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে যে, নৈরাজ্যবাদীদের উত্থাপিত অভিযোগের কিছু ভিত্তি আছে। আধিবিদ্যক পদ্ধতির অনুসরণকারীদের সম্পর্কে এঙ্গেলস কি বলেন মনোযোগ দিয়ে শুনুন :

'...তার বাণী হ'ল : "হ্যাঁ নিশ্চয় হ্যাঁ, না নিশ্চয়ই না, কারণ যা কিছু এ দুয়ের অতিরিক্ত, তাই অশুভ থেকে আগত।" তার পক্ষে একটি জিনিস হয় বিদ্যমান, না হয় বিদ্যমান নয়; তেমনি কোন বস্তুর পক্ষে একই সময়ে সেই বস্তু এবং অন্য কোনো বস্তু হওয়া অসম্ভব। ইতি এবং নেতি চূড়ান্তভাবে পরস্পরের ব্যতিরেকী। ...' (অ্যান্টি-ডুরিং, ভূমিকা দেখুন)।

সে কি রকম?—নৈরাজ্যবাদীরা চীৎকার করে বলে, কোনো বস্তুর পক্ষে

একই সময়ে ভাল ও মন্দ হওয়া কি সম্ভব?। এটা হ'ল 'কুতর্ক', 'কথার মারপ্যাচ', এটা দেখাচ্ছে যে, 'তুমি সত্য ও মিথ্যাকে সমান আয়েশে প্রমাণ করতে চাও।...'

আচ্ছা, বিষয়টির মর্মে যাওয়া যাক। আজ আমরা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র দাবি করছি। কিন্তু গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বুর্জোয়া ধনসম্পত্তিকে শক্তিশালী করে। আমরা কি বলতে পারি যে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রে ভাল! না আমরা পারি না! কেন? যেহেতু আমরা যখন সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তিকে বিনষ্ট করছি সেই 'আজকের' জন্য গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ভাল কিন্তু 'আগামীকাল' যখন আমরা বুর্জোয়াদের সম্পত্তি বিনষ্ট করতে এগুব, এগুব সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা করতে তখন গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র আর ভাল থাকবে না; পক্ষান্তরে তা বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং আমরা তাকে চূর্ণ করে ফেলে দেব। কিন্তু যেহেতু জীবন শাশ্বত গতিশীল এবং যেহেতু অতীতকে বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং যেহেতু আমরা যুগপৎ সামন্ততান্ত্রিক শাসক এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে লড়াই করছি, সেহেতু আমরা বলি: একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যেখানে সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তিকে ধ্বংস করে, সেখানে তা ভাল এবং আমরা তাকে সমর্থন করি; কিন্তু যেখানে তা বুর্জোয়া সম্পত্তিকে শক্তিশালী করে, সেখানে তা খারাপ এবং সেখানে আমরা তাকে সমালোচনা করি। এ থেকে আসে যে, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র একই সময়ে 'ভাল' এবং 'মন্দ' এবং উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব হতে পারে 'হ্যাঁ' এবং 'না' দুই-ই। দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির সঠিকতা প্রমাণে উক্ত কথাগুলি বলার সময়ে এই ধরনের **বিষয়গুলি-ই** এঙ্গেলসের মনে ছিল। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা তা বুঝতে পারে না এবং তাদের কাছে এটা 'কুতর্ক' বলে মনে হয়। অবশ্য, **প্রকৃত বিষয়গুলি** গ্রহণ করার বা প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা নৈরাজ্যবাদীদের আছে—তা করবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের আছে। কিন্তু তারা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে টেনে আনছে কেন? দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি নৈরাজ্যবাদের মতো নয়; তা চোখ বন্ধ করে জীবনের দিকে তাকায় না; জীবনের স্পন্দনের উপরে তার আঙুল রয়েছে এবং তা খোলাখুলিভাবে বলে, যেহেতু জীবন পরিবর্তনশীল ও গতিময়, সেজন্য জীবনের প্রতিটি ব্যাপারের দুটি ঝোঁক আছে: একটি ইতিবাচক ও অন্যটি নেতিবাচক; প্রথমটিকে আমরা অবশ্যই রক্ষা করবো, দ্বিতীয়টিকে আমরা নিশ্চিতই বর্জন করবো। কী আজব লোক এই নৈরাজ্যবাদীরা: তারা

প্রতিনিয়ত 'ন্যায়' সম্পর্কে বাণী দিচ্ছে কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির উপর পুরো অন্যায় চালিয়ে যাচ্ছে।

আরো এগোনো যাক। আমাদের নৈরাজ্যবাদীদের মতে 'দ্বন্দ্বমূলক বিকাশ হ'ল প্রলয়মূলক বিকাশ: যার দ্বারা প্রথমে অতীতকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হয় এবং তারপর ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়…। কুভিয়ারের প্রলয় ঘটেছিল অজানা কারণে কিন্তু মার্কস এবং এঙ্গেলসের প্রলয়ের কারণ দ্বন্দ্ববাদ' (৮নং নোবাত্তি দেখুন, এস-এইচ. জি.)। অন্য এক জায়গায় একই লেখক লিখেছেন, 'মার্কসবাদ ডারুইনের উপর নির্ভর করে এবং বিনা সমালোচনায় তাকে গ্রহণ করে' (৬নং নোবাত্তি দেখুন)।

পাঠক, এই কথায় মনোযোগ দিন।

কুভিয়ার ডারুইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব বাতিল করেন, তিনি কেবলমাত্র প্রলয়কেই স্বীকার করেন, এবং প্রলয় হ'ল অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়, যার কারণ অজ্ঞাত। নৈরাজ্যবাদীরা বলে, মার্কসবাদীরা কুভিয়ারের মতের অনুগত, তাই তারা ডারুইনবাদকে অগ্রাহ্য করে।

ডারুইন কুভিয়ারের প্রলয়তত্ত্বকে অস্বীকার করেন, তিনি স্বীকার করেন ক্রমবিবর্তনকে। কিন্তু সেই একই নৈরাজ্যবাদীরা বলে যে, 'মার্কসবাদ ডারুইনবাদের উপর নির্ভর করে এবং বিনা সমালোচনায় তাকে গ্রহণ করে', অর্থাৎ মার্কসবাদ কুভিয়ারের প্রলয়কে স্বীকার করে না।

ইচ্ছা হলে একে নৈরাজ্যবাদ বলতে পারেন! কথায় বলে: সার্জেণ্টের স্ত্রী নিজেই নিজেকে বেত মেরেছিল! স্পষ্টতঃই, ৬নং নোবাত্তিতে এস-এইচ. জি. কি বলেছিলেন ৮নং নোবাত্তিতে তিনি তা ভুলে বসে আছেন।

কোন্‌টা সঠিক? ৮নং না ৬নং? অথবা দুটিতেই মিথ্যা উক্তি করা হয়েছে?

প্রকৃত ঘটনার দিকে তাকানো যাক। মার্কস বলেন: 'বিকাশের একটি স্তরে সমাজের বস্তুগত উৎপাদিকা শক্তিগুলি তৎকালীন উৎপাদন সম্পর্ক-সমূহের সঙ্গে অথবা আইনের ভাষায় বলতে গেলে, সম্পত্তিগত সম্পর্কসমূহের সঙ্গে সংঘর্ষে আসে…তখন শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের একটা যুগ।' কিন্তু 'সমস্ত উৎপাদন শক্তিগুলির যতদূর পর্যন্ত বিকশিত হওয়ার সুযোগ আছে ততদূর অবধি বিকশিত হবার আগে কোনো সমাজব্যবস্থা কখনো ধ্বংস হয়

না…' (কার্ল মার্কসের 'এ কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি, ভূমিকা দেখুন)।

মার্কসের এই ধারণা যদি সমসাময়িক সামাজিক জীবনে প্রযুক্ত হয়, তাহলে আমরা দেখব যে একদিকে আজকের দিনের উৎপাদিকা শক্তিগুলিতে, যার চরিত্র হ'ল সামাজিক, এবং অন্যদিকে উৎপাদিত বস্তুর আত্মসাতের রূপ, যার চরিত্র হ'ল ব্যক্তিগত—এই দু'য়ের মধ্যে একটি মৌলিক সংঘাত রয়েছে, যা অবশ্যই পরিণতি লাভ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে (এফ. এঙ্গেলসের অ্যান্টি-ডুরিং দেখুন, তৃতীয় অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায়)। তাহলে আপনারা দেখছেন, মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে 'বিপ্লব' ('প্রলয়') কুভিয়ারের 'অজ্ঞাত কারণের' জন্য সংঘটিত হয় না; সংঘটিত হয় অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণে, যাকে বলা হয়, 'উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশ'। আপনারা দেখছেন, মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে বিপ্লব শুধু তখনই আসে যখন উৎপাদিকা শক্তিগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়—অপ্রত্যাশিতভাবে নয়, যেমন কুভিয়ার ভাবছেন। স্পষ্টতঃই, কুভিয়ারের প্রলয় এবং মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির মধ্যে কোনই মিল নেই। পক্ষান্তরে, ডারুইনবাদ শুধু কুভিয়ারের প্রলয়কেই অস্বীকার করে না, দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিকাশ—যার মধ্যে বিপ্লবও অন্তর্ভুক্ত—তাকেও অস্বীকার করে। অন্যদিকে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিবর্তন ও বিপ্লব, পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন একই গতির দুটি আবশ্যিক রূপ। এটা বলাও ভুল যে, 'মার্কসবাদ…ডারুইনবাদকে বিনা সমালোচনায় গ্রহণ করে।' তাহলে এ থেকে বোঝা যায়, যেমন ৬ নম্বরে তেমনি ৮ নম্বরে, উভয়ক্ষেত্রেই নোবাত্তি সঠিক।

এবং এই জন্যে এই সব মিথ্যাবাদী 'সমালোচকেরা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বারবার বলতে থাকে: তোমরা পছন্দ কর আর নাই কর, আমাদের মিথ্যাগুলি তোমাদের সত্যের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। সম্ভবতঃ তাদের বিশ্বাস তারা যা-ই বলুক বা করুক না কেন, সবকিছুই ক্ষমার্হ।

আর একটি বিষয় আছে যার জন্য নৈরাজ্যবাদী মশাইরা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে ক্ষমা করতে পারে না: 'দ্বন্দ্ববাদ…নিজের থেকে বেরিয়ে বা লাফিয়ে যাওয়া অথবা লাফ দিয়ে নিজেকে টপকে যাওয়ার কোনো সুযোগ দেয় না' (৮নং নোবাত্তি দেখুন, এস-এইচ. জি.)। নৈরাজ্যবাদী মশাইরা, এখানে আপনারা চূড়ান্তভাবে সঠিক,' দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে সত্যই এ-রকমের কোনো সুযোগ

নেই। কিন্তু কেন নেই? 'নিজের থেকে বেরিয়ে বা লাফিয়ে যাওয়া, কিংবা লাফ দিয়ে নিজেকে টপকে যাওয়া' হ'ল বুনো ছাগলদের কসরৎ, কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি তো সৃষ্টি হয়েছে মানুষের জন্য। এই হ'ল গোপন তত্ত্ব!...

সাধারণভাবে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির প্রশ্নে নৈরাজ্যবাদীদের মত হচ্ছে এই।

স্পষ্টতঃ, নৈরাজ্যবাদীরা মার্কস্ ও এঙ্গেলসের দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি উপলব্ধি করতে অক্ষম, তারা তাদের নিজস্ব দ্বন্দ্ববাদ সৃষ্টি করেছে এবং তার বিরুদ্ধে তারা এত নির্মমভাবে লড়াই করে চলেছে।

এই দৃশ্য দেখে আমরা শুধু হাসতেই পারি কারণ কেউ যখন দেখে যে, একজন তার নিজেরই কল্পনার সঙ্গে লড়াই করছে, নিজের আবিষ্কারকে চূর্ণ করছে আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে জোর দিয়ে বলছে যে, সে তার প্রতিপক্ষকেই চূর্ণ করছে তখন কেউ না হেসে থাকতে পারে না।

২

> মানুষের চেতনা তার বাস্তব অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না, পক্ষান্তরে, তার সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে।
>
> কার্ল মার্কস

বস্তুবাদী তত্ত্বটা কি?

পৃথিবীতে সব জিনিসেরই পরিবর্তন ঘটে, পৃথিবীতে সবকিছুই গতিশীল, কিন্তু কিভাবে এই পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হয়, এই গতিশীলতা কি রূপ পরিগ্রহ করে, এটাই হ'ল প্রশ্ন। উদাহরণস্বরূপ আমরা জানি একদিন এই পৃথিবী ছিল একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড, তারপরে তা ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হ'ল, তারপর জীবজন্তুর রাজ্যের অভ্যুদয় হ'ল, বিকাশ ঘটল, তারপরে আবির্ভাব ঘটল এক জাতের বানরের যা থেকে পরবর্তীকালে হ'ল মানুষের উদ্ভব। কিন্তু এই বিকাশ কিভাবে ঘটেছিল? কেউ কেউ বলে থাকে, প্রকৃতি ও তার বিকাশের পূর্বে ছিল বিশ্বচৈতন্য যা পরবর্তীকালে এই বিকাশের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল; ফলে, বলতে গেলে, প্রকৃতির ঘটনার বিকাশ এই চৈতন্যেরই বিকাশের বাইরেকার রূপ। এই লোকগুলিকে বলা হয় ভাববাদী,

যারা পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রবণতায় বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করল। অন্যেরা বলে, একেবারে গোড়া থেকেই এই জগতে পরস্পরের নেতিকারক দুটি শক্তি আছে—ভাব এবং বস্তু, এবং অনুরূপভাবে, ঘটনাসমূহও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ভাবগত ও বস্তুগত, যারা প্রতিনিয়ত পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। এইভাবে দেখা যায় প্রকৃতির ঘটনাসমূহের বিকাশ হ'ল ভাবগত ও বস্তুগত ব্যাপারের মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম। এই লোকগুলিকে বলা হয় দ্বৈতবাদী এবং ভাববাদীদের মতো তারাও বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত।

মার্কসের বস্তুবাদী তত্ত্ব দ্বৈতবাদ ও ভাববাদ উভয়কেই চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করে। অবশ্য, ভাবগত ব্যাপার ও বস্তুগত ব্যাপার—দুই-ই এই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা পরস্পরকে নিরাকরণ করে। বিপরীত পক্ষে, ভাবগত ও বস্তুগত দিক হ'ল একই ব্যাপারের দুটি বিভিন্ন রূপ। তারা একত্রে বিদ্যমান থাকে, একত্রে বিকশিত হয়; তাদের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ-রকম অবস্থাতে আমাদের মনে করার কোন যুক্তিই নেই যে তারা পরস্পর পরস্পরকে নিরাকরণ করে। অতএব, দ্বৈতবাদ ভুল বলে প্রমাণিত হয়। এক ও অবিভাজ্য প্রকৃতি দুটি বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত—বস্তুগত ও ভাবগত—এইভাবেই প্রকৃতির বিকাশকে আমাদের গণ্য করতে হবে। এক ও অবিভাজ্য জীবন দুটি বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত—ভাবগত ও বস্তুগত—এইভাবেই জীবনের বিকাশকে আমাদের গণ্য করতে হবে।

এই হ'ল মার্কসের বস্তুবাদী তত্ত্বের অদ্বৈতবাদ।

সঙ্গে সঙ্গে মার্কস ভাববাদকেও প্রত্যাখ্যান করেন। এটা ভাবা ভুল হবে যে ভাবগত দিক এবং সাধারণভাবে চেতনা তার বিকাশে প্রকৃতি তথা সাধারণ-ভাবে বস্তুগত দিকের পূর্ববর্তী। তথাকথিত বাহ্য 'প্রাণহীন' প্রকৃতি জীবন্ত সত্তাসমূহে অস্তিত্বের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। প্রথম জীবন্ত বস্তু প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ —জীবনকোষের মূল উপাদান—তার কোনো চেতনা (ভাব) ছিল না। তার ছিল কেবলমাত্র উত্তেজনা এবং সংবেদনার প্রথম অঙ্কুর। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে প্রাণীদের সংবেদনশক্তি বিকশিত হ'ল। তাদের দেহের কাঠামোর এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ অনুযায়ী এই সংবেদনশক্তি ধীরে ধীরে চেতনায় রূপান্তরিত হ'ল। বানর যদি চিরকাল চার হাত-পায়ে হেঁটে বেড়াত, সে যদি কোনোদিনই সোজা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে তার বংশধর—মানুষ—ফুসফুস ও স্বরতন্ত্রীসমূহ অবাধে ব্যবহার করতে পারত না এবং, সেইজন্য, কথাও বলতে

সক্ষম হতো না ; এবং তা বহুলাংশে তার চেতনার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করত। অর্থাৎ বানর যদি তার পেছনের পা দুটির পর ভর করে না হাঁটত তাহলে তার বংশধর—মানুষ—চিরকাল নিচের দিকে তাকাতে বাধ্য হতো এবং শুধু সেখানে থেকেই তার সব ধারণা লাভ করত। এখন যেমন সে তাকায়, তখন সে উপরে এবং তার চারিপাশে তাকাতে পারত না, এবং সেজন্য, তার মস্তিষ্ক একটি বানরের মস্তিষ্কের চেয়ে বেশি ধারণা অর্জন করতে পারত না এবং তা তার চেতনার বিকাশকে বহু পরিমাণে পেছিয়ে দিত। এর থেকে এটাই আসে যে, চেতনাগত দিকের বিকাশ, ভাবের বিকাশ দেহের কাঠামো এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশের উপর নির্ভরশীল। এ থেকে আসে যে, চেতনাগত দিকের বিকাশ, ভাবের বিকাশের পূর্ববর্তী হ'ল বস্তুগত দিকের বিকাশ, সামাজিক অস্তিত্বের বিকাশ। স্পষ্টতঃ, প্রথমে বাইরের অবস্থা বদলায়, প্রথমে বস্তুর পরিবর্তন হয় এবং তারপর চেতনার এবং চেতনাগত ব্যাপার তদনুযায়ী পরিবর্তিত হয়—ভাবগত দিকের বিকাশ বস্তুগত দিকের বিকাশের পেছনে পড়ে থাকে। বস্তুগত দিককে, বাইরের পরিবেশকে, সামাজিক অস্তিত্ব ইত্যাদিকে যদি আমরা বলি বিষয়বস্তু, তাহলে ভাবগত দিক, চেতনা এবং এই রকমের ব্যাপারকে আমাদের বলতে হবে রূপ। এ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল সুবিদিত বস্তুবাদী তত্ত্ব : ক্রমবিকাশের গতিধারায় বিষয়বস্তু রূপের পুরোবর্তী থাকে, রূপ বিষয়-বস্তুর পেছনে পড়ে থাকে।

সামাজিক জীবন সম্পর্কে একটি কথা বলতে হবে, এখানেও বস্তুগত পরিবর্তন পুরোবর্তী, এখানেও রূপ বিষবস্তুর পিছনে পড়ে থাকে। এমনকি যখন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তা করাও হয়নি, তার আগে থেকেই ধনতন্ত্র বিদ্যমান ছিল এবং একটি ভীষণ শ্রেণী-সংগ্রাম প্রচণ্ডভাবে চলেছিল। সমাজ-তান্ত্রিক ধারণার উদ্ভবের অনেক আগেই উৎপাদনের প্রক্রিয়া একটি সামাজিক চরিত্র ধারণ করেছিল।

এইজন্যই মার্কস বলেন : 'মানুষের চেতনা তার বাস্তব অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না ; পক্ষান্তরে, তার সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে' (এ কন্ট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি, কার্ল মার্কস, দেখুন)। মার্কসের মতে অর্থনৈতিক বিকাশ হ'ল সামাজিক জীবনের বস্তুগত ভিত্তি, তার বিষয়বস্তু, আর আইনগত-রাজনৈতিক ও ধর্মগত-দার্শনিক বিকাশ হ'ল এই বিষয়বস্তুর 'ভাবাদর্শগত রূপ', তার 'উপরি-

কাঠামো'; সেইজন্য মার্কস বলেন 'অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সমগ্র বিরাট উপরি-কাঠামো কম-বেশি দ্রুতভাবে পরিবর্তিত হয়' (ঐ)।

সামাজিক জীবনেও, প্রথমে বাইরের, বস্তুগত অবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং তারপর, মানুষের চিন্তা, তাদের বিশ্ববীক্ষা বদলায়। বিষয়বস্তুর বিকাশ রূপের উদ্ভব ও বিকাশের পূর্ববর্তী। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, মার্কসের মতে রূপ ছাড়াই বিষয়বস্তু সম্ভব—যেমন এস-এইচ. জি. মনে করেন (নোবাভি ১নং দেখুন—অদ্বৈতবাদের সমালোচনা)। রূপ ছাড়া বিষয়বস্তু অসম্ভব, কিন্তু বিষয়টি হ'ল এই যে, যেহেতু একটি নির্দিষ্ট রূপ তার বিষয়বস্তুর পেছনে পড়ে থাকে, সেহেতু রূপটি কখনো এই বিষয়বস্তুর পুরোপুরি অনুরূপ হয় না; এবং নতুন বিষয়বস্তুটি প্রায়শঃই কিছুকালের জন্য পুরানো রূপে আবৃত থাকতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে—নতুন বিষয়বস্তু ও পুরানো রূপের মধ্যে—সংঘর্ষ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান সময়ে, উৎপন্ন বস্তুর আত্মসাতের ব্যক্তিগত চরিত্র উৎপাদনের সামাজিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এবং আজকের দিনের সামাজিক 'সংঘর্ষের' এই হ'ল ভিত্তি। অন্যপক্ষে, ভাব বাস্তব সত্তার একটি রূপ—এই প্রকৃতিগত-ভাবে ধারণার অর্থ এই নয় যে, তার চেতনা ও বিষয়বস্তু একই জিনিস। এই মত পোষণ করতেন কেবলমাত্র স্থূল বস্তুবাদীরা (উদাহরণস্বরূপ, বুকনার এবং মলেশট)। তাদের তত্ত্বসমূহ মার্কসের বস্তুবাদকে মূলগতভাবে অস্বীকার করে। এবং এঙ্গেলস তার লাডউইগ ফয়েরবাখে এদের সঠিকভাবেই বিদ্রূপ করেছিলেন। মার্কসের বস্তুবাদ অনুযায়ী চেতনা এবং বাস্তব সত্তা, মন এবং বস্তু একই ব্যাপারের দুটি বিভিন্ন রূপ, যাকে মোটামুটিভাবে বলা হয় প্রকৃতি, সুতরাং তারা পরস্পর পরস্পরকে নিরাকরণ করে না,* কিন্তু তারা আবার এক ব্যাপারও নয়। একমাত্র বিষয় হ'ল এই যে, প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশে, চেতনা—অর্থাৎ যা আমাদের মাথার মধ্যে ঘটে, তার আগে ঘটে থাকে একটি তদনুরূপ বস্তুগত পরিবর্তন—অর্থাৎ, যা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নিরপেক্ষ। কোন নির্দিষ্ট বস্তুগত পরিবর্তনকে, শীঘ্র কিংবা দেরিতে, একটি অনুরূপ ভাবগত পরিবর্তন

---

*রূপ এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে এতে সেই ধারণা অস্বীকার করা হয় না। বিষয়টি হ'ল এই যে বিরোধটা সাধারণভাবে বিষয়বস্তু ও রূপের মধ্যে নয়। বিরোধটা হ'ল পুরানো রূপ এবং নতুন বিষয়বস্তুর মধ্যে। এই বিষয়বস্তু একটি নতুন রূপ খুঁজছে এবং তার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

অনিবার্যভাবেই অনুসরণ করে। এর জন্যই আমরা বলি, একটি ভাবগত পরিবর্তন হ'ল তদনুরূপ একটি বস্তুগত পরিবর্তনের রূপ।

সাধারণভাবে, এই হ'ল মার্কস ও এঙ্গেলসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অদ্বৈতবাদ।

কেউ কেউ আমাদের বলবেন: "প্রকৃতি ও সমাজের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ-সমস্ত প্রযুক্ত হলে, সেসব সত্য হতে পারে। কিন্তু বর্তমান সময়ে নির্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা এবং ভাব কিভাবে আমাদের মাথার মধ্যে জাগে? তথাকথিত বাইরের অবস্থাগুলি কি সত্যসত্যই বিদ্যমান, না এইসব বাইরের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলিই শুধু বিদ্যমান। এবং যদি বাইরের অবস্থার অস্তিত্ব থাকেই, তাহলে কোন্ মাত্রা পর্যন্ত তারা প্রত্যক্ষ এবং পরিজ্ঞেয়?

এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা বলি: বাইরের অবস্থা যতখানি বিদ্যমান থেকে আমাদের 'অহং'-এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, আমাদের ধারণা আমাদের 'অহং'ও ঠিক ততখানি বিদ্যমান। যে কেউই না ভেবে না চিন্তে বলে যে, আমাদের ধারণা ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই, তাকেই সমস্ত বাইরের অবস্থা অস্বীকার করতে বাধ্য হতে হয় এবং সেই কারণেই, তার নিজের 'অহং' ছাড়া অন্য সমস্ত লোকের অস্তিত্ব তাকে অস্বীকার করতেই হয়। এটা বিজ্ঞান এবং জীবন্ত বাস্তবের প্রধান প্রধান নীতিসমূহের মূলগতভাবে বিরোধী। হ্যাঁ, বাইরের অবস্থা সত্যই বিদ্যমান; এই অবস্থাগুলি আমাদের আগেও ছিল, আমাদের পরেও থাকবে; এবং যত ঘন ঘন এবং যত প্রবলভাবে আমাদের চেতনার উপর প্রভাব বিস্তার করে, তত সহজে তারা প্রত্যক্ষ ও পরিজ্ঞেয় হয়। বর্তমান সময়ে নির্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে কিভাবে বিভিন্ন ধারণা ও ভাব আমাদের মাথার মধ্যে জাগে, সে-বিষয় সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রকৃতি ও সমাজের ইতিহাসে যা ঘটছে এখানে আমরা তারই সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি পাই। এ-ব্যাপারেও আমাদের বাইরের বস্তু আমাদের ধারণার পূর্ববর্তী; এ-ব্যাপারেও আমাদের ধারণা অর্থাৎ রূপ বস্তুর পেছনে অর্থাৎ বিষয়বস্তুর পেছনে পড়ে থাকে। যখন আমি একটা গাছের দিকে তাকিয়ে গাছটিকে দেখতে পাই—তা কেবল দেখিয়ে দেয় যে আমার মাথার মধ্যে একটি গাছের ধারণা জন্মাবার পূর্বেই গাছটির অস্তিত্ব ছিল; দেখিয়ে দেয় যে, এই গাছটিই আমার মাথার মধ্যে অনুরূপ ধারণা জাগিয়ে তুলেছিল।

'মানবজাতির ব্যবহারিক কার্যকলাপে মার্কস ও এঙ্গেলসের অদ্বৈত-বাদী বস্তুবাদের গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। যদি আমাদের বিশ্ববীক্ষা, আমাদের অভ্যাস ও রীতিনীতি বাইরের অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়, যদি আইনগত-রাজনৈতিকগত রূপের অনুপযোগিতা একটি অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট যে অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহে একটি মূলগত পরিবর্তন ঘটাতে আমরা অবশ্যই সাহায্য করবো যাতে, এই পরিবর্তনের সাথে, জনসাধারণের অভ্যাসে, রীতিনীতিতে এবং তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি মূলগত পরিবর্তন ঘটানো যায়।

এ-বিষয়ে কার্ল মার্কস বলেছিলেন :

'বস্তুবাদের সঙ্গে…সমাজতন্ত্রের আবশ্যিক আন্তঃসংযোগ প্রত্যক্ষ করার জন্ম খুব বিরাট একটা বিচারশক্তির দরকার হয় না। যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে মানুষ তার সমস্ত জ্ঞান, প্রত্যক্ষ ইত্যাদি গঠন করে…তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়ায় যে, অভিজ্ঞতা-গোচর এই পৃথিবীকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে সে এর ভিতর সত্যকারের যা মানবিক তার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে, যাতে সে একজন মানুষ হিসাবে অভিজ্ঞতা অর্জনে অভ্যস্ত হয়।… বস্তুবাদী অর্থে মানুষ যদি স্বাধীন না হয়—অর্থাৎ এটা বা ওটা এড়িয়ে চলতে সমর্থ হবার নেতিবাচক শক্তির কারণে স্বাধীন নয়, সে স্বাধীন হয় তার প্রকৃত ব্যক্তিসত্তাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করার ইতিবাচক ক্ষমতার কারণে, তাহলে অপরাধের জন্ম কোন ব্যক্তি-মানুষকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়, বরং উচিত অপরাধের সমাজ-বিরোধী প্রজননক্ষেত্রগুলিকে ধ্বংস করা…মানুষ যদি অবস্থার দ্বারা গঠিত হয়, তাহলে অবস্থাকেও অবশ্যই মানবিকভাবে গঠন করতে হবে। (**লাডউইগ ফয়েরবাখ**, পরিশিষ্ট দেখুন : **অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদের ইতিহাস সম্পর্কে কার্ল মার্কস**)।

বস্তুবাদ এবং মানুষের ব্যবহারিক কার্যকলাপের ভিতর এই-ই হ'ল সম্পর্ক।

মার্কস ও এঙ্গেলসের অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদীদের অভিমত কি?

মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির উদ্ভব হেগেল থেকে আর তার বস্তুবাদী তত্ত্ব হ'ল ফয়েরবাখের তত্ত্বের আরো বিকাশ। নৈরাজ্যবাদীরা এটা ভালভাবেই জানে, এবং তারা মার্কস ও এঙ্গেলসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে অপদস্থ করার জন্ম হেগেল

ও ফয়েরবাখের ত্রুটির সুবিধা গ্রহণ করার চেষ্টা করে। আমরা হেগেল সম্পর্কে আলোচনায় এর আগেই দেখিয়েছি যে, নৈরাজ্যবাদীদের এই সমস্ত চাতুরি তাদের নিজেদের তার্কিক ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করে না। ফয়েরবাখ সম্পর্কেও একই কথাই বলতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা জোরের সঙ্গে বলে, 'ফয়েরবাখ ছিলেন একজন সর্বেশ্বরবাদী…', বলে যে, তিনি 'মানুষের উপর দেবত্ব আরোপ করেছিলেন…' (৭নং নোবাত্তি দেখুন, ভি. ডেলেণ্ডি), যে, 'ফয়েরবাখের মতে, মানুষ যা খায় সে তাই…', তারা অভিযোগ করেছে, এ থেকে মার্কস নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন: 'সুতরাং, প্রধান ওপ্রাথমিক জিনিস হ'ল অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ' ইত্যাদি (৬নং নোবাত্তি দেখুন, এস-এইচ. জি.)। সত্য বটে, ফয়েরবাখের সর্বেশ্বরবাদ, মানুষের উপর দেবত্ব আরোপ এবং তার একই রকমের অন্যান্য ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে কারো কোনো সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে, মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম ফয়েরবাখের ভুলভ্রান্তি উদঘাটিত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও নৈরাজ্যবাদীরা আগেই-উন্মোচিত ফয়েরবাখের ভুলভ্রান্তিকে পুনরায় 'উদঘাটিত' করা প্রয়োজন মনে করে। কেন? খুব সম্ভবতঃ এইজন্য যে, ফয়েরবাখকে গালাগালি করে তারা বস্তুবাদকে অপদস্থ করতে চায় কারণ মার্কস ফয়েরবাখের কাছ থেকেই বস্তুবাদের তত্ত্বটি ধার করেছিলেন এবং তার পরে তাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিকশিত করেছিলেন। ফয়েরবাখের কি একই সঙ্গে কিছু ঠিক এবং কিছু ভুল ধারণা থাকতে পারে না? আমরা বলছি যে এই ধরনের চাতুরির দ্বারা নৈরাজ্যবাদীরা অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদকে এতটুকুও টলাতে পারবে না, তারা যা করতে পারবে তা হ'ল নিজেদের ব্যর্থতা প্রমাণ করা।

মার্কসের বস্তুবাদ সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যেই মতের মিল নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের যদি মিঃ চেরকেজিশভিলির বক্তব্য শুনতে হয় তাহলে মনে হবে মার্কস ও এঙ্গেলস অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদকে ঘৃণা করতেন; তার মতে তাদের বস্তুবাদ হ'ল স্থূল এবং তা অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ নয়: 'প্রকৃতিবিদদের মহান বিজ্ঞান, তার বিবর্তনের প্রণালী, রূপান্তরবাদ এবং অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ—যা এঙ্গেলস এত আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন…সে সব দ্বন্দ্ববাদকে পরিহার করেছে' ইত্যাদি (৪নং নোবাত্তি দেখুন, ভি. চেরকেজিশভিলি)। সুতরাং এ থেকে এইটি আসে যে, চেরকেজিশভিলি কর্তৃক অনুমোদিত এবং এঙ্গেলস কর্তৃক ঘৃণিত প্রাকৃতিক-বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ ছিল অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ। কিন্তু

আর একজন নৈরাজ্যবাদী আমাদের বলছে যে মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদ হ'ল অদ্বৈতবাদী এবং সেজন্যই তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। 'মার্কসের ইতিহাসের ধারণা হেগেলের ধারণাতেই প্রত্যাবর্তন।, সাধারণভাবে পরম বিষয়মুখিতার অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ, এবং বিশেষভাবে মার্কসের অর্থনৈতিক অদ্বৈতবাদ প্রকৃতিগতভাবে অসম্ভব এবং তত্ত্বগতভাবে অযৌক্তিক। অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ হ'ল অক্ষমভাবে প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ এবং অধিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি আপস (৬নং নোবাতি দেখুন, এস-এইচ. জি.)। সুতরাং এ থেকে আসে যে অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ গ্রহণীয় নয়, কারণ মার্কস ও এঙ্গেলস একে ঘৃণা তো করতেনই না, বরং তারা নিজেরাই ছিলেন অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদী, এবং সেজন্য অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ অবশ্যই অগ্রাহ্য করতে হবে।

যদি মনে করেন, একে নৈরাজ্যবাদ বলতে পারেন! তারা এখনো মার্কসের বস্তুবাদের সারমর্মই উপলব্ধি করতে পারেনি, তারা এখনো বোঝেনি যে, মার্কসের বস্তুবাদ অদ্বৈতবাদী কিনা, এর গুণাগুণ সম্পর্কে তারা নিজেদের মধ্যেই একমত হতে পারেনি কিন্তু তারা এরমাঝেই এই উদ্ধত দাবিতে আমাদের কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে যে, আমরা সমালোচনা করে মার্কসের বস্তুবাদকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি! এ থেকেই বোঝা যায় তাদের 'সমালোচনার' কী ভিত্তি থাকতে পারে।

আরো দেখা যাক। মনে হয় যে কিছু নৈরাজ্যবাদী এই সত্য সম্পর্কেও অজ্ঞ যে বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিভিন্ন ধরনের বস্তুবাদ আছে যারা পরস্পরের থেকে বহু পরিমাণে পৃথক: উদাহরণস্বরূপ, আছে স্থূল বস্তুবাদ (প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে), যা ভাববাদী দিকের গুরুত্বকে এবং বস্তুবাদী দিকের উপর এর ফলাফলকে অস্বীকার করে। কিন্তু আবার তথাকথিত অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদও আছে—যা বস্তুবাদী ও ভাববাদী দিকের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করে। কিছু নৈরাজ্যবাদীরা এসবের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলে এবং সেই সঙ্গে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই জাহির করে: তোমরা পছন্দ কর আর নাই কর, আমরা মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদকে সমালোচনা করে উৎসন্ন করে দিচ্ছি! শুনুন তাহলে: 'এঙ্গেলস ও কাউৎস্কিরও মতে, মার্কস···অন্যান্য জিনিস ছাড়াও, বস্তুবাদী ধারণা আবিষ্কার করে মানবজাতির বিরাট কল্যাণ করেছেন।' 'এটা কি সত্য? আমরা তা মনে করি না, কেননা আমরা

জানি…যে সমস্ত ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক এই মতের অনুগামী যে, সমাজব্যবস্থা ভৌগোলিক, আবহগত, জাগতিক, মহাজাগতিক, নৃতাত্ত্বিক এবং জীবতাত্ত্বিক অবস্থাবলী দ্বারা গতিশীল—তারা সকলেই বস্তুবাদী' (২নং নোবাত্তি দেখুন, এস-এইচ. জি.)। এইসব লোকের সঙ্গে কিভাবে কথা বলা চলে! তাহলে এ থেকে আসে যে, আরিস্ততল ও মঁতাস্থুর 'বস্তুবাদের' মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য নেই মার্কস এবং সেন্ট সাইমনের 'বস্তুবাদের' মধ্যে। প্রতিপক্ষকে বুঝে, তাকে সমালোচনা করে ভূমিসাৎ করে দেবার চমৎকার দৃষ্টান্তই বটে!

কোনো কোনো নৈরাজ্যবাদী কোথাও হয়তো শুনেছেন যে মার্কসের বস্তুবাদ হ'ল একটি 'পৈটিকতত্ত্ব' এবং তক্ষুণি তারা এই 'ধারণাকে' ব্যাপকভাবে জনসাধারণ্যে প্রচার করতে লেগে গেলেন—সম্ভবতঃ নোবাত্তি অফিসে কাগজের দাম শস্তা এবং এ-কাজে খরচও বিশেষ পড়ে না। শুনুন তাহলে: 'ফয়েরবাখের মতে মানুষ যা খায়, সে তাই। এই সূত্র মার্কস ও এঙ্গেলসের উপর ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করলো।' এবং নৈরাজ্যবাদীদের মতে, এ থেকে মার্কস এই সিদ্ধান্ত টানলেন যে, সুতরাং প্রধান ও প্রাথমিক জিনিস হ'ল অর্থনৈতিক অবস্থা, উৎপাদন-সম্পর্ক।…' এবং তার পর নৈরাজ্যবাদীরা এগিয়ে এলেন দার্শনিকের ভঙ্গিতে আমাদের শিক্ষা দিতে: 'এটা বলা ভুল হবে যে, সমাজজীবনে এই উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায় হ'ল খাওয়া এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন।…অদ্বৈতবাদী মতানুযায়ী যদি ভাবাদর্শ, প্রধানতঃ, নির্ধারিত হ'ত খাওয়া এবং অর্থনৈতিক অস্তিত্বের দ্বারা—তাহলে কিছু পেটুক ব্যক্তিই প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি হ'ত' (৬নং নোবাত্তি দেখুন, এস-এইচ. জি.)। তাহলে দেখছেন মার্কসের বস্তুবাদকে সমালোচনা করা কত সহজ! রাস্তায় কোনো স্কুল-বালিকার কাছ থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস সম্পর্কে চুটকি কথা শোনাই যথেষ্ট, যথেষ্ট রাস্তার সেই চুটকি কথাকে দার্শনিক আত্মবিশ্বাসে মুড়ে নোবাত্তির মতো সংবাদপত্রের পাতায় পুনরাবৃত্তি করা এবং মার্কসের 'সমালোচক' হিসাবে হঠাৎ খ্যাতি অর্জন করা। কিন্তু ভদ্রলোকেরা একটা কথা বলুন: কোথায়, কখন, কোন্ দেশে মার্কসকে বলতে শুনেছেন যে, 'খাওয়া ভাবাদর্শকে নির্ধারিত করে'? আপনাদের অভিযোগের সমর্থনে মার্কসের রচনাবলী থেকে একটিমাত্র শব্দ উদ্ধৃত করলেন না কেন? অর্থনৈতিক অবস্থা এবং খাওয়া কি একই জিনিস? এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারণার

মধ্যে ভালগোল পাকানোর জন্ত বড় জোর একটি স্কুল-বালিকাকে ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু এটা কেমন যে আপনারা, 'সোস্তাল ডিমোক্র্যাসির পরাভবকারীরা', 'বিজ্ঞানের নব জন্মদাতারা' এত অসতর্কভাবে স্কুল-বালিকার ভুলকে পুনরাবৃত্তি করেছেন? বাস্তবিকপক্ষে খাওয়া কিভাবে সামাজিক ভাবাদর্শকে নির্ধারণ করতে পারে? আপনারা নিজেরাই যা বলেছেন, তা ভেবে দেখুন: খাওয়া, খাওয়ার ধরন বদলায় না, এখন যেভাবে করা হয়, পুরাকালে ঠিক সেইভাবে মানুষ খেত, চিবোত এবং খাদ্য হজম করত। কিন্তু ভাবাদর্শের রূপ সব সময় বদলায়, বিকশিত হয়। প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক, বুর্জোয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীয়—এইগুলি হ'ল ভাবাদর্শের রূপ। এটা কি কল্পনীয় যে যা, সাধারণভাবে বলতে গেলে, বদলায় না, তা, যা প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে, তাকে নির্ধারণ করতে পারে? সত্য, মার্কস বলেছেন যে অর্থনৈতিক অস্তিত্ব ভাবাদর্শকে নির্ধারণ করে—এবং তা উপলব্ধি করা সহজ, কিন্তু খাওয়া এবং অর্থনৈতিক অস্তিত্ব কি এক জিনিস? আপনারা আপনাদের ব্যর্থতা মার্কসের স্কন্ধে আরোপ করাটা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন কেন?

আরো দেখা যাক। আমাদের নৈরাজ্যবাদীদের মতে, মার্কসের বস্তুবাদ 'হ'ল সমান্তরালবাদ।…' অথবা পুনরায়: 'অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদ হ'ল অক্ষমতাবে প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ এবং অধিবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের মধ্যে একটা আপস।…' মার্কস দ্বৈতবাদের মধ্যে পড়ে যান, কেননা তিনি উৎপাদন-সম্পর্ককে বস্তুগত হিসাবে এবং মানুষের প্রচেষ্টা ও সংকল্পকে একটি মায়া তথা কল্পনা হিসাবে চিত্রিত করেছেন, যা যদি থেকেও থাকে, তবু তার কোনো গুরুত্ব নেই' (৬ নং নোবাত্তি দেখুন, এস-এইচ. জি.)। প্রথমতঃ, নির্বোধ সমান্তরালবাদের সঙ্গে মার্কসের অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, বস্তুগত দিক, বিষয়বস্তু, অবশ্যই ভাবগত দিক তথা তার রূপের পুরোবর্তী। কিন্তু সমান্তরালবাদ এই মতকে অস্বীকার করে এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, বস্তুগত ও ভাবগত কোনোটিই কারো আগে আসে না; তারা যুগপৎ, পাশাপাশি বিকশিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, মার্কসের অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদের মধ্যে কি মিল থাকতে পারে যখন আমরা পুরোপুরি ভালভাবেই জানি (এবং আপনারা নৈরাজ্যবাদী মশাইরাও একথা জানবেন যদি অবশ্য আপনারা মার্কসীয় সাহিত্য পড়েন!) যে অদ্বৈতবাদ একটি মূলনীতি অর্থাৎ প্রকৃতি, যার একটি বস্তুগত ও একটি ভাবগত রূপ আছে, তা থেকে

উদ্ভূত, ভঙ্গিসারীতে দ্বৈতবাদ দুটি মূলনীতি—বস্তুগত ও ভাবগত—থেকে উদ্ভূত যারা, দ্বৈতবাদ অনুযায়ী, পরস্পর পরস্পরের নিরাকরণ করে। তৃতীয়তঃ, কে বলেছেন যে, 'মানুষের প্রচেষ্টা ও সংকল্প গুরুত্বপূর্ণ নয়? আপনারা জায়গাটা দেখিয়ে দেননা কেন, যেখানে মার্কস একথা বলেছেন?' মার্কস কি তার এইটিনথ্ ব্রুমেয়ার অব্ লুই বোনাপার্ট, তার ক্লাস স্ট্রাগল্স ইন ফ্রান্স, তার সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স এবং অন্যান্য পুস্তিকায় 'প্রচেষ্টা ও সংকল্পের' গুরুত্বের কথা বলছেন না? তবে কেন মার্কস সর্বহারাশ্রেণীর 'সংকল্প ও প্রচেষ্টাকে' সমাজতান্ত্রিক ধারায় বিকশিত করতে চেয়েছিলেন; যদি তিনি 'প্রচেষ্টা ও সংকল্পের' উপর গুরুত্ব না দিয়ে থাকেন, তাহলে কেন তিনি তাদের মধ্যে প্রচার-আন্দোলন চালিয়েছিলেন অথবা, এঙ্গেলস তার ১৮৯১-৯৪-এর সুবিদিত প্রবন্ধগুলিতে কি সম্পর্কে বলেছিলেন, যদি 'প্রচেষ্টা ও সংকল্পের' উপরে গুরুত্ব না দিয়ে থাকেন? সত্য বটে, মানুষের প্রচেষ্টা ও সংকল্প অর্থনৈতিক অবস্থাবলী থেকে তাদের বিষয়বস্তু অর্জন করে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশের উপর তারা কোন প্রভাব বিস্তার করে না। সত্যসত্যই কি নৈরাজ্যবাদীদের পক্ষে এমন একটি সরল ধারণা বুঝতে পারা এতই কঠিন? এটা সঠিকই বলা হয় যে, সমালোচনার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা এক জিনিস, আর কার্যক্ষেত্রে সমালোচনা করা অন্য জিনিস।

নৈরাজ্যবাদী মশাইরা আর একটি অভিযোগ উত্থাপন করেন: 'বিষয়বস্তু ছাড়া রূপ অকল্পনীয়…', সুতরাং, বলা যায় না যে 'রূপ বিষয়বস্তুর পেছনে পড়ে থাকে…তারা "সহ-অবস্থান" করে।…তা না হলে অদ্বৈতবাদ হয়ে পড়ত একটি অসম্ভব ব্যাপার' (১নং নোবাত্তি দেখুন, এস-এইচ. জি.)। নৈরাজ্যবাদী মশাইরা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। রূপ ছাড়া বিষয়বস্তু অকল্পনীয় সত্য, কিন্তু বিদ্যমান রূপ কখনো বিদ্যমান বিষয়বস্তুর সঙ্গে হুবহু একরূপ হয় না; নতুন বিষয়বস্তু কিছুদূর পর্যন্ত সব সময়ে পুরানো রূপে আবৃত থাকে। এর ফলে, সব সময় পুরানো রূপ এবং নতুন বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধে। ঠিক এই কারণেই বিপ্লব সংঘটিত হয়, এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটাও একটি যা মার্কসের বস্তুবাদের মূলনীতিকে প্রকাশ করে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং রূপ ছাড়া বিষয়বস্তু নেই, একথাটা জেদের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করছে।

এই হ'ল বস্তুবাদ সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদীদের মত। আমরা আর কিছু

বলব না। এটা যথেষ্ট পরিষ্কার হয়েছে যে নৈরাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের মার্কসকে উদ্ভাবন করেছে, নিজেদেরই উদ্ভাবিত একটি 'বস্তুবাদী তত্ত্ব' তার মুখে আরোপ করেছে এবং তারপরে সেই 'বস্তুবাদের' বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কিন্তু তাদের একটি বুলেটও সত্যকার মার্কস ও সত্যকার বস্তুবাদকে আঘাত করতে পারবে না।...

বস্তুবাদী বস্তুবাদ এবং সর্বহারার সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক কি?

আখালি ত্খোভ্রেবা (নতুন জীবন)

২, ৪, ৭ এবং ১৬ নং

২১, ২৪ ও ২৮শে জুন এবং ৯ই জুলাই, ১৯০৬.

স্বাক্ষর : কোবা...

টীকা

১। বর্দজোলা (সংগ্রাম)—তিফলিসের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংস্থার লেনিনবাদী-ইস্ক্রা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম বে-আইনী জর্জিয়ান সংবাদপত্র। জে. ভি. স্তালিনের উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা। 'মেসামে দ্যাসি' নামে পরিচিত প্রথম জর্জিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংস্থায় ১৮৯৮ সাল থেকে বিপ্লবী সংখ্যা-লঘু অংশ (জে. ভি. স্তালিন, ভি. জেড. কেৎসখোভেলি, এ. জি. ৎসুলুকিৎসে) গোপন বিপ্লবী মার্কসবাদী প্রেস স্থাপনের প্রশ্নে সুবিধাবাদী সংখ্যাগুরু অংশের (জর্ডানিয়া এবং অন্যান্যেরা) বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করে আসছিলেন, তারই ফলে এই সংবাদপত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়। তিফলিসের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংস্থার বিপ্লবী শাখার পরামর্শে জে. ভি. স্তালিনের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী ভি. জেড. কেৎসখোভেলির উদ্যোগে বাকুতে একটি গোপন ছাপাখানায় বর্দজোলা মুদ্রিত হ'ত। এই সংবাদপত্র প্রকাশনার অন্যান্য ব্যবহারিক কাজকর্ম করার দায়িত্বও ছিল তার উপর।

বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টির কর্মসূচী ও রণকৌশলের প্রশ্ন সম্পর্কে 'বর্দজোলায়' প্রধান প্রবন্ধগুলি লেখেন জে. ভি. স্তালিন। 'বর্দজোলার' চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল: ১নং ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বরে; ২-৩নং ১৯০১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে, ৪নং ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে। 'ইস্ক্রার' পরেই রাশিয়ায় সর্বোৎকৃষ্ট মার্কসবাদী পত্রিকা এই 'বর্দজোলা' জোর দিয়ে বলে যে, ট্রানসককেশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী যে বিপ্লবী সংগ্রাম চালাচ্ছিল তা এবং রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক আরব্ধ বিপ্লবী সংগ্রামের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। বিপ্লবী মার্কসবাদের তত্ত্বগত মূলনীতি প্রচারে লেনিনের 'ইস্ক্রার' মতো 'বর্দজোলাও' এই কথা জোর দিয়ে বলে যে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংস্থা-গুলিকে অতি অবশ্য গণ-রাজনৈতিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য এগিয়ে যেতে হবে, এবং সে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে লেনিনবাদী তত্ত্বের সপক্ষে প্রচার চালায়। অর্থনীতি-বাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'বর্দজোলা' শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ বৈপ্লবিক দল গঠনের উপর জোর দেয়, এবং লিবারেল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী এবং

সর্বরূপের সুবিধাবাদীদের মুখোস খুলে দেয়। ১নং 'বর্দজোলার' প্রকাশ উপলক্ষে লেনিনের 'ইস্ক্রা' মন্তব্য করে যে, এটা একটা চরম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

২। 'রাবোচায়া মিসল' (শ্রমিক চিন্তা)—এই সংবাদপত্র 'অর্থনীতিবাদীদের' সুবিধাবাদী মতামত খোলাখুলি সমর্থন করত। সংবাদপত্রটি ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ষোলটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

৩। ১৮৯৭ সালের ২রা জুনের আইনে কল-কারখানা ও রেলওয়ে কর্মশালায় শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ১১½ ঘণ্টা নির্ধারিত হয় এবং শ্রমিকদের ছুটির দিনের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়।

৪। এখানে ১৮৯৯ সালের ২৯শে জুলাই সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত 'উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রদের সামরিক বিভাগে কাজ নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী বিধানগুলি'র উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবর্তিত পুলিশী রাজের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ বিক্ষোভসমূহে যেসব ছাত্র যোগ দিয়েছিল, এই বিধানগুলির ভিত্তিতে তাদের বহিষ্কার করা হয় এবং জারের সেনাবাহিনীতে সাধারণ সৈনিকরূপে এক বছর থেকে তিন বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করানো হয়।

৫। 'সাকার্তভেলো' (জর্জিয়া)—একদল প্রবাসী জর্জিয়ান জাতীয়তাবাদী কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদপত্র। এই দলটি সোশ্যাল ফেডারেলিষ্টদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পার্টির মর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সংবাদপত্রখানি প্যারিসে জর্জিয়ান ভাষায় প্রকাশিত হ'ত এবং ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত চলে।

জর্জিয়ান ফেডারেলিষ্ট পার্টিতে (১৯০৪ সালে জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত) ছিল 'সাকার্তভেলো' দল, সেই সঙ্গে নৈরাজ্যবাদীদের দল, সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা এবং জাতীয় গণতন্ত্রীরা। রাশিয়ায় জমিদার-বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অধীনে জর্জিয়ার জন্য জাতীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকার ছিল ফেডারেলিষ্টদের প্রধান দাবি। প্রতিক্রিয়ার সময়ে তারা বিপ্লবের প্রকাশ্য শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

৬। আর্মেনিয়ার ন্যাশনালিষ্ট ফেডারেলিষ্টদের লোকদের দ্বারা 'আর্মেনিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার অর্গানাইজেশন' গঠিত হয়, রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরই। ভি. আই. লেনিন এই সংস্থা ও বাণ্ডের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগের কথা উল্লেখ করেন। ১৯০৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর (নতুন পঞ্জিকা) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে একখানি চিঠিতে তিনি লেখেন:

'এটা বাণ্ডের সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়, ককেশীয় অঞ্চলে বাণ্ডবাদকে পুষ্ট করার জন্তই বিশেষভাবে ওটাকে জন্ম দেওয়া হয়েছে ··ককেশিয়ান কমরেডরা এইসব কলম-পেষা ভোকারীদের বিরোধী।' (লেনিন, গ্রন্থাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩৪শ খণ্ড, ২৯০ পৃঃ দেখুন.)

৭। দি বাণ্ড—'দি জেনারেল যুইস্ ওয়ার্কার্স পার্টি অব্ লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড অ্যাণ্ড রাশিয়া'—ইহুদী পেটিবুর্জোয়া সুবিধাবাদীদের এই সংস্থা ১৮৯৭ সালের অক্টোবর মাসে ভিল্নো কংগ্রেসে গঠিত হয়। প্রধানতঃ ইহুদী কারিগর-দের মধ্যে এর কাজকর্ম চলে। ১৮৯৮ সালে রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির প্রথম কংগ্রেসে 'কেবল নির্দিষ্টভাবে, ইহুদী শ্রমিকগণের ব্যাপারে স্বাধীন একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থারূপে' এই দল যোগ দেয়। রাশিয়ার শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনে বাণ্ড ছিল জাতীয়তাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের কেন্দ্র; এর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে লেনিনের 'ইস্ক্রায়' তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়। ককেশাসের 'ইস্ক্রা'পন্থীরা বাণ্ডের বিরুদ্ধে ভি. আই. লেনিনকে সর্বতোভাবে সমর্থন করে।

৮। ১৯০৩ সালের মার্চ মাসে তিফলিসে অনুষ্ঠিত ককেশাসের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার অর্গানাইজেশনগুলির প্রথম কংগ্রেসে যে পার্টি কমিটি-গুলি একতাবদ্ধ হয়ে 'অল-রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি' গঠন করে, এখানে তাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। তিফলিস, বাকু, বাতুম, কুতাইস, গুরিয়া ও অন্যান্য জেলার সংস্থাগুলির প্রতিনিধিত্ব ছিল এই কংগ্রেসে। এই কংগ্রেস লেনিনের 'ইস্ক্রার' অনুসৃত রাজনৈতিক কর্মনীতি অনুমোদন করে, পথ-নির্দেশক হিসাবে 'ইস্ক্রা' ও 'জারিয়ার' খসড়া কর্মসূচী গ্রহণ করে, এবং ইউনিয়নের নিয়ম-কানুন রচনা ও অনুমোদন করে। ককেশিয়ান ইউনিয়নের প্রথম কংগ্রেসে ককেশাসের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক অর্গানাইজেশনের আন্ত-র্জাতিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপিত হয়। 'ককেশিয়ান ইউনিয়ন কমিটি অব্ দি রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি' নামক একটি পরিচালক পার্টি কমিটি কংগ্রেসে গঠিত হয়; জে. ভি. স্তালিনের অনুপস্থিতিতেই তিনি কমিটিতে নির্বাচিত হন, তিনি তখন বাতুম জেলে বন্দী। জেল থেকে পালিয়ে ১৯০৪ সালের প্রথমে তিফলিসে ফিরে আসবার পর তিনি উক্ত ককেশাস ইউনিয়ন কমিটির প্রধান হন।

• ৯। রাশিয়ার বলশেভিক সংস্থার সঙ্গে ভি. আই. লেনিন ও এন. কে.

ক্রুপস্কায়ার চিঠিপত্রের মধ্যে জে.ভি. স্তালিনের দুখানি চিঠি পাওয়া যায়। ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে কুতাইসে থাকার সময় তিনি এই সব চিঠি লেখেন। চিঠিগুলি পাঠানো হয় ট্রানসককেশিয়ায় স্তালিনের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সাথী কমরেড এম. দাভিতাশভিলির কাছে, যিনি তখন জার্মানিতে লাইপজিগে বাস করছিলেন এবং লাইপজিগ্ বলশেভিক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। লাইপজিগ বলশেভিক মণ্ডলীর আর একজন সদস্য ডি. সুলিয়াশভিলি। তার স্মৃতিকথায় এই চিঠিগুলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখেন, 'কমরেড স্তালিনের কাছ থেকে আমরা লেনিন সম্পর্কে উদ্দীপনাপূর্ণ চিঠিপত্র পেতাম। চিঠিগুলি আসত এম. দাভিতাশভিলির কাছে। কমরেড স্তালিন এই সব চিঠিতে লেনিনের গুণগান করতেন; তার অবিচলিত, অবিমিশ্র মার্কসীয় রণকৌশলের, পার্টি গঠন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি প্রসঙ্গে তার সমাধানের এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রশংসা করতেন। কমরেড স্তালিন একখানি চিঠিতে লেনিনকে "পাহাড়ী ঈগল" আখ্যা দেন এবং মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে তার আপসহীন সংগ্রামে দারুণ উৎসাহ প্রকাশ করেন। এই চিঠিগুলি আমরা লেনিনের কাছে পাঠিয়ে দিই এবং শীঘ্রই উত্তর পাই, যাতে তিনি স্তালিনকে "অগ্নিময় কোলচিয়ান" বলে বর্ণনা করেন (এল. বেরিয়া'র **'অন দি হিস্ট্রি অব্ বলশেভিক অর্গানাইজেশনস ইন ট্রানসককেশিয়া'**, ৬ রুশ সংস্করণ, পৃঃ ৮৯ দেখুন)। জর্জিয়ান ভাষায় লেখা মূল চিঠিগুলি পাওয়া যায়নি।

১০। এখানে নতুন মেনশেভিক 'ইস্ক্রার' (স্ফুলিঙ্গ) কথা বলা হয়েছে। আর-এস-ডি-এল-পি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর মেনশেভিকরা প্লেখানভের সহায়তায় 'ইস্ক্রা' দখল করে এবং ভি. আই. লেনিনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তা ব্যবহার করে। এই পত্রিকার স্তম্ভে তারা প্রকাশ্যে তাদের সুবিধাবাদী মতামত প্রচার করতে থাকে। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে মেনশেভিক 'ইস্ক্রার' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১১। ১৯০৪ সালের শরৎকালে মেনশেভিকরা 'ইস্ক্রা' দখল করার পর 'পার্টির সাহিত্য, বিশেষতঃ, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে সংখ্যাগুরুদের নীতিবিষয়ক বক্তব্যের সমর্থনে সাহিত্য' প্রকাশের জন্য ভি. আই. লেনিনের পরামর্শে, ভি. ডি. বন্‌চ-ব্রুইয়েভিচ একটি প্রকাশনা ভবন স্থাপন করেন।

মেনশেভিকদের নিয়ন্ত্রণাধীন পার্টি কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কমিটি বলশেভিক সাহিত্যের প্রকাশে ও বণ্টনে বাধা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এই সম্পর্কে

১৯০৪ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ককেশিয়ান বলশেভিক কমিটিগুলির সম্মেলনে 'সংখ্যাগুরুদের সাহিত্য' সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে বলা হয়, 'এই সম্মেলন বন্‌চ-ব্রুইয়েভিচ ও লেনিন গ্রুপের সাহিত্য এবং তৎসহ মতদ্বৈধের বিষয়গুলির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত অন্যান্য পার্টি সাহিত্য পার্টি কমিটিগুলিকে সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিকে আহ্বান জানাচ্ছে।' ১৯০৪ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষে এই সব প্রকাশনার দায়িত্ব ভি. আই. লেনিনের দ্বারা সংগঠিত 'ভ্‌পেরিয়দ্‌' (অগ্রগামী) পত্রিকার উপরে ন্যস্ত হয়।

১২। ২২ জনের ঘোষণা হ'ল ভি.আই. লেনিনের লিখিত 'পার্টির উদ্দেশ্যে আবেদন'। ১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে লেনিনের পরিচালনায় সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বলশেভিক সম্মেলনে এই ঘোষণা গৃহীত হয়। জে. ভিঃ স্তালিনের চিঠিতে যে 'পার্টির উদ্দেশ্যে' নামক পুস্তিকার উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে 'পার্টির উদ্দেশ্যে আবেদন' ছাড়া আরো ছিল রিগা ও মস্কো কমিটির প্রস্তাব; জেনেভার বলশেভিক মণ্ডলীও বাইশজন বলশেভিকের সম্মেলনের সিদ্ধান্তের সঙ্গের নিজেদের যুক্ত করেছিলেন, তাদের প্রস্তাবও ছিল এই পুস্তিকাতে। 'পার্টি উদ্দেশ্যে আবেদন'টি তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের জন্য সংগ্রামের কর্মসূচী হয়ে দাঁড়ায়। আর-এস-ডি-এল-পি'র অধিকাংশ কমিটি বলশেভিক সম্মেলনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঐক্যমত প্রকাশ করে। ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ককেশিয়ান ইউনিয়ন কমিটি এবং তিফলিস ও ইমেরেতিয়া-মিংগ্রেলিয়া কমিটিগুলি ২২ জনের ঘোষণার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে এবং পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস অবিলম্বে আহ্বানের জন্য প্রচারকার্য শুরু করে।

১৩। ভি. আই. লেনিনের 'এক পা আগে, দুই পা পিছে' প্রবন্ধটি ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেখা হয়েছিল রোজা লুক্সেমবুর্গের 'রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সাংগঠনিক সমস্যাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধের ('ইস্‌ক্রার' ৬৯ নং এবং 'ন্যুয়ে জাইৎ'-এর ৪২ ও ৪৩ নং-এ প্রকাশিত) উত্তরে এবং কাউৎস্কির লিখিত পত্রের ('ইস্‌ক্রার ৬৬ নং-এ প্রকাশিত) উত্তরে। লেনিনের ইচ্ছা ছিল প্রবন্ধটি ন্যুয়ে জাইতে-ও প্রকাশিত হয়; কিন্তু ঐ পত্রিকার সম্পাদকেরা মেনশেভিকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে অসম্মত হন।

১৪। 'প্রবাসী রুশ বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট লীগের দ্বিতীয় সাধারণ কংগ্রেসের আনুপূর্বিক কার্যবিবরণী', ১৯০৪ সালে জেনেভায় লীগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৫। ভি. আই. লেনিনের 'এক পা আগে, দুই পা পিছে' বইখানি ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি-মেতে লেখা হয় এবং সেই বছরই ৬ই (১৯শে) মে প্রকাশিত হয় (গ্রন্থাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৭, পৃঃ ১৮৫-৩৯২ দেখুন)।

১৬। এখানে ভি.আই. লেনিনের 'কী করতে হবে?' বইখানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে (গ্রন্থাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৫, পৃঃ ৩১৯-৪৯৪ দেখুন)।

১৭। আর-এস-ডি-এল-পি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত নিয়মাবলী অনুসারে পার্টি কাউন্সিল ছিল পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা। এর সদস্য পাঁচজন: দুজন নিযুক্ত হতেন কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা, দুজন কেন্দ্রীয় মুখপত্রের দ্বারা এবং পঞ্চম জন নির্বাচিত হতেন কংগ্রেসের দ্বারা। কেন্দ্রীয় কমিটির ও কেন্দ্রীয় মুখপত্রের কার্যাবলীর ঐক্যবিধান ও সমন্বয়সাধন ছিল কাউন্সিলের প্রধান কাজ। আর-এস-ডি-এল-পি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে মেনশেভিকরা পার্টি কাউন্সিলের কর্তৃত্ব দখল করে এবং তাকে উপদলীয় বিরোধের যন্ত্র করে তোলে। আর-এস-ডি-এল-পি'র তৃতীয় কংগ্রেস পার্টিতে বহুকেন্দ্রিক পদ্ধতি উচ্ছেদ করে এবং কেন্দ্রীয় কমিটিরূপে একটিমাত্র পার্টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে যা দুটি ভাগে বিভক্ত—একটির কাজ বিদেশে, অন্যটির কাজ রাশিয়ার অভ্যন্তরে। তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত নিয়মাবলী অনুসারে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে কেউ কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হবেন।

১৮। ভি. আই. লেনিনের আমাদের সাংগঠনিক কর্তব্য প্রসঙ্গে একজন কমরেডকে নামক পুস্তিকাখানি এবং লেখকের মুখবন্ধ ও সংযোজনী আর-এস-ডি-এল-পি'র কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ১৯০৪ সালে জেনেভায় প্রকাশিত হয় (গ্রন্থাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৬, পৃঃ ২০৫-২২৪ দেখুন)।

১৯। 'কস্ত্রভ'—এন. জর্ডানিয়ার ছদ্মনাম, তিনি 'অ্যান' নামেও স্বাক্ষর করতেন।

২০। 'কৃভালি' (হলরেখা) জর্জিয়ান ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারার পত্রিকা। ১৮৯৩-৯৭এর যুগে এই পত্রিকার স্তম্ভগুলি 'মেসামে দ্যাসি'-র তরুণ লেখকদের ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। ১৮৯৭ সালের শেষে মেসামে দ্যাসির সংখ্যাগরিষ্ঠদের (এন. জর্ডানিয়া এবং অন্যান্যদের) হাতে সংবাদপত্রখানি চলে যায় এবং 'আইনী মার্কসবাদের' মুখপত্রে পরিণত হয়। আর-এস-ডি-এল-পি'তে বলশেভিক ও মেনশেভিক গোষ্ঠীর

অভ্যুত্থান হওয়ার পর 'কৃভালি' জর্জিয়ান মেনশেভিকদের মুখপত্র হয়েছিল। ১৯০৪ সালে সরকার এই পত্রিকা বন্ধ করে দেয়।

২১। **প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা** (শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম)—বে-আইনী জর্জিয়ান সংবাদপত্র আর-এস-ডি-এল-পি'র ককেশিয়ান ইউনিয়নের মুখপত্র, ১৯০৩ সালের এপ্রিল-মে থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, এবং দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার কর্তৃক বন্ধ হয়। ১৯০৪ সালে নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর জে. ভি. স্তালিন এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হন। সম্পাদকমণ্ডলীতে আরো ছিলেন এ. জি. ৎস্খুলুকিদজে, এস. জি. শউমিয়ান এবং অন্য কয়েকজন। প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি জে. ভি. স্তালিন লিখতেন। **প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা** স্থান নিল **বর্দজোলার**। আর-এস-ডি-এল-পি'র ককেশিয়ান ইউনিয়নের প্রথম কংগ্রেসে স্থির হয় যে আর্মেনিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পত্রিকা **প্রলেতারিয়েত-এর** সঙ্গে **বর্দজোলা** একত্র করে সংযুক্তভাবে তিনটি ভাষায় একখানি পত্রিকা প্রকাশ করা হবে: জর্জিয়ান (**প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা**), আর্মেনিয়ান (**প্রলেতারিয়াতি ক্রিভ্**) এবং রুশ ভাষায় (**বর্বা প্রলেতারিয়াতা**)। পত্রিকাগুলির বিষয়বস্তু তিনটি ভাষাতেই একই ছিল। পূর্ববর্তী তিনটি সংখ্যা ধরে নিয়েই পত্রিকাগুলির সংখ্যা নির্ধারিত হ'ত। বৃহত্তম বে-আইনী বলশেভিক পত্রিকাগুলির মধ্যে **প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলার** স্থান ছিল তৃতীয় (**ভ্পেরিয়দ** ও **প্রলেতারির** পরেই) এবং সে মার্কসবাদী পার্টির মতাদর্শগত, সংগঠনগত ও রণকৌশলগত মূলনীতিগুলি অবিচলিতভাবে সমর্থন করে যায়। **প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলার** সম্পাদকমণ্ডলী ভি. আই. লেনিনের সঙ্গে এবং বৈদেশিক বলশেভিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে **ভ্পেরিয়দ** প্রকাশের কথা যখন ঘোষণা করা হয়, তখন ঐ পত্রিকাটিকে সমর্থন করার জন্য ককেশিয়ান ইউনিয়ন কমিটি একটি লেখকগোষ্ঠী গঠন করে। **প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলায়** লেখার জন্য ইউনিয়ন কমিটির আমন্ত্রণের উত্তরে ১৯০৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর (নতুন পঞ্জিকা) তারিখে এক চিঠিতে ভি. আই. লেনিন লেখেন, 'প্রিয় কমরেডবৃন্দ, **প্রলেটারিয়ান স্ট্রাগল** সম্পর্কে আপনাদের চিঠি পেয়েছি। আমি নিজে লিখতে চেষ্টা করব এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের কাছেও আপনাদের অনুরোধ জানাব' (লেনিন, **গ্রন্থাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩৪শ

খণ্ড, পৃঃ ২৪০ দেখুন)। প্রলেতারিয়াত্তিস বর্দজোলার স্তম্ভে নিয়মিতভাবে লেনিনের ইস্ক্রার এবং পরে ভ্পেরিয়দ ও প্রলেতারির প্রবন্ধ ও সংবাদ পুনর্মুদ্রিত হ'ত। এই সংবাদপত্রে ভি. আই. লেনিনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ত। প্রলেতারি প্রায়ই প্রলেতারিয়াত্তিস বর্দজোলা সম্পর্কে অনুকূল সমালোচনা ও মন্তব্য প্রকাশ করত এবং তার থেকে প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র আবার ছাপত। ১২নং প্রলেতারিতে রুশ ভাষায় প্রকাশিত বর্বা প্রলেতারিয়াতার ১নং সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। সে আলোচনার শেষ হয়েছিল এইভাবে, 'এই চিত্তাকর্ষক পত্রিকাখানির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাদের আবার আলোচনা করতে হবে। ককেশিয়ান ইউনিয়নের প্রকাশকার্যের প্রসারকে আমরা সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ককেশাসে পার্টি-মনোভাবের পুনর্জাগরণের আরো সাফল্য কামনা করছি।'

২২। এখানে জে. ভি. স্তালিনের 'জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গি' প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২৩। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের ১৯০৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখের আদেশ এবং ১৯০৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের বিশেষ সরকারী ইস্তেহার একসঙ্গে সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই আদেশে সামান্য সংস্কার-সাধনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও স্বৈরাচারী ক্ষমতার অলঙ্ঘনীয়তা ঘোষণা করা হয় এবং কেবল বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধেই নয়—সেই সব লিবারেল যারা সরকারের কাছে ছোটখাট সাংবিধানিক দাবি তোলার সাহস দেখিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ভি. আই. লেনিন যেমন বলেছিলেন যে, দ্বিতীয় নিকোলাসের আদেশ হ'ল 'লিবারেলদের গণ্ডে চপেটাঘাত'।

২৪। ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে লিবারেলপন্থী লীগ অব্ ইমানসিপেশন-এর একদল সদস্য কর্তৃক এই 'শাসনতন্ত্রের খসড়া' রচিত হয়। এবং এই শিরোনামায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ঃ রুশ সাম্রাজ্যের মৌল রাষ্ট্র-বিধান। রুশ শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া, মস্কো ১৯০৪।

২৫। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট পত্রিকায় এন. জর্ডানিয়ার 'সংখ্যাগুরু না সংখ্যালঘু', মগ্জাউরি পত্রিকায় 'পার্টি কি?' এবং অন্যান্য প্রবন্ধের উত্তরে ১৯০৫ সালের এপ্রিলের শেষে জে. ভি. স্তালিনের পুস্তিকা 'পার্টিতে মতভেদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য' লেখা হয়। এই পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ শীঘ্রই প্রবাসী বলশেভিকদের কাছে পৌঁছায়। ১৯০৫ সালের ১৮ই জুলাই

এন.কে. জুগেলী কতকগুলি ঐ পুস্তিকা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্ত আর-এস-ডি-এল-পি'র ককেশিয়ান ইউনিয়ন কমিটিকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন। পুস্তিকা-খানি ট্রানসককেশিয়ার বলশেভিক সংগঠনগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এই থেকে অগ্রগামী শ্রমিকেরা পার্টির মধ্যে মতদ্বৈধের কথা এবং ভি.আই. লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের মনোভাব জানতে পারেন। ১৯০৫ সালের মে মাসে আভ্‌লাবারে আর-এস-ডি-এল-পি'র ককেশাস ইউনিয়নের গোপন ছাপাখানায় জর্জিয়ান ভাষায় পুস্তিকাখানি মুদ্রিত হয়, এবং জুন মাসে রুশ ভাষায় ও আর্মেনিয়ান ভাষায় মুদ্রিত হয়, প্রত্যেক ভাষায় ১,৫০০-২,০০০ খানা মুদ্রিত হয়েছিল।

২৬। **'ইস্‌ক্রা' (স্ফুলিঙ্গ)**—১৯০০ সালে লেনিনের প্রতিষ্ঠিত প্রথম সর্বরুশ বে-আইনী মার্কসবাদী পত্রিকা। লেনিনের **ইস্‌ক্রার** প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৯০০ সালে ১১ই (২৪শে) ডিসেম্বর লাইপজিগে, তারপর প্রকাশিত হয় মিউনিকে, লণ্ডনে (১৯০২এর এপ্রিল থেকে) এবং ১৯০৩ সালের বসন্ত-কাল থেকে জেনেভায়। সেন্ট পিটার্সবুর্গ ও মস্কোসহ রাশিয়ার বহু শহরে লেনিন 'ইস্‌ক্রা'কর্মনীতির সমর্থনে আর-এস-ডি-এল-পি'র কমিটি ও গ্রুপ গড়ে ওঠে। ট্রানসককেশিয়ায় জর্জিয়ার বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মুখপত্র **বর্দজোলা ইস্‌ক্রায়** প্রচারিত ভাবধারা তুলে ধরে। (**ইস্‌ক্রার** ভূমিকা ও তাৎপর্য সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ৫৫-৬৮ দেখুন।)

২৭। **সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট**—১৯০৫ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত তিফলিসে ককেশিয়ার মেনশেভিকদের দ্বারা জর্জিয়ান ভাষায় প্রকাশিত বে-আইনী সংবাদপত্র। এন. জর্ডানিয়া কর্তৃক পত্রিকাটি সম্পাদিত হ'ত। 'আর-এস-ডি-এল-পি'র তিফলিস কমিটির মুখপত্র' রূপে প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়; পরবর্তী সংখ্যাটির নাম দেওয়া হয় 'ককেশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রমিক সংগঠনের মুখপত্র।'

২৮। **রাবোচেইয়ে দেলো (শ্রমিক স্বার্থ)**—১৮৯৯ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত প্রবাসী রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের (অর্থনীতিবাদী) ইউনিয়নের দ্বারা এই পত্রিকাখানি জেনেভাতে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

২৯। ভি.আই. লেনিনের **গ্রন্থাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩ দেখুন।

৩০। স্তারোভার—এ. এন. পোত্রেসভের ছদ্মনাম।

৩১। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নির্বাচিত গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৪৪ দেখুন।

৩২। দাই নুয়ে জাইৎ (নব যুগ)—১৮৮৩ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত স্টাটগার্টে প্রকাশিত জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের পত্রিকা।

৩৩। মগ্ জাউরি (পরিব্রাজক)—১৯০১ থেকে ১৯০৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তিফলিসে প্রকাশিত ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল এবং জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা সংবলিত পত্রিকা। ১৯০৫ সালের জানুয়ারিতে তা এফ. মাখারাজের সম্পাদিত জর্জিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক পত্রিকায় পরিণত হয়। তাতে বলশেভিকদের প্রবন্ধ এবং মেনশেভিকদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ত।

৩৪। ১৮৮৮ সালে হেইনফেল্ডে অনুষ্ঠিত অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির উদ্বোধনী কংগ্রেসে হেইনফেল্ড্ কর্মসূচী গৃহীত হয়। তাতে কর্মসূচীর মূলনীতি বর্ণনায় এমন অনেকগুলি বিষয় ছিল যাতে সমাজ-বিকাশের ধারা এবং শ্রমিকশ্রেণীর ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কর্তব্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, পরে, ১৯০১ সালে অনুষ্ঠিত ভিয়েনা কংগ্রেসে হেইনফেল্ড্ কর্মসূচী বাতিল করে তার স্থানে সংশোধনবাদী মতবাদের ভিত্তিতে আর একটি কর্মসূচী গৃহীত হয়।

৩৫। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নির্বাচিত গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ২৫০ দেখুন।

৩৬। জরায়া (ঊষা)—ভি. আই. লেনিন কর্তৃক স্থাপিত রুশ ভাষায় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক তত্ত্বগত পত্রিকা, ষ্টাটগার্ট থেকে প্রকাশিত। ইস্ক্রার সমসাময়িক; দুটি পত্রিকার একই সম্পাদকমণ্ডলী। ১৯০১ সালের এপ্রিল থেকে ১৯০২ সালের আগস্ট পর্যন্ত এই পত্রিকাটি ছিল।

৩৭। ভি. আই. লেনিনের গ্রন্থাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১১১ দেখুন।

৩৮। দ্নেভ্নিক সোৎশ্যাল ডিমোক্র্যাটা (সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটের দিনপঞ্জী)—১৯০৫ সালের মার্চ থেকে ১৯১২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত জেনেভা থেকে জি.ভি. প্লেখানভ কর্তৃক অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হ'ত। ষোলটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। আর একটি সংখ্যা ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৩৯। গ্‌ণচক কমিটি—১৮৮৭ সালে আর্মেনিয়ান ছাত্রদের উদ্যোগে জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত গ্‌ণচক নামে আর্মেনিয়ান পেটিবুর্জোয়া পার্টির কমিটি। এই পার্টি ট্রানসককেশিয়ায় আর্মেনিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি নাম গ্রহণ করে এবং শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির নীতি অনুসরণ করে। ১৯০৫-০৭এর বিপ্লবের পর এটি প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী জোটে পরিণত হয়।

৪০। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কংগ্রেস, কনফারেন্স ও সেন্ট্রাল কমিটি প্লেনামের সিদ্ধান্ত, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ রুশ সংস্করণ, ১৯৪০, পৃঃ ৪৫ দেখুন।

৪১। জে ভি. স্তালিনের 'অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি' প্রবন্ধটির কেবল প্রথম অংশ 'প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলার' ১১নং-এ প্রকাশিত হয়। 'প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলার' ১২, ১৩ নং-এর পরিকল্পনা সম্পর্কে জে. ভি. স্তালিনের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের যে পাণ্ডুলিপি সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত, তা দেখে বিচার করলে বোঝা যায় যে, এই প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশ পত্রিকাটির ১২নং-এ বের করবার সংকল্প ছিল। যেহেতু ১৩নং প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়, সেই জন্য প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশ আর প্রকাশিত হয়নি। প্রবন্ধটির এই অংশের রুশ ভাষায় অনূদিত পাণ্ডুলিপি পুলিশের ফাইলে রক্ষিত হয়। মূল জর্জিয়ান রচনাটি পাওয়া যায়নি।

৪২। ১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের আমস্টারডাম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

৪৩। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট লীগে কেন্দ্রীয় কমিটির অভিভাষণ' (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নির্বাচিত গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ১০২ দেখুন)।

৪৪। এখানে ভি. আই. লেনিনের 'অস্থায়ী সরকার সম্পর্কে' রচনাটির উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তিনি এফ. এঙ্গেলসের 'বাকুনিনপন্থীরা কাজে লেগেছে' প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেন (ভি.আই. লেনিন, গ্রন্থাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩, ৪৪৪ এবং ৪৪৬ দেখুন)।

৪৫। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুলিগিনের সভাপতিত্বে গঠিত কমিশন কর্তৃক রচিত কেবল পরামর্শ দানের কর্তব্যসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় ডুমা গঠনের জন্য একটি বিলের

বিষয় এবং ডুমার নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধি-বিধানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। জারের ১৯০৫ সালের (৬ই) ১৯শে আগস্টের ইস্তেহারে ঐ বিল এবং বিধি-বিধানগুলি একসঙ্গে প্রকাশিত হয়। বলশেভিকেরা বুলিগিন-ডুমার সক্রিয় বয়কট ঘোষণা করে। ডুমা বসবার আগেই বিপ্লবের ঝাপ্‌টায় তা উড়ে যায়।

৪৬। **প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলার** ১১নং-এ প্রকাশিত জে. ভি. স্তালিনের 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের প্রতি উত্তর' প্রবাসী বলশেভিক কেন্দ্রে সাগ্রহে গৃহীত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি সংক্ষেপে উল্লেখ করে ভি. আই. লেনিন **প্রলেতারিতে** লিখেছিলেন: 'আমরা লক্ষ্য করেছি যে "সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের প্রতি উত্তরে" প্রশ্নটিতে "বাইরে থেকে চেতনা সঞ্চারের" বহুখ্যাত প্রশ্নটি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। লেখক এই প্রশ্নকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন:

(১) 'চেতনা ও অস্তিত্বের মধ্যে সম্পর্কের দার্শনিক প্রশ্ন। অস্তিত্ব চেতনাকে নির্ধারণ করে। দুইটি শ্রেণীর অস্তিত্বের অনুরূপ দুই ধরনের চেতনার সঞ্চার হয়—বুর্জোয়া চেতনা ও সমাজতন্ত্রের চেতনা। সমাজতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা সঙ্গতিপূর্ণ।'

'(২) "এই সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে কে বাস্তবে রূপদান করতে পারে এবং করে?"

' "একমাত্র গভীর বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির ভিত্তিতেই আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত হতে পারে" (কাউৎস্কি), অর্থাৎ "মুষ্টিমেয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বুদ্ধিজীবী, যাদের প্রয়োজনীয় উপায় ও অবসর আছে তারাই একে রূপদান করে।"

'(৩) এই প্রশ্ন কিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মনে অনুপ্রবেশ করতে পারে? "এই কাজেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির (শুধু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বুদ্ধিজীবীদের নয়) ভূমিকা এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চার করে।"

'(৪) সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি যখন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রচার করতে চায়, তখন তারা কিসের সম্মুখীন হয়? সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যে সহজাত সংগ্রাম-স্পৃহা। "স্বাভাবিক প্রয়োজনে, শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গেই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার উদ্ভব ঘটে—সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এবং যারা শ্রমিক-

শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তাদের মধ্যেও। সমাজতন্ত্রের জন্ম সংগ্রাম-স্পৃহার উদ্ভবের এই হ'ল কারণ।" (কাউৎস্কি।)

'এ থেকে মেনশেভিকরা এই হাস্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে: "অতএব এটা স্পষ্ট যে, বাইরে থেকে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয় না; ঘটে তার বিপরীত—সমাজতন্ত্র উদ্ভূত হয় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকেই এবং শ্রমিক-শ্রেণীর মতামত যারা গ্রহণ করে তাদের মাথায় তা প্রবেশ করে"।' (লেনিনের **গ্রন্থাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭ দেখুন।)

৪৭। ১৯০৫ সালের ১লা জুলাই 'ইউনিয়ন কমিটিকে উত্তর' প্রকাশিত হয়েছিল 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটের' ৩নং সংখ্যায়। জর্জিয়ান মেনশেভিকদের নেতা এন. জর্ডানিয়া এটা লিখেছিলেন; জে. ভি. স্তালিনের 'পার্টির মধ্যে মতভেদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য' নামক পুস্তিকায় এবং তার অন্যান্য লেখায় জর্ডানিয়ার মতামতের তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়।

৪৮। ভি. আই. লেনিনের **গ্রন্থাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১৯ দেখুন।

৪৯। **মস্কোভ্‌স্কিয়ে ভেদমস্তি (মস্কো গেজেট)**—একটি সংবাদ-পত্র, ১৭৫৬ সাল থেকে এর প্রকাশ আরম্ভ হয়, সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতশ্রেণীর এবং যাজকদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল মহলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এতে প্রকাশিত হ'ত। ১৯০৫ সালে পত্রিকাখানি 'ব্ল্যাক হাণ্ডেডদের' মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের পর পত্রিকাখানি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৫০। **রুশকিইয়ে ভেদমস্তি (রাশিয়ান গেজেট)**—মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের লিবারেল অধ্যাপক এবং **জেমস্তভো'র** নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা ১৮৬৩ সালে মস্কোয় প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র। লিবারেল জমিদার ও বুর্জোয়াদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এই পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ত। ১৯০৫ সালে পত্রিকাখানি দক্ষিণপন্থী ক্যাডেটদের মুখপত্রে পরিণত হয়।

৫১। **প্রলেতারি (শ্রমিকশ্রেণী)**—বলশেভিকদের বে-আইনী সাপ্তাহিক পত্রিকা। পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্ররূপে এর প্রতিষ্ঠা। ১৯০৫ সালের ১৪ই মে (২৭শে) থেকে ১২ই নভেম্বর (২৫শে) পর্যন্ত জেনেভায় পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়েছিল। মোট ২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ভি. আই. লেনিন ছিলেন প্রধান সম্পাদক। পুরানো লেনিনবাদী **ইস্ক্রার** নীতিই

প্রলেতারিয় অনুসরণ করে, এই পত্রিকা বলশেভিক সংবাদপত্র 'ভ্পেরিয়দের' স্থান গ্রহণ করে। লেনিন সেন্ট পিটার্সবুর্গ ফিরে আসার পর এর প্রকাশ বন্ধ হয়।

৫২। দি কনস্টিটিউশনাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি (ক্যাডেট পার্টি)—লিবারেল রাজতন্ত্রবাদী বুর্জোয়াদের প্রধান পার্টি। গঠিত হয় ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে। কৃত্রিম গণতান্ত্রিক আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে, নিজেদের 'জনগণের স্বাধীনতার' পার্টি আখ্যা দিয়ে ক্যাডেটরা তাদের দিকে কৃষকদের টানতে চেষ্টা করত। তারা জারতন্ত্রকে নিয়মানুগ রাজতন্ত্রের আকারে জীইয়ে রাখার চেষ্টা করত। পরবর্তীকালে ক্যাডেটরা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর দলে পরিণত হয়। অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পরে ক্যাডেটরা প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র এবং সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করে।

৫৩। কাভ্কাজ্স্কি রবোচি লিস্তক' (ককেশিয়ান শ্রমিকদের সংবাদপত্র)—১৯০৫ সালের ২০শে নভেম্বর থেকে ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিফলিসে রুশ ভাষায় প্রকাশিত ককেশাসের প্রথম আইনসঙ্গত বলশেভিক পত্রিকা; জে. ভি. স্তালিন ও এস.জি. শাউমিয়ান কর্তৃক পরিচালিত হ'ত। আর-এস-ডি-এল-পি'র ককেশিয়ান ইউনিয়নের ৪র্থ সম্মেলনে পত্রিকাখানিকে ককেশিয়ান ইউনিয়নের সরকারী মুখপত্র বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। সবশুদ্ধ প্রকাশিত হয় সতেরটি সংখ্যা। শেষের দুইটি সংখ্যা য়েলিজাভেৎপলস্কি ভেস্ত্নিক (য়েলিজাভেৎপল বিঘোষক) নামে আত্মপ্রকাশ করে।

৫৪। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে লাৎভিয়ার তুকুম্স, তালসেন, রুজেন, ফ্রিদ্রিচস্তাদ্ এবং অন্যান্য শহরগুলি বিদ্রোহী শ্রমিক, কৃষি-মজুর ও কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা অধিকৃত হয় এবং জারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। ১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে জেনারেল অর্লভ, সোলোগাব ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে পিটুনী সেনাবাহিনী পাঠিয়ে লাৎভিয়ার এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

৫৫। 'রাষ্ট্রীয় ডুমা ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির রণকৌশল' নামক জে. ভি. স্তালিনের প্রবন্ধটি ১৯০৬ সালের ৮ই মার্চ তারিখে আর-এস-ডি-এল-পি'র ঐক্যবদ্ধ তিফলিস কমিটির দৈনিক মুখপত্র গাস্তিয়াদি'তে (ঊষা) প্রকাশিত

হয়েছিল। এই পত্রিকাখানি ১৯০৬ সালের ৫ই মার্চ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত বেরোয়। ডুমা সম্পর্কে কি রণকৌশল গৃহীত হবে, সে প্রশ্নে বলশেভিকদের সরকারী নীতি এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। গাজিয়াজি'র পূর্ববর্তী সংখ্যায় 'এইচ' স্বাক্ষরিত 'রাষ্ট্রীয় ডুমার নির্বাচন এবং আমাদের রণকৌশল' প্রবন্ধে এই প্রশ্নে মেনশেভিকদের মনোভাব প্রকাশিত হয়। জে. ভি. স্তালিনের প্রবন্ধের সঙ্গে এই সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল: 'রাষ্ট্রীয় ডুমায় যাওয়া হবে কি হবে না, সে-প্রশ্নে আমাদের কমরেডদের একটি অংশের মতামত সংবলিত একটি প্রবন্ধ আমরা গতকাল বের করেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আজ আমরা এই প্রশ্নে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করছি, যাতে আমাদের আর একটি অংশের নীতি ব্যক্ত হয়েছে। পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, দুটি প্রবন্ধে মূলগত পার্থক্য রয়েছে: প্রথম প্রবন্ধের লেখক ডুমার নির্বাচনে যোগ দেবার পক্ষপাতী, দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখক তার সম্পূর্ণ বিরোধী। কোনো লেখকই তার নিজের মত ব্যক্ত করেননি; পার্টিতে যে দুটি ভাবধারা আছে, তার রণকৌশলগত কর্মনীতি দুটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। এখানেই যে শুধু এই অবস্থা তা নয়, সারা রাশিয়াতেই অবস্থা এইরকম।

৫৬। রেভল্যুৎসিয়ায়া রস্‌সিইয়া (বিপ্লবী রাশিয়া)—সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মুখপত্র, ১৯০০ সালের শেষ ভাগ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে 'লীগ অব্ সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিজ' কর্তৃক এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়, কিন্তু ১৯০২ সালের জানুয়ারি থেকে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রে পরিণত হয়।

৫৭। নোভায়া ঝিজন্ (নব জীবন)—১৯০৫ সালের ২৭শে অক্টোবর থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত প্রথম আইনসঙ্গত বলশেভিক সংবাদপত্র। ভি. আই. লেনিন যখন বিদেশ থেকে আসেন, তখন তার ব্যক্তিগত পরিচালনায় 'নোভায়া ঝিজন্' বেরুতে আরম্ভ করে। এই পত্রিকার প্রকাশে ম্যাক্সিম গর্কি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। 'নোভায়া ঝিজনের' ২৭নং সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর কর্তৃপক্ষ পত্রিকাখানি বন্ধ করে দেয়। শেষে ২৮নং সংখ্যাটি বে-আইনীভাবে প্রকাশিত হয়।

৫৮। নাচালো (সূচনা)—১৯০৫ সালের ১৩ই নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত মেনশেভিকদের আইনসঙ্গত দৈনিক সংবাদপত্র।

৫৯। ৎস্মোবিস পুর্ত্সেলি (সংবাদ পরিপত্র)—১৮৯৬ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত তিফলিসে জর্জিয়ান ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র। ১৯০০ সালের শেষে পত্রিকাখানি জর্জিয়ান জাতীয়তাবাদীদের মুখপত্র হয়, ১৯০৪ সালে জর্জিয়ান সোশ্যাল ফেডারেলিস্টদের মুখপত্রে পরিণত হয়।

৬০। 'এলভা' (বিদ্যুৎ)—দৈনিক জর্জিয়ান সংবাদপত্র—আর-এস-ডি-এল-পি'র ঐক্যবদ্ধ তিফলিস কমিটির মুখপত্র 'গান্তিয়াদি' জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হলে এই পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। ১৯০৬ সালের ১২ই মার্চ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়, এর শেষ সংখ্যা বের হয় ১৯০৬ সালের ১৫ই এপ্রিলে। বলশেভিকদের পক্ষ থেকে প্রধান প্রবন্ধগুলি লিখতেন জে. ভি. স্তালিন। সর্বসমেত ২৭টি সংখ্যা বের হয়েছিল।

৬১। ১৯০৬ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত (নতুন পঞ্জিকায় ২৩শে এপ্রিল থেকে ৮ই মে পর্যন্ত) স্টকহোমে আর-এস-ডি এল-পি'র চতুর্থ ('ঐক্য') কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, লাৎভিয়া এবং বাণ্ড থেকে জাতীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির প্রতিনিধিরাও এতে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৫ সালের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর সরকার বহু বলশেভিক সংগঠন ভেঙে দেয়, তাই ঐসব সংগঠন প্রতিনিধি পাঠাতে পারেনি। কংগ্রেসে মেনশেভিকরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, অবশ্য খুব অল্প সংখ্যায়। কংগ্রেসে মেনশেভিকদের প্রাধান্য তার অনেকগুলি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। তিফলিসের বলশেভিক সংগঠনের প্রতিনিধিরূপে জে. ভি. স্তালিন আইভ্যানোভিচ-এর ছদ্মনামে এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। কৃষি-কর্মসূচীর খসড়া, বর্তমান পরিস্থিতি, ও রাষ্ট্রীয় ডুমা বিষয়ক বিতর্কে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। এছাড়া, তিনি কতকগুলি তথ্যভিত্তিক বিবৃতি দেন, যার দ্বারা তিনি রাষ্ট্রীয় ডুমার প্রশ্নে, বাণ্ডের সঙ্গে চুক্তির প্রশ্নে এবং অন্যান্য প্রশ্নে ট্রানসককেশিয়ান মেনশেভিকদের সুবিধাবাদী মুখোস খুলে দেন।

৬২। জন—পি. পি. ম্যাসলভের ছদ্মনাম।

৬৩। এন. এইচ—নোয়া হোমারিকি, একজন মেনশেভিক।

৬৪। সিমার্ত্তলে (সত্য)—১৯০৬ সালে তিফলিসে প্রকাশিত জর্জিয়ান মেনশেভিকদের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক দৈনিক পত্রিকা।

৬৫। কার্ল কাউৎস্কি ও জে. গুয়েস্দ্ তখনো সুবিধাবাদীদের শিবিরে প্রবেশ করেননি। ১৯০৫-০৭ সালে, যে রুশ বিপ্লব আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনকে,

বিশেষতঃ, জার্মানির শ্রমিকশ্রেণীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, তা কাউৎস্কিকে অনেক ব্যাপারে বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মনোভাব অবলম্বনে বাধ্য করেছিল।

৬৬। **'আখালি ত্‌সখোভ্‌রেবা** (**নব জীবন**)—জে. ভি. স্তালিনের পরিচালনায় ১৯০৬ সালের ২০শে জুন থেকে ১৪ই জুলাই পর্যন্ত তিফলিসে প্রকাশিত একটি বলশেভিক দৈনিক পত্রিকা। এম. দাভিতাশ্‌ভিলি, জি. তেলিয়া, জি. কিকোদজে এবং অন্যান্য কয়েকজন কর্মিমণ্ডলীর স্থায়ী সদস্য ছিলেন। সর্বসমেত বিশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

৬৭। ভি. আই. লেনিনের 'রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এবং শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টির রণকৌশল' (**গ্রন্থাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮-৯৯ দেখুন)। আর-এস-ডি-এল-পি'র যুক্ত কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র **পার্তিনিয়ে ইজ্‌ভেস্তিয়ায়** (পার্টি সংবাদ) এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। পার্টির চতুর্থ ('ঐক্য') কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে বে-আইনীভাবে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত হয়। দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল: ১নং প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি এবং ২নং ২০শে মার্চ।

৬৮। কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'জার্মানিতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব' (কার্ল মার্কসের **নির্বাচিত গ্রন্থাবলী**। ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৩৬, পৃঃ ১৩৫ দেখুন)।

৬৯। ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'ডাই বাকুনিস্টেন অ্যান ডের আরবেইট', মস্কাউ ১৯৪১, অনুচ্ছেদ ১৬-১৭ দেখুন।

৭০। **সেভেরনায়া জেমলাইয়া** (**উত্তরাঞ্চল**)—১৯০৬ সালের ২৩শে জুন থেকে ২৮শে জুন পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত বলশেভিকদের আইনসঙ্গত দৈনিক পত্রিকা।

৭১। **রস্‌সিইয়া** (**রাশিয়া**)—১৯০৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯১৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র, যাতে পুলিশ এবং **ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডস**-এর মতামত প্রকাশ করা হ'ত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদপ্তরের মুখপত্র।

৭২। ১৯০৬ সালের জুন ও জুলাই মাসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. এ স্তলিপিন শ্রমিক ও কৃষকদের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে এবং বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে সশস্ত্র সৈন্যের সাহায্যে নির্মমভাবে দমনের দাবি জানিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলিকে নির্দেশ দেন।

৭৩। ডি. ত্রেপভ—সেন্ট পিটার্সবুর্গের গভর্ণর জেনারেল, যিনি ১৯০৫ সালের বিপ্লবকে দমনের আদেশ দেন।

৭৪। জে. ভি. স্তালিনের রচনা **বর্তমান পরিস্থিতি এবং ওয়ার্কার্স পার্টির ঐক্য কংগ্রেস** ১৯০৬ সালে 'প্রলিতারিয়েত' প্রকাশকদের দ্বারা জর্জিয়ান ভাষায় তিফলিসে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার পরিশিষ্টে চতুর্থ ('ঐক্য') কংগ্রেসে বলশেভিকদের দ্বারা উত্থাপিত তিনটি খসড়াপ্রস্তাব ছিল: (১) 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বর্তমান পরিস্থিতি' (ভি. আই. লেনিনের **গ্রন্থাবলী,** ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০-৩১ দেখুন); (২) 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-কর্তব্য' (**সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কংগ্রেস, কনফারেন্স সেন্ট্রাল কমিটির প্লেনামের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ,** ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ রুশ সংস্করণ, ১৯৪০, পৃঃ ৬৫ দেখুন); (৩) 'সশস্ত্র অভ্যুত্থান' (ভি. আই. লেনিনের **গ্রন্থাবলী,** ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৩১-৩৩ দেখুন) এবং বলশেভিকদের পক্ষ থেকে ভি. আই. লেনিন কর্তৃক কংগ্রেসে উত্থাপিত রাষ্ট্রীয় ডুমা সংক্রান্ত খসড়াপ্রস্তাব (ভি. আই. লেনিনের **গ্রন্থাবলী,** ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৬-৬৭দেখুন)। সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব এবং 'বিপ্লবের বর্তমান পরিস্থিতি ও শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য' সম্পর্কে মেনশেভিকদের খসড়াপ্রস্তাবও পরিশিষ্টে ছিল।

৭৫। **গণতান্ত্রিক সংস্কারের পার্টি** (দি পার্টি অব্ ডিমোক্র্যাটিক রিফর্ম) লিবারেল রাজতন্ত্রবাদী বুর্জোয়াদের পার্টি। ১৯০৬ সালে রাষ্ট্রীয় ডুমার প্রথম নির্বাচনের সময় গঠিত হয়।

৭৬। **অক্টোবরী বা অক্টোবরপন্থী** (দি অক্টোব্রিষ্টস, অর ইউনিয়ন অব্ অক্টোবর সেভেনটিন্থ)—বাণিজ্য ও শিল্পের বৃহৎ বুর্জোয়া ও বৃহৎ জমিদারদের প্রতিবিপ্লবী পার্টি, ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে গঠিত। এই পার্টি স্তলিপিনের শাসনকে এবং জারতন্ত্রের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতিকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করে।

৭৭। **মেহনতীমণ্ডল** (ত্রুডোভিক্স, অর গ্রুপ অব্ টয়েল)—প্রথম রাষ্ট্রীয় ডুমায় কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯০৬ সালে গঠিত পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের একটি মণ্ডলী। তাদের দাবি ছিল—বর্ণ ও জাতি সংক্রান্ত সমস্ত রকমের বাধা-নিষেধের অবসান, গ্রামাঞ্চলের এবং শহরাঞ্চলের সরকারী মিউনিসিপ্যাল

সংস্থাগুলির গণতন্ত্রীকরণ, রাষ্ট্রীয় ডুমার জন্ত সর্বজনীন ভোটাধিকার, এবং সর্বোপরি কৃষি সমস্তার সমাধান।

৭৮। নাশা ঝিজন্ (আমাদের জীবন)—মধ্যে মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়ে ১৯০৪ সালের নভেম্বর থেকে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত লিবারেল বুর্জোয়া সংবাদপত্র।

৭৯। আখালি দ্রোয়েবা (নব যুগ)—জে.ভি. স্তালিন, এম. ৎশ্খাকায়া এবং এম. দাভিতাশ্ভিলির পরিচালনায় ১৯০৬ সালের ১৪ই নভেম্বর থেকে ১৯০৭ সালের ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত তিফলিসে জর্জিয়ান ভাষায় আইনানুমোদিত সাপ্তাহিক ট্রেড ইউনিয়ন পত্রিকা। তিফলিসের গভর্ণরের আদেশে পত্রিকাখানিকে দমন করা হয়।

৮০। ১৯০৫ সালের ২৯শে জানুয়ারি সিনেটর শিদ্‌লোভস্কির নেতৃত্বে কমিশন গঠিত হয় বাহ্যতঃ 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ও তার শহরতলীতে শ্রমিকদের অসন্তোষের কারণ সম্বন্ধে জরুরী তদন্তের উদ্দেশ্যে'। শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও কমিশনে স্থান দেবার ইচ্ছা ছিল। বলশেভিকরা মনে করে যে, এটা হ'ল শ্রমিকদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত করার জন্ত জার সরকারের অপচেষ্টা; এইজন্ত তারা প্রস্তাব করে যে, কমিশনে প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে সরকারের কাছে রাজনৈতিক দাবি উত্থাপন করা হোক। সরকার এইসব দাবি অগ্রাহ্য করলে শ্রমিক নির্বাচকরা কমিশনে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে অসম্মত হয় এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের ধর্মঘটে প্রবৃত্ত হতে আহ্বান জানায়। পরদিনই রাজনৈতিক ধর্মঘট হয়। ১৯০৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি জার সরকার 'শিদ্‌লোভস্কি কমিশন' ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হন।

৮১। ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিযুক্ত অর্থমন্ত্রী ভি. এন. কোকোভৎসেভের নেতৃত্বাধীন কমিশনের কাজও ছিল শিদ্‌লোভস্কি কমিশনের কাজের মতো: শ্রমিক সমস্তা সম্পর্কে তদন্ত করা, তবে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে। এই কমিশনের অস্তিত্ব ছিল ১৯০৫ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত।

৮২। ১৯০৬ সালের ৪ঠা মার্চের 'সমিতি আইন' ইউনিয়নগুলিকে এই শর্তে আইনানুগ অস্তিত্বের অধিকার দেয় যে, তাদের নিজেদের বিধিগুলি সরকারের কাছে রেজিস্ট্রি করবে। যদিও বিভিন্ন সমিতির কাজকর্মের উপর বহু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এবং আইন ভঙ্গ করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করার ব্যবস্থা হয়, তবু শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন গড়ে

তোলবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে এই অধিকার ব্যবহার করে। ১৮০৫-০৭ সালের সময়-পর্বে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম গণ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে এবং এগুলি বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালায়।

৮৩। ১৮০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর, জারের ফতোয়া প্রকাশিত হবার পর সরকারীভাবে 'স্বাধীনতা' ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রিপরিষদের প্রেসিডেন্ট এস. জে. উইটি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. এন. দুরনোভো প্রাদেশিক গভর্ণর এবং মহানগরীর গভর্ণরদের কাছে বহু বিজ্ঞপ্তি ও তারবার্তা পাঠিয়ে সভা ও সমাবেশ সশস্ত্র সৈন্য দিয়ে ভেঙে দিতে, সংবাদপত্র বন্ধ করে দিতে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে এবং বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালন সম্পর্কে সন্দেহভাজন সকলকে সরাসরি নির্বাসিত করতে আহ্বান জানান।

৮৪। ১৯০৫ সালের শেষে এবং ১৯০৬ সালের প্রথমে ক্রোপটকিনের অনুগামী খ্যাতনামা ভি. চেরকেজিশভিলি এবং তাঁর সমর্থক, মিখাকো ৎসেরেতেলি (বেটন), শাল্‌ভা গোগেলিয়া, (এস-এইচ. জি.) প্রভৃতি জর্জিয়ার নৈরাজ্যবাদীরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযান চালায়। এই দলটি তিফলিসে **নোবাতি**, **মুশা** এবং অন্যান্য কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশ করে। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নৈরাজ্যবাদীদের কোনো সমর্থন ছিল না ; কিন্তু শ্রেণীচ্যুত এবং পেটিবুর্জোয়া ব্যক্তিদের মধ্যে তারা কিছু সাফল্য অর্জন করে। **নৈরাজ্যবাদ অথবা সমাজতন্ত্র ?**—এই সাধারণ শিরোনামায় জে.ভি. স্তালিন নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে পর পর অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮০৬ সালের জুন ও জুলাই মাসে **আখালি ৎখোভ্‌রেবায়** প্রথম চার কিস্তি প্রকাশিত হয়। কর্তৃপক্ষ পত্রিকাখানি বন্ধ করে দেওয়ায় বাকি কিস্তিগুলি প্রকাশিত হতে পারে না। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং ১৯০৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে **আখালি ৎখোভ্‌রেবায়** প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সামান্য সংশোধিত আকারে **আখালি দ্রোয়েবায়** পুনর্মুদ্রিত হয়—নিম্নলিখিত মন্তব্য সহ : 'সম্প্রতি অফিস কর্মচারী ইউনিয়ন এই অভিমত জানিয়ে আমাদের চিঠি লেখেন যে, নৈরাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র এবং আনুসঙ্গিক প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আমাদের প্রবন্ধ লেখা উচিত (**আখালি দ্রোয়েবা**, ৩নং দেখুন)। আরো কয়েকজন কমরেডও এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমরা সানন্দে এই ইচ্ছা মেনে নিয়ে এইসব প্রবন্ধ প্রকাশ করছি। এগুলি সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করা প্রয়োজন

মনে করি যে, কয়েকটি প্রবন্ধ ইতিমধ্যে জর্জিয়ান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে (কিন্তু লেখকের আয়ত্তের বাইরে কতকগুলি কারণের জন্য তা শেষ হতে পারেনি)। যা হোক, সবগুলি প্রবন্ধ পুরোপুরি পুনর্মুদ্রিত করা আমরা প্রয়োজন মনে করি, লেখককে আরো সর্বজনবোধ্য পদ্ধতিতে প্রবন্ধগুলি আবার লিখে দিতে অনুরোধ জানালে তিনি সানন্দে তা করেছেন।' 'নৈরাজ্যবাদ অথবা সমাজতন্ত্র?'—এর প্রথম চার কিস্তি দুই ভঙ্গিতে লিখিত হওয়ার এই হ'ল ব্যাখ্যা। ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে **চ্‌ভেনি ৎখোভ্‌রেবা** এবং ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে **এই ড্রোতে** প্রবন্ধগুলি বেরিয়েছিল। 'নৈরাজ্যবাদ অথবা সমাজতন্ত্র?' প্রথম যেভাবে লেখা হয়, এবং **আখালি ৎখোভ্‌রেবায়** প্রকাশিত হয়, তা বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে দিয়ে দেওয়া হ'ল।

চ্‌ভেনি ৎখোভ্‌রেবা (আমাদের জীবন)—জে. ভি. স্তালিনের পরিচালনায় তিফলিস থেকে আইনতঃ প্রকাশিত বলশেভিকদের দৈনিক পত্রিকা, ১৯০৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশ আরম্ভ হয়। সর্বসমেত তেরটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। 'চরমপন্থী ভাবধারার জন্য' ১৯০৭ সালের ৬ই মার্চ পত্রিকাখানি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ড্রো (সময়)—'চ্‌ভেনি ৎখোভ্‌রেবা' দমন করা করা হলে জে.ভি. স্তালিনের পরিচালনায় ১৯০৭ সালের ১১ই মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত এই দৈনিক পত্রিকাখানি তিফলিসে প্রকাশিত হয়। এম. ৎস্‌খাকায়া এবং এম. দাভিতাশ্‌-ভিলি সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। সবশুদ্ধ ৩১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

৮৫। **নোবাতি** (আহ্বান)—১৯০৬ সালে জর্জিয়ান নৈরাজ্যবাদীদের দ্বারা তিফলিসে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা।

৮৬। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের **নির্বাচিত গ্রন্থাবলী**, ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৩২৮ দেখুন।

৮৭। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, **নির্বাচিত গ্রন্থাবলী**, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৩২৯ দেখুন।

৮৮। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'ডাই হাইলিগে ফ্যামিলিয়ে', 'ক্রিটিসে স্রাকট গেগেন ডেন ব্রানজোশিসচেন ম্যাটিরিয়ালিসমাস' (মার্কস-এঙ্গেলস, গেসামটাউসগাবে, আর্স্টে আবটেইলুং, ব্যাণ্ড ৩, এস. ৩০৭-০৮) দেখুন।

৮৯। কার্ল মার্কস, 'মিসেরে তে লা ফিলোসফি (মার্কস-এঙ্গেলস, গেসাম্‌টাউসগাবে আর্‌টে আবটেইলুং, ব্যাণ্ড ৬, এস. ১২৭) দেখুন।

৯০। কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নির্বাচিত গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ২৯২ দেখুন।

৯১। কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নির্বাচিত গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ২৩ দেখুন।

৯২। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'হের ইউজেন ডুরিংস রিভলিউশন ইন সায়েন্স (অ্যান্টি-ডুরিং), মস্কো ১৯৪৭, পৃঃ ২৩৩-৩৫ দেখুন।

৯৩। মুশা (শ্রমিক)—১৯০৬ সালে জর্জিয়ান নৈরাজ্যবাদীদের দ্বারা তিফলিসে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র।

৯৪। খ্‌মা (কণ্ঠস্বর)—১৯০৬ সালে জর্জিয়ান নৈরাজ্যবাদীদের দ্বারা তিফলিসে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র।

৯৫। কার্ল মার্কস, কলোনে কমিউনিস্টদের বিচার, মোলোট প্রকাশকদের দ্বারা সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত, ১৯০৬, পৃঃ ১১৩ (নবম, পরিশিষ্ট। কমিউনিস্ট লীগের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির অভিভাষণ, মার্চ ১৮৫০)। (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নির্বাচিত গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ১০৪-০৫ দেখুন।)

৯৬। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নির্বাচিত গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৪২০ দেখুন।

৯৭। এফ. এঙ্গেলসের মুখবন্ধসহ কার্ল মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' শীর্ষক পুস্তিকা থেকে লেখক এই অংশ উদ্ধৃত করেছেন। জার্মান থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ এন. লেনিন কর্তৃক ১৯০৫ সালে সম্পাদিত (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নির্বাচিত গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৪৪০ দেখুন)।